সূর্য্যপ্রজ্ঞপ্তিটীকায় মলয়গিরিও লিখিয়াছেন,—

"চত্তারি ইতি চ সূত্রে নপুংসকত্বনির্দ্দেশঃ প্রাকৃতত্বাৎ। প্রাকৃতে হি লিঙ্গং ব্যভিচারি, যদাহ পাণিনিঃ স্বপ্রাকৃতলক্ষণে লিঙ্গং ব্যভিচার্য্যপীতি।"

'এই সূত্রে প্রাকৃত ভাষা বলিয়াই 'চত্তারি' নপুংসকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় লিঙ্গের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পাণিনি স্বরচিত প্রাকৃতলক্ষণে বলিয়াছেন, 'লিঙ্গও ব্যভিচারী অর্থাৎ পরিবর্ত্তনীয়।'

আমরা এখন পাণিনিরচিত কোন প্রকার প্রাকৃত ব্যাকরণের সন্ধান পাই নাই। মলয়গিরির মতে, পাণিনি যে প্রাকৃত-ব্যাকরণ লিখিয়া ছিলেন, তাহার নাম 'প্রাকৃত-লক্ষণ।' এখন চণ্ডরচিত 'প্রাকৃতলক্ষণ'-নামধেয় এক খানি আর্ষ প্রাকৃতের ব্যাকরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চণ্ডের গ্রন্থে "হ্রস্বং সংযোগে" (২।৩) এই সূত্রে কেদারভট্টের উক্তি এবং "ক্বচিদ্ব্যত্যয়ঃ।" (১।৪) এই সূত্রে মলয়গিরির উক্তি সমর্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পাণিনির দোহাই দিয়া যে সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, ঠিক সে সূত্র চণ্ডের প্রাকৃত লক্ষণে নাই। ইহাতে বলা যাইতে পারে যে, পাণিনি-নামধেয় কোন ব্যক্তি 'প্রাকৃত-লক্ষণ' নামে একখানি স্বতন্ত্র ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন। এই পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ি-রচয়িতা পাণিনি উভয়ে এক ব্যক্তি কি না? অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি যাহাকে প্রচলিত 'ভাষা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই তৎকালপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং তাঁহার সময়ে এরূপ প্রাকৃত ভাষা চলিত ছিল কি না এবং তাহার ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছিল কি না, তৎপক্ষে সন্দেহ। আমাদের বিশ্বাস অষ্টাধ্যায়ী নামক সংস্কৃত-ব্যাকরণ-রচয়িতা পাণিনি ও প্রাকৃতলক্ষণপ্রণেতা পাণিনি উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি।

যাহা হউক চণ্ডরচিত আর্ষ-প্রাকৃত-লক্ষণে আমরা সুপ্রাচীন প্রাকৃত ভাষার কতকটা পরিচয় পাই।

চণ্ড প্রাকৃত, অপভ্রংশ (৩।৩৭), পৈশাচিকী (৩।৩৮) ও মাগধী (৩।৩৯) এই চারি প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের ভেদও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"ন লোপোঽপভ্রংশেঽধো রেফস্য।" (৩।৩৭)

অপভ্রংশে অধো"র" অর্থাৎ রফলার লোপ হয় না। যথা—ব্যাঘ্র, ব্রসি।

"পৈশাচিক্যাং রণয়োর্ লনৌ।" (৩।৩৮।)

পৈশাচিকীতে 'র' স্থানে 'ল' এবং 'ণ' স্থানে 'ন' হয়। যথা—অরে=অলে, প্রণমত=পনমত।

"মাগধিকায়াং রসয়োর্ লশৌ।" (৩।৩৯)

মাগধী-ভাষায় 'র' স্থানে 'ল' ও 'স' স্থানে 'শ' হয়। যথা—চন্দ্রকরনিকর=চন্দকলনিকল, হংস=হংশ।

উক্ত প্রাকৃত-লক্ষণের টীকাকার সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ, পৈশাচিকী, মাগধী ও শৌরসেনী এই ছয়টী ভাষা উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তিনিও কোন স্থানে মহারাষ্ট্রী ভাষার উল্লেখ করেন নাই*।

বররুচিই আপনার প্রাকৃতপ্রকাশে সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতভাবে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের আলোচনা করেন। তাঁহার মতে মহারাষ্ট্রী, পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনী এই চারি প্রকার প্রাকৃত।

হেমচন্দ্র (মূল) প্রাকৃত, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী, চুলিকা পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই ৬ প্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র যাহা কেবল প্রাকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত জৈনশাস্ত্রে ব্যবহৃত অর্দ্ধমাগধীর সাদৃশ্য অধিক, বররুচি-কথিত মহারাষ্ট্রীর সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। অতএব হেমচন্দ্র-বর্ণিত মূল প্রাকৃতকে মহারাষ্ট্রী বলিয়াই বা কিরূপে গ্রহণ করা যায়। আবার চণ্ড আর্ষপ্রাকৃতের বর্ণনাকালে মূল প্রাকৃতের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত বররুচি-বর্ণিত মূল প্রাকৃত বা মহারাষ্ট্রীর অনেক স্থলে ঐক্য নাই, সুতরাং চণ্ড যখন মহারাষ্ট্রী নামে কোন প্রাকৃতের উল্লেখ করেন নাই, অথচ বররুচি-নির্দ্দেশিত মূল প্রাকৃত বা মহারাষ্ট্রীর সহিত স্থানে স্থানে পার্থক্য দেখা যাইতেছে, তখন কি করিয়া বলিব যে আর্ষ প্রাকৃতের উৎপত্তিকালে মহারাষ্ট্রীর উৎপত্তি হইয়াছিল? এরূপস্থলে মহারাষ্ট্রীকে আদি প্রাকৃত ও তাহা হইতে অপর প্রাকৃতসমূহের উৎপত্তি কিরূপে স্বীকার করা যায়? অধিক সম্ভব, বররুচি মহারাষ্ট্রীকে ভিত্তি করিয়া প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করিলে তৎপরবর্ত্তী দুই এক জন আলঙ্কারিক ও আধুনিক বৈয়াকরণ মহারাষ্ট্রীকেই আদি প্রাকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রী ভাষাকে আদি প্রাকৃত বলিয়া কোন প্রাচীন বৈয়াকরণ স্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই।

আবার বৌদ্ধেরা মাগধীকে মূল ভাষা বলিয়া মনে করেন এবং তাঁহারা কচ্চায়নের (কাত্যায়নের) 'পয়োগসিদ্ধি' হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়া থাকেন—

"সা মাগধী মূলভাসা নরা যেয়াদিকপ্পিকা।
ব্রহ্মানো চ সস্সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে॥"

তাহাই মাগধী, যে মূল ভাষা সকল ভাষার আদিকল্পক, যে অশ্রুতপূর্ব্ব ভাষায় মনুষ্যেরা ও ব্রহ্মেরা, এমন কি সম্যক্‌বুদ্ধেরাও কথা বলিতেন।

* "সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈবাপভ্রংশোঽথ পিশাচিকী।
মাগধী শৌরসেনী চ ষড়্‌ভাষাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

জৈনেরা অর্দ্ধমাগধী ভাষাকেই আদি ভাষা বলিয়া মনে করেন। এ সম্বন্ধে তাঁহারা 'পন্নবনা-সুত্ত' হইতে এই প্রমাণ দিয়া থাকেন—

"সে কিং তং ভাষারিয়া? জেণং অদ্ধমগহাএ ভাষাএ ভাসেন্তি জত্থ য নং বম্ভীলিবি পবত্তই।" অর্থাৎ কি ভাষায় তাহার প্রয়োগ? অর্দ্ধমাগধী ভাষা যাহাতে প্রকাশ করা যায়, তাহাই ব্রাহ্মীলিপি।

লিপিসৃষ্টির পর যত প্রকার লিপিমালা বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ব্রাহ্মীলিপিই ভারতবাসীর আদিলিপি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আর্য্যগণের শ্রুতি যখন প্রচলিত হয়, তখনও লিপিপদ্ধতি ছিল না। অধিক সম্ভব, দেশপ্রচলিত ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মীলিপিই ব্যবহৃত হইয়াছিল।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের আদি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ মাগধী (পালি) ও অর্দ্ধমাগধী ভাষায় রচিত। জৈন তীর্থঙ্করদিগের উপদেশাবলীও এই অর্দ্ধমাগধী ভাষায় গ্রথিত। জৈনদিগের ভগবতীসূত্রে চাতুর্যাম-ধর্ম্মপ্রকরণে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের উক্তি পাওয়া যায়। ৭৭৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে পার্শ্বনাথের সমেতশিখরে নির্ব্বাণ হয়। তাঁহার লীলাক্ষেত্র কাশী ও মগধ। অতএব তৎকালে এই প্রদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, অবশ্য তিনি সেই ভাষাতেই আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথের মত ভগবতীসূত্রে অর্দ্ধমাগধী ভাষায় দৃষ্ট হয়।

পার্শ্বনাথ, মহাবীর ও শাক্যবুদ্ধ ইঁহারা যে মাগধী ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার কতক নিদর্শন প্রিয়দর্শীর মাগধীয় অনুশাসন-লিপিতে ও চণ্ডের আর্য প্রাকৃতে রহিয়াছে।

প্রিয়দর্শীর গুজরাত হইতে আবিষ্কৃত অনুশাসনে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, সম্ভবতঃ সেই ভাষাই কতক রূপান্তরিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রী নামে গণ্য হইয়াছিল। আবার পূর্ব্বভারত হইতে প্রিয়দর্শীর যে সকল অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাই মাগধী নামে খ্যাত ছিল।

অধ্যাপক লাসেনের মতে, 'বররুচি-বর্ণিত মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী ও পৈশাচী এই চারি প্রকার প্রাকৃতের মধ্যে শৌরসেনী ও মাগধী এই দুইটাই প্রকৃত প্রস্তাবে স্থানীয় লক্ষণাক্রান্ত। এই দুইএর মধ্যে শৌরসেনী এক সময়ে পশ্চিমাঞ্চলের বিস্তৃত প্রদেশে কথিত ভাষারূপে ছিল, এবং মাগধী অশোকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে ও পূর্ব্বভারতে এই ভাষাই এক সময়ে প্রচলিত ছিল। মহারাষ্ট্রি নাম থাকিলেও ইহাকে মহারাষ্ট্রপ্রদেশের ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। পৈশাচী নামটীও কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়।'

যাহা হউক, অতি পূর্ব্বকালে ভারতের সর্ব্বত্রই প্রায় একরকম প্রাকৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল। এখন যেমন মহারাষ্ট্রীর সহিত মাগধী বা বেহারী ভাষার বহু প্রভেদ লক্ষিত হয়, পূর্ব্বকালে এরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইত না। বররুচির প্রাকৃত-প্রকাশ এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত প্রিয়দর্শীর অনুশাসনলিপির ভাষা আলোচনা করিলে দেখা যায়, দুই কি আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারতীয় আর্য্যজাতির মধ্যে যে কথিত বা প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ, অতি সামান্য ইতরবিশেষ ছিল। যেমন চণ্ড অথবা বররুচি স্থানভেদে চারিপ্রকার প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ করিলেও ঐ সকল ভাষার মূল ও গঠন আলোচনা করিলে পরস্পর বেশী প্রভেদ বলিয়া মনে হয় না। এখন যেমন পশ্চিম বঙ্গের ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় যৎসামান্য প্রভেদ দেখা যায়, পূর্ব্বকালে বহুদূর ব্যবধান হইলেও মহারাষ্ট্রী ও মাগধী ভাষার মধ্যে সেইরূপ অতি সামান্য প্রভেদ ছিল। এই জন্যই বররুচি ১ম ৯ পরিচ্ছেদে ৪২৪টী সূত্রে মহারাষ্ট্রী ভাষার আলোচনা করিলেও ১৪টী সূত্রে পৈশাচী, ১৭টী সূত্রে মাগধী ও ৩১টী সূত্রে শৌরসেনীর বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করিয়া "শেষং মহারাষ্ট্রীবৎ" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন।

চণ্ড ও বররুচি উভয়েই প্রাকৃত ভাষার ত্রিবিধরূপ স্বীকার করিয়াছেন; যথা সংস্কৃতযোনি, সংস্কৃতসম ও দেশী। যাহা সংস্কৃতযোনি তাহা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। যথা সংস্কৃত মাত্রা= প্রাকৃত মত্তা; নিত্যং=নিচ্চং।

যাহার রূপ বিকৃত হয় নাই, ঠিক সংস্কৃতের মতই থাকে, তাহাই সংস্কৃতসম। যথা—সুরো, সোমো, জালং, কন্দলং।

সংস্কৃতের সহিত যাহার কিছু মিল নাই, অথচ ভিন্ন ভিন্ন দেশে তদ্দেশীয় লোকের মুখে চলিত আছে, তাহাই দেশী। যথা—মহারাষ্ট্রদেশে ভাতু, ভেটু। অন্ধ্রদেশে রণ্টকমু কূড়ু। কর্ণাটদেশে কুলু। দ্রাবিড়ে চোরু।

যাঁহারা প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, প্রাকৃতের উক্ত ত্রিবিধরূপ আলোচনা করিলে তাঁহাদের সকল কথা সমর্থন করা যায় না। প্রাকৃত ভাষার অনেকাংশ সংস্কৃতভব হইলেও যাহা দেশী, ভারতবাসীর মুখে আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে আমরা কখনই সংস্কৃতভব বলিতে পারি না। প্রাকৃতের এই অংশই ভারতবাসীর নিজস্ব। এই অংশপ্রভাবেই দেশভেদে, কালভেদে ও লোকের উচ্চারণভেদে প্রাকৃত ভাষা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং শব্দশক্তির নিয়মানুসারে ভারতের এক প্রান্তের ভাষা অপর প্রান্তে অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। দাক্ষিণাত্য হইতেই এই দেশীয় ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণপণ্ডিত তাঁহার প্রাকৃতচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন,—

"অপভ্রংশস্তু যো ভেদঃ ষষ্ঠঃ সোঽত্র ন লক্ষ্যতে।
দেশভাষাদিতুল্যত্বান্নাটকাদাবদর্শনাৎ॥
অনত্যন্তোপযোগাচ্চাতিপ্রসঙ্গভয়াদপি।
এবমন্যেঽপি যে ভেদা লক্ষিতাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ॥
নেহোক্তাঃ কিংতু নাম্নৈতে কীর্ত্তান্তে স্পষ্টবুদ্ধয়ে।—
মহারাষ্ট্রী তথাবন্তী শৌরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকী মাগধী চৈব ষড়েতাঃ* দাক্ষিণাত্যজাঃ॥
শকারাভীরচণ্ডাল-শবরদ্রবিড়োড্রজাঃ।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকাশ্রয়াঃ॥
ব্রাচণ্ডো লাটবৈদর্ভাবুপনাগরনাগরৌ।
বার্ব্বরাবন্ত্যপাঞ্চালটাক্কমালবকৈকয়াঃ॥
গৌড়োড্রদৈবপাশ্চাত্যপাণ্ড্যকৌন্তলসৈংহলাঃ।
কালিঙ্গপ্রাচ্যকর্ণাট-কাঞ্চ্যদ্রাবিড়গৌর্জ্জরাঃ॥
আভীরো মধ্যদেশীয়ঃ সূক্ষ্মভেদব্যবস্থিতাঃ।
সপ্তবিংশত্যপভ্রংশা বৈড়ালাদিপ্রভেদতঃ॥
কাঞ্চীদেশীয়পাণ্ড্যে চ পাঞ্চালং গৌড়মাগধং।
ব্রাচণ্ডদাক্ষিণাত্যঞ্চ শৌরসেনং চ কৈকয়ং॥
শাবরং দ্রাবিড়ং চৈব একাদশ পিশাচজাঃ।
এবমার্ষমনার্ষঞ্চ সঙ্কীর্ণং চোপজায়তে॥"

'প্রাকৃতের ষষ্ঠভেদ অপভ্রংশ, দেশপ্রচলিত যে সমুদায় ভাষা আছে, উহা তাহারই তুল্য। নাটকাদিতে উহার প্রয়োগ দেখা যায় না। পূর্ব্বপণ্ডিতগণ আরও যে সকল ভেদ কল্পনা করিয়াছেন, বাহুল্য ও অতিপ্রসঙ্গভয়ে তাহাও বলিলাম না। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্য ঐ সমুদয়ের কেবলমাত্র নাম কীর্ত্তন করা যাইতেছে। মহারাষ্ট্রী, অবন্তী, শৌরসেনী, অর্দ্ধমাগধী, বাহ্লীকী ও মাগধী, এই ছয়টী ভাষা দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত। শকার, আভীর, চণ্ডাল, শবর, দ্রাবিড় ও উড্রদেশে যে সমুদায় ভাষা ব্যবহৃত হয়, তৎসমুদায় এবং বনেচরদিগের ব্যবহৃত হীন ভাষাসকল বিকল্পে নাটকাদিতে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্বর, আবন্ত্য, পঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কৈকয় গৌড়, উড্র, দৈব, পাশ্চাত্য, পাণ্ড্য, কৌন্তল, গুর্জ্জর, আভীর ও মধ্যদেশীয় বৈড়ালাদিভেদে এই সপ্তবিংশতি ভাষা অপভ্রংশ বলিয়া কথিত এবং ঐ সকল ভাষার মধ্যে পরস্পরের সহতি অতিসামান্যই প্রভেদ আছে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাচণ্ড, কাঞ্চী, পাণ্ড্য, পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেন, কৈকয়, শাবর ও দ্রাবিড় এই একাদশটী পৈশাচ ভাষা। এতদ্ভিন্ন এ সকল ভাষা আবার আর্ষ, অনার্ষ ও সঙ্কীর্ণ ভেদেও তিন প্রকার হইয়া থাকে।'

* কোন কোন পুস্তকে "অষ্টেতা" এইরূপ পাঠ আছে।

এখন বাঙ্গালা, উড়িয়া, গুজরাতী, মরাঠী প্রভৃতি দেশী বা অপভ্রংশ ভাষায় কত প্রভেদ! কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ প্রভেদ ছিল না, কৃষ্ণপণ্ডিতের উদ্ধৃত বচনদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। ইহা বহুকালের কথা। এমন কি পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালা মিথিলা, উড়িষ্যা ও মহারাষ্ট্রে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, মিলাইয়া দেখিয়াছি, তখনও এই কয় ভাষার ধাতু, প্রকৃতি, গ্রাম্য শব্দ ও রূঢ় শব্দ অনেকটা মিল ছিল এখনও বঙ্গের গ্রামবাসীর মুখে এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যাহা পঠিত বাঙ্গালায় স্থান না পাইলেও মহারাষ্ট্রসাহিত্যে অথবা মহারাষ্ট্রের গ্রামবাসীর মুখে সেই সকল মৌলিক শব্দ পাওয়া যাইতেছে! বড়ই দুঃখের বিষয়, যতই দিন যাইতেছে, যতই ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেছে, ততই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা বিভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে! যাহাদের সহিত পূর্ব্বে আমরা এক ছিলাম, এখন কালপ্রভাবে ভিন্ন ও সংস্রবশূন্য হইয়া পড়িতেছি।

প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণ সংস্কৃত হইতে বহু প্রভেদ হইলেও প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ সংস্কৃতানুসারী; কিন্তু প্রাকৃতোদ্ভব হইলেও এখন ভারতের প্রচলিত ভাষাসমূহের ব্যাকরণের নিয়মাদি স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। [বঙ্গভাষা, মহারাষ্ট্র ও মৈথিল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাকৃত ভাষার বিশেষত্ব।

সংস্কৃতভাষায় মোট ৬৪ বর্ণ; কিন্তু প্রাকৃত ভাষায় ৩৬টী মাত্র। যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও এই ৮টী স্বর। ক খ গ ঘ, চ ছ জ ঝ, ট ঠ ড ঢ ণ, ত থ দ ধ, প ফ ব ম, য র ল ব, স হ এই ২৮টী ব্যঞ্জন। তবে পৈশাচিকী ভাষায় 'ন' এবং মাগধী ভাষায় 'শ' কারের প্রয়োগ দেখা যায়। এই দুইটী ধরিলে প্রাকৃত ভাষায় ৩৮টী মাত্র বর্ণ হয়। অর্থাৎ সাধারণ প্রাকৃত ভাষায় প্লুত বর্ণ[১] এবং ঐ ঔ ঋ ৠ ঌ ৡ অঃ, ঙ ঞ ন শ এবং ষ এই কয়েকটী অক্ষর নাই।[২]

(১) "ন প্লুতঙনঞাঃ।" (চণ্ড ২।১৪) অর্থাৎ আর্ষপ্রাকৃতে প্লুত ঙ ঞ এবং নকার নাই।

(২) "ঐ ঔ স্বরৌ ততঃ পশ্চাৎ ঋ ৠ ঌ ৡ চতুঃস্বরাঃ।
অঃঙঞনশষাঃ সন্তি প্রাকৃতে নৈব কর্হিচিৎ॥"
(চণ্ডটীকাধৃত কারিকা)

শেষকৃষ্ণও প্রাকৃতচন্দ্রিকায় লিখিয়াছেন—
"ঐ ঔ ⏜ ক ⏜ প ঋ ৠ ঌ ৡ প্লুতশষাঃ সর্গশ্চতুর্থীভাসি
প্রান্তে হল্ ঙঞনাঃ পৃথক্ দ্বিবচন নাষ্টাদশ প্রাকৃতে।
ক্ষ্বিণ্ড্ লিঙ্গনরাদ্যকলাদিবহুলং ষষ্ঠী চতুর্থ্যাঃ সদা
তাদর্থ্যোদিতঙেস্তু বা বহুবচো দ্বিত্বে প্রযোজ্যং সদা॥" (১।১৩)

কৃষ্ণপণ্ডিতের উদ্ধৃত বচন হইতে জানা গিয়াছে, প্রাকৃত প্রধানতঃ তিনপ্রকার—আর্ষ, অনার্ষ ও সঙ্কীর্ণ।

আর্ষ প্রাকৃতে প্রথমার স্থানে দ্বিতীয়া এবং সপ্তমী স্থানে তৃতীয়া বিভক্তি দেখা যায়[৩]। যথা—চতুর্বিংশতিরপি জিনবরাঃ=চউবীসং বি জিণবরা। তস্মিন্ কালে তস্মিন্ সময়ে=তেণং কালেণং তেণং সমএণং।

অনার্ষ বা সাধারণ প্রাকৃতে সংস্কৃতের মত লিঙ্গ ও বিভক্তি থাকিলেও বহুস্থানে বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। যথা সংস্কৃতে বিদ্যুৎ স্ত্রীলিঙ্গ ; কিন্তু প্রাকৃতে 'বিজ্জু' পুংলিঙ্গ।

এইরূপ দ্বিবচন স্থানে বহুবচন[৪] হয়। যথা—সংস্কৃত দেবৌ, ব্রাহ্মণৌ পাদৌ ইত্যাদি স্থানে প্রাকৃতভাষায় যথাক্রমে দেবা, বম্ভণা, পায়া।

চতুর্থীর প্রয়োগ অনেকটা ষষ্ঠীর মত।[৫] যথা—নমঃ জিনায়=নমো জিণস্‌স।

হেমচন্দ্রের মতে ঋষিকথিত প্রাকৃতই আর্ষ বা পুরাণ প্রাকৃত। (৪।২৮৭) তিনি লিখিয়াছেন, আর্ষপ্রাকৃতের বহুরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ইহাতে কোন বাঁধাবাধি নিয়ম নাই।[৬] ইহার সকল বিধিই বিকল্পে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[৭]

জৈনদিগের প্রাচীন অঙ্গাদি অর্দ্ধমাগধীভাষায় রচিত। এই জন্যই বোধ হয় হেমচন্দ্র অর্দ্ধমাগধীকেই আর্ষ বা পুরাণ প্রাকৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন[৮]। তাঁহার মতে, কর্ত্তৃ একবচনে পদের অন্তে 'অ' থাকিলে মাগধীভাষায় 'অ' স্থানে 'এ' হয় ; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় এরূপ বিধি নাই। মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী উভয়ের পার্থক্য এই, অর্দ্ধমাগধীভাষায় যেখানে 'র' ও 'স' হয়, মাগধীভাষায় তথায় যথাক্রমে 'ল' এবং 'শ' হয়। এই সামান্য প্রভেদ ভিন্ন উভয় ভাষায় আর কোন পার্থক্য নাই।

ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছি, চণ্ড প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী ও অপভ্রংশ এই চারিপ্রকার প্রাকৃতের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রী বা শৌরসেনীর উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবতঃ এই দুই শ্রেণীর প্রাকৃত ভাষা তাঁহার সময়ে গ্রন্থনিবদ্ধ হয় নাই। চণ্ড মূল প্রাকৃত বলিয়া যে ভাষার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহার সহিত অর্দ্ধমাগধী ভাষার অনেকটা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। এরূপস্থলে চণ্ডের মূল বা আর্ষ প্রাকৃতই অর্দ্ধমাগধী ভাষার পুরাণরূপ বলিয়া বোধ হইতেছে।[৯] কিন্তু তাঁহার সময়েও অর্দ্ধমাগধী, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর পৃথক্ নামকরণ হয় নাই।

হিমালয় হইতে বিন্ধ্য ও গঙ্গাসাগর হইতে সিন্ধু এই বিস্তৃত জনপদ হইতে সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর যে সকল অনুসাশসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে আমরা পালি বা প্রাকৃত ভাষার ত্রিবিধরূপ পাইতেছি :—পঞ্জাবী বা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয়, উজ্জয়িনী বা মধ্যপ্রদেশীয় এবং মাগধী বা প্রাচ্যদেশীয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশীয় ভাষায় সর্ব্বত্রই 'র' ব্যবহৃত হইয়াছে এবং চণ্ড 'অপভ্রংশ' বলিয়া যে ভাষার লক্ষণ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনেকটা মিল আছে। মধ্যপ্রদেশীয় বা আবন্ত্য ভাষাই চণ্ডবর্ণিত মূল প্রাকৃত। ইহা এক সময়ে উজ্জয়িনী, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও কলিঙ্গ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। প্রাচ্যদেশীয় ভাষায় সর্ব্বত্রই 'র' স্থানে 'ল' আছে। খাল্‌সী, মিরত, লৌরিয়া, সহসরাম, বরাবর, রামগড় ও ধৌলি হইতে প্রাপ্ত প্রিয়দর্শীর লিপিতে সর্ব্বত্রই এইরূপ 'ল' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাই চণ্ডবর্ণিত মাগধী।[১০]

স্বরবিধান।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, প্রাকৃত ভাষায় ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, ঐ ঔ এই ছয়টী স্বর নাই।

ঋ স্থানে রি অথবা স্থানবিশেষে অ ই উ এ ও এই কয়টী হইয়া থাকে। (চণ্ড ২।৫, বররুচি ১।২৭-৩১) যথা—ঋণং=রিণং, ঘৃতং=ঘতং, ঋষি=ইসি, বৃদ্ধঃ=বুড্‌ঢো, বৃন্তং=বেণ্টং, উৎকৃষ্টং=উক্কোসং।

ঐ স্থানে এ, অই, এবং ক্বচিৎ ই বা ঈ হইয়া থাকে। (চণ্ড ২।৬-৭, ববরুচি ১।৩৫-৩৯) যথা—তৈলং=তেলং, শৈল=সেলো, সৈন্ধবং=সেন্ধবং, সিন্ধবং, ঐশ্বর্য্যং=অইসরিয়ং, ভৈরবঃ=ভইরবো ; ধৈর্য্যং=ধীরং।

আ, ঈ, উ, এই কয়টী দীর্ঘস্বরের পর সংযোগাক্ষর থাকিলে দীর্ঘস্বর হ্রস্ব হয়, (চণ্ড ২।৩) যথা—কার্য্যং=কজ্জং, তীক্ষ্ণং=তিক্‌খং, উর্দ্ধং=উড্‌ঢং, উদ্ধং।

(৩) "প্রথমায়া দ্বিতীয়া আর্ষে।" ২।১৩। "সপ্তম্যাং তৃতীয়া আর্ষে।" (চণ্ড ২।১৪।)

(৪) "দ্বিত্বং বহুত্বং।" (চণ্ড ২।১২)

(৫) "ষষ্ঠীবৎ চতুর্থী।" (চণ্ড ২।১৩)

(৬) "আর্ষং প্রাকৃতং বহুলং ভবতি।" (হেম ১।৩)

(৭) "আর্ষে হি সর্ব্বে বিধয়ো বিকল্প্যন্তে।" (১।১৩)

(৮) "যদপি 'পোরাণমদ্ধমাগহভাষানিয়য়ম্ হবই সুত্তম্' ইত্যাদিনা আর্ষস্য আর্দ্ধমাগধভাষানিয়তত্বমাম্নায়ি বৃদ্ধৈস্তদপি প্রায়োঽস্য এব বিধানাৎ, ন বক্ষ্যমাণলক্ষণস্য।" (৪।২৮৭)

(৯) ডাক্তার হোর্‌নলি সাহেবের মতে, চণ্ড মূল প্রাকৃত বলিয়া যে ভাষার ব্যাকরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই আর্দ্ধমাগধী, মহারাষ্ট্র ও সৌরসেনী ভাষার আর্ষ বা পুরাণরূপ।

(১০) অসভ্য বা অনার্য্যের মুখে যে প্রাকৃতভাষা উচ্চারিত হইত, তাহাই চণ্ডবর্ণিত 'পৈশাচী' বলিয়া বোধ হয়।

আবার হ্রস্ব স্বরের পর যুক্ত ব্যঞ্জন থাকিলে হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ হয় এবং একটী ব্যঞ্জনের লোপ হয়। যথা—জিহ্বা = জীহা।

আর্ষ প্রাকৃতে পরে সংযোগ বা যুক্তব্যঞ্জন থাকিলে পূর্ব্ব-স্বরের লোপ হয়। (চণ্ড ২।২) যথা—ধনাঢ্যঃ = ধনড্ঢো, দেব ইন্দ্র বা দেবেন্দ্র = দেবিন্দো।

ব্যঞ্জন-বিধান।

প্রাকৃত ভাষায় মূর্দ্ধণ্য ষ বা তালব্য শ নাই*। শ ও ষ স্থানে স হয়। (বররুচি ২।৪৩) যথা—নিশা = ণিসা, ষণ্ঢঃ = সণ্ঢো, কষায় = কসায়ং। এইরূপ ট স্থানে ড, ও ড স্থানে ল হইয়া থাকে। (বররুচি ২।২০-২৩) যথা—নতা, বিটপ = বিড়বো; দাড়িমং = দালিমং।

প্রাকৃত ভাষায় দন্ত্য ন নাই, কাজেই সর্ব্বত্রই ণ হইয়া থাকে। তবে পৈশাচী ভাষায় আবার ণ নাই, সর্ব্বত্রই 'ণ' স্থানে দন্ত্য ন হইয়া থাকে। (চণ্ড ৩।৩৮)

শব্দের অন্ত্যস্থ হলের লোপ হইয়া থাকে। (বররুচি ৬।১২) যথা—যশস্ = জসো, নভস্ = ণহো, কর্ম্মন্ = কম্মো, যাবৎ = জাব।

স্ত্রীলিঙ্গ হইলে শব্দের অন্ত্যস্থ হল স্থানে আকার হইয়া থাকে। যথা—সরিৎ = সরিয়া, প্রতিপদ্ = পড়িবআ; কিন্তু বিদ্যুৎ, শরদ্ ও প্রাবৃট্ শব্দ স্থানে হয় না, এই তিন শব্দ স্থানে যথাক্রমে বিজ্জু, সরদো, পাউসো হইয়া থাকে। (বররুচি ৪।৯-১১) শব্দের আদিতে য স্থানে জ হয়। (চণ্ড ৩।১৫) যথা—যৌবনং = জুব্বণং, সূর্য্যঃ = সুজ্জো; কিন্তু যুষ্মদ্ শব্দের 'যকার' স্থানে তকার হয়। (চণ্ড ৩।১৭) যথা—যুষ্মাভিঃ = তুম্হেহি। আবার যকার মধ্যে থাকিলে পূর্ব্বরূপ থাকে। যথা—প্রয়াগজলং = পয়াগজলং।

ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, বর্গীয় ব, অন্তস্থ ব, য প্রায়ই লোপ হইয়া থাকে। (বররুচি ২।২)। যথা, মুকুল = মউলো, সাগর = সাঅরো, বচনং = বঅণং, রজতং = রঅদং, বিতানং = বিআণং, গদা = গআ, বিপুলং = বিউলং, বায়ুনা = বাউণা, জীবং = জীঅং।

কিন্তু কোন কোন স্থানে শ্রুতিমধুর হইবার জন্য লোপ হয় নাই। যথা,—কুসুমং, পিঅগমণং, (অপজলং =) অবজলং, অতুলং, আদরো, অপারো, (অযশস্ =) অজসো।

খ, থ, ধ, এবং ভ স্থানে হ হয়। (বররুচি ২।২৭) যথা, মুখং = মুহং, মেঘঃ = মেহো, গাথা = গাহা, রাধা = রাহা, সভা = সহা।

আবার স্থানবিশেষে লোপও হয় না। যথা, প্রথলঃ = পথলো, প্রলংঘন = পলংঘণো, অধীরো, উপলব্ধভাব = উবলদ্ধভাবো।

(ভামহ ২।২৭)। কিন্তু শৌরসেনী ভাষার ত স্থানে দ এবং থ স্থানে ধ হইয়া থাকে। (চণ্ড ৩।৩৯ টীকা, বররুচি ১২।৩) র স্থানে কখন কখন ল হয়। কিন্তু মাগধী ও অপভ্রংশে সর্ব্বত্রই এইরূপ হইয়া থাকে। যথা, হরিদ্রা = হলিদ্দা, চরণো = চলণো, যুধিষ্ঠির = জুহিট্ঠিলো, অঙ্গুরী = অংগুলি, কিরাত = কিলাদো, পরিখা = ফলিহা।

ণ, ম, ল, ম এবং হ এই পঞ্চবর্ণের পরিবর্ত্তন হয় না। স্থান বিশেষে শ স্থানে হ হয়। (বররুচি ২।৩৪) যথা দশ = দহ, একাদশ = এগারহ, দ্বাদশ = বারহ, ত্রয়োদশ = তেরহ।

কোন স্থানে আবার শ স্থানে হ ও স উভয়বিধ হইয়া থাকে। যথা, দশবল = দহবলো, দসবলো।

প্রাকৃত ভাষায় সংযুক্তব্যঞ্জনের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়।

ক গ, ঙ, ত, দ, প, ষ, স, এই আটটী বর্ণ কোন বর্ণের সহিত উপরে যুক্ত হইলে লোপ হইয়া থাকে। যথা, ভক্ত = ভত্তং, সিক্থক = সিত্থও, স্নিগ্ধ = সিনিদ্ধো, খড়্গ = খগ্গো, উৎপলং = উপ্পলং, মুদ্গর = মুগ্গরো, সুপ্ত = সুত্তো, গোষ্ঠী = গোট্ঠী, স্খলিত = খলিঅং। (বররুচি ৩।১)

ম, ন এবং যকার কোন বর্ণের সহিত অধোযুক্ত হইলে লোপ হইয়া থাকে। যথা, রশ্মি = রস্সী, যুগ্মং = যুগ্গং, নগ্ন = ণগ্গো, সৌম্য = সোম্মো। (বররুচি ৩।২)

ল, ব এবং রকার কোন বর্ণের সহিত উপরে বা অধোভাগে যুক্ত হইলেও লোপ হয় (বররুচি ৩।৩)। যথা—উল্কা = উক্কা, বল্কলং = বক্কলং, লুব্ধক = লোদ্ধও, পক্ব = পিক্কং, অর্ক = অক্কো, শক্র = সক্কো।

কোন কোন স্থানে যুক্ত বর্ণের মধ্যে আবার স্বরাগম হইয়া থাকে। (বররুচি ৩।৬২) যথা, শ্রী = সিরী, হ্রী = হিরী, ক্রীত = কিরীতো, ক্লান্ত = কিলংতো, ক্লেশ = কিলেসো।

সংস্কৃতের যুক্তবর্ণ প্রাকৃত ভাষায় কিরূপ আকার ধারণ করে, নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল :—

প্রাকৃত।	সংস্কৃত।
ক্ক =	ৎক, প্ক, ক্ত, ক্য, ক্র, র্ক, ক্ল, ক্ব, ক্ক।
ক্খ =	ৎখ, প্খ, খ্য, ক্ষ, ষ্ক, স্ক, স্খ, ষ্খ, ঃখ।
গ্গ =	ড়্গ, দ্গ, গ্ন, গ্য, গ্র, র্গ, ল্গ।
গ্ঘ =	ড়্ঘ, দ্ঘ, ঘ্ন, ঘ্র, র্ঘ।
ঙ্খ =	ঙ্ক।
চ্চ =	চ্য, ত্য, চ্র, র্চ।
চ্ছ =	থ্য, ছ্র, ছ্ব, ক্ষ, ৎক্ষ, ৎস, ৎস্থ, প্স, শ্চ।
জ্জ =	জ্ব, জ্ঞ, জ্র, র্জ, জ্ব, দ্য, র্য, য্য।
জ্ঝ =	ধ্য, হ্য।

* কেবল মাগধীভাষায় সকারস্থানে সর্ব্বত্রই 'শ' হইয়া থাকে।

প্রাকৃত।	সংস্কৃত।
ঞ্ঞ=	ন্ত, ন্য, ণ্য, জ্ঞ।
ট্ট=	র্ত, ত্ত।
ট্ঠ=	ষ্ট, ষ্ঠ, স্ত, স্থ।
ড্ড=	র্ত, র্দ।
ড্ঢ=	ঢ্য, র্ধ।
ণ্ট, ণ্ড=	ন্ত, ন্দ।
ণ্ণ=	গ্ন, জ্ঞ, ম্ন, ন্ন, ণ্য, ন্য, র্ণ, ণ্ব, ন্ব।
ণ্হ=	ক্ষ্ণ, শ্ন, ষ্ণ, স্ন, হ্ন, হ্ণ।
ত্ত=	ক্ত, প্ত, ত্ন, ত্ম, ত্র, ত্ব, র্ত।
ত্থ=	ক্থ, প্থ, ত্র, র্থ, স্ত, স্থ।
দ্দ=	গ্দ, দ্ব, দ্ম, দ্র, র্দ, দ্ব।
দ্ধ=	গ্ধ, দ্ধ, র্ধ, ধ্ব।
ন্দ=	ন্ত। (শৌরসেনীতে)
ন্ধ=	হ্ন।
প্প=	ক্প, ৎপ, প্য, প্র, র্প, ল্প, প্ন, প্ম, প্ব।
প্ফ=	ক্ফ, ৎফ, ষ্ফ, স্ফ, ঃফ, ষ্প, স্প।
ব্ব=	গ্ব, ড্ব, দ্ব, র্ব, ব্র।
ব্ভ=	গ্ভ, ড্ভ, দ্ভ, ভ্য, ভ্র, র্ভ, হ্ব।
ম্ব=	ম্র।
ম্ম=	গ্ম, ণ্ম, ন্ম, ম্য, র্ম, ল্ম, ম্র।
ম্হ=	ষ্ম, স্ম, শ্ম, হ্ম।
য্য=	র্য, র্জ।
র=	র্য।
রি=	র্য (ক্বচিৎ পৈশাচীতে), দৃ (ক্বচিৎ)।
রিস, রিহ=	র্শ, র্ষ, র্হ।
ল্ল=	ল্য, র্ল, ল্ব, র্য।
ল্হ=	হ্ল।
ব্ব=	হ্ব, ব্য, ব্র, র্ব।
ংস=	র্শ, শ্র, শ্ব, স্ব।
স্স=	শ্য, ষ্য, ষ্ম, স্য, শ্র, র্শ, শ্ব, র্ষ, ষ্ব, স্র, স্ব।

শব্দের রূপ।

প্রাকৃত ভাষায় দ্বিবচন ও সম্প্রদান কারক নাই। সম্প্রদানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে। অপাদানে শব্দের অন্তে হিন্তো ও স্নুন্তো বিভক্তি হইয়া থাকে।

প্রাকৃত ভাষায় প্রধানতঃ ৫ প্রকার শব্দের রূপ দেখা যায়—১ম কতকগুলি অ বা আকারান্ত, ২য় কতকগুলি হ্রস্ব ই বা দীর্ঘ ঈকারান্ত, ৩য় কতকগুলি উ বা উকারান্ত, ৪র্থ যাহা পূর্ব্বে ঋকারান্ত ছিল, এরূপ কতকগুলি এবং ৫ম পূর্ব্বে ব্যঞ্জনান্ত এরূপ কতকগুলি। শেষোক্ত দুই রূপ মধ্যে ঋ স্থানে প্রায়ই ই উ অথবা অর্ বা আর্ হইয়া থাকে, সম্বন্ধ পদেও এইরূপ। যেমন মাতৃ শব্দ স্থানে মাআ হয় এবং আকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় শব্দরূপ হইয়া থাকে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষবর্গ লোপ হয় এবং প্রথম ৩ প্রকারের কোনটীর রূপ পাইয়া থাকে। যথা—সরস্ স্থানে সর (পুংলিঙ্গবদ্রূপ), আশিস্ স্থানে আসিসা (স্ত্রীলিঙ্গরূপ), কিন্তু হলন্ত প্রাকৃতের রূপ সাধারণ সংস্কৃতবৎ হইয়া থাকে। যথা—ভবদা (ভবৎ শব্দের তৃতীয়া), আউসা = আয়ুষা (আয়ুস্ শব্দের ৩য়া)।

নিম্নে অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের রূপ দেখান হইল :—

পুংলিঙ্গ সর = সরস্। ক্লীবলিঙ্গ বণ = বনং।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	সরো। (বণং)	সরা। (বণাইং, বণাণি)
২য়া।	সরং	সরে, সরা।
৩য়া।	সরেণ।	সরেহিং, সরেহি।
৫ম।	সরাদো, সরাদু, সরাহি, সরা।	সরাহিংতো, সরেহিংতো, সরাসুংতো, সরেসুংতো।
৬ষ্ঠী।	সরস্স।	সরাণং, সরাণ।
৭মী।	সরে, সরম্মি।	সরেসু, সরেসুং।
সম্বো।	সর। (বণ)	সরা। (বণাইং, বণাই।)

স্ত্রীলিঙ্গ মাআ = মাতৃ।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	মাআ।	মাআও, মাআউ, মাআ।
২য়া।	মাআং।	মাআও, মাআউ।
৫মী।	মাআদো,-দু,-হি।	মাআহিংতো, মাআসুংতো।
৩য়া।	মাআই, মাআএ।	মাআহিং, মাআহি।
৬ষ্ঠী।	মাআই, মাআএ।	মাআণং, মাআণ।
৭মী।	মাআই, মাআএ।	মাআসু, মাআসুং।
সম্বো।	মাএ	মাআও, মাআউ।

স্ত্রীলিঙ্গ ণঈ* = নদী।

১মা।	ণঈ	ণঈও, ণঈউ।
২য়া।	ণঈং	ণঈও, ণঈউ।
৫মী।	ণঈদো,-দু-হি	ণঈহিংতো, ণঈসুংতো।
৩য়া।	ণঈঅ, ণঈআ, ণঈই, ণঈএ	ণঈহিং, ণঈহি।
৬ষ্ঠী।	ণঈঅ, ণঈআ, ণঈই, ণঈএ	ণঈণং, ণঈণ।
৭মী।	ণঈঅ, ণঈআ, ণঈই, ণঈএ	ণঈসু, ণঈসুং।
সম্বো।	ণঈ	ণঈও, ণঈউ।

* হ্রস্ব ইকারান্ত শব্দের রূপ ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, ৪৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বনাম।

প্রাকৃত ভাষায় সর্ব্বনাম শব্দের কিছু বিশেষত্ব আছে। যেমন কিম্ যদ্ তদ্ স্থানে যথাক্রমে 'ক' 'জ' ও 'ত' হয়; এতদ্ স্থানে 'এদ' বা 'এ', ইদম্ স্থানে 'ইম', অদস্ স্থানে 'অমু' কচিৎ 'অহ' হইয়া থাকে। আবার কিম্, যদ্ ও তদ্ স্থানে স্থলবিশেষে 'কি' 'জি' 'তি' এইরূপ হইতে দেখা যায়।

ত = তদ্ (পুংলিঙ্গ)।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা।	তো (ক্লীবলিঙ্গে তং)	তে। (ক্লী° তাই, তাইং)
২য়া।	তং	তে।
৩য়া।	তেণ, তিণা	তেহিং।
৫মী।	তত্তো, তত্তু, তদো, তহু।	তাহিংতো, তাসুংতো।
৬ষ্ঠী।	তস্স, তাস, সে।	তাণং, তাণ, তেসিং।
৭মী।	তস্সিং,-স্সি, তম্মিং,-তম্মি, তহিং, তথ।	তেসু, তেসুং।

স্ত্রীলিঙ্গ।

	একবচন।		বহুবচন।
১মা।	তা।		তাও, তাউ।
২য়া।	তং।		তীও, তীউ।
৫মী।	তাদো, তাহু		তাহিংতো, তীহিংতো,-সুংতো।
৬য়া।	তিণা	তাএ, তাই	তাহিং, তীহিং।
৬ষ্ঠী।	তস্সা, তাসে, সে	তীএ, তীই	তাসাং তেসিং, তাসিং, তাণং। তীণং, তীণ, তীসিং।
৭মী।	তিস্সা, তীসে তাহে, তইআ	তীঅ, তীআ	তাসু, তাসুং, তীসু, তীসুং।

ক্রিয়াপদ।

প্রাকৃতভাষার ক্রিয়াপদেও দ্বিবচন হয় না। নিম্নে হস ধাতুর রূপ প্রদত্ত হইলঃ—

বর্ত্তমানকাল।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথম।	হসদি, হসই।	হসংতি।
মধ্যম।	হসসি।	হসহ, হসধং-ধ, হসিত্থা, হসথ।
উত্তম।	হসামি, হসমি, হসম্হি।	হসামো,-মু,-ম, হসিমো-মু-ম, হসম, হসম্হ।

অনুজ্ঞা।

১ম।	হসহু, হসউ।	হসংতু।
মধ্যম।	হসসু, হসাহি, হসস্স।	হসহ, হসধ-ধং।
উত্তম।	হসমু।	হসামো-ম, হসমো-ম, হসম্হ।

পদান্তে 'অ' স্থানে 'এ' ইচ্ছামত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা—হসেমি, হসেহ।

ভবিষ্যৎকালে প্রাকৃতের নানারূপ হইয়া থাকে। যথা।—

১ বচন—১ স্সং, স্সামি। ২ স্সসি। ৩ স্সদি।
বহুবচন—১ স্সামো। ২ স্সধ, স্সহ। ৩ স্সংতি।

আবার স্থানবিশেষে ইকারের আগমও দেখা যায়। যথা—হসিস্সম্, কোথাও বা ভবিষ্যৎকালে 'স্স' স্থানে 'চ্ছ' হইয়া থাকে। যেমন শ্রু ধাতু হইতে সোচ্ছম্ বা সোচ্ছিস্সম্, বচ ধাতু হইতে বোচ্ছম্ বা বোচ্ছিস্সম্। আবার কোথাও স্স স্থানে হি হইতে দেখা যায়। যথা—হসিহিমি।

প্রাকৃতে কর্ম্মবাচ্যে কর্তৃবাচ্যের বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (সংস্কৃত 'য' স্থানে ঈঅ বা ঈজ্জ আদেশ হয়) যথা—পঠ্যতে = পঢ়ীঅই, পড়িজ্জই। কোন কোন স্থানে য লোপ না হইলেও তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী হলের রূপ ধারণ করে। যথা—গম্যতে = গম্মই, গমিজ্জই। ণিচ্ প্রত্যয়ের সংস্কৃতে অয় স্থানে এ হইয়া থাকে। যথা,—কারয়তি = কারেই, হাসয়তি = হাসেই।

আবার ণিচে 'আবে' এইরূপ আদেশও হইয়া থাকে। যথা—করাবেই, হসাবেই। (বররুচি ৭।২৭)

হলের পর তুম্ হইলে এবং স্বরের পর হুম্ হইলে পূর্ব্ব-বর্ণের সহিত যুক্ত হয়। যথা—বচ্-তুম্ বক্তুং = বত্তুম্। ণি-হুম্ = ণেহুম্ (সংস্কৃত নেতুং)।

ত্বা স্থানে তূণ বা উণ। যথা—কৃত্বা = কাউন। প্রাকৃত গদ্যে কোথাও ত্বা স্থানে হুঅ হয়। যথা,—গহুঅ = গত্বা। বর্ত্তমানে শতৃ ও শানচ্ স্থানে অন্ত বা এন্ত ও মাণ আদেশ হয়। যথা—পঢ়ন্ত, পঢ়েন্ত, পঢ়মাণ। স্ত্রীলিঙ্গে শতৃ শানচের পর ঈ ও আকার আদেশ হয়। যথা, হসঈ, হসংতী, হসমাণা।

কর্ম্মবাচ্যে অতীত কালে প্রায় সংস্কৃত রূপই থাকে, তবে প্রাকৃতের নিয়মে বর্ণব্যত্যয় হয়। যথা—শ্রুত = সুদ, সুঅ।

কর্ম্মবাচ্যে ভবিষ্যৎকালে 'য' পূর্ব্ব হলের রূপ ধারণ করে, অনীয় স্থানে অণীঅ বা অণিজ্জ হয়।

অব্যয়।

প্রাকৃতের অব্যয়-বিধানও অনেকটা সংস্কৃতবৎ। বিশেষত্ব এই, 'ইতি' স্থানে ত্তি হয়। ইহা পূর্ব্বশব্দের সহিত যুক্ত হইলে পূর্ব্ববর্ণের আ, ঈ ও উকার হ্রস্ব হইয়া থাকে। খলু স্থানে হ্রস্ব স্বর বা অনুস্বারের পরবর্ত্তী এ ওকারের পর ক্খু এবং দীর্ঘস্বরের পর খু হয়। এইরূপে অপি স্থানে বি, ইবস্থানে বিঅ বা ব্ব, এব স্থানে জ্জেব্ব বা জেব্ব হইতে দেখা যায়।[১]

(১) সাধারণের প্রাকৃতের লক্ষণ লিখিত হইল। আর্য প্রাকৃতে অল্প ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয়। যেমন—এব = ণই, চেয় বা চিয়। (চণ্ড ২।১৭) যথা—গত্যা এব = গতি ণই। ইব (উপমায়) = পিব, বিব, বিয়, ব্ব, ব। (চণ্ড ২।২২) যথা,—চন্দনমিব = চংদণং পিব ইত্যাদি।

অপি = পি। (চণ্ড ২।১৮) যথা—কতং পি, সুরো পি।

খলু = খু। (২।২৪) যথা—এবং খু।

যে সাধারণ প্রাকৃতের বিষয় আলোচিত হইল, ডাক্তার হোর্‌ণলি সাহেবের মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রাকৃতের এই রূপ বিদ্যমান ছিল। তৎপরে প্রাকৃত ভাষার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখনকার প্রচলিত ভাষায় সেই পরিবর্ত্তন দেখিতেছি।

বহুতর সংস্কৃত নাটকেও বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যেমন বহুকাল হইল সংস্কৃত ভাষা মৃত হইলেও পণ্ডিতগণের নিকট পূর্ব্ববৎ আদৃত হইয়া আসিয়াছে, সেইরূপ প্রাচীন নাটক বা সেতুবন্ধাদি প্রাচীন প্রাকৃতকাব্যবর্ণিত প্রাকৃত ভাষা বহুদিন হইতে লোপ হইয়া গেলেও সংস্কৃত অলঙ্কার ও ছন্দোশাস্ত্রে প্রাকৃত এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই।

এখন সংস্কৃত নাটক লিখিতে হইলে কাহার মুখে কিরূপ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার কৃষ্ণপণ্ডিত লিখিয়াছেন,—'দেবগণ, রাজগণ, মন্ত্রিগণ এবং অমাত্য ও বণিক্‌দিগের ভাষা সংস্কৃত হইবে। কেহ কেহ সংস্কৃতে, কেহ বা প্রাকৃতে, কেহ কেহ সাধারণ ভাষায় ও কোন কোন ব্যক্তি ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা কহিবে। যাগযজ্ঞাদিতে ম্লেচ্ছ ভাষা এবং স্ত্রীলোকদিগের প্রাকৃত ভিন্ন অন্য ভাষা ব্যবহার করিতে নাই। কুলীন ব্যক্তির সঙ্কীর্ণভাষা ও জ্ঞানহীন ব্যক্তির সংস্কৃত প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ; কিন্তু যাঁহারা পরিব্রাজক, মুনি অথবা ব্রাহ্মণ ইহাদিগের সংস্কৃত ভিন্ন অন্য কোন ভাষা ব্যবহার করা শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায়-সিদ্ধ নহে। প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিবেন, তবে তাহাদের মধ্যে ভাষান্তরের ব্যবহারও কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বৈশ্য ও অপ্সরাগণ ইহাদের সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবে বৈচিত্র্যের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করা অসঙ্গত নয়। উত্তম ব্যক্তি যদি ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা প্রমত্ত অথবা দারিদ্র্যে উপহত হন্, তবে প্রাকৃত ভাষা উচ্চারণ করা তাঁহার পক্ষে দোষাবহ হইবে না। রাজা বা ব্রাহ্মণ ইহারা ক্রীড়ার নিমিত্ত প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। ভাষা বিষয়ে স্বয়ং ভরত ঐ সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অবাধে গ্রহণ করা যাইতে পারে।'*

'এই ভাষা সম্বন্ধে ভারদ্বাজ আবার একটু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন;—তাঁহার মতে গাথা মাত্রই মহারাষ্ট্রভাষায় নিবদ্ধ হইবে। তদ্ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় ভাষাই নাট্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যাহারা বালক, স্ত্রী, বৃদ্ধ, ভিক্ষুক, শ্রাবক অথবা কপটদণ্ডী এবং গ্রহাভিভূত, মত্ত বা ষণ্ডরূপী তাহারা প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহার করিবে। তদ্ভিন্ন নায়িকা বা সখীদিগের শৌরসেনী, বিদূষকাদির প্রাচ্য, ধূর্ত্তদিগের অবন্তিকা, রাক্ষসদিগের মাগধী, এবং অন্তঃপুরবাসী চেট্, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠীগণের অর্দ্ধমাগধী ভাষা বিহিত। শকার, দিব্যভাবী, যোধ এবং ভারিশ প্রভৃতির মধ্যে যথাক্রমে শকারী, বাহ্লিকী ও শাবরী ভাষাই প্রশস্ত। দ্রাবিড়াদি দ্রাবিড়ী, খনক ও রাক্ষসদিগের ঔড়্রী এবং কাব্যাঙ্গে বৈতালিকদিগের বেতালাদি ভাষাই প্রসিদ্ধ। কিরাত এবং বর্ব্বর প্রভৃতি জাতির কোনরূপ ভাষা বা তাহার লক্ষণ নাই।' †

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে—'কৃতাত্মা উত্তম পুরুষগণ সংস্কৃতভাষা এবং তাদৃশ যোষিদ্‌গণ শৌরসেনী ভাষা প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু এই যোষিদ্‌গণের যে সকল গাথা থাকিবে, তাহাতে মহারাষ্ট্রীভাষাই প্রযুক্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন যাহারা

ইতি=ইয় (২।২৮)। যথা—ইয় এবং।

আর্ষপ্রাকৃতে এইরূপ অন্তস্থলেও কিছু ভেদ দেখা যায়। চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণে এই আর্ষপ্রাকৃতের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

* "দেবানাং ভূপতীনাঞ্চ সচিবানাং পুরোধসাম্।
অমাত্যবণিগাদীনাং পাঠ্যমিচ্ছন্তি সংস্কৃতম্॥
সংস্কৃতেনৈব কেহপ্যাহুঃ প্রাকৃতেনৈব কেচন।
সাধারণ্যাদিভিঃ কেহপি কেচন্ ম্লেচ্ছভাষয়া॥
ন ম্লেচ্ছিতব্যং যজ্ঞাদৌ স্ত্রীষু নাপ্রাকৃতং পঠেৎ।
সঙ্কীর্ণং নাভিজাতেষু নাপ্রবুদ্ধেষু সংস্কৃতম্॥
পরিব্রাড়্‌মুনিবিপ্রাণাং সংস্কৃতান্নাঞ্চদিষ্যতে।
অন্যোষামুত্তমানাঞ্চ প্রতীপং কাপি দৃশ্যতে॥
বালস্ত্রীবৃদ্ধবৈশ্যানাং হিতং বাপ্সরসাং তথা॥
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥
ঐশ্বর্য্যাদিপ্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপপ্লুতস্য চ।
উত্তমস্যাপি পঠতঃ প্রাকৃতং নৈব দূষ্যতি॥
ক্রীড়ার্থং নৃপতেরিষ্টং প্রাকৃতঞ্চ দ্বিজন্মনাম্।
ভরতেনোদিতং গ্রাহ্যমবাধিতমিদং বচঃ॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

† "বিশেষমাহ—ভারদ্বাজঃ।
গাথাসু তু মহারাষ্ট্রী অন্যা নাট্যাশ্রয়া মতাঃ।
বালস্ত্রীবৃদ্ধভিক্ষূণাং শ্রাবকব্যাজলিঙ্গিনাং॥
গ্রহোপসৃষ্টমত্তানাং প্রাকৃতং ষণ্ডরূপিণাং।
নায়িকানাং সখীনাঞ্চ শৌরসেন্যবিরোধিনী॥
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানামপ্যবন্তিকা।
মাগধী রাক্ষসাদীনান্তঃপুরনিবাসিনাম্॥
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠীনাং চার্দ্ধমাগধী।
শকারাণান্তু শাকারী বাহ্লীকী দিব্যভাবিনাম্॥
যোধানাং ভারিশাদীনাং শাবরী চ প্রশস্যতে।
দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদীনামৌড়্রী খনকরক্ষসাং॥
কাব্যে বৈতালিকাদীনাং বেতালাদিসুভাষিতম্।
কিরাতবর্ব্বরাদীনাং ন ভাষা নৈব লক্ষণম্॥" (প্রাকৃতচন্দ্রিকা)

রাজাদিগের অন্তঃপুরচারী, তাহারা মাগধী এবং চেট, রাজপুত্র ও শ্রেষ্ঠী ইহাদিগকে অর্দ্ধমাগধী ভাষা ব্যবহার করিতে হইবে। বিদূষক প্রভৃতির প্রাচ্য, ধূর্ত্তদিগের অবন্তিকা, যোধনাগরিক প্রভৃতির দাক্ষিণাত্য, শকার ও শকদিগের শাকারী, দিব্যদিগের বাহ্লীকী, দ্রবিড় প্রভৃতির দ্রাবিড়ী, আভীরদিগের আভীর, পুক্কসদিগের চাণ্ডালী এবং কাষ্ঠ ও পত্রাদি দ্বারা যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদের শাবরীভাষা প্রশস্ত। এইরূপ অঙ্গারকারাদির পৈশাচী, উত্তম চেটীদিগের শৌরসেনী এবং বালক, ষণ্ড, গ্রহবিচারক, উন্মত্ত বা আতুরদিগেরও শৌরসেনীভাষাই প্রসিদ্ধ। তবে কোন কোন সময়ে সংস্কৃতভাষাও ব্যবহৃত হয়। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত, দারিদ্র্যযুক্ত ও ভিক্ষু প্রভৃতির ভাষা প্রাকৃত এবং উত্তম-পরিব্রাজিকা ব্রহ্মচারিণীদিগের সংস্কৃত ভাষা হইবে, তদ্ভিন্ন দেবী, মন্ত্রী, কন্যা ও বেশ্যা ইহাদের সম্বন্ধেও সংস্কৃত ভাষা বিহিত হইয়া থাকে। কার্য্যবশতঃ উত্তমাদির ভাষা বিপর্য্যয় করা যাইতে পারে। কিন্তু যোষিৎ, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত ও অপ্সরা বৈচিত্র্যের নিমিত্ত ইহাদের ভাষা সংস্কৃত দেওয়া যাইতে পারে।*

প্রাকৃত বৈয়াকরণ।

প্রাকৃত ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য বহু পণ্ডিত প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে চণ্ড, শাকল্য, ভরত, কোহল, বররুচি ও ভামহ এই কয়জনই প্রধান ও প্রাচীন। মার্কণ্ডেয়-কবীন্দ্র আপনার প্রাকৃতসর্ব্বস্বে এই কয়জনের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রাকৃতসঞ্জীবনীরচয়িতা বসন্তরাজের নামও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।[১] এতদ্ভিন্ন লঙ্কেশ্বররচিত প্রাকৃত-কামধেনু বা প্রাকৃতলঙ্কেশ্বর, সমন্তভদ্রকৃত প্রাকৃত-ব্যাকরণ, হেমচন্দ্রকৃত প্রাকৃত-শব্দানুশাসন, ত্রিবিক্রমদেবকৃত প্রাকৃতব্যাকরণবৃত্তি, উদয়সৌভাগ্যগণিকৃত প্রাকৃতপ্রক্রিয়াবৃত্তি নামে তাহার টীকা, নরচন্দ্রকৃত প্রাকৃতপ্রবোধ নামে হৈম-প্রাকৃতাধ্যায়টীকা, ক্রমদীশ্বরকৃত সংক্ষিপ্তসারপ্রাকৃতপাদ ও নারায়ণকৃত তাহার টীকা, রামতর্কবাগীশকৃত প্রাকৃতকল্পতরু, প্রাকৃতকৌমুদী, কৃষ্ণপণ্ডিতকৃত প্রাকৃতচন্দ্রিকা, বামনাচার্য্য-করঞ্জ-কবিসার্ব্বভৌম-রচিত প্রাকৃতচন্দ্রিকা, চণ্ডীবরশর্ম্ম-বিরচিত প্রাকৃতদীপিকা নামে সংক্ষিপ্তসারের প্রাকৃতপাদটীকা, প্রাকৃতরহস্য বা ষড়্ভাষাবার্ত্তিক, লক্ষ্মীধরের ষড়্ভাষাচন্দ্রিকা, কাত্যায়নকৃত প্রাকৃতমঞ্জরী, বসন্তরাজরচিত প্রাকৃতসঞ্জীবনী, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের প্রাকৃতসর্ব্বস্ব, বাল্মীকি-রচিত প্রাকৃতসূত্র, রঘুনাথ-শর্ম্মবিরচিত প্রাকৃতানন্দ, নরসিংহরচিত প্রাকৃতপ্রদীপিকা, চিন্নবোম্মভূপাল-রচিত প্রাকৃতমণিদীপিকা প্রভৃতি বহুতর প্রাকৃত ব্যাকরণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাকৃত পিঙ্গল বা পিঙ্গলের ছন্দঃসূত্র, ও রত্নশেখরের প্রাকৃত-ছন্দোকোষ হইতেও প্রাকৃততত্ত্বনির্ণয়ের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে।

প্রাকৃতভাষায় একসময়ে বহুতর কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, এখন যে সমস্ত প্রাকৃত কাব্য পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মহারাজ সাতবাহন (হাল শতকর্ণী)-রচিত সপ্তশতী, রাজা প্রবরসেন-রচিত সেতুবন্ধ এবং বাক্‌পতি-রচিত গৌড়বধকাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(পুং) ৫ প্রলয়বিশেষ।

"নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো দ্বিজ!।
নিত্যশ্চ সর্ব্বভূতানাং প্রলয়োঽয়ং চতুর্ব্বিধঃ।" (বিষ্ণুপু° ১।৭।৩৮)

প্রাকৃতজ্বর (পুং) প্রাকৃতঃ প্রকৃতিসম্বন্ধী জ্বরঃ। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিন ঋতুতে উৎপন্ন যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফজ্বর।

"বর্ষাশরদ্বসন্তেষু বাতাদ্যৈঃ প্রাকৃতঃ ক্রমাৎ।" (মাধবকর)

চরকে লিখিত আছে—কালের প্রকৃতি উদ্দেশ করিয়া যে জ্বর হয়, তাহাই প্রাকৃত জ্বর। অর্থাৎ যে কালের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতি অনুসারে যে জ্বর হয়। "কালপ্রকৃতিমুদ্দিশ্য প্রোচ্যতে প্রাকৃতঃ জ্বরঃ।" (চরক চিকি° ৩ অ°)

---

* "পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং সংস্কৃতাত্মনাম্।
শৌরসেনী প্রযোক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাম্॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রযোজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাম্॥
চেটানাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিণাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যা হি দীয়তাম্।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষা দিব্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাঽভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।
তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্॥
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাম্॥
উন্মত্তানামাতুরাণাং সৈব স্যাৎ সংস্কৃতং ক্বচিৎ।
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপপ্লুতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রয়োজয়েৎ।
সংস্কৃতং সম্প্রয়োক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ॥
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিত্তথোদিতম্।
যদ্দেশং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশং তস্য ভাষিতম্॥
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাবিপর্য্যয়ঃ।
যোষিৎসখী বালবেশ্যা কিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা॥" (সাহিত্যদর্পণ)

(১) "শাকল্যভরতকোহলবররুচিভামহবসন্তরাজাদ্যৈঃ প্রোক্তান্ গ্রন্থান্ নানালক্ষ্যাণি চ নিপুণমালোক্য অব্যাকীর্ণং বিশদং সারং স্বল্পাক্ষরগ্রথিত-পদ্যং মার্কণ্ডেয়কবীন্দ্রঃ প্রাকৃতসর্ব্বস্বমারভতে॥" (প্রাকৃতসর্ব্বস্ব)

প্রাকৃতত্ব (ক্লী) প্রাকৃতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রাকৃতের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রাকৃতদোষ (পুং) প্রাকৃতো দোষঃ। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে যথাক্রমে কুপিত বাত, পিত্ত ও কফপ্রকৃতিসম্পন্ন বাতাদি দোষ। বর্ষা ও শিশিরকালে বায়ুর কোপ, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ, হেমন্ত ও বসন্তকালে কফ-প্রকোপ এই সকল প্রাকৃত দোষ। (চরক সূত্রস্থান° ১০ অঃ)

প্রাকৃতপ্রলয় (পুং) প্রাকৃতঃ প্রকৃতিসম্বন্ধী প্রলয়ঃ। প্রাকৃতিক লয়। যে প্রলয়ে প্রকৃতি পর্য্যন্ত লীন হইবে, তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় কহে। তখন আর প্রকৃতির নামগন্ধও থাকিবে না।

"এবং গতে শতাব্দে চ শ্রীকৃষ্ণে প্রকৃতের্লয়ঃ।
প্রকৃত্যাঞ্চ প্রলীনায়াং তদৈবং প্রাকৃতো লয়ঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫১ অঃ) [প্রলয় দেখ।]

প্রাকৃতমানুষ (পুং) প্রাকৃতঃ সামান্যঃ মানুষঃ। সামান্য মানুষ।

"একাদশ চমূনাথং ভীম! পাদেন মাস্পৃশ।
পঞ্চানামপি যো ভর্ত্তা নাসৌ প্রাকৃতমানুষঃ॥" (ভারত গদাপ°)

প্রাকৃতইতিবৃত্ত (Natural History) প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত। অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুসমূহের বিবরণ। জন্তু-বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি।

প্রাকৃততত্ত্ববিবেক (Natural Theology) যে শাস্ত্র দ্বারা সৃষ্টপদার্থদর্শনজনিত তত্ত্বজ্ঞান জন্মে।

প্রাকৃততন্ত্র, (Democracy) প্রজাতন্ত্র, প্রজাদের হস্তগত রাজ্যশাসন।

প্রাকৃতভূগোল (Physical Geography) যে ভূগোল বৃত্তান্ত-দ্বারা পৃথিবীর জল স্থল বিভাগ, পর্ব্বতাদির বিবরণ, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায়। [ভূগোল দেখ।]

প্রাকৃতমিত্র (ক্লী) প্রাকৃতং স্বাভাবিকং মিত্রং। স্বভাবসিদ্ধ-মিত্র, যাহাদের সহিত স্বাভাবিক মিত্রতা হয়।

"সখা গরীয়ান্ শত্রুশ্চ কৃত্রিমস্তৌ হি কার্য্যতঃ।
স্যাতামমিত্রৌ মিত্রে চ সহজপ্রাকৃতাবপি॥" (মাঘ ২।৩৬)

প্রাকৃত মিত্রও ব্যবহারদ্বারা প্রাকৃত শত্রুর ন্যায় হইয়া থাকে। স্বদেশব্যবহিত দেশাবস্থিত রাজাদি।

প্রাকৃতশত্রু (পুং) প্রাকৃতঃ স্বাভাবিকঃ শত্রুঃ। ১ স্বাভাবিক শত্রু। ২ স্বদেশাব্যবহিত দেশাবস্থিত রাজাদি, বিষয়ানন্তরবর্ত্তী নৃপ। "বিষয়ান্তরঃ প্রাকৃতঃ শত্রুঃ" (মাঘটীকায় মল্লিনাথ ২।৩৩)

প্রাকৃতসমাজ, (House of Commons) ইংলণ্ডদেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সাধারণ লোকের সমাজ।

প্রাকৃতিক (ত্রি) প্রকৃতি-ঠঞ্। ১ প্রকৃতিবিকার, প্রকৃতি-সম্বন্ধী, স্বাভাবিক, স্বভাবসিদ্ধ। "এবং সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ শ্রীকৃষ্ণং নির্গুণং বিনা।" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫১ অঃ) (পুং) ২ প্রলয়বিশেষ।

প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত (Natural History) যে শাস্ত্রদ্বারা সৃষ্টপদার্থের স্বরূপ ও অবস্থার বিষয় জানা যায়।

প্রাকৃতিক কার্য্য (ক্লী) সৃষ্টপদার্থ। যে পদার্থ কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, যেমন আলোক, শব্দ ও তাপ প্রভৃতি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (ক্লী) (Natural science) যে শাস্ত্রে প্রাকৃতিক কার্য্যবিষয়ক জ্ঞান জন্মে।

প্রাক্‌কর্ম্মন্ (ক্লী) প্রাক্তন-কর্ম্ম। পূর্ব্বকর্ম্মরূপ অদৃষ্ট। "প্রাক্‌কর্ম্মো-পার্জ্জিতং জন্তোঃ সর্ব্বমেব শুভাশুভম্।" (কথাসরিৎসা° ৪০।১১৩)

প্রাক্‌কল্প (পুং) পুরাকল্প, পূর্ব্বকল্প। (মার্ক° পু° ১১৮।৩০)

প্রাক্‌কূল (ত্রি) প্রাগগ্রদর্ভ, পূর্ব্বভাগ অগ্রে আছে এইরূপ কুশ।

"প্রাক্‌কূলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ।
প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পূতস্তত ওঙ্কারমর্হতি॥" (মনু ২।৭৫)

'প্রাক্‌কূলান্ প্রাগগ্রান্ দর্ভান্' (কুল্লূক) 'কূলশব্দো দর্ভাগ্রবচনঃ তান্ পর্য্যুপাসীনঃ তেষু প্রাগগ্রেষু দর্ভেষূপবিষ্টঃ' (মেধাতিথি)

প্রাক্‌কেবল (ত্রি) প্রথম হইতেই ভিন্ন আকারে প্রকাশিত।

প্রাক্‌চরণা (স্ত্রী) জননেন্দ্রিয়।

প্রাক্‌চির (অব্য) বিলম্ব হইবার পূর্ব্বে, যথাকালে।

প্রাক্‌ছায় (ত্রি) প্রাক্ পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছায়া যত্র দিনে। পূর্ব্বদিক্-বর্ত্তী ছায়াযুক্ত কাল, অপরাহ্লেতর কাল।

"অপি নঃ সকুলে জায়াদ্যো নো দদ্যাৎ ত্রয়োদশীম্।
পায়সং মধুসর্পিভ্যাং প্রাক্‌ছায়ে কুঞ্জরস্য চ॥" (মনু ৩।২৭৪)

'কুঞ্জরস্য প্রাক্‌ছায়ে প্রাচ্যাং দিশি গতায়াং ছায়ায়াং অপ-রাহ্লেতরে কালে ইত্যর্থঃ' (মেধাতিথি)

প্রাক্তন (ত্রি) প্রাক্ প্রাচিকালে দেশে প্রাচ্যাং দিশি বা ভবঃ কালবাচিনোঽব্যয়াৎ ট্যু ট্যুলৌ ইতি ট্যু, তুট্ চ। প্রাগ্‌ভব, পূর্ব্বে যাহা করা যায়, তাহাকে প্রাক্তন কহে। এই প্রাক্তন অনুসারে সকলে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে।

"বিধাত্রা লিখিতং কর্ম্ম প্রাক্তনং কেন বার্য্যতে।
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° ১৪ অঃ)

প্রাক্তনকর্ম্ম (ক্লী) প্রাক্তনং পুরাভবং কর্ম্ম অত্রান্য তর্জ্জনকত্বা-দপি তজ্জন্যত্বারোপঃ। ১ ভাগ্য, অদৃষ্ট। প্রাক্তনকর্ম্মই অদৃষ্ট নামে খ্যাত। অদৃষ্টে যেরূপ থাকে, তাহাই হইবে। একথার অর্থ—পূর্ব্বে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, সেই প্রাক্তনকর্ম্মই অদৃষ্টা-কারে পরিণত হইয়া পরে তদনুসারে শুভাশুভ ফল প্রদান করিবে। অতএব শুভাশুভ যে কোন ফলভোগ করিয়া থাকি, তাহার মূল সেই প্রাক্তন কর্ম্ম। কেহ বা ধার্ম্মিক আবার কেহ বা নাস্তিক হইয়া থাকে। [ভাগ্য দেখ।]

প্রাক্তনয় (পুং) পূর্ব্বশিষ্য। "সবাস্থ দেবাম্নচরং প্রশান্তং বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ং প্রতীতং।" (ভাগ° ৩।১।২৪) 'প্রাক্তনয়ং পূর্ব্বশিষ্যং' (স্বামী)

প্রাক্‌পদ (পুং) প্রাকৃরূপঃ পদঃ কর্ম্মধা°। পূর্ব্ববর্ত্তী পদ।

প্রাক্‌পুষ্পা (স্ত্রী) প্রাক্‌পুষ্পং যস্তাঃ অজাদিত্বাৎ টাপ্। প্রাক্‌বর্ত্তি-পুষ্পান্বিত লতা।

প্রাক্‌ফল (পুং) প্রাক্ ফলং যস্ত। পনস, কাঁঠাল, পুষ্প না হইয়াই ফল হয়, এইজন্ত ইহার নাম প্রাক্‌ফল।

প্রাক্‌ফল্গুনী (স্ত্রী) প্রাচী ফল্গুনী। পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র। "প্রাক্‌ফল্গুন্চেৎ জন্মকালে চ যস্ত।" (কোষ্ঠিপ্র°)

প্রাক্‌ফল্গুনীভব (পুং) প্রাক্ ফল্গুন্তাং ভব উৎপত্তির্যস্ত। ১ বৃহস্পতি। (হারাবলী) (ত্রি) ২ পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে জাতমাত্র।

প্রাক্‌ফাল্গুন (পুং) প্রাক্ ফল্গুন্তাং ভবঃ অণ্। বৃহস্পতি।

প্রাক্‌ফাল্গুনেয় (পুং) প্রাক্ ফল্গুন্তাং ভব ইতি প্রাক্ ফল্গুন-ঠঞ্। বৃহস্পতি। (ত্রিকা°)

প্রাক্‌শিরস্ (ত্রি) প্রাক্ শিরো যস্ত। পূর্ব্বদিকে বা অগ্রভাগে মস্তকযুক্ত।

প্রাক্‌শিরস্ক (ত্রি) প্রাক্‌শিরস্।

প্রাক্‌শৃঙ্গবৎ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত শল্যপ° ৫৩ অঃ)

প্রাক্‌সন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাচী সন্ধ্যা কর্ম্মধা°। পূর্ব্বসন্ধ্যা, সূর্য্যোদয়াসন্ন-সন্ধ্যা, প্রত্যূষকাল।

প্রাক্‌সবন (ক্লী) প্রাক্‌কালিকং সবনং। যজ্ঞিয় প্রথম সবন।

প্রাক্‌সৌমিক (ত্রি) সোমাৎ সোমযাগাৎ প্রাক্ অব্যয়ীভাবং, প্রাক্‌সোমং তত্র ভবঃ ঠঞ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ১ সোমযাগের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, পশুযাগ। ২ যজ্ঞ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

"ত্রৈবার্ষিকাধিকান্নো যঃ স তু সোমং পিবেৎ দ্বিজঃ।
প্রাক্‌সৌমিকীঃ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাৎ যস্তান্নং বার্ষিকং ভবেৎ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২৪)

যাহার তিনবৎসরভোগ্য বা তদধিক অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপান করিবে এবং যাহার বর্ষ-ভোগ্য অন্নসংস্থান আছে, সেই দ্বিজ সোমপানের পূর্ব্বকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্র ও দর্শপূর্ণমাসাদি ক্রিয়াকলাপ করিবে।

প্রাক্‌স্রোতস্ (স্ত্রী) প্রাক্‌বহিঃ স্রোতোঽস্তাঃ। ১ নদী।
"প্রাক্‌স্রোতসো নদ্যঃ প্রত্যক্‌স্রোতসো নদা নর্ম্মদাং বিনা"
(মল্লিনাথধৃত বাক্য)

প্রাখর্য্য (ক্লী) প্রখরস্ত ভাবঃ প্রখর-ষ্যঞ্। প্রখরত্ব, তীক্ষ্ণতা।

প্রাগগ্র (ত্রি) প্রাক্ অগ্রং যস্ত। পূর্ব্বাভিমুখ।

প্রাগদ্য (ত্রি) প্রগদিনোঽদূরদেশাদি চতুরর্থ্যাদিত্বাৎ ঞ্য। প্রগদীর অদূর দেশাদি।

প্রাগভাব (পুং) প্রাগ্‌বর্ত্তী অভাবঃ। অভাববিশেষ। অভাব তিনপ্রকার, প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব। যে অভাব নিজের প্রতিযোগীকে জন্মায়, তাহার নাম প্রাগভাব। যাহার অভাব তাহাকে তাহার প্রতিযোগী কহে। 'ইহ কপালে ঘটো ভবিষ্যতি' এই কপালে ঘট হইবে, কপাল ঘটের প্রাগভাব আছে। যেমন এই বীজে বৃক্ষ হইবে, এখন বৃক্ষ নাই ভবিষ্যতে হইবে। অর্থাৎ এখন বৃক্ষের অভাব রহিয়াছে, পরে বৃক্ষ হইবে। এই অভাব প্রতিযোগীকে জন্মাইয়া নষ্ট হয়, অর্থাৎ বীজে বৃক্ষ হইলে আর ঐ প্রাগভাব থাকে না। যে বস্তুতে যে যে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভাবনা আছে, তাহাতে তাহার প্রাগভাব আছে। বৃক্ষ জন্মাইয়া বীজ নষ্ট হয়। এইরূপ বস্তু উৎপন্ন হইলে প্রাগভাব নিজে নষ্ট হয়। প্রাগভাবের নাশ আছে। উৎপত্তি নাই।

"অভাবস্তু দ্বিধা সংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথা ধ্বংসোঽপ্যত্যন্তাভাব এব চ।
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে॥" (ভাষাপরি° ১২)
'বিনাশ্যভাবত্বং প্রাগভাবত্বং' (মুক্তাবলী)

প্রাগল্‌ভ্য (ক্লী) প্রগল্‌ভস্ত ভাবঃ ষ্যঞ্। প্রগল্‌ভতা।

"প্রাগল্‌ভ্যহীনস্ত নরস্ত বিদ্যা শস্ত্রং যথা কাপুরুষস্ত হস্তে।
ন তৃপ্তিমুৎপাদয়তে শরীরে বৃদ্ধস্ত দারাইব দর্শনীয়া॥"(জ্যোতি°)

২ স্ত্রীলোকদিগের অযত্নজ ভাববিশেষ, স্ত্রীগণ চেষ্টা না করিলেও প্রগল্‌ভতা তাহাদের স্বাভাবিক।

'প্রাগল্‌ভ্যোদার্য্যমাধুর্য্য-শোভাধীরত্বকান্তয়ঃ।
দীপ্তিশ্চাযত্নজাভাবহাব-হেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥' (হেম ৩।১০২)

সাহিত্যদর্পণমতে ইহার লক্ষণ—

'নিঃসাধ্বসত্বং প্রাগল্‌ভ্যং'। (সাহিত্যদ° ৩।১০২)

ভয়শূন্যতাই প্রাগল্‌ভ্য, স্ত্রীদিগের ভয়শূন্যত্বরূপ সাত্ত্বিক ভাবভেদ। নায়িকা সকলের যখন নায়কের নিকট ভয় থাকে না, তখন তাহাদের প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পায়। ইহার উদাহরণ—

"সমাশ্লিষ্টাঃ সমাশ্লেষৈশ্চুম্বিতাশ্চুম্বনৈরপি।
দষ্টাশ্চ দংশনৈঃ কান্তং দাসীকুর্ব্বন্তি যোষিতঃ॥"(সাহিত্যদ°৩পরি)

প্রাগল্‌ভ্যবৎ (ত্রি) প্রাগল্‌ভ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। প্রাগল্‌ভ্যযুক্ত, প্রগল্‌ভতাবিশিষ্ট। ২ বিশ্বাসী। ৩ বৃথাবাক্যযুক্ত।

প্রাগবস্থা (স্ত্রী) প্রাচী অবস্থা কর্ম্মধা°। পূর্ব্বাবস্থা।

প্রাগহি (পুং) শাখাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ।

প্রাগাথ (ত্রি) ১ প্রগাথ সম্বন্ধীয়। (পুং) কলি, ভর্গ ও হর্য্যতের পুং অপত্য।

প্রাগাথিক (ত্রি) প্রগাথ বা ঋগ্বেদের অষ্টমমণ্ডলসম্বন্ধীয়।

প্রাগায়ত (ত্রি) পূর্ব্বমুখে আয়ত বা বিস্তৃত।

প্রাগার (পুং ক্লী) প্রাসাদ, গৃহ।

প্রাগাহ্নিক (ত্রি) পৌর্ব্বাহ্লিক, পূর্ব্বাহ্নভব, যাহা পূর্ব্বাহ্নে হয়।

প্রাগুদীচী (স্ত্রী) প্রাচী উদীচী দিগিতি কর্ম্মধা°। পূর্ব্বোত্তর-দিক্, ঈশান কোণ।

"তত্রোৎকীর্ণমৃত্তিকাঃ প্রাগুদীচ্যাং দিশি ক্ষিপেৎ।" (ভবদেবভট্ট)

প্রাগুক্তি (স্ত্রী) প্রাচী উক্তিঃ কর্ম্মধা। পূর্ব্বোক্তি, পূর্ব্বের কথন।

প্রাগুত্তরা (স্ত্রী) প্রাচী উত্তরাদিক্। পূর্ব্বোত্তর দিক্, ঈশান-কোণ।

প্রাগ্‌গমনবৎ (ত্রি) প্রাক্‌গমন-মতুপ্ মস্য ব। প্রাক্‌গমনযুক্ত, পূর্ব্বগামী, অগ্রগামী।

প্রাগ্‌গামিন্ (ত্রি) পূর্ব্বগামী, অগ্রগামী।

প্রাগ্‌গ্রীব (ত্রি) পূর্ব্বমুখে গ্রীবা যস্য।

প্রাগ্‌জন্মন্ (ক্লী) পূর্ব্বজন্ম।

প্রাগ্‌জাতি (স্ত্রী) পূর্ব্বজাতি।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ (পুং) প্রাক্ জ্যোতিষং নক্ষত্রং যত্র। কামরূপ দেশ, কামাখ্যা প্রদেশ।

"অত্রৈব হি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ চ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥"(কালিকাপু°৩৭)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—এই নগরীতে করতোয়া নামে গঙ্গা পূর্ব্বদিক্ ভাগে বহিতেছেন। এই স্থানে দেবী মহামায়া যোগনিদ্রা কামাখ্যারূপ ধারণ করিয়া সকল সময়েই বিরাজিত আছেন। এই স্থানে লৌহিত্য এবং ব্রহ্মপুত্রনামক নদ আছে, সকল দেবতা এই স্থানে ক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করেন। এ স্থলে সর্ব্বতোভদ্রা নামে লক্ষ্মী আছেন। ইহা পরম পবিত্র ও রহস্যময় স্থান। পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই পুরীতে একটী নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইন্দ্রপুরীসদৃশ এই পুরীর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হইয়াছে। এই পুরী নরকাসুরের রাজধানী ছিল। (কালিকাপু° ৩৭ অঃ) [কামরূপ দেখ।]

রামায়ণে লিখিত আছে,—কুশের পুত্র অমূর্ত্তরজস্ 'প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর' স্থাপন করেন। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের বর্ত্তমান নাম গৌহাটী। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের নাম হইতেই এক সময়ে সমস্ত আসাম ও তন্নিকটবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগ 'প্রাগ্‌-জ্যোতিষ' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

রঘুবংশে লিখিত আছে, রঘু লৌহিত্য (অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র) পার হইলে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর কম্পিত হইয়াছিলেন। (৪।৮১)

মহাভারতে এই জনপদ উত্তরে (বনপ° ২৫৩ অঃ) এবং পুরাণে ইহা ভারতের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী বলিয়া বর্ণিত (মার্ক° পু° ৩৭।৪৪)। অর্জ্জুনের দিগ্‌বিজয় হইতে জানা যায় যে তিনি উত্তরে শাকলদ্বীপ ও সপ্তদ্বীপের রাজাদিগকে পরাজয় করিয়া প্রাগ্‌-জ্যোতিষ জয় করেন। তথা হইতে কুবেরাধিকৃত উত্তর দেশে গমন করেন। (সভাপর্ব্ব ২৫)

প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত 'শৈলালয়' অর্থাৎ পর্ব্বতবাসী ও ম্লেচ্ছাধিপ বলিয়া অভিহিত। (স্ত্রীপর্ব্ব ২৩ অঃ) তিনি চীন, কিরাত ও সাগরানূপবাসীসহ কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে উপস্থিত ছিলেন। (উদ্যোগপর্ব্ব ১৮ অঃ ও কর্ণপর্ব্ব ৫ অঃ)

তাঁহার এই চীন ও কিরাত সৈন্যগণ "কাঞ্চন"বৎ (রূপ) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান চীন ও ব্রহ্মবাসী বলিয়াই মনে হয়। রাজসূয়কালে ভগদত্ত যুধিষ্ঠিরকে শীঘ্রগতি ও উৎকৃষ্ট অশ্ব ও হস্তিদন্তখচিত তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। এখনও আসাম হস্তিদন্তের জন্য বিখ্যাত ও ব্রহ্মদেশীয় টাট্টু ঘোড়াও সকলে আদর করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে ব্রহ্ম, কম্বোজ প্রভৃতি স্থান হইতে আবিষ্কৃত বহু শিলালিপিতে 'কিরাত' জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এক সময় সমস্ত আসাম, জলপাইগুড়ি এবং সাগরতীরবর্ত্তী ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত (ভগদত্তের অধিকারে) প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে খ্যাত ছিল। তখনও 'কামরূপের' নামের উৎপত্তি হয় নাই। [কামরূপ দেখ।]

কামরূপের প্রসিদ্ধির সহিত ও পূর্ব্বপ্রান্তবাসী ম্লেচ্ছজাতির অভ্যুদয়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের আকার কমিয়া আসে।

দশবর্ষ পূর্ব্বে এই বিশ্বকোষে 'কামরূপ' শব্দ যখন লিখিত হয়, তখন অনেক প্রাচীন প্রমাণাদি সংগৃহীত হয় নাই। এই সুদীর্ঘকাল মধ্যে বহুতর তাম্রশাসনাদি আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন জানা যাইতেছে, আসামের বুরুঞ্জী, যোগিনীতন্ত্র ও কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া কামরূপের যে প্রাচীন বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই কাল্পনিক।

নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনাদির সাহায্যে জানা যাইতেছে, নরকের পুত্র ভগদত্তের বংশই বহুকাল প্রাগ্‌জ্যোতিষে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।

ভগদত্তের পর তাঁহার কনিষ্ঠ বজ্রদত্ত* রাজা হন। তৎপরে পুষ্পদত্ত প্রভৃতি বংশপরম্পরায় রাজত্ব করিলে পর এই বংশে মহারাজ ভূতিবর্ম্মা, তৎপুত্র চন্দ্রমুখবর্ম্মা, তৎপুত্র স্থলবর্ম্মা, তৎপুত্র সুরবর্ম্মা রাজত্ব করেন। এই সুরবর্ম্মার ঔরসে ও শ্যামাদেবীর গর্ভে কুমার ভাস্করবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্, সেই সময় কুমার ভাস্করবর্ম্মা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। ইনি সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।† ইনি একজন পরম শৈব ছিলেন। চীনপরি-

* মতান্তরে পুত্র। † শ্রীহর্ষচরিত ৭ম উচ্ছ্বাস।

ব্রাজক হিউএনসিয়াং কামরূপে আসিয়া ভাস্করবর্ম্মার গুণে ও যত্নে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তৎপরে কে রাজা হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। নেপালের লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, লিচ্ছবিরাজ ২য় জয়দেব গৌড়-উড্র-কলিঙ্গ ও কোশলাধিপ ভগদত্তবংশীয় জয়দেবের কন্যা রাজ্যমতীর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত ২য় জয়দেবের মাতামহ আদিত্যসেন। এই আদিত্যসেনের পিতা মাধবগুপ্ত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের প্রিয়বয়স্য ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর মগধে আদিত্যসেন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিগ্রহণ করেন। ইহারই কিছু পরে সুযোগ বুঝিয়া ভগদত্তবংশীয় (সম্ভবতঃ কুমার ভাস্করবর্ম্মারই কোন বংশধর) হর্ষদেব গৌড়-উড্র প্রভৃতি জনপদ অল্প দিনের জন্য জয় করিয়া 'গৌড়োড্রাদিকলিঙ্গকোশলাধিপ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। জয়দেবেরও রাজত্বকাল সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগ। ইহার পর কে প্রাগ্জ্যোতিষপুরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও প্রাচীন শিলালিপি বা তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহারই পর প্রাগ্জ্যোতিষরাজ্য হর্ষদেবের সন্তানগণ মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সময় কাশ্মীরপতি জয়াদিত্য গৌড় প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তাঁহার শ্বশুর জয়ন্তকে পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর করিলেন। এই সময়ে সুযোগ পাইয়া চীন কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছগণ দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। ম্লেচ্ছাধিপ সালস্তম্ভ প্রাগ্জ্যোতিষ অধিকার করিয়া বসিলেন। সালস্তম্ভের পর বিগ্রহস্তম্ভ, পালকস্তম্ভ ও বিজয়স্তম্ভ প্রভৃতি প্রায় দশজন স্তম্ভরাজা যথাক্রমে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় শেষ রাজার নাম "হরিষ"।

হরিষের পর প্রলম্ভ নামে আর এক ভিন্নবংশীয় রাজা প্রাগ্-জ্যোতিষ অধিকার করিয়াছিলেন। এই বংশও আপনাদিগকে প্রাচীন ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। প্রলম্ভের পুত্র হর্য্যর হইতে এই বংশের খ্যাতি বিস্তৃত হয়। হর্য্যরের পুত্র বনমালদেব। ইনি প্রাগ্জ্যোতিষের নানা স্থানে সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনিও পরম শৈব ছিলেন। তেজপুর হইতে এই বনমালদেবের একখানি তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে।

বনমালের পর তৎপুত্র জয়মাল, তৎপরে তৎপুত্র বীরবাহু ও অবশেষে তৎপুত্র বলবর্ম্মদেব রাজত্ব করিতেন।

লৌহিত্যতটে 'হারুপেশ্বর' নামক স্থানে ইহাদের রাজধানী ছিল, তাহা বলবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। ডাক্তার হোরন্লি সাহেব এই বলবর্ম্মার রাজ্যকাল ৯৭৫ হইতে ১০০০ খৃষ্টাব্দ অনুমান করেন। ইহার পর এই বংশে কে কে রাজত্ব করেন, তাহা জানিতে পারি নাই।

তৎপরে তাম্রশাসনে 'পাল' উপাধিধারী ভৌম* রাজগণের সন্ধান পাই। রত্নপালের তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, যে স্তম্ভ এবং তৎপরে প্রলম্ভবংশীয় ম্লেচ্ছরাজগণের রাজত্বশেষে ত্যাগসিংহ রাজা হন। এই ত্যাগসিংহের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সালস্তম্ভ হইতে ত্যাগসিংহ পর্য্যন্ত ২১ জন রাজার রাজত্বের পর প্রজাগণের যত্নে ব্রহ্মপাল রাজা হন। এই ব্রহ্ম-পালের পুত্র রত্নপাল। এই রত্নপাল গুর্জ্জর, গৌড়, কেরল ও দাক্ষিণাত্যদিগের সহিত যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ইহার সুদীর্ঘ কাল রাজত্বে কামরূপে অনেক হিতকর কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি প্রাগ্জ্যোতিষপুরের নিকট 'দুর্জ্জয়া' নামক স্থানে রাজধানী করেন। ইহার পুত্রের নাম পুরন্দরপাল। পুরন্দরের অদৃষ্টে ভগবান্ রাজ্যভোগ লেখেন নাই। তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন; কাজেই তৎপুত্র ইন্দ্রপাল পিতার স্থানে পিতামহের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ডাক্তার হোরন্লিসাহেবের মতে ইনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন। মগধ ও গৌড়ের পালরাজগণ প্রবল হইলে প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যও তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তিগ্ম্যদেব নামে একজন সামন্ত কিছুদিন তাঁহাদের অধীনে প্রাগ্জ্যোতিষ শাসন করিয়াছিলেন। তিগ্ম্যদেবের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া গৌড়াধিপ কুমারপাল তাঁহার মন্ত্রিপুত্র বৈদ্যদেবকে প্রাগ্জ্যোতিষের শাসনভার অর্পণ করিয়াছিলেন (১১০৩-১১১০ খৃষ্টাব্দে।) এই বৈদ্যদেব ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। তাঁহার তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে। বৈদ্যদেব অথবা তাঁহার বংশ কতদিন কামরূপ শাসন করেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তৎপরে ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে যাঁহারা কামরূপ শাসন করেন, তাঁহা-দের সমসাময়িক শিলালিপি এখনও পাওয়া যায় নাই।

বুরুঞ্জীতে যে সকল রাজার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অধিকাংশই বিশ্বাসজনক নহে। তৎপরে কোচবংশ হইতেই এখন পর্য্যন্ত অনেকটা ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। [কামরূপ ও কোচবিহার শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

প্রাগ্দক্ষিণ (ত্রি) পূর্ব্বদক্ষিণ। (অব্য) দক্ষিণপূর্ব্বমুখে।

প্রাগ্দক্ষিণা (স্ত্রী) পূর্ব্বে যে দক্ষিণা দেওয়া যায়।

প্রাগ্দণ্ড (ত্রি) পূর্ব্বদিকে দণ্ডযুক্ত।

প্রাগ্দিশ (স্ত্রী) পূর্ব্বদিক্।

প্রাগ্দিশীয় (ত্রি) পূর্ব্বদিক্‌ভব।

প্রাগ্দেশ (পুং) পূর্ব্বদেশ, পূর্ব্বাঞ্চল।

প্রাগ্দ্বার (স্ত্রী) পূর্ব্বদিকস্থ দ্বার।

প্রাগ্বোধি (ক্লী) পর্ব্বতভেদ।

* ভগদত্তের বংশ 'ভৌম'-বংশ নামে খ্যাত।

প্রাগ্ভক্ত (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত অন্নভক্ষণের প্রাক্‌কালরূপ ঔষধ-সেবন-কালভেদ। সুশ্রুতে দশপ্রকার ঔষধসেবনের কাল বর্ণিত হইয়াছে। যথা—নির্ভক্ত, প্রাগ্ভক্ত, অধোভক্ত ও মধ্যভক্ত প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবনের নাম প্রাগ্ভক্ত। এরূপ ঔষধসেবনে শীঘ্র পরিপাক হয়, বলের হানি হয় না এবং মুখ হইতে নির্গত হয় না। ইহাতে বলবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু এবং স্ত্রীগণের এইরূপ প্রাগ্ভক্ত ঔষধ-সেবনই বিধেয়। (সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৩ অঃ)

প্রাগ্ভার (পুং) প্রকৃষ্টো ভারো যত্র। পর্ব্বতাগ্রভাগ। (ত্রিকা°) কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর 'প্রাগ্ভাব' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃষ্টো ভাবঃ প্রাদিস°। ২ উৎকর্ষ। ৩ পরভাগ।

"মাংসমস্তিষ্কপঙ্কঃ প্রাগ্ভারঃ।" (প্রবোধচন্দ্রো°)

প্রাগ্রসর (ত্রি) অগ্রগ, শ্রেষ্ঠ, প্রথম।

প্রাগ্রহর (ত্রি) প্রাগ্রে প্রকৃষ্টাগ্রে হ্রিয়তেঽসৌ হৃ-অপ্। শ্রেষ্ঠ। (রঘু ১৬।২৩)

প্রাগ্রাট (ক্লী) প্রাগ্রে অটতীতি অট-অচ্। অঘন দধি, পাতলা দই।

প্রাগ্র্য (ত্রি) প্রকর্ষেণাগ্রে ভব ইতি প্রাগ্র-যৎ। শ্রেষ্ঠ।

"জয়ঃ প্রাপ্তো যশঃ প্রাগ্র্যং বৈরঞ্চ প্রতিযাচিতম্।" (ভারত ৯।৫৮।১১)

প্রাগ্বংশ (পুং) প্রাঞ্চতীতি প্র-অঞ্চ-ক্বিন্ প্রাক্‌বংশঃ সপত্নীক-যজমানাদি সমূহোঽত্র। ১ হবির্গৃহ হইতে পূর্ব্বভাগস্থিত যজমানাদির স্থিতির জন্য গৃহ। ২ বিষ্ণু। "প্রাগ্বংশো বংশবর্দ্ধনঃ" (ভারত ১৩।১৪৯ অঃ) প্রাক্‌চাসৌ বংশশ্চেতি। ৩ পূর্ব্বকুল।

প্রাগ্বচন (ক্লী) প্রাগুক্তং বচনং। মন্বাদি কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত বচন, মনু প্রভৃতি পূর্ব্বে যে বাক্য বলিয়াছেন।

"যথোক্তমেতদ্বচনং প্রাগেব মনুনা পুরা।
প্রাগিদং বচনং প্রোক্তমতঃ প্রাগ্বচনং বিদুঃ॥"(ভার°শান্তি°১২১অঃ)

প্রাগ্বৎ (অব্য) প্রাগিব বতি। পূর্ব্বদেশ বা কালতুল্য, পূর্ব্বের ন্যায়, পূর্ব্বের মত।

প্রাগ্বাট (ক্লী) শিলালিপি-বর্ণিত একটী বিস্তৃত জনপদ। মেদপাট বা মেবাড় ইহার অন্তর্গত ছিল। [মেবাড় দেখ।]

প্রাগ্বেশ (পুং) পূর্ব্ববেশ।

প্রাঘর্ম্মসদ্ (ত্রি) প্রকর্ষরূপে দীপ্তস্থানে বর্ত্তমান। "দ্বিবর্হজ্মা প্রাঘর্ম্মসৎপিতা নঃ" (ঋক্ ৬।৭৩।১) 'প্রাঘর্ম্মসদ্ প্রকর্ষেণ দীপ্তস্থানে বর্ত্তমানঃ নোঽস্মাকং পিতা' (সায়ণ)

প্রাঘাত (পুং) প্রকৃষ্ট আঘাতোঽস্মিন্, বা প্রাহন্যতেঽস্মিন্নিতি, প্র-আ-হন্-আধারে ঘঞ্। বিশেষরূপে আঘাত।

প্রাঘার (পুং) প্রাঘরণমিতি প্র-ঘৃ-প্রস্রবণে ঘঞ্, উপসর্গস্থ ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং। পা ৬।৩।১২২) ইত্যুপসর্গস্থ দীর্ঘঃ। ঘৃতাদিক্ষরণ। পর্য্যায়—শ্চোত।

প্রাঘুণ (পুং) প্রাঘোণতে ভ্রাম্যতীতি প্র-আ-ঘুণ-ক। ১ অতিথি। (ত্রিকাণ্ড) প্রাঘুণ-স্বার্থে-কন্। প্রাঘুণক তত্রার্থ।

"তদাগচ্ছ প্রাঘুণকন্যায়েন অস্মদাবাসং।" (পঞ্চত° ৪ তন্ত্র)

প্রাঘুণিক (পুং) প্রাঘুণ-স্বার্থে ঠক্। অতিথি।

"অমিতং মধু তৎকথা মম শ্রবণপ্রাঘুণিকীকৃতা জনৈঃ।
মদনানলবোধনেঽভবৎ খগ! ধায্যা ধিগধৈর্য্যধারিণঃ॥"(নৈষ২।৫৬)

প্রাঘূর্ণিক (পুং) প্র-আ-ঘূর্ণ ভাবে ঘঞ্ প্রাঘূর্ণো ভ্রমণং তত্র সাধু ইতি ঠঞ্। অতিথি। (হেম)

প্রাঙ্গ (পুং) প্রহতঃ প্রকৃষ্টঃ বাঙ্গমস্য প্রাদি বহু°। ১ পণববাদ্য। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্ট দেহযুত। স্ত্রিয়াং সাঙ্গত্বাৎ ঙীষ্।

প্রাঙ্গণ (ক্লী) প্রকৃষ্টমঙ্গনমঙ্গং যস্য। ১ পণববাদ্য। (শব্দরত্না°) প্রকর্ষেণ অঙ্গনং গমনং যত্র ণত্বং। গৃহভূমি, চলিত আঙ্গিনা বা উঠান। পর্য্যায়—অজির, চত্বর, অঙ্গন। (হেম)

"প্রদোষসময়ে স্ত্রীভিঃ পূজ্যো জীমূতবাহনঃ।
পুষ্করিণীং বিধায়াথ প্রাঙ্গণে চতুরস্রিকাম্॥" (ভবিষ্যোত্তর)

শাস্ত্রানুসারে প্রাঙ্গণ সূর্য্যবিদ্ধ হইলে অশুভকর হয়। এইরূপ ভাবে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহার উঠান পূর্ব্ব পশ্চিম আয়ত না হইয়া উত্তর দক্ষিণ আয়ত হয়। পূর্ব্বপশ্চিম আয়ত হইলে সূর্য্যবিদ্ধ হয়। দক্ষিণোত্তর আয়ত হইলে চন্দ্রবিদ্ধ হয়, কিন্তু ঐ চন্দ্রবিদ্ধ প্রাঙ্গণ মনুষ্যের শুভকর হইয়া থাকে।

"অভদ্রদং সূর্যবেধং প্রাঙ্গণঞ্চ তথৈব চ।"(ব্রহ্মবৈ°শ্রীকৃষ্ণ° ১০৩অঃ)

প্রাঙ্ন্যায় (পুং) প্রাক্ ন্যায়ঃ। ব্যবহারবিষয়ে উত্তরভেদ। বিবাদ পদের চতুর্থ উত্তরের অন্তর্গত উত্তরবিশেষ।

"আচারেণাবসন্নোঽপি পুনর্লেখয়তে যদি।
সোঽভিধেয়ো জিতঃ পূর্ব্বং প্রাঙ্ন্যায়শ্চ স উচ্যতে॥"(মিতাক্ষরা)

প্রাঙ্মুখ (ত্রি) প্রাক্ পূর্ব্বদিক্‌স্থং মুখং যস্য। পূর্ব্বদিঙ্মুখ। পূর্ব্বদিকে মুখ, প্রাতঃসন্ধ্যাদি পূর্ব্বমুখী হইয়া করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে স্থলে কোন দিকের কথা বিশেষ করিয়া অভিহিত হয় নাই, তথায় প্রাঙ্মুখ হইবে অর্থাৎ পূর্ব্ব মুখে সকল কার্য্য করিবে।

প্রাচ্ (ত্রি) প্র-অন্চ-ক্বিপ্। পূর্ব্বদেশ, পূর্ব্বকাল ও পূর্ব্বদিক্। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পূজ্য, পূজকের অন্তরাল দেশ।

"যত্রৈব ভানুস্ত বিয়ত্যুদেতি প্রাচীতি তাং বেদাবিদো বদন্তি।
তথা পুরঃ পূজকপূজ্যয়োশ্চ সদাগমজ্ঞা প্রবদন্তি তন্ত্রে॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রপূর্ব্বক অন্চ ধাতু ক্বিপ্ করিয়া নিষ্পন্ন হইলে তাহার প্রথমার রূপ 'প্রাক্' এইরূপ হইবে; কিন্তু প্রপূর্ব্বক অন্চ

ধাতু-ক্বিন্ করিলে প্রাঙ্ এইরূপ হয়। যথা—প্রকর্ষেণ অঞ্চতি প্র-অন্চ (ঋত্বিক্ দধৃকস্রগিতি। পা ৩৷২৷৬৯) ইতি ক্বিন্। অনিদিতাং হল উপধায়াঃ ক্ঙিতি। পা ৬৷৪৷২৪) ইতি ন লোপঃ, 'উগিদচা'মিতি নুম্, সংযোগান্তস্য লোপঃ, নুমো নকারস্য (ক্বিন্-প্রত্যয়স্য কুঃ। পা ৮৷২৷৬২) ইতি কুত্বেন ঙকারঃ প্রাঙ্। প্রাচ্ শব্দ ভিন্নও 'প্রাক্' একটী অব্যয় আছে। প্রাচ্-হলন্তাৎ বা টাপ্। প্রাচা। যথা—প্রাচা মন্যুঃ, ইত্যাদি। (ঋক্ ৮৷৫০৷৯)

প্রাচ্ (অব্য) প্রাচি সপ্তম্যর্থে অসি তস্য লুক্। পূর্ব্বদিকে।

প্রাচ (পুং) প্র-আ-চল-ভৃতৌ বাহুলকাৎ ড। ১ প্রকর্ষরূপে রক্ষক। "প্রাচোঽস্যন্থে" (তাণ্ড্য° ব্রা° ১৷৯২) প্র-অন্চ ভাবে ঘঞ্। ২ প্রকৃষ্টগমন।

প্রাচাজিহ্ব (ত্রি) প্রাক্‌দেশস্থিত জিহ্বাস্থানীয় জাল। "প্রাচাজিহ্বং ধ্বসয়ন্তং" (ঋক্ ১৷১৪০৷৩) 'প্রাচাজিহ্বং প্রাক্‌দেশস্থিতজিহ্বাস্থানীয়জ্বালং' (সায়ণ)

প্রাচার (পুং) কীটভেদ।

প্রাচার্য্য (পুং) ১ আচার্য্য। ২ বিদ্বান্।

প্রাচিকা (স্ত্রী) প্রাঞ্চতীতি প্র-অঞ্চ-কুন্ টাপি অত ইত্বং। বনমক্ষিকা, ডাঁশ।

প্রাচিন্বৎ (পুং) রাজভেদ। (ভারত ১৷৯৫৷১২)

প্রাচী (স্ত্রী) প্রথমং অঞ্চতি সূর্য্যং প্রাপ্নোতীতি প্র-অঞ্চ-ক্বিন্ (উগিতশ্চ। পা ৪৷১৷৬) ইতি ঙীপ্। ১ পূর্ব্বদিক্। ২ পূজ্য পূজকের অগ্রদেশ। "দেবাগ্রে স্বস্য চাপ্যগ্রে প্রাচী প্রোক্তা গুরুক্রমৈঃ।" (তিথিতত্ত্ব) দেবতা ও নিজের অগ্রদেশকে প্রাচী কহে। ৩ পানী আমলা। (বৈদ্যকনি°)

প্রাচীন (ত্রি) প্রাগেবেতি প্রাক্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং। পা ৫৷৪৷৮) ইতি খ, খস্যেনাদেশঃ। পূর্ব্বদিক্‌দেশকালভব। অর্থাৎ পূর্ব্বদিক্‌ভব, পূর্ব্বদেশভব ও পূর্ব্বকালভব। ২ পূর্ব্ব। ৩ পূর্ব্বকালীন, পুরাতন। ৪ বৃদ্ধ। ৫ প্রাগগ্র। "প্রাচীনং বর্হিরোজসা" (ঋক্ ১৷১৮৮৷৪) "প্রাচীনং প্রাগগ্রং' (সায়ণ) ৬ প্রকৃষ্টগন্তা, অর্থাৎ অপরাঙ্মুখ। "প্রাচীনেন মনসা বর্হণাবতা।" (ঋক্ ১৷৫৪৷৫) 'প্রাচীনেন প্রকর্ষেণ গন্ত্রা অপরাঙ্মুখেনেত্যর্থঃ' (সায়ণ) (পুং) ৭ প্রাচীর। পর্য্যায়—আবেষ্টক, বৃতি। (হেম)

প্রাচীনকূল, প্রাচীনগর্ভ (পুং) প্রাচীন ঋষিভেদ, অপর নাম অপান্তরতমঃ।

প্রাচীনগৌড় (পুং) গৌড়দেশীয় একজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি সংবৎসরপ্রদীপ রচনা করেন।

প্রাচীনগ্রীব (ত্রি) অগ্রে বা পূর্ব্বে যাহার গ্রীবা ন্যস্ত।

প্রাচীনতিলক (পুং) চন্দ্র।

প্রাচীনপক্ষ (ত্রি) অগ্রভাগে পক্ষবিশিষ্ট।

প্রাচীনপনস (পুং) প্রাচীনঃ পনসঃ কর্ম্মধা। বিল্ববৃক্ষ। (ত্রিকা°)

প্রাচীনবর্হিস্ (পুং) ১ ইন্দ্র। (হেম) ২ রাজবিশেষ।

ইনি অত্রিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিপুরাণ-মতে রাজা হবির্ধানের পুত্র। ইঁনি প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন। * ৩ মনুভেদ। "পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ প্রাচীনবর্হি ঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ।" (ভাগ° ২৷৭৷৪২)

প্রাচীনযোগ (পুং) প্রাচীনো যোগোঽস্য। ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। প্রাচীনযোগ্য তদীয় গোত্রাপত্য।

প্রাচীনযোগীপুত্র (পুং) যজুঃশাখাস্থ ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪৷৯৷৪৷৩২)

প্রাচীনরশ্মি (ত্রি) দেবাভিমুখ, দেবতার অভিমুখ। "প্রাচীনরশ্মিমাহুতং ঘৃতেন" (ঋক্ ১০৷৩৬৷৬) 'প্রাচীনরশ্মিং দেবাভিমুখং' (সায়ণ)

প্রাচীনবংশ (ত্রি) প্রাগ্বংশ, যাহার অবলম্বনবংশদণ্ড সম্মুখে বা পূর্ব্বদিকে আছে।

প্রাচীনশাল (পুং) ১ পূর্ব্বদিগস্থ গৃহ। ২ পুরাতন গৃহ।

প্রাচীনা (স্ত্রী) প্রাচীন-টাপ্। ১ বনতিক্তিকা, চলিত আকনাদি। ২ রাস্না। (শব্দচ°) ৩ পাঠা। (ভাবপ্র°) ৪ প্রাক্‌ভবা, বৃদ্ধা।

প্রাচীনামলক (ক্লী) পানীয়ামলক, পানী আমলা। পর্য্যায়—বারিবদর। ইহার গুণ ত্রিদোষ ও বিষনাশক। (ভাবপ্র°)

প্রাচীনাবীত (ক্লী) প্রাচীনং প্রদক্ষিণং আবীয়তে স্মেতি আ-বী-গত্যাদৌ-ক্ত, বা প্রাচীনং আবেতীতি গত্যর্থেতি ক্ত। শ্রাদ্ধাদি কর্ম্মে বামকর বহিষ্কৃত করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে অর্পিত যজ্ঞসূত্রাদি। উপবীত যেরূপ ভাবে থাকে, তাহার বিপরীতদিকে থাকিলে প্রাচীনাবীত হয়।

"সব্যং বাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে তু ধৃতং দ্বিজাঃ।
প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পিত্রে কর্ম্মণি যোজয়েৎ॥"

(কূর্ম্মপু° উপবি° ১০ অঃ)

প্রাচীনাবীতিন্ (পুং) প্রাচীনাবীতমস্ত্যস্যেতি প্রাচীনাবীত-ইনি। প্রাচীনাবীতবিশিষ্ট। দক্ষিণ স্কন্ধস্থ যজ্ঞসূত্রাদি সমন্বিত। "সব্যং বাহুমুদ্ধৃত্য শিরোঽবধায় দক্ষিণেঽংশে প্রতিষ্ঠাপয়তি সব্যং কক্ষমবলম্বং ভবতি এবং প্রাচীনাবীতী ভবতীতি" (গোভিল)

প্রাচীনোপবীত (ত্রি) প্রাচীনাবীত। (অথর্ব্ব ৯৷১৷২৪)

---

* "হবির্ধানাৎ ষড়াগ্নেয়ী পুত্রানজনয়দ্‌ব্রতম্।
প্রাচীনবর্হিষং শুক্রং গয়ং কৃষ্ণং প্রজাজিনৌ॥
প্রাচীনবর্হির্ভগবান্ মহানাসীৎ প্রজাপতিঃ।
হবির্দ্ধানাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যেন সংবর্দ্ধিতাঃ প্রজাঃ॥" ইত্যাদি।
(অগ্নিপুরাণ বংসর্গ না মাধ্যায়)

প্রাচীপতি (পুং) প্রাচ্যাঃ পূর্ব্বস্যা দিশঃ পতিঃ। ইন্দ্র। (ত্রিকা°)

প্রাচীর (ক্লী) প্রাচীয়তে ইতি প্র-আ-চিঞ্ চয়নে (শুসিচিমিঞাং দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।২৫) ইতি ক্রন্, দীর্ঘশ্চ। প্রান্ততোবৃতি, পাঁচীল, আবৃতি, বেষ্টন, বেড়া। নগরাদি প্রবেশের দুর্গমার্থ তাহার প্রান্তভাগে বেণু, কণ্টক বা বেত্রাদিময়ী বৃতি অর্থাৎ বেষ্টন। ঐ বেষ্টন মৃত্তিকানির্ম্মিত হইলে তাহাকে প্রাচীর কহে। (স্বামী) ইষ্টক ও মৃত্তিকাদিদ্বারা গৃহবাট্যাদির যে বেষ্টন তাহাকে প্রাচীর কহে।

'প্রাচীরং প্রাবরোঽপি স্যাৎ প্রাবৃতিঃ প্রান্ততোবৃতিঃ।
ইষ্টকামৃত্তিকাদ্যৈশ্চ গৃহবাট্যাদিবেষ্টনে॥' (শব্দরত্না°)

লোকে হঠাৎ বাটীতে প্রবেশ না করিতে পারে এই জন্য সকলেরই প্রাচীর দিতে হয়। যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে—রাজগণ যে প্রাচীর প্রস্তুত করিবেন, তাহা যেন হস্তীর অভেদ্য এবং মনুষ্যের অলঙ্ঘনীয় হয়। রাজগণের প্রাচীর সকল্প রাজদণ্ডের ন্যায় উন্নত এবং চারিদিকে বিংশতি হস্ত হইবে। অর্থাৎ ঊর্দ্ধে পাঁচহাত, পার্শ্বে পাঁচ পাঁচ হাত এবং পশ্চাতে পাঁচহাত এইরূপে বিংশতি হাত হইবে। এইরূপে চারিদিকে আবরণযুক্ত হইলে তাহা প্রাচীর নামে অভিহিত। প্রাচীর সকলের মধ্যে চারিদিকে গুপ্তদ্বার রাখিতে হইবে।*

প্রাচুর্য্য (ক্লী) প্রচুরস্য ভাবঃ ষ্যণ্। প্রচুরতা, আধিক্য।

প্রাচেতস্ (পুং নিত্য বহুবচনান্ত) প্রাচীনবর্হি-রাজপুত্র।

"এবমুক্তাস্তু তে পুত্রাস্ততঃ প্রাচেতসো দশ।
পয়োধিসলিলে মগ্নাস্তপস্তেপে সুদারুণম্॥" (অগ্নিপু°)

প্রাচেতস (পুং) প্রচেতসোঽপত্যমিতি প্রচেতস্-অণ্। ১ বাল্মীকি মুনি। "অথ প্রাচেতসো যজ্ঞং রামায়ণমিতস্ততঃ।
মৈথিলেয়ৌ কুশলবৌ জগতুর্গুরুচোদিতৌ॥" (রঘু ১৫।৬৩)

২ প্রচেতার অপত্যমাত্র। ৩ বিষ্ণু। (হরিব° ২০৩।২৪) ৪ দক্ষ। (ভারত ১।৭৫।৫) ৫ বরুণপুত্র।

প্রাচৈস্ (অব্য) প্র-আ-চি বাহু, ডৈসি। প্রাচীন। (ঋক্ ১।১৮৩।২)

প্রাচ্য (পুং) প্রাচি ভবঃ, প্রাচ্ (দ্যুপ্রাগপাগুদক্ প্রতীচী যৎ। পা ৪।২।১০১) ইতি যৎ। ১ শরাবতী নদীর প্রাক্দক্ষিণদেশ। (অমর) (ত্রি) ২ পূর্ব্বদিক্ ভব, পূর্ব্বদেশ বা পূর্ব্বকালভব।

মার্কণ্ডেয়পুরাণ মতে অঙ্গারক, সুদকর, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গ, মালদ, মালবস্তিক, ব্রহ্মোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, মল্লক, প্রাগ্জ্যোতিষ, ভদ্র, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক, মল্ল, মগধ ও গোনর্দ্দ এই সকল প্রাচ্যজনপদ। ৩ পূর্ব্বদেশীয়। (ভারত ৮।৪৪।৮২)

প্রাচ্যক (ত্রি) প্রাচ্য-স্বার্থে কন্। প্রাচ্যার্থ। (ভাগ° ৯।২৩।৬)

প্রাচ্যপদবৃত্তি (স্ত্রী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত পদবৃত্তিভেদ, ইহাতে স্থলভেদে 'অ'র পূর্ব্বে 'এ' পরিবর্ত্তিত হয় না।

প্রাচ্যবাট (ক্লী) প্রাচ্যো বাটো যস্য। প্রাক্দেশস্থ।

প্রাচ্যবৃত্তি (স্ত্রী) বৃত্তরত্নাকরোক্ত ছন্দোভেদ। "পূর্ব্বেণ যুতোঽথ পঞ্চমঃ প্রাচ্যবৃত্তিরুদিতেহযুগ্ময়োঃ।" (বৃত্তরত্না°) ২ প্রাচীনা বৃত্তি। (ত্রি) ৩ প্রাচীনা বৃত্তিযুক্ত।

প্রাচ্যসপ্তসম (ত্রি) সপ্তসমাঃ প্রমাণমস্য মাত্রচ্, তস্য দ্বিগুত্বাৎ লুক্। প্রাচীন সপ্তসম।

প্রাচ্যাধ্বর্য্যু (পুং) প্রাচ্য অধ্বর্য্যু।

প্রাচ্যায়ন (পুং স্ত্রী) প্রাচ্যস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) প্রাচ্যের গোত্রাপত্য।

প্রাচ্ছ্ (ত্রি) পৃচ্ছতি প্রচ্ছ-কিপ্ নিপাতনাৎ দীর্ঘশ্চ। (উণ্ ২।৫৭) ১ জিজ্ঞাসক। ২ প্রাড্‌বিবাক।

প্রাজক (পুং) প্রাজয়তি প্রকর্ষেণ গময়তি ঘোটকাদীনিতি প্র-অজ-ণিচ্-ণ্বুল্। সারথি।

"যত্রাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্য চ।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্॥" (মনু ৮।২৯৩)

প্রাজন (ক্লী) প্রবীয়তেঽনেনেতি প্র-অজ-ল্যুট্। (বা যৌ। পা ২।৪।৫৭) ইতি পক্ষে ব্যভাবঃ। তোদন, পাচনবাড়ী। (অমর)

প্রাজহিত (পুং) গার্হপত্য অগ্নি। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৬।১৩)

প্রাজাপত (ত্রি) প্রজাপতেঃ ধর্ম্মং মহিষ্যাদিত্বাদণ্। প্রজাপতির ধর্ম্ম।

প্রাজাপত্য (ক্লী) প্রজাপতিদেবতাস্যেতি প্রজাপতি-(দিত্যদিত্যাদিত্যপত্যুত্তরপদাৎ ণ্যঃ। পা ৪।১।৮৫) ইতি ণ্য। দ্বাদশাহসাধ্যব্রতবিশেষ, প্রাজাপত্যব্রত ১২ দিনে করিতে হয়। এই ১২ দিনের মধ্যে প্রথম তিনদিন রাত্রিতে ২২ গ্রাস অন্নভোজন, তৎপরে তিনদিন দিবাতে ২৬ গ্রাস অন্নভোজন, তৎপরে তিনদিন অযাচিতভাবে ২৪ গ্রাস করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপে ৯ দিনের পর শেষ তিনদিন কেবলমাত্র উপবাস করিয়া থাকিবে। এইরূপ উপবাস ও আহারের ন্যূনাধিকতাই এই ব্রতের অঙ্গ।

"ত্র্যহং সায়ং ত্র্যহং প্রাতস্ত্র্যহমদ্যাদযাচিতম্।
ত্র্যহং পরন্তু নাশ্নীয়াৎ প্রাজাপত্যং চরন্ দ্বিজঃ॥

গ্রাসসংখ্যা পরাশরেণোক্তা—

"সায়ং দ্বাবিংশতির্গ্রাসাঃ প্রাতঃ ষড়্‌বিংশতিস্তথা।
অযাচিতে চতুর্বিংশঃ পরঞ্চানশনং স্মৃতম্॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

* "গজৈরভেদ্যা মনুজৈরলঙ্ঘ্যাঃ প্রাচীরখণ্ডানৃপতের্ভবন্তি।
রাজদণ্ডোন্নতাঃ সর্ব্বে প্রাচীরাঃ পৃথিবীভুজঃ।
বিংশতিস্তে তু পঞ্চাগ্রে পার্শ্বয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ চ॥
পশ্চাৎ পঞ্চ চ বিজ্ঞেয়াঃ প্রাচীরাঃ পৃথিবীভুজঃ।
সর্ব্বপ্রান্তেষ্বাবরণো নাম প্রাচীর উচ্যতে॥
প্রতিপ্রকারসংস্থানং দ্বারং নাভিমুখস্থিতম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

অগম্যাগমন, মদ্য ও গোমাংস ভক্ষণ প্রভৃতি গুরুতর পাপ করিলে ক্ষত্রিয়গণ প্রাজাপত্যব্রত দ্বারা শুদ্ধিলাভ করেন।

"অগম্যাগমনং কৃত্বা মদ্যগোমাংসভক্ষণাৎ।
শুধ্যেচ্চান্দ্রায়ণাদ্বিপ্রঃ প্রাজাপত্যেন ভূমিপঃ॥" (গরুড়পু° ২২৬অঃ)

২ রোহিণীনক্ষত্র। প্রজাপতেরপত্যমিতি ণ্য। ৩ প্রজাপতিপুত্র। (ত্রি) প্রজাপতেরিদমিতি। ৪ প্রজাপতিসম্বন্ধীয়।

"প্রাজাপত্যং ব্রাহ্মণানাং স্মৃতং স্থানং ক্রিয়াবতাম্।
স্থানমৈন্দ্রং ক্ষত্রিয়াণাং সংগ্রামেষ্বপলায়িনাম্॥"(মার্ক°পু° ৪৯।৭৭)

(পুং) ৫ প্রয়াগ। (ত্রিকা°) ৬ জৈনরাজভেদ। পর্য্যায়—ত্রিপৃষ্ঠ। (হেম) ৭ মনুক্ত আট প্রকার বিবাহের মধ্যে বিবাহভেদ। তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ কর, এই প্রতিজ্ঞায় উভয়কে আবদ্ধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরকে যে কন্যাদান করা হয়, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ কহে। * [বিবাহ দেখ।] ইহাকে কায় নামক বিবাহও কহে।

"ইত্যুক্ত্বা চরতাং ধর্ম্মং সহজা দীয়তেঽর্থিনে।
স কায়ঃ পাবয়েত্তজ্জঃ ষট্‌ষড়্‌বংশ্যান্ সহাত্মনা॥" (মিতাক্ষরা)

প্রাজাপত্যা (স্ত্রী) প্রজাপতির্দেবতাস্যা প্রজাপতি-ণ্য, স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রব্রজ্যাশ্রমপূর্ব্বকর্ত্তব্য প্রজাপতিদেবতার উদ্দেশে সর্ব্বস্বদক্ষিণা দেয় ইষ্টিভেদ। ইহা প্রব্রজ্যাশ্রমের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য। ইহার দেবতা প্রজাপতি। এই যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়।

"প্রাজাপত্যাং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাম্।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ গৃহাৎ॥" (মনু ৬।৩৮)

প্রাজাপত্য যাগ সমাধা করিয়া তাহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবে, তৎপরে আত্মাতে অগ্নি আধান করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন।

প্রাজাবত (ত্রি) প্রজাবত্যা ধর্ম্ম্যং মহিষ্যাদিত্বাদণ্। ভ্রাতৃজায়ার ধর্ম্ম।

প্রাজিক (পুং) শ্যেন, বাজপাখী।

প্রাজিতৃ (পুং) প্রাজতীতি প্র-অজ-তৃচ্, বীভাবাভাবঃ। ১ সারথি। (অমর) (ত্রি) ২ প্রকৃষ্টগন্তা।

প্রাজিন্ (পুং) প্র-অজ-নিনি, ব্যভাবঃ। পক্ষিভেদ। (মেদিনী)

প্রাজিমঠিকা (স্ত্রী) স্থানভেদ।

প্রাজেশ (ক্লী) প্রজেশো দেবতাস্য অণ্। ১ রোহিণী নক্ষত্র। (ত্রি) ২ প্রজাপতিদেবতাকে দেয় চরু প্রভৃতি।

* "ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।" (মনু ৩।২১)
সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মমিতি বাচানুভাষ্য চ।
কন্যাপ্রদানমভ্যর্চ্চ্য প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ॥" (মনু ৩।৩০)

প্রাজ্ঞ (পুং) প্রকর্ষেণ জানাতীতি প্র-জ্ঞা-ক, ততঃ প্রজ্ঞএব স্বার্থে অণ্। ১ কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। (কল্কিপু° ২ অ°) ২ পণ্ডিত। ৩ রাজশুক। (রাজনি°) প্রকর্ষেণ অজ্ঞঃ ৪ মূর্খ। (ত্রি) ৫ পণ্ডিত। ৬ দক্ষ। (শব্দরত্না°) ৭ বিজ্ঞ।

"নামধেয়স্য যে কেচিদভিবাদং ন জানতে।
তান্ প্রাজ্ঞোঽহমিতি ব্রূয়াৎ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাস্তথৈব চ॥"(মনু ২।১২৩)

৮ বেদান্তসারোক্ত ব্যষ্ট্যুপহিত চৈতন্য, এক অজ্ঞানমাত্রভাসক জীবচৈতন্য। "এতদুপহিতচৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। একাজ্ঞানাবভাসকত্বাদস্য প্রাজ্ঞত্বং" (বেদান্তসার)

প্রাজ্ঞমানিন্ (ত্রি) আত্মানং প্রাজ্ঞং মন্যতে প্রাজ্ঞ-মন্-ণিনি। পণ্ডিতাভিমানী। যে ব্যক্তি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে।

"দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে।
যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি॥" (চরক)

প্রাজ্ঞা (স্ত্রী) প্রজ্ঞাঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। ১ বুদ্ধিমতী। পর্য্যায়—ধীমতী। ২ বুদ্ধি। 'প্রজ্ঞা প্রাজ্ঞা ধরা জ্ঞপ্তি পণ্ডা সংবেদনং বিদা।' (রায়মুকুটধৃত শব্দার্ণব)

প্রাজ্ঞী (স্ত্রী) প্রজ্ঞ-স্বার্থে-অণ্ ঙীপ্। ১ স্বয়ংজ্ঞাত্রী। ২ পণ্ডিতপত্নী। ৩ সূর্য্যপত্নী।

প্রাজ্য (ত্রি) প্র-বীয়তে ইতি প্র-অজ-ণ্যৎ, বীভাবাভাবঃ। ১ প্রচুর।

"স্বাগতং স্বানধীকারান্ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ।
যুগপদ্যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ॥" (কুমার ২।১৮)

'প্রভূতং আজ্যং যস্য। ২ প্রচুর ঘৃতসম্পন্ন। (ক্লী) প্রভূত আজ্য, প্রচুর ঘৃত।

প্রাজ্যভট্ট (পুং) রাজাবলীপতাকারচয়িতা একজন সংস্কৃত ঐতিহাসিক।

প্রাঞ্চ (ত্রি) প্র-অঞ্চ-বিচ্। পূর্ব্বদেশকালবর্ত্তী।

প্রাঞ্জন (ক্লী) ১ অঞ্জন বা রঙ্। ২ প্রকৃষ্টরূপে অঞ্জন।

প্রাঞ্জল (ত্রি) প্র-অঞ্জ-বাহুলকাৎ অলচ্। সরল।

'ঋজাবজিহ্মপ্রগুণৌ প্রাঞ্জলঃ সরলোঽপিচ।' (জটাধর)

প্রাঞ্জলি (ত্রি) প্রবদ্ধোঽঞ্জলির্যেন প্রাদি বহুব্রী°। ১ বদ্ধাঞ্জলিপুট। প্রবদ্ধোঽঞ্জলিঃ প্রাদিস°। (পুং) ২ বদ্ধাঞ্জলি। (রামা° ২।৩৫।৪০)

প্রাঞ্জলিক (ত্রি) প্রাঞ্জলি।

প্রাঞ্জলিন্ (ত্রি) প্রাঞ্জলিরস্ত্যস্য ব্রীহ্যাদিত্বাদিনি। বদ্ধাঞ্জলিযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাড়াহত (পুং) প্রশ্নকারকের দ্বারা আহত। তস্যাপত্যমিতি ইঞ্। প্রাড়াহতি—তদপত্য। অপত্যার্থে যুনি ফক্, তৌল্বাদিত্বাৎ ন লুক্। প্রাড়াহতায়ন—তদীয় যুবা অপত্য।

প্রাড়্‌বিবাক (পুং) পৃচ্ছতীতি প্রাট্ বিবিচ্য বক্তীতি বিবাকঃ

ততঃ কর্ম্মধারয়ঃ। ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক, (Judge) জজ্। পর্য্যায়—অক্ষদর্শক, ব্যবহারদর্শী। ব্যবহার দর্শনের জন্য রাজনিযুক্ত বিচারক। শাস্ত্রে অষ্টাদশ প্রকার বিবাদ পদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ সকল বিবাদের যিনি মীমাংসা করেন, তাহাকে প্রাড়্বিবাক কহে। রাজা প্রজাদিগের সকল প্রকার বিবাদ স্বয়ংই মীমাংসা করিবেন। যদি তিনি কার্য্যের ব্যস্ততায় বিবাদ পদ দেখিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে প্রাড়্বিবাক নিযুক্ত করিবেন। এই প্রাড়্বিবাকগণ প্রজাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন। ইহার লক্ষণ—

"বিবাদে পৃচ্ছতি প্রশ্নং প্রতিপ্রশ্নং তথৈব চ।
প্রিয়পূর্ব্বং প্রাগ্বদতি প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

বৃহস্পতিঃ ব্যাসোঽপি—

"বিবাদানুগতঃ পৃষ্ট্বা সসভ্যস্তং প্রযত্নতঃ।
বিচারয়তি যেনাসৌ প্রাড়্বিবাকস্ততঃ স্মৃতঃ॥" (বীরমিত্রোদয়)

বিবাদ-বিষয়ে যিনি প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করেন এবং প্রথমে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহাকে প্রাড়্বিবাক কহে। যে বিষয় লইয়া পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই বিষয় সভ্যগণের সহিত আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করিয়া যিনি বিচার করেন, তাঁহাকে প্রাড়্বিবাক কহে।

রাজা স্বয়ং যখন এই সকল কার্য্য দর্শন না করিবেন, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে বিচারকের পদে নিযুক্ত করিবেন। ঐ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিতভাবে বিচারাদি কার্য্য করিবেন। যে তিনজন সভ্য হইবে, তাঁহারা যেন যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবেত্তা হন। কখনই অনুপযুক্ত লোককে এই কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না। কারণ অযথার্থ বিচার জন্য যে পাপ হয়, রাজা তাহার চতুর্থাংশভাগী হইয়া থাকেন। জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে, অথবা যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বেড়ায়; কিন্তু ক্রিয়ানুষ্ঠানরহিত ও জ্ঞানশূন্য এমন ব্রাহ্মণকেও রাজার ইচ্ছা হইলে বিচারকের পদ প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু সর্ব্বগুণান্বিত ও ধার্ম্মিক, ও ব্যবহারজ্ঞ শূদ্রকে কখনই ঐ পদে নিয়োগ করিবেন না। যে রাজ্যে শূদ্রবিচারক হয়, সেই রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়। (মনু ৮ অঃ)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে,—নরপতি ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার অর্থাৎ মোকদ্দমা স্বয়ং বিচার করিবেন, তাহাতে অসমর্থ হইলে তাহার প্রতিনিধি দিতে হয়। মীমাংসাব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ নিযুক্ত করিবেন। দিয় অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার না দেখিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহারদর্শনে নিযুক্ত করিবেন। ইনিই বচারক বা প্রাড়্বিবাক নামে অভিহিত হন। সভ্যগণ স্নেহ, লাভ, অথবা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বা আচারবিরুদ্ধ বিচার করিলে সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণদণ্ড করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসং ২অঃ) বীরমিত্রোদয়ে লিখিত আছে, রাজা নিজে বিচার না করিতে পারিলে সকল শাস্ত্রপারগ, শমদমপরায়ণ, কুলীন, মধ্যস্থ, উদ্বেগশূন্য, স্থিরপ্রকৃতি, পরলোকভীরু, ধার্ম্মিক এবং ক্রোধরহিত ব্রাহ্মণকে প্রাড়্বিবাকের পদে নিযুক্ত করিবেন। যিনি একটী মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি বিচারকের উপযুক্ত নহেন। যদি পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাব হয়, অর্থাৎ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল গুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয় অথবা তদভাবে বৈশ্যকে নিয়োগ করিতে পারেন, কিন্তু কখন শূদ্রকে বিচারকের পদ দিবেন না। যদি কোন রাজা ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া বৃষলের উপর বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়। রাজা যেরূপ অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, তদ্রূপ প্রাড়্বিবাকও যথাবিহিত অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যাহাতে তাঁহারা কোনরূপ ভ্রমাদিতে পতিত না হন, তাহার প্রতি বিশেষরূপে সচেষ্ট হইবেন। (বীরমিত্রোদয়)* [বিচার, বিচারক ও বিচারালয় দেখ।]

---

* "যদা ন কুর্য্যান্নৃপতিঃ স্বয়ং কার্য্যবিনির্ণয়ম্।
তদা তত্র নিযুঞ্জীত ব্রাহ্মণং শাস্ত্রপারগম্॥
দান্তং কুলীনমধ্যস্থমনুদ্বেগকরং স্থিরম্।
পরত্র ভীরুং ধর্ম্মিষ্ঠমুদ্যুক্তং ক্রোধবর্জ্জিতম্॥ ইতি কাত্যায়নস্মরণাচ্চ
শাস্ত্রপারগং বহুশাস্ত্রাভিযোগশালিনং; যথাহি—
একং শাস্ত্রমধীয়ানো ন বিদ্যাৎ কার্য্যনির্ণয়ম্।
তস্মাদ্ বহ্বাগমঃ কার্য্যো বিবাদেষূত্তমো নৃপৈঃ॥
এবংবিধ ব্রাহ্মণাভাবে ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বা প্রতিনিদধীত, ন শূদ্রং, তথাচ—
যত্র বিপ্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥ (মনু)
জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্নতু শূদ্রঃ কদাচন॥
যস্য রাজ্ঞস্তু কুরুতে শূদ্রো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥
ব্যাসঃ—বিপ্রান্ বিহায় যঃ কুর্য্যাৎ কার্য্যাণি বৃষলৈঃ সহ।
তস্য প্রক্ষুভ্যতে রাষ্ট্রং বলং কোশশ্চ নশ্যতি॥" ইত্যাদি (বীরমিত্রোদয়)

প্রাণ্ (পুং) প্রাণিতি প্র-অন-ক্বিপ্, পত্বং। প্রাণ।

প্রাণ (পুং) প্রাণিতি জীবতি বহুকালমিতি, প্র-অন-অচ্ প্রাণিত্যনেনেতি করণে ঘঞ্। ১ ব্রহ্মা। "অতএব প্রাণঃ।" (বেদান্তসূ° ১।১।২২) 'অতএব তল্লিঙ্গাৎ প্রাণশব্দেন ব্রহ্মৈব তথাহি, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেব অভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে, ইতি ছান্দো° উপ° সর্ব্বভূতোৎপত্তিপ্রলয়-হেতুরূপলিঙ্গাৎ ব্রহ্মণ এব প্রাণশব্দবাচ্যতা।' (শাঙ্করভাষ্য) একমাত্র প্রাণ থাকিলেই জীবন থাকে, প্রাণ নষ্ট হইলে মৃত্যু হয়, অতএব জীবের উৎপত্তি ও নাশ প্রাণহেতুই হয়, এইজন্য প্রাণই ব্রহ্ম। ২ পঞ্চবৃত্তিক দেহস্থিত বায়ু, হৃদয়মারুত। হৃদয়দেশে যে বায়ু থাকে, তাহাকে প্রাণ কহে।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (তর্কামৃত)

৩ বোল। ৪ কাব্যজীবন, কাব্যের জীবনই প্রাণ, রস। ৫ অনিল। ৬ বল। (ত্রি) ৭ পূরিত। (মেদিনী) (পুং) ৮ সূক্ষ্মশরীর সমষ্ট্যুপহিতচৈতন্য। ইহা প্রাগ্‌গমনবান্ ও নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। (বেদান্তসার) ৯ জীবন, ইহার কর্ম্ম নাসাগ্র-স্থান হইতে বহির্গমন। ১০ প্রাণোপাধিক জীব।

"প্রাণোঽহ মাতা প্রাণঃ! পিতা।" (শ্রুতি)

১১ ধাতার পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° রুদ্রসর্গাধ্যায়) ১২ দেহস্থিত পঞ্চবৃত্তিক বায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবায়ু এই অর্থে এই শব্দ নিত্যবহুবচনান্ত।

"প্রাণিনাং সর্ব্বতো বায়ুশ্চেষ্টাং বর্দ্ধয়তে পৃথক্।
প্রাণনাচ্চৈব ভূতানাং প্রাণ ইত্যভিধীয়তে॥"
(ভারত ১২।৩২৮।৩৫)

বায়ু পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রাণীদিগের সকলপ্রকার চেষ্টা বর্দ্ধিত করে এবং ভূতসমূহের প্রাণন হেতু প্রাণ নামে অভিহিত হয়। যোগার্ণবে লিখিত আছে—

"ইন্দ্রনীলপ্রতীকাশং প্রাণরূপং প্রকীর্ত্তিতম্।
আস্তনাসিকয়োর্মধ্যে হৃন্মধ্যোনাভিমধ্যগে॥
প্রাণালয় ইতি প্রাহুঃ পাদাঙ্গুষ্ঠেঽপি কেচন।
অপানয়ত্যপানোঽয়মাহারঞ্চ মলার্পিতম্॥" (যোগার্ণব)

প্রাণ ইন্দ্রনীল সদৃশ, আস্ত ও নাসিকার মধ্যভাগে, হৃদয় ও নাভির মধ্যস্থলে প্রাণের আলয়। কোন কোন মতে পাদাঙ্গুষ্ঠও প্রাণালয়। সাংখ্য মতে—

"সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যাবয়বাঃ পঞ্চ।" (সাংখ্যকা° ২৯)

প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চবায়ু ইন্দ্রিয়সামান্যের মিলিতবৃত্তি, জীবন ধারণ তাহার কার্য্য। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে করণ তেরটী। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই তিনটী অন্তঃকরণ। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় এই দশটী বাহ্যকরণ। এই সকল করণের দুই প্রকার বৃত্তি আছে, অসাধারণ ও সাধারণ। ভিন্ন ভিন্ন করণের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির নাম অসাধারণ বৃত্তি। বলা বাহুল্য যে, অসাধারণবৃত্তি করণভেদে ভিন্ন। দুইটী করণের একটী অসাধারণবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ দুইটী করণের এক বৃত্তি হইলে ঐ বৃত্তির অসাধারণত্ব থাকে না। উহা সাধারণ হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষে সমস্ত করণের যে বৃত্তি হয়, তাহার নাম সাধারণ বা সামান্যবৃত্তি। প্রাণাদি বায়ুপঞ্চক, করণ সকলের সাধারণবৃত্তিমাত্র। সুতরাং সাংখ্য মতে প্রাণ করণ-দিগের সাধারণবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। স্মরণ করিতে হইবে যে সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৃত্তি ও বৃত্তিমতের ভেদ নাই। অর্থাৎ যাহার বৃত্তি হয় এবং যে বৃত্তি হয়, এই উভয়ের ভেদ নাই, উভয়ই এক পদার্থ।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রাণই আত্মা। এই প্রাণাত্মবাদী-দিগের মত নিতান্ত ভ্রান্ত। এই প্রাণাত্মবাদের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রাণাত্মবাদীরা বলেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলেও প্রাণ থাকিলে লোক জীবিত থাকে। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, প্রাণই আত্মা। উপনিষদে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ও প্রাণ শব্দে অভিহিত হয়। নাসিক্য প্রাণ মুখ্য প্রাণ বলিয়া কথিত। প্রাণের শ্রেষ্ঠতাবিষয়ে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য-উপনিষদে লিখিত আছে,—এক সময়ে পরস্পরের শ্রেষ্ঠতা লইয়া প্রাণদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। চক্ষুরাদি প্রত্যেক প্রাণ আপনাকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমিই শ্রেষ্ঠ সকলেরই এইরূপ অভিমান হইয়াছিল। কেহই নিজের ন্যূনতা বা অশ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং প্রাণদের মধ্যে এ বিবাদ মীমাংসিত হইতে পারিল না। অপর কোন মহৎ ব্যক্তির সাহায্য লইয়া বিবাদের মীমাংসা করা আবশ্যক হইল। সমস্ত প্রাণ পিতা প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি বলিলেন, তোমাদের মধ্যে যে উৎক্রান্ত হইলে অর্থাৎ যাহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে শরীর পাপিষ্ঠতর অর্থাৎ মৃত হয়, তোমাদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ। প্রজাপতি এইরূপ বলিলে প্রথমতঃ বাগিন্দ্রিয় উৎক্রান্ত হইলেন, অর্থাৎ শরীর হইতে চলিয়া গেলেন। বাগিন্দ্রিয় সংবৎসরকাল শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন, তিনি না থাকাতেও শরীর জীবিত রহিয়াছে। তিনি তখন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ভিন্ন কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে? উত্তর হইল, যেমন মূকেরা কথা বলিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রাণদ্বারা প্রাণনক্রিয়া নির্বাহ, চক্ষুঃ

দ্বারা দর্শন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে। সেইরূপে জীবিত ছিলাম। বাগিন্দ্রিয় বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তখন তিনি পুনর্ব্বার শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। চক্ষুঃ উৎক্রান্ত হইলেন, তিনিও সংবৎসর পরে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন যে, তাহার অভাবে শরীর মৃত হয় নাই। তিনিও বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি না থাকায় কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারিলে ? উত্তর হইল, যে অন্ধেরা দেখিতে পায় না বটে ; কিন্তু তাহারা যেমন প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বদন, শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ এবং মন দ্বারা চিন্তা করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ জীবিত ছিলাম। চক্ষু বুঝিলেন, তিনি শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। শ্রোত্র উৎক্রমণ করিলেন। সংবৎসর পরে তিনি প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে তিনি না থাকায় শরীর মৃত হয় নাই, তখন তিনিও বুঝিলেন, আমিও শ্রেষ্ঠ নহি। পুনরায় তিনি শরীরে প্রবেশ করিলেন। মন উৎক্রমণ করিলেন। সংবৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার অসন্নিধানে শরীর মৃত হয় নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি না থাকায় কিরূপে জীবিত থাকিতে পারিলে ? উত্তর হইল যে অমনস্ক বালকগণ যেমন প্রাণদ্বারা প্রাণন, বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বদন, চক্ষুদ্বারা দর্শন ও শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ জীবিত ছিলাম। মন বুঝিলেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ নহেন। তিনি শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে মুখ্য প্রাণ উৎক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। বলবান্ অশ্ব যেমন বন্ধনরজ্জুর শঙ্কু সকল শিথিল করে, সেইরূপ প্রাণের উৎক্রমণেচ্ছাতে বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। তখন শরীরপাতের আশঙ্কা হইল। তখন বাগাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় এককালে প্রাণকে বলিলেন, ভগবন্ অবস্থিতি করুন, আপনিই শ্রেষ্ঠ। উৎক্রমণ করিবেন না !

এই শ্রৌত আখ্যায়িকা দ্বারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষা প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু প্রাণ আত্মা ইহা সমর্থিত হয় নাই। প্রাণ আত্মা এবিষয়ে উক্ত আখ্যায়িকায় ঘুণাক্ষরেও কোনরূপ ইঙ্গিত করা হয় নাই। সুতরাং প্রাণ আত্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত হইতে হইবে। কেন না ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার মূল প্রমাণ হইতেছে প্রাণের শ্রুত্যুক্ত শ্রেষ্ঠতা। শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা দেখিয়া প্রাণ আত্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করা উচিত। কি জন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা তাহা শ্রুতিতেই প্রদর্শিত হইয়াছে ;—"তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণঃ উবাচ, মা মোহমাপদ্যথাহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামি" (শ্রুতি) শ্রেষ্ঠপ্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয়গণকে কহিলেন যে, তোমরা ভ্রান্ত হইও না। আমিই প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচরূপে বিভক্ত হইয়া এই শরীর আলম্বনপূর্ব্বক ইহাকে ধারণ করি। আরও লিখিত আছে, "প্রাণেন রক্ষন্নবরং কুলায়ং" (শ্রুতি) নিকৃষ্ট দেহ নামক গৃহ প্রাণদ্বারা রক্ষিত করিয়া জীব সুষুপ্ত হয়। শ্রুতিতে আরও লিখিত আছে,—"যস্মাৎ কস্মাচ্চাঙ্গাৎ প্রাণ উৎক্রামতি তদেব উচ্ছুষ্যতি তেন যদশ্নাতি যৎ পিবতি তেনেতরান্ প্রাণানবতি" (শ্রুতি।) যে কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ উৎক্রান্ত হয়, সে অঙ্গ শুষ্ক হয়। প্রাণদ্বারা যাহা ভোজন বা পান করা যায়, তদ্দ্বারা অপরাপর প্রাণ পরিপুষ্ট হয়। শরীরের যে অঙ্গে কোন কারণে আধ্যাত্মিক বায়ুর সঞ্চার রহিত হয়, সে অঙ্গ পরিশুষ্ক হয়। ভোজন বা পানদ্বারা শরীর ও শরীরস্থ ইন্দ্রিয়বর্গের পরিপুষ্টি বা বলাধান হয় ; ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এইজন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা। শ্রুতিও বলেন, "কস্মিন্নহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতেঽহং প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজত।" (শ্রুতি) কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, কে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি প্রতিষ্ঠিত থাকিব, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন। যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ অধিষ্ঠিত থাকে, সেই পর্য্যন্ত দেহে আত্মাও অধিষ্ঠিত থাকেন। দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে আত্মারও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। এইজন্য প্রাণের শ্রেষ্ঠতা।

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রাণ আত্মা না হইলে প্রাণ দেহের প্রভু নহেন, আত্মাই দেহের প্রভু ; সুতরাং দেহের সহিত প্রাণের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেও আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। প্রভু কেন ভৃত্যের অনুগামী হইবেন ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রভুর নিয়ম পর্য্যানুযোজ্য। প্রভু কেন এই নিয়ম করিলেন, এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। আত্মা নিয়ম করিয়াছেন যে, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলেই তিনি উৎক্রান্ত হইবেন। এইজন্যই প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে আত্মা দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন না। শত্রুভয়ে মহারাজ সেনাপতি ও সৈন্যদিগকে লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শত্রুপক্ষ দুর্গের অবরোধ করিলে সেনাপতি ও সৈন্যগণ যে পর্য্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত মহারাজ দুর্গ পরিত্যাগ করেন না ; কিন্তু সেনাপতি ও সৈন্যগণ দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে মহারাজ দুর্গের প্রভু হইলেও তাঁহাকে ভৃত্যের অনুগমন করিতে হয়। অর্থাৎ তৎকালে তাঁহাকেও দুর্গ পরিত্যাগ করিতে হয়। সেনাপতি ও সৈন্য দুর্গের প্রভু না হইলেও যেমন তৎকর্ত্তৃক দুর্গ রক্ষিত হয়,

সেইরূপ প্রাণ আত্মা না হইলেও তদ্দারা দেহ রক্ষিত হয়। প্রাণদ্বারা শরীর রক্ষিত হয়, এইজন্য ইহাকে আত্মা বলা অসঙ্গত। কারণ তাহা হইলে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এবং পাকস্থলীর কোন অংশ নষ্ট হইলে শরীর রক্ষিত হয় না বলিয়া তাহাদিগকে আত্মা বলিতে হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অভাবেও প্রাণসত্ত্বে জীবন থাকে। তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্দারা যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব বলা যায় না, সেইরূপ প্রাণেরও আত্মত্ব বলা যায় না। সুতরাং প্রাণাত্মবাদের কোন প্রমাণ নাই।

বৈদান্তিক আচার্য্যদিগের মতে অধ্যাত্মভাবাপন্ন বায়ুই প্রাণ। প্রাণ বায়ুবিশেষ হইলে প্রাণাত্মবাদীদিগের মতে বায়ুর চৈতন্য স্বীকার করিতে হয়। বায়ুর চৈতন্য স্বীকার করা অসম্ভব। কেন না বায়ু ভূতপদার্থ।

আত্মা ভোক্তা ও চেতন। প্রাণ ভোক্তা বা চেতন নহে। স্তম্ভাদি যেরূপ গৃহে সংহত, প্রাণ সেইরূপ শরীরে সংহত। স্তম্ভাদি সংহত পদার্থ যেমন পরার্থ, প্রাণও সেইরূপ পরার্থ। মূর্চ্ছা এবং সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে প্রাণের ক্রিয়া উপলব্ধি হইলেও তৎকালে চেতনা থাকে না। ইহাতেও প্রাণের অনাত্মত্ব প্রতিপন্ন হইল। প্রাণাদির অনাত্মত্ব বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ দ্রষ্টব্য।)

বেদান্তদর্শনে প্রাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—"তথা-প্রাণাঃ" (বেদান্তসূ° ২।৪।১) ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি সৃষ্টিপ্রকরণে প্রাণের উৎপত্তি কথিত হয় নাই। প্রত্যুত কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। যথা—সৃষ্টির পূর্ব্বে ঋষিরাই অসৎরূপে ছিলেন, ঐ ঋষিরাই প্রাণ। এই শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অনুৎপত্তি বা প্রাণাসম্ভাব কথিত হইতেছে। আবার অন্য শ্রুতিতে প্রাণের উৎপত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। "যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ" (শ্রুতি) যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তেমনি আত্মা হইতে প্রাণ সকল উৎপন্ন হয়। 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ', 'সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' (শ্রুতি) ইত্যাদি। 'আত্মা হইতে প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হইয়াছে' 'সেই আত্মাই প্রাণ সৃষ্টি করিলেন' 'প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন জন্মিয়াছে' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতিতে ভিন্ন ভিন্ন উক্তি থাকায় এবং একতর নির্দ্ধারণের কারণ নিরূপণ না থাকায় প্রাণ উৎপন্ন কি অনুৎপন্ন অর্থাৎ জন্য কি নিত্য তাহা বুঝা যায় না। এই সংশয় অপনয়নের জন্য "তথা প্রাণাঃ" সূত্রে তথা শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকাদি যেরূপ পরব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, তেমনি প্রাণও তাহা হইতে উৎপন্ন। এই অর্থ তথা শব্দের প্রয়োগে প্রকটিত হইয়াছে। 'তাঁহা হইতে প্রাণ, মন, আকাশ, বায়ু প্রভৃতি সকলই জন্মিয়াছে' ইত্যাদি উদাহরণেও আকাশাদির ন্যায় প্রাণের উৎপত্তি বুঝিতে হইবে। কিংবা এরূপ বলিতেও পারা যায় যে, জৈমিনি যেমন বহুসূত্রব্যবহিত উপমানের গ্রহণ করিয়াছেন; তেমনি ব্যাসও আকাশাদি যেরূপ ব্রহ্মোৎপন্ন, তেমনি প্রাণও পরব্রহ্মোৎপন্ন ইহাই বলিয়াছেন। প্রাণ যে বিকারী, অর্থাৎ জন্মবান্ তৎপ্রতি হেতু শ্রুতি। শ্রুতি বলিয়াছেন বলিয়াই প্রাণের জন্মবত্তা স্বীকার করা যায়। কোন কোন শ্রুতিতে প্রাণের অনুৎপত্তি শ্রবণ থাকিলেও শ্রুত্যন্তরে তাহার উৎপত্তি শুনা যায়। যাহা বহু ও প্রবল শ্রুতিতে শুনা যায়, একস্থানে অশ্রবণ তাহার নিষেধ করিতে পারে না। অতএব শ্রুতত্বের বিশেষ না থাকায় আকাশাদির ন্যায় প্রাণও উৎপন্ন পদার্থ, এই উক্তি নির্দ্দোষ। প্রাণ যে উৎপন্ন, ইহাতে কোন আর আপত্তি বা সন্দেহ নাই। মহামতি শঙ্করাচার্য্য নানাবিধ যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক এবং শ্রুতি সকলের বিরোধ পরিহার করিয়া প্রাণের জন্যত্ব স্থির করিয়াছেন। ইহাতে আর কোনরূপ মতদ্বৈধ নাই।

কাহারও কাহারও মতে, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব শ্রবণ থাকায় শ্রুত্যন্তরোক্ত উৎপত্তি মুখ্য উৎপত্তি নহে, কিন্তু গৌণী। ইহার প্রত্যুত্তর এই যে, গৌণত্বের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, কারণ যে হেতু প্রতিজ্ঞাহানি প্রসক্ত হয়, সেই হেতুই প্রাণের উৎপত্তি গৌণ নহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে, 'ভগবন্! কি বিজ্ঞাত হইলে এ সমস্তই বিজ্ঞাত হয়' শ্রুতি এই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানসাধনার্থ 'ইহা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে' ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন। ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, যদি প্রাণ প্রভৃতি সমুদয় জগৎ ব্রহ্মোৎপন্ন হয়। কেননা প্রকৃতি ব্যতিরিক্ত বিকৃতি নাই। অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতিই বস্তুসৎ, বিকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকাই বস্তু ঘটনাম মাত্র। প্রাণোৎপত্তি গৌণ হইলে অবশ্যই ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হইবে, প্রতিজ্ঞাও গৌণ এইরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না শ্রুতি উপসংহারেও ব্রহ্মকে বিশ্বাভিন্ন বলিয়াছেন; 'এই বিশ্বই ব্রহ্ম অন্য কিছু নহে'। যদি বল সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রাণসম্ভাবশ্রবণের গতি কি? তাহার প্রত্যুত্তর, সে কথন মূলপ্রকৃতিবিষয়ক নহে অর্থাৎ প্রাণ পরমমূল নহে। 'যাহা পরমমূল, তাহা অপ্রাণ অমন' ইত্যাদি। এই শ্রুতিতেও প্রাণাদি সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত বলিয়া অবধারিত আছে। ঐ বাক্য অবান্তর প্রকৃতিবিষয়ক। ইহার অর্থ এই যে স্ববিকার অপেক্ষা উৎপত্তির পূর্ব্বে প্রাণের অস্তিত্ব।

প্রাণের উৎপত্তিও আকাশাদির উৎপত্তির ন্যায় মুখ্য।

ইহার প্রতি অন্য হেতু এই যে, 'জায়তে' এই জন্মবাচী পদটী প্রথমে প্রাণবিষয়ে শ্রুত হইয়া পরে আকাশাদি পর পরপদার্থে অনুবর্ত্তিত হওয়ায় এবং আকাশাদির জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে, ইহা স্থাপিত হওয়ায়, আকাশাদির সহিত পঠিত প্রাণের জন্ম মুখ্য, গৌণ নহে।

প্রথমে প্রাণ কতগুলি তাহার অবধারণ আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা বলায় সংখ্যাবিষয়ক সংশয় জন্মে। কোন শ্রুতি সপ্ত প্রাণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, 'সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ' (শ্রুতি) কোন শ্রুতি আবার অষ্টপ্রাণ, কেহ বা নবপ্রাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—'উত্তমাঙ্গস্থিত সাত প্রাণ তন্নিম্নস্থ প্রাণ দুই'। আবার কোন শ্রুতিতে দশ প্রাণের কথা লিখিত আছে। যথা—'পুরুষে নব প্রাণ দশম প্রাণ নাভি'। আবার শ্রুতিতে একাদশ প্রাণের বর্ণন দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—'পুরুষে দশটী প্রাণ আর একাদশ প্রাণ আত্মা'। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্য্যন্ত প্রাণের সংখ্যা বিষয়ে শ্রুতিগণের মধ্যে ঐরূপ বিরুদ্ধবাদ দেখা যায়। বিচারে পাওয়া যায়, প্রাণের সংখ্যা সপ্ত, ন্যূনও নহে, অধিকও নহে। শঙ্করাচার্য্য ইহাতে বহুতর যুক্তি ও শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিয়া ইহাই স্থির করিয়াছেন। (বেদান্তদর্শনের ২ পাদে চতুর্থ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

বেদান্তে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ প্রাণ মুখ্য ও অমুখ্য। ইন্দ্রিয় সকল অমুখ্য প্রাণ এবং প্রাণই মুখ্য প্রাণ। প্রাণ সকল অণু। সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছিন্নতাই প্রাণের অণুত্ব, পরমাণুতুল্যতা নহে। প্রাণ পরমাণুতুল্য হইলে যুগপৎ সর্ব্বশরীরব্যাপী কার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং প্রাণ সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ দৃষ্টিপথাতীত মাত্র। মুখ্য প্রাণই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ। এই শ্রৌতনির্দ্দেশই শ্রেষ্ঠ শব্দের প্রাণবাচকত্বের প্রমাণ। প্রাণের জ্যেষ্ঠতাও আছে, কারণ শুক্র নিষেককাল হইতেই প্রাণবৃত্তিলাভ করে, অর্থাৎ গর্ভস্থ শুক্র স্পন্দনক্রিয়ান্বিত হয়। নিষেক সময়ে শুক্রে প্রাণবৃত্তি উদ্ভূত না হইলে যোনিনিষিক্ত শুক্র অপত্যাকারে পরিণত হইত না, পচিয়া যাইত। শ্রোত্রাদি প্রাণ (ইন্দ্রিয়) অনেক পরে স্বীয় স্বীয় স্থানের বিভাগ নিষ্পত্তি হওয়ায় সেই সেই স্থানে বৃত্তি লাভ করে, সেজন্য তাহারা জ্যেষ্ঠ নহে। গুণাধিক্যপ্রযুক্ত মুখ্যপ্রাণ শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্বে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটী আখ্যায়িকাদ্বারা তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত মুখ্যপ্রাণ কিরূপ? শ্রুতিপ্রমাণানুসারে বায়ুই প্রাণ। "যঃ প্রাণঃ সএব বায়ুঃ পঞ্চবিধঃ প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানঃ।' (শ্রুতি) যে প্রাণ সেই বায়ু। বায়ু পাঁচপ্রকার, প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। সাংখ্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত পক্ষও পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়। সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রাণ আর কিছুই না, ইন্দ্রিয়গণের সাধারণবৃত্তি অর্থাৎ ক্রিয়াই প্রাণ। এই পক্ষদ্বয়ের উপর বলা যায়, প্রাণ বায়ুও নহে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপারও নহে। কেননা প্রাণ পৃথক্‌রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 'প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ' ব্রহ্ম চতুর্থপাদ প্রাণ বায়ুরূপ জ্যোতি-দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া তাপপ্রদ অর্থাৎ কার্য্যক্ষম হয়। এই শ্রুতি প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়াছেন।

প্রাণ বায়ু হইলে বায়ু হইতে পৃথক্ বলিয়া উপদিষ্ট হইবে কেন? ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতেও প্রাণের পার্থক্য আছে এবং বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের গণনায় প্রাণের গণনাও বৃত্তি ও বৃত্তিমানের অভেদোপচার স্বীকার আছে। প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইলে তাহা ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে কথিত হইবে কেন? 'তাহা হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ ও বায়ু জন্মিয়াছে' এই শ্রুতিতেও প্রাণ ইন্দ্রিয়ব্যাপার হইতে ভিন্ন, ইহা অভিহিত হইয়াছে।

শ্রুতি বলেন, 'চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে এই নীচতম দেহগৃহ প্রাণের দ্বারাই রক্ষিত হয়। প্রাণ যখন যে অঙ্গ ত্যাগ করে, তখন সে অঙ্গ শুষ্ক হয়। প্রাণ যে পান করে, ভোজন করে, তাহাতে ইতর প্রাণ সকল রক্ষা পায় অর্থাৎ জীবিত থাকে। শ্রুতিতেও প্রাণ কর্ত্তৃক শরীরেন্দ্রিয়ের পুষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। আত্মা ভাবিলেন, কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, শরীর ত্যাগ করিয়া যাইব, কাহার অবস্থানে আমি স্থিতি করিব।' অনন্তর তিনি প্রাণকে সৃষ্টি করিলেন। এ শ্রুতিতেও জীবের প্রাণাধীন উৎক্রান্তি ও স্থিতি বলা হইয়াছে।

মুখ্য প্রাণের যে বিশেষ কার্য্য আছে, তাহা শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায়। প্রাণের পাঁচটী বৃত্তি বা অবস্থা, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণের এই পাঁচটীবৃত্তি ক্রিয়ার ভেদ অনুসারে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যথা—প্রাক্‌বৃত্তির নাম প্রাণ, তাহার কার্য্য উচ্ছ্বাসাদি। অবাগ্‌বৃত্তির নাম অপান, তাহার কার্য্য উৎসর্গাদি, অর্থাৎ মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি। যাহা উক্ত উভয়ের সন্ধিস্থলে বৃত্তিমান্, তাহার নাম ব্যান, ইহার কার্য্য বীর্য্যবৎ অর্থাৎ অগ্নিমন্থনাদি বলসাধ্য কার্য্যনির্ব্বাহ। ঊর্দ্ধবৃত্তির নাম উদান, ইহা উৎক্রান্ত্যাদির কারণ। যাহা সর্ব্বাঙ্গে সমবৃত্তি, তাহার নাম সমান। সমানদ্বারা ভুক্তান্ন রসরক্তাদি ভাবপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়। এইরূপে প্রাণ মনের ন্যায় পঞ্চবৃত্তিক।

মুখ্যপ্রাণও ইতর প্রাণের ন্যায় অণু, ইহা জানিতে হইবে। এই অণু পরমাণু-সমান নহে, সূক্ষ্মদৃষ্টির অগোচর ও পরিমিত বলিয়া অণু। প্রাণ অবস্থাপন্নকে সমুদায় শরীরে ব্যাপ্ত

আছে, সেজন্য পরমাণু-সমান নহে। প্রাণ যখন উৎক্রান্ত হন, তখন ইহাকে নিপুণ পার্শ্বস্থ পুরুষেরাও দেখিতে পান না। সে কারণে প্রাণ সূক্ষ্ম। শ্রুতিতে প্রাণের উৎক্রান্তি, গতি ও আগতি কথিত আছে, সেই কারণে ইনি পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত। প্রাণ ব্যাপক, প্রাণের ঐ ব্যাপিত্ব কথন আধিদৈবিক অভিপ্রায়ে, আর অব্যাপিত্ব কথন আধ্যাত্মিক অভিপ্রায়ে। আধিদৈবিক প্রাণ সমষ্টিরূপ, ইহারই অন্যনাম হিরণ্যগর্ভ। আধ্যাত্মিক প্রাণ ব্যষ্টিরূপ, তাহার অন্য নাম প্রাণ। প্রাণের বিভুত্ব-কথন আধিদৈবিকের, আধ্যাত্মিকের নহে।

প্রস্তাবিত প্রাণ সকল কি আপন আপন মহিমায় অর্থাৎ স্বাধীন ক্ষমতায় আপন আপন কার্য্য করেন, কি দেবতার অধিষ্ঠান থাকায় তাহাদের শক্তিতেই কার্য্য করেন? এখন ইহাই বিচার করিয়া দেখা যাউক। বিচারের পূর্ব্বপক্ষে পাওয়া যায়, কার্য্যশক্তির যোগ থাকায় প্রাণেরা নিজ নিজ মহিমায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। দেবতাধিষ্ঠিত প্রাণগণের কার্য্য প্রবৃত্তি অর্থাৎ তাহারা দেবতাবিশেষের অনুগ্রহে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহা স্বীকার করিতে গেলে সেই সেই দেবতারই ভোক্তৃত্বপ্রাপ্তি হয়; সুতরাং জীবের ভোক্তৃত্ব লোপ পায়। তৎপরিহারার্থ প্রাণগণের স্বাধীন প্রবৃত্তি স্বীকার করা উচিত। ইহাতে সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই বাগাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তৎপ্রতি হেতু শ্রুতিবাক্য, অর্থাৎ শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। যথা—'অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন' ইত্যাদি। অগ্নির এই বাক্যভাব ও মুখপ্রবেশ দেবতাত্মার অধিষ্ঠানরূপে কথিত। দেবতার অধিষ্ঠান অর্থাৎ সম্বন্ধ বিশেষ ব্যতীত বাক্যে অথবা মুখে প্রসিদ্ধ অগ্নির অন্য কোন বিশেষ সম্পর্ক দেখা যায় না। 'বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছেন।' ইত্যাদি রূপে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা আছেন, ইহা মীমাংসিত হইয়াছে।

প্রাণাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা থাকিলেও শ্রুতির দ্বারা প্রাণবানের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতস্বামী জীবের সহিতই পূর্ব্বোক্ত প্রাণসমূহের সম্বন্ধ থাকা প্রতিপন্ন হয়। জীবের সহিতই প্রাণের নিত্য অর্থাৎ অনুচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত নহে। কেন না প্রত্যেক প্রাণকে উৎক্রান্ত্যাদিতে অর্থাৎ মরণাদি সময়ে জীবানুগমন করিতে দেখা যায়। শ্রুতিতে লিখিত আছে, 'জীব উৎক্রামণে উদ্যত হইলে প্রাণ তাহার পশ্চাদ্গামী হয় এবং মুখ্যপ্রাণ উৎক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসঙ্গে অন্যান্য প্রাণও উৎক্রমণ করে।' এই কারণে প্রাণ সকলের নিয়ন্ত্রী দেবতা থাকিলেও জীবের ভোক্তৃত্ব বিলোপ হয় না। নিয়ন্ত্রী দেবতারা প্রাণ সকলেরই পক্ষভুক্ত, ভোক্তৃত্বের পক্ষভুক্ত নহে। যেমন প্রদীপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপকারক বলিয়া চক্ষুর সহায়মাত্র। তেমনি তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল কেবল তাহাদের সহায় মাত্র। এক প্রধান প্রাণ ও অবশিষ্ট অপ্রধান একাদশ প্রাণ (একাদশ ইন্দ্রিয়) বর্ণিত হইয়াছে।

মুখ্যপ্রাণের ও অন্যান্য প্রাণের লক্ষণভেদ আছে। বাগাদি ইন্দ্রিয় সুপ্ত হইলে অর্থাৎ তাহাদের স্ব স্ব ব্যাপার উপরত হইলে কেবল এক মুখ্যপ্রাণই জাগ্রত থাকে, স্বব্যাপারে রত থাকে। একমাত্র মুখ্যপ্রাণই মৃত্যুগ্রস্ত নহে। মৃত্যু শব্দে আসঙ্গ দোষ অন্যান্য প্রাণেরা মৃত্যুগ্রস্ত। মুখ্যপ্রাণেরই অবস্থানে দেহের অবস্থান এবং তাহারই উৎক্রান্তিতে দেহের পতন। ইন্দ্রিয়গণ রূপরসাদি বিষয়ের আলোচনা করে, প্রাণ তাহা করে না। মুখ্যে অমুখ্য প্রাণের অর্থাৎ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এইরূপ বহুতর বৈলক্ষণ্য আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে সে সমুদয় এস্থলে আলোচিত হইল না। (বেদান্তদ° ২।৪ অঃ)

বেদান্তসারে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে পাঁচটী প্রাণের উল্লেখ আছে। মৃত্যুকালে প্রাণসকল ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া পরে নিজে উৎক্রান্ত হয়। দেহীর শরীরে যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ জীবন থাকে, প্রাণ বহির্গত হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। প্রাণ কিরূপে দেহ হইতে নির্গত হয়, তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার কর্ম্মে ব্যাসক্ত হয়। তাহাতে নানাপ্রকার সংস্কার বা অদৃষ্ট জন্মিয়া থাকে। সেই সকল সংস্কার সূক্ষ্ম শরীরে পর পর উপলিপ্ত হয়। মানবের জরা উপস্থিত; জীর্ণবস্ত্রের ন্যায়, সর্পের নির্ম্মোক ত্যাগের ন্যায়, পুনর্ব্বার জরাজীর্ণ দেহের পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। আর আয়ুঃ নাই, মৃত্যুকাল উপস্থিত। যে বাহ্যবায়ু এতদিন প্রাণবায়ুকে অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছে, যে বাহ্য তেজ দৈহিক তাপ সমান রাখিয়া আসিয়াছে, সে বায়ু ও সে তেজ এখন শরীর-বায়ুর ও শরীরতেজের প্রতিকূল। সেই কারণে এখন ভুক্তদ্রব্যের যথাযথ পাক, রসরক্তাদির উৎপত্তি ও সঞ্চলন অবরুদ্ধ হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল,—মুমূর্ষু। অবিলম্বে শরীরতেজ ও বাহ্যতেজ উভয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইল। অমনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়িল। লোকে বলিতে লাগিল, অমুক হিমাঙ্গ হইয়াছে, আর বাঁচিল না। এই সময় মুখ্যপ্রাণ আপনার বৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য গুটাইয়া লইলেন ও বলবৎ বেগধারণ করিলেন। তখন শ্বাসোচ্ছ্বাস বৃদ্ধি পাইল, দেখিয়া লোকে বলিতে লাগিল, শ্বাস বা টান হইয়াছে। এই শ্বাস বা টান আর কিছুই নহে, প্রাণ বলবদ্বেগে ইন্দ্রিয়গণকে

আকর্ষণ করিতে থাকেন, তজ্জন্ত নিশ্বাস বায়ুর আধিক্য হইয়া থাকে। শ্বাস বা টান চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে টানিতে লাগিল। তাহারাও তখন আপন আপন স্থান পরিত্যাগ করিয়া প্রাণে আসিয়া মিলিল। লোকে দেখিল মুমুর্ষুর চক্ষে জল পড়িয়াছে, তখন আর সে দেখিতে পায় না। মুখ্যপ্রাণ এই অবসরে ইন্দ্রিয়ময় সূক্ষ্মশরীর সঙ্কোচ করিয়া লইয়া স্বস্থান নাভি পরিত্যাগ করিয়া কণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। লোকে বলিতে লাগিল, কণ্ঠশ্বাস হইয়াছে, আর বিলম্ব নাই। তখন মুখ্যপ্রাণ এইস্থানে থাকিয়া চিত্তকে আকর্ষণ করিল। চিত্তও স্থানচ্যুত হইল ও প্রাণে আসিয়া মিলিল। লোকে বলিল, আর জ্ঞান নাই, নামাও। এই অবকাশে মুখ্যপ্রাণ স্বীয় উদ্গমনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীর লইয়া বহির্গত হইল। তখন ষাট্‌কৌশিক বা স্থূল শরীর পড়িয়া রহিল।

শাস্ত্রে লিখিত আছে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, নাভি, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও ব্রহ্মরন্ধ্র এই কয়েকটী স্থান প্রাণ-নির্গমনের দ্বার। যে স্থান দিয়া মনুষ্যের প্রাণ নির্গত হয়, সে স্থান কোন এক বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হয়। চক্ষু দিয়া নির্গত হইলে চক্ষু শিথিল হইয়া থাকে। মুখ দিয়া নির্গত হইলে মুখ ফাঁক হয়। লিঙ্গ দিয়া নির্গত হইলে লিঙ্গচ্ছিদ্র বিস্ফারিত হয়। উত্তম জন্ম হইবার হইলে ঊর্দ্ধচ্ছিদ্র এবং অধম জন্ম হইবার হইলে অধশ্ছিদ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হয়। ঊর্দ্ধছিদ্রের মধ্যে ব্রহ্মরন্ধ্রই শ্রেষ্ঠ এবং অধশ্ছিদ্রের মধ্যে পাদাঙ্গুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধম। ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া প্রাণত্যাগ হওয়া ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির লক্ষণ এবং পাদাঙ্গুলি দিয়া বহির্গত হওয়া নরকগমনের লক্ষণ। বোধ হয়, এই জন্যই মুমুর্ষু ব্যক্তির অন্তর্জ্জলিকালে পদাঙ্গুলি চাপিয়া রাখা হয়; কিন্তু সূক্ষ্মতম প্রাণ চাপিয়া রাখার বস্তু নহে। যাহার যেরূপ গতি হইবে, প্রাণ তদনুরূপ ভাবে চলিয়া যাইবে, ইহাতে যে কোন চেষ্টা করা যাউক না কেন, তাহা বিফল হইবে। যদি কাহারও হঠাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও উক্ত ব্যবস্থার অন্যথা হয় না। শিরশ্ছেদ ও বজ্রপতনাদির দ্বারা মৃত্যু হইলেও কথিত প্রকার নিয়ম সকল প্রতিপালিত হয়; কিন্তু ইহা এত অতিশীঘ্র নির্ব্বাহ হইয়া যায়, যেন সমস্ত ক্রিয়াগুলি একযোগেই হইয়াছে, এইরূপ বোধ হয়।

বেদান্ত-মতে, প্রাণ-মিলিত আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোহংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত এই প্রাণাদি পঞ্চকে প্রাণময় কোশ কহে। "ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং সৎ প্রাণময় কোশো ভবতি" (বেদান্তসার)

ভারতীয় দর্শনসমূহে যেরূপ প্রাণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ ঠিক এরূপ ভাবে আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক শরীরে শরীররক্ষক অসংখ্য সজীব কোষাণু (Cells) রহিয়াছে, চর্ম্মচক্ষে তাহা দেখা যায় না। সেই কোষাণুর মধ্যে অতি তরল প্রাণপঙ্ক (Protoplasm) বিদ্যমান। কোনপ্রকার জড় হইতে এই প্রাণপঙ্কের উৎপত্তি হয় নাই। ইহা সচেতন। ইহার কোন খানে প্রাণ আছে, তাহা পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনুসন্ধান করিতেছেন। [শরীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সুশ্রুতে প্রাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ স্বয়ম্ভুই প্রাণবায়ু নামে কথিত। ইনি স্বতন্ত্র, নিত্য ও সর্ব্বগত। ইনি প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ। ইনি স্বয়ং অব্যক্ত; কিন্তু ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। রূক্ষ, শীতল, লঘু, খর, তীর্য্যগ্‌গামী শব্দ ও স্পর্শগুণবিশিষ্ট, রজোগুণবহুল, অচিন্ত্যশক্তি ও দেহস্থ দোষসমূহের নায়ক এবং রোগ সকলের রাজা। ইনি দেহমধ্যে আশু কার্য্যকারী ও শীঘ্রবিচরণশীল। পক্বাশয় ও গুহ্যদেশ ইহার আলয়। প্রাণবায়ু কুপিত না হইলে দোষ, ধাতু ও অগ্নি সমভাবে থাকে, তাহাদিগের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় এবং ইহারও ক্রিয়া সরলভাবে হইতে থাকে। নামস্থান-ক্রিয়াভেদে অগ্নি যেরূপ পাঁচপ্রকারে বিভক্ত, এই প্রাণও সেইরূপ পঞ্চধা বিভক্ত। যথা—প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান। এই পঞ্চ প্রাণবায়ু পঞ্চস্থানে থাকিয়া দেহীদিগের দেহ রক্ষা করে। যে বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহাকে প্রাণবায়ু বলে। প্রাণবায়ু দ্বারা দেহ রক্ষা হয়, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং প্রাণধারণ হয়। এই প্রাণবায়ু দূষিত হইলে প্রায় হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদানবায়ু কহে। এই উদানবায়ু দূষিত হইলে স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত রোগ সকলই বিশেষরূপে জন্মে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিতি করে। সমানবায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্ত অন্ন পরিপাক করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার প্রভৃতি রোগ জন্মে। ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে এবং আহারজনিত সকল রস শরীরে বহন করে। ইহাদ্বারা ঘর্ম্মনিঃসরণ ও দেহ হইতে রক্তস্রাব হয় অথবা পঞ্চবিধ কার্য্যই হইয়া থাকে। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে প্রায় সর্ব্বদেহগত রোগই জন্মে। অপানবায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত। ইহাদ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব-শোণিত কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। ইহা কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশে আশ্রিত সকল রোগ জন্মে। ব্যান ও অপান এই দুই বায়ু একত্র কুপিত

হইলে শুক্রদোষ ও প্রমেহ রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

(সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অঃ)

বেদান্তসারেও লিখিত আছে—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ বায়ুই পঞ্চপ্রাণ। ইহার মধ্যে উর্দ্ধে গমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল পায়ু-আদিস্থানবর্ত্তী বায়ুর নাম অপান, সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল সমস্ত শরীরস্থায়ী বায়ুর নাম ব্যান, উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণবায়ু উদান এবং ভুক্ত পীত অন্নজলাদির সমীকরণকারী বায়ুকে সমান কহে। সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যেরা কহেন যে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচটী বায়ু আছে। উদ্গিরণকারী বায়ুর নাম নাগ, উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কূর্ম্ম, ক্ষুধাজনক বায়ু কৃকর, জৃম্ভণকারক দেবদত্ত এবং পোষণকারী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যেরা এই নাগাদি পঞ্চবায়ুকে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর অন্তর্গত বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। (বেদান্তসার) *

কর্ম্মলোচনে প্রাণকর ও প্রাণহর দ্রব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—সদ্যোমাংস, নবান্ন, বালাস্ত্রীসম্ভোগ, ক্ষীরভোজন, ঘৃত এবং উষ্ণোদকসেবন এই ৬টী দ্রব্য সদ্যঃপ্রাণকর। শুষ্ক মাংস, বৃদ্ধাস্ত্রীগমন, শরৎকালের সূর্য্যসেবন, তরুণদধি (পচাদই), প্রভাতকালে মৈথুন ও প্রভাতকালে নিদ্রা এই ৬টী সদ্যঃ প্রাণনাশক।

"সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালা স্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃ প্রাণকরাণি ষট্।
শুষ্কং মাসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥" (কর্ম্মলো°)

যখন জীবের প্রাণান্তকাল উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে গৃহ হইতে বহির্গত করিবে। পরে প্রাঙ্গণে কুশশয্যায় তাহাকে শয়ন করাইয়া যতক্ষণ না প্রাণত্যাগ হয়, ততক্ষণ তাহার কর্ণমূলে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করাইবে। পরে প্রাণত্যাগ হইলে যথাবিধি তাহার সৎকার করিতে হয়। সৎকারের পর তাহার অশৌচ গ্রহণ হইয়া থাকে। (বরাহপু°) ১৭ বৈবস্বত মন্বন্তরে সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৩ অঃ) ১৮ ধরাখ্য বসুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৬ অঃ) ১৯ বিষ্ণু। ২০ মূলাধারস্থিত বায়ু।

(শারদাতি°)

প্রাণক (পুং) প্রাণৈঃ প্রাণেন বা কায়তীতি কৈ-ক। ১ সত্ত্বজাতীয়। ২ প্রাণিমাত্র। ৩ জীবকবৃক্ষ। স্বার্থে-ক। ৪ বোল। (মেদিনী) ৫ প্রাণশব্দার্থ।

প্রাণকর (ত্রি) প্রাণং বলং করোতীতি কৃ-ট। বলকারক। সদ্যোমাংস ও নবান্নাদি প্রাণকর। [প্রাণশব্দ দেখ।]

প্রাণকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রাণানাং কর্ম্ম ৬তৎ। প্রাণসমূহের কর্ম্মভেদ।

"সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।" (আনন্দগিরি)

ইন্দ্রিয়ের যে সকল কর্ম্ম, কেহ কেহ তাহাকে প্রাণকর্ম্ম বলিয়াছেন। উপনিষদে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণ নামে আখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা গৌণ প্রাণ। প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ মুখ্য প্রাণ। তাহাদের কর্ম্ম বা ইন্দ্রিয় সকলের কর্ম্ম প্রাণকর্ম্ম বলা যায়। [এই কর্ম্মের বিষয় প্রাণশব্দে দেখ।]

প্রাণকৃষ্ণ, জাতকমকরন্দ নামে সংস্কৃত জ্যোতিষপ্রণেতা।

প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, সংস্কৃতশাস্ত্রানুরাগী কায়স্থবংশীয় একজন জমিদার। ভাগীরথী নদীর পূর্ব্বকূলে প্রসিদ্ধ খড়দহ গ্রামে বিশ্বাসগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা ৺ রামহরি বিশ্বাসের বাস ছিল, প্রাণকৃষ্ণ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইহাদের মূল উপাধি "দাস"। ইহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ শিবচন্দ্রদাস হাবড়া জেলার অন্তর্গত সাঁকরাইল গ্রামে বাস করিতেন। তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর খাজাঞ্চীখানায় সহকারী মুন্সীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বর্গীর হাঙ্গামা চলিতেছিল। প্রভুর কার্য্যে রামহরি বর্গীর হাতে প্রাণবিসর্জ্জন করেন। তজ্জন্য আলীবর্দ্দী শিবচন্দ্রের পুত্র রামজীবনকে আহ্বান করিয়া বসন্তপুর নামক গ্রাম জায়গীর স্বরূপ দান এবং বিশ্বাস উপাধিতে ভূষিত করিলেন। তদবধি রামজীবন পৈত্রিক বাসস্থান সাঁকরাইল ত্যাগ করিয়া বসন্তপুরে বাস করিতে লাগিলেন। রামজীবনের পুত্র দয়ারাম কোন দেশীয় রাজার জমিদারীতে নায়েবীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রভুর মনোরঞ্জননিমিত্ত অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য প্রজারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে এবং তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে হত্যা ও ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বাটী আক্রমণ করে। দয়ারামের স্ত্রী ভবানী দাসী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বিপদের সময় সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া কৌশলক্রমে তাঁহার একমাত্র পুত্র রামহরিকে ও এক বিশ্বাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বাটীর পশ্চাদ্দার

---

* "বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ।

প্রাণো নাম ? প্রাগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানো নাম ? অবাগ্ গমনবান্ পায়্বাদিস্থানবর্ত্তী। ব্যানো নাম ? বিশ্বগ্গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী। উদানঃ ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ। সমানঃ ? শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীকরণকরঃ। সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং। কেচিত্তু নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ। তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ। কূর্ম্মঃ নিমীলনাদিকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ। দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। এতেষাং প্রাণাদিষন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চৈবেতি কেচিৎ।" (বেদান্তসার)

দিয়া পিত্রালয়ে পলায়ন করেন। তথায় থাকিয়া বহুকষ্টে উক্ত বালককে লালন পালন করেন ও বিদ্যাশিক্ষা দেন।

রামহরি প্রথমে বীরভূম জেলার কালেক্টরের অধীনে ও পরে নোয়াখালির নিমকমহলের দেওয়ানীতে ন্যূনাধিক কোটী মুদ্রা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। চাকরীতে অবসরগ্রহণকালে মাতা ভবানী দাসীর অভিমতে তিনিই নিত্য গঙ্গাস্নানের সুবিধার জন্য খড়দহে আসিয়া ভদ্রাসন নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি বহুবিস্তৃত জমিদারী ক্রয়, ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থদর্শন ও বিবিধ সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন।

তিনি ১২১০ সালে ৬৫ বৎসর বয়সে ৺ বারাণসীধামে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রাণকৃষ্ণ ও জগমোহন নামে দুই পুত্র এবং ত্রিশলক্ষ টাকা নগদ ও প্রায় লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিলেন। রামহরির কনিষ্ঠ পুত্র জগমোহন বিশ্বাস লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে দশশালার বন্দোবস্তের সময় আলাহাবাদের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের রাজা ও জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিবার জন্য দেওয়ান নিযুক্ত হন, ইহাতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সমস্তই দান ও পুণ্যকর্ম্মে ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান কার্য্য পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগধামে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে হিন্দুযাত্রীর কর রহিতকরণ। প্রয়াগে যাহারা স্নানার্থ গমন করিত, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির নিযুক্ত লোক সকল তাঁহাদের নিকট হইতে করস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিত, দেওয়ান জগমোহন এককালীন দুইলক্ষ টাকা কোম্পানিকে দিয়া ঐ প্রথা উঠাইয়া দেন। তাঁহার পিতা রামহরি যখন ৺ কাশীধামে প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি কনিষ্ঠপুত্র জগমোহনকে আদেশ করেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার দেহ যেন মণিকর্ণিকার নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মানলে দাহ করা হয়। জগমোহন পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার আদেশপালনে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু ব্রহ্মানলে দাহ করা সহজ ব্যাপার নহে, সুতরাং উক্ত ঘাটের যত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণগণ আপত্তি করিয়া কার্য্যে বাধা দিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে জগমোহন তাঁহাদিগকে প্রভূত অর্থপ্রদান করিতে চাহিলেন; কিন্তু কিছুতেই সফলমনস্কাম হইলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া তিনি তৎকালীন কাশীর রাজার ও কালেক্টর সাহেবের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাদের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া ও কালেক্টর সাহেবের তত্ত্বাবধানে জগমোহন উক্ত কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাধা করিলেন। ১২২৩ সালে জগমোহন এক কন্যা ও কৃষ্ণানন্দ নামে এক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন।

রামহরির জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণকৃষ্ণ পিতার অনুরূপ ধার্ম্মিক ও ক্রিয়াবান্ ছিলেন, তিনি ১১৭১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৪২ সালে ৭১ বৎসর বয়সে মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি কোচবিহারের কালেক্টরের দেওয়ানী করিয়া ও সওদাগরী কর্ম্মে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশাতেই রামহরির ত্যাজ্য সম্পত্তির বিভাগ লইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণানন্দের সহিত বিস্তর মামলা মোকদ্দমা হয়, ঐ মোকদ্দমায় উভয়পক্ষে বিশলক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

প্রাণকৃষ্ণ একজন উচ্চ প্রকৃতির সাধক ও ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। স্বর্গীয় পিতার ত্যক্ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশের অধিপতি হইয়া তিনিও নিজগ্রামে পিতৃকীর্ত্তি ৺ গঙ্গাতীরস্থ শিবমন্দিরের পার্শ্বে আরও চতুর্দ্দশটী বাণলিঙ্গ ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরসমূহের মধ্যস্থলে নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে রত্নবেদীর উপর দক্ষিণা কালী স্থাপন করিবার অভিপ্রায় ছিল।

রত্নবেদীর জন্য একলক্ষ শালগ্রাম শিলা আবশ্যক; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা পরিপূর্ণ না হইতেই, (প্রায় আশীহাজার পর্য্যন্ত সংগ্রহ হইলে) হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগে তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়, সুতরাং উক্ত রত্নবেদীস্থাপনের সঙ্কল্প অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। উহা সম্পূর্ণ করিতে পারিলে তাঁহার রত্নবেদী ভারতবর্ষে দ্বিতীয় হইত; কারণ ৺ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতীত ভারতে আর কোথাও রত্নবেদী নাই। অদ্যাপি ঐ আশীহাজার শালগ্রাম তাঁহার খড়দহের ভদ্রাসনে স্তূপাকারে রহিয়াছে। কলিকাতার এবং মফঃস্বলের অনেক ভদ্র গৃহস্থ ঐ স্তূপ হইতে সুচিহ্নিত শিলা বাছিয়া আনিয়া নিজ বাটীতে স্থাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার জমিদারী আনরপুর পরগণায় ৺ কালীস্থাপনা ও নিজগ্রামে ৺ গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; ঐ পঞ্চবটীর তলে এক ত্রিকোণ ঘরের মধ্যে পঞ্চ শবের মুণ্ডরোপণপূর্ব্বক তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া তিনি নিশীথকালে মহাশঙ্খের মালা হস্তে লইয়া ইষ্টদেবতার জপ করিতেন, তথায় তাঁহার নিকট বহু সাধু ও সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা সমাগম হইত।

তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী, পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ও সাতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন; বহু অর্থব্যয়ে বহুবিধ দুর্লভ তন্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করেন এবং আটখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রাণতোষিণী-তন্ত্র, প্রাণকৃষ্ণৌষধাবলী, বৈষ্ণবামৃত, ক্রিয়াম্বুধি ও প্রাণকৃষ্ণ-শব্দাম্বুধি মুদ্রিত হইয়াছিল, ভস্মকৌমুদী, বিষ্ণুকৌমুদী প্রভৃতি কএকখানির হস্তলিপি অদ্যাপি অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার 'প্রাণতোষিণী' তান্ত্রিকদিগের নিকট অমূল্য গ্রন্থ বলিয়া সমাদৃত হইয়া থাকে। যে সময় ৺ রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সম্পূর্ণ হয় নাই, সে সময়ে তিনি অকারাদি-ক্রমে শ্লোকবদ্ধে 'শব্দাম্বুধি' প্রকাশ করিয়া বাস্তবিক আপনার

অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও অপূর্ব্ব সংস্কৃতানুরাগিতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এমন কি শব্দকল্পদ্রুমে যে শব্দ বা শব্দের অর্থ লিখিত হয় নাই, এরূপ বহু শব্দ শব্দাম্বুধিতে পাইয়াছি।

তাঁহার আনন্দময়, রামচন্দ্র, বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ ও চন্দ্রনাথ নামে ছয় পুত্র ও গোকুলমণি ও বামাসুন্দরী নামে দুই কন্যা হইয়াছিল; তন্মধ্যে দ্বিতীয় রামচন্দ্র পিতার জীবদ্দশাতেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দময় স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। আনন্দময়ের একান্তমানস ছিল, যে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সঙ্কল্প রত্নবেদী পরিপূর্ণ করিবেন; কিন্তু তিনিও দুই বর্ষ মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করায় তাঁহার সঙ্কল্প পূর্ণ হয় নাই। আনন্দময়ের মৃত্যুর পর প্রাণকৃষ্ণের বংশধরদিগের মধ্যে গৃহবিবাদে প্রধান প্রধান জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে এবং অবস্থান্তরের সহিত অর্থোপার্জ্জনোদ্দেশে সকলেই এখন কলিকাতায় এবং অন্যান্য স্থানে বাস করিতেছেন।

প্রাণগ্রহ (পুং) ঘ্রাণাখ্য ইন্দ্রিয়। "প্রাণো বৈ গ্রহঃ।" (তৈত্তি° স° ৩।৫।১০।১)

প্রাণঘ্ন (ত্রি) প্রাণং হন্তি হন-টক্। প্রাণনাশক, (বিষ)।

প্রাণচ্ছিদ্ (ত্রি) প্রাণান্ ছিনত্তি ছিদ্-ক্বিপ্। প্রাণচ্ছেদকারক।

প্রাণচ্ছেদ (পুং) প্রাণবধ, হত্যা।

প্রাণজীবন (ত্রি) প্রাণং জীবয়তি জীবি-ল্যু। ১ প্রাণস্থাপক। (পুং) ২ প্রাণপোষক বিষ্ণু।

"প্রাণভৃৎ প্রাণজীবনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।১২৬)

"প্রাণয়তি প্রাণিনো জীবান্ জীবয়তি প্রাণজীবনঃ।
ন প্রাণেন নাপানেন মর্ত্ত্যো জীবতি কশ্চন।
ইতরেণ তু জীবন্তি যস্মিন্নেতাবুপাশ্রিতৌ॥" (ভাষ্য)

প্রাণতজ (পুং) কল্পপ্রভব বৈমানিক ভেদ। (হেম°) 'প্রাণযজ' পাঠই সাধু।

প্রাণত্যাগ (পুং) প্রাণানাং ত্যাগঃ। প্রাণের পরিত্যাগ।

প্রাণথ (পুং) প্রাণিত্যনেনেতি প্র-অন-প্রাণনে (শীঙ্শপিরুগ-মীতি। উণ্ ৩।১১৩) ইতি অথ। ১ বায়ু। প্রাণিতীতি কর্ত্তরি অথ। ২ বলবান্। ৩ প্রজাপতি। ৪ তীর্থ। ৫ প্রাণশব্দার্থ।

প্রাণদ (ক্লী) প্রাণং প্রাণনং বলং বা দদাতীতি প্রাণ-দা, (আতো-হনুপসর্গেতি। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ১ জল। ২ রক্ত। (হেম) (ত্রি) ৩ প্রাণদাতা, প্রাণদানকারী।

"অর্থপ্রদানমেবাহুঃ সংসারে সুমহৎ তপঃ।
অর্থদঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণাহ্যর্থেষু কীলিতা॥"(কথাসরি°২৮।৯)

(পুং) ৪ জীবকবৃক্ষ। (রাজনি°) ৫ বিষ্ণু। (ভার°১৩।১৪৯।২৪)

প্রাণদা (স্ত্রী) প্রাণদ-টাপ্। ১ ঋদ্ধিবৃক্ষ। ২ হরীতকী। (রাজনি°) ৩ প্রাণদাত্রী। "যশোহরে কিমাশ্চর্য্যং প্রাণদা যমদূতিকা।"(উদ্ভট)

প্রাণদাগুড়িকা (স্ত্রী) অর্শরোগাধিকারে চক্রদত্তোক্ত ঔষধ-বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুঁঠ ৩ পল, মরিচ ৪ পল, পিপুল ২ পল, চই একপল, তালীশপত্র ১ পল, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল ২ পল, তেজপত্র ১ পল, ছোট এলাইচ ২ তোলা, গুড়ত্বক্ ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা, (ইহাতে কেহ কেহ শেষোক্ত দুই দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করেন), পুরাতন গুড় ৩০ পল, এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মাড়িয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে শুঁঠের পরিবর্ত্তে হরীতকী ব্যবহার্য্য। পিত্তার্শরোগে গুড়ের পরিবর্ত্তে চূর্ণসমষ্টির চতুর্গুণ চিনি দিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে। মাত্রা ॥০ তোলা, অনুপান রোগীর দোষের অবস্থা অনুসারে দুগ্ধ ও জল প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার অর্শরোগ, পানাত্যয়, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি নানাবিধ পীড়ার শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অর্শোহধিকার)

প্রাণদাতৃ (ত্রি) প্রাণ-দা-তৃণ্। প্রাণদায়ী, যিনি প্রাণদান করেন। প্রাণদাতা পিতৃমধ্যে পরিগণিত।

"শরীরকৃৎ প্রাণদাতা যস্য চান্নানি ভুঞ্জতে।
ক্রমেণৈতে ত্রয়োহপ্যুক্তাঃ পিতরো ধর্ম্মশাসনে॥" (ভারত ১।২৯৫০)

প্রাণদান (ক্লী) প্রাণস্য দানং। জীবনদান।

প্রাণদ্যূত (ক্লী) প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ।

প্রাণদ্রোহ (পুং) প্রাণস্য দ্রোহঃ হিংসা। প্রাণহিংসা।

প্রাণধর মিশ্র, জাতকচন্দ্রিকারচয়িতা।

প্রাণধার (ত্রি) ১ জীবিত, জীবনশীল। (পুং) ২ প্রাণযুক্তজীব।

প্রাণধারণ (ক্লী) প্রাণানাং ধারণং। ১ জীবনধারণ। (পুং) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১১৩)

প্রাণন (ক্লী) প্র-অন-প্রাণনে ল্যুট্। ১ জীবন। (জটাধর)

"ক্লেদনং পিণ্ডনং তৃপ্তিঃ প্রাণনাপ্যায়নোন্দনম্।
তাপাপনোদো ভূয়স্ত্বমম্ভসো বৃত্তয়স্ত্বিমাঃ॥" (ভাগ° ৩।২৬।৪১)

২ চেষ্টন। "বিশ্বস্য হি প্রাণনং।" (ঋক্ ১।৪৮।১০)

'বিশ্বস্য সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য প্রাণনং চেষ্টনং।' (সায়ণ)

প্রাণিত্যনেনেতি করণে ল্যুট্। ৩ জল। (শব্দরত্না°)

প্রাণনাথ (পুং) প্রাণানাং নাথঃ ৬তৎ। পতি। (শব্দরত্না°)

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্য যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥" (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

স্ত্রিয়াং টাপ্ প্রাণনাথা—পত্নী।

"বিষ্ণোর্বিশ্বাত্মনস্তাং বিপুলগুণময়ীং প্রাণনাথাং প্রণৌমি।" (বিষ্ণুস্তোত্র ৯)

প্রাণনাথ, ১ মালবনিবাসী একজন তান্ত্রিক, তিনি সাধকসর্ব্বস্ব

নামে একখানি তন্ত্র রচনা করেন। ২ দৈবজ্ঞভূষণ-রচয়িতা, ইহার পিতার নাম জীবনাথ।

প্রাণনাথ বৈদ্য, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইনি সংস্কৃত ভাষায় ভৈষজ্যরসামৃতসংহিতা, রসপ্রদীপ ও বৈদ্যদর্পণ রচনা করেন।

প্রাণনাথী, গুরু প্রাণনাথ প্রতিষ্ঠিত একটী ধর্ম্মসম্প্রদায়। ক্ষত্রিয়-বংশে প্রাণনাথের জন্ম। দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যকালে প্রাণনাথের অভ্যুদয় ঘটে। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্ম শাস্ত্রই জানিতেন এবং 'মহিতারিয়ল্' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া বেদের সহিত কোরাণের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া বুন্দেলার প্রসিদ্ধ রাজা ছত্রসাল তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই জন্য কোন কোন মুসলমানলেখক ছত্রসালকে ইস্লাম-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বাস্তবিক ছত্রসাল কোনকালে ইস্লাম্ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। প্রাণনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করাতেই বোধ হয় এইরূপ প্রবাদ চলিয়াছে। গুরু প্রাণনাথও কখন ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে ইস্লামধর্ম্মে তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল; তিনি হিন্দু মুসলমানকে এক করিবার জন্য স্বীয় মত প্রচার করেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। প্রাণনাথের মতাবলম্বী উক্ত জনসাধারণ প্রাণনাথী নামে খ্যাত।

এক সময়ে বুন্দেলখণ্ড, গোরখপুর ও মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে বহুসংখ্যক প্রাণনাথীর বাস ছিল। এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিবার সময় হিন্দুমুসলমান উভয় দলের লোকের সহিত একত্র বসিয়া আহার করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত আর কোন বিশেষত্ব নাই। হিন্দু হিন্দুসাধারণের ও মুসলমান নিজ পিতৃপুরুষগণের আচার ব্যবহার পালন করিয়া থাকে। ইহাদের মতে ঈশ্বর এক ও সকল ধর্ম্মের সার। ইহারা কোন মূর্ত্তির পূজা করে না। শিখদিগের নিকট যেমন গ্রন্থসাহেব, ইহাদের নিকট প্রাণনাথের গ্রন্থ সমুদয়ও সেইরূপ পূজ্য।

প্রাণনাথ বহুগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়খানি পাওয়া যায়।—১ রাসনাম, ২ প্রকাশ, ৩ ষট্‌রিৎ, ৪ কলস, ৫ সনন্ধ্, ৬ কীর্ত্তন, ৭ খুঁলাসা, ৮ খেলবৎ, ৯ পরাক্রম ইলাহী দুল্‌হন, ১০ সাগরশিঙ্গার, ১১ বড়ীশিঙ্গার, ১২ সিন্ধিভাসা, ১৩ মারফৎসাগর, ১৪ কিয়ামৎ-নামা।

প্রাণনারায়ণ, কামরূপের একজন রাজা। ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়াই জগন্নাথপণ্ডিতরাজ 'প্রাণাভরণ' নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। [কামরূপ ও কোচবিহার দেখ।]

প্রাণনাশ (পুং) প্রাণবিনাশ, প্রাণত্যাগ।

প্রাণনিগ্রহ (পুং) প্রাণের নিগ্রহ, প্রাণায়াম।

প্রানন্ত (পুং) (প্রাণিত্যনেনেতি প্র-অন (রুদিহনন্দিজীবিপ্রাণিভ্যঃ ষিদাশিষি। উণ্ ৩।১২৭) ইতি ঝচ্। ১ বায়ু। ২ রসাঞ্জন।

প্রাণন্তী (স্ত্রী) প্রাণন্ত ষিত্বাৎ ঙীষ্। ১ ক্ষুৎ। ২ হিক্কা।

প্রাণপত (ত্রি) প্রাণপতেরপত্যাদিঃ (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্ অন্ত্যলোপঃ। প্রাণপতির অপত্যাদি।

প্রাণপতি (পুং) প্রাণানাং পতিঃ ৬তৎ। প্রাণের পতি। ১ আত্মা। ২ স্বামী। ৩ হৃদয়।

প্রাণপত্নী (স্ত্রী) ১ প্রাণসমা পত্নী। ২ স্বর।

প্রাণপরিক্রয় (পুং) প্রাণের মূল্য। প্রাণপণ।

প্রাণপরিক্ষীণ (ত্রি) যাহার জীবনক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। (ক্লী) বৃদ্ধাবস্থা।

প্রাণপরিগ্রহ (পুং) প্রাণানাং পরিগ্রহঃ। প্রাণধারণ, জন্ম।

প্রাণপরিত্যাগ (পুং) প্রাণানাং পরিত্যাগঃ। প্রাণবিনাশ।

প্রাণপা (স্ত্রী) প্রাণরক্ষক।

"প্রাণপা মে অপানপাশ্চক্ষুষ্পাঃ।" (শুক্লযজু° ২০।৩৪)

'ত্বং মে প্রাণপা অসি প্রাণান্ পাতি রক্ষতি প্রাণপাঃ।" (বেদদীপ)

প্রাণপ্রদ (ত্রি) প্রাণং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। ১ প্রাণদাতা, প্রাণদানকারী।

"ত্বাঞ্চ দৃষ্ট্বাধুনাশ্বীয়ো দেবি! প্রাণপ্রদঃ সুহৃদ্।
সার্থবাহসুতঃ শ্রীমান্ বসুদত্তো ময়া স্মৃতঃ॥"(কথাসরিৎ ২২।৮৯)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ ঋদ্ধিনামক ঔষধ। (রত্নমালা)

প্রাণপ্রদায়ক (ত্রি) প্রাণপ্রদানকারী, প্রাণদাতা।

প্রাণপ্রদায়িন্ (ত্রি) প্রাণ-প্র-দা-ণিনি। প্রাণদাতা।

প্রাণপ্রিয় (ত্রি) ১ প্রাণতুল্য প্রিয়। (পুং) ২ ভালবাসা।

প্রাণবাধ (পুং) প্রাণপীড়া, প্রাণবিনাশ।

"ছায়ায়ামন্ধকারে বা রাত্রাবহনি বা দ্বিজঃ।
যথা সুখমুখঃ কুর্য্যাৎ প্রাণাবাধভয়েষু চ॥" (মনু ৪।৫১)

প্রাণভক্ষ (পুং) প্রাণেন ঘ্রাণেন ভক্ষঃ ৩তৎ। ঘ্রাণদ্বারা অবঘ্রাণ মাত্র। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০।২৬)

প্রাণভাস্বৎ (পুং) প্রাণেন বায়ুনা জলেন বা ভাস্বান্ উদ্দীপ্তঃ। ১ সমুদ্র। (শব্দরত্না°)

প্রাণভূত (ত্রি) প্রাণস্বরূপ।

"জলদসময় এব প্রাণিনাং প্রাণভূতঃ।" (ঋতুস° ২।২৯)

প্রাণভৃৎ (ত্রি) প্রাণং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্ চ। ১ প্রাণী, প্রাণধারী জীবমাত্র। ২ প্রাণপোষক। (পুং) ৩ বিষ্ণু।
(ভারত ১৩।১৪৯।১১৬)

প্রাণমল্ল, নেপালের একজন রাজা। সুবর্ণমল্লের পুত্র।

প্রাণময় (পুং) প্রাণ-প্রাচুর্য্যে ময়ট্। জীবস্বরূপাবরক কোষ-ভেদ, প্রাণময়কোষ।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽসৌ
প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোষঃ।" (বিবেকচূড়া°)

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত প্রাণই প্রাণময়কোষ। এই প্রাণময় কোষ কার্য্যরূপ অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট।

"প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ।" (বেদান্তসার)

প্রাণময় কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ অবস্থিত।

প্রাণমোক্ষণ (ক্লী) প্রাণানাং মোক্ষণং ৬তৎ। প্রাণপরিত্যাগ।

প্রাণযম (পুং) প্রাণো যম্যতেঽনেন যম-করণে ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। প্রাণায়াম, প্রাণ ইহাতে সংযতহয়, এইজন্য ইহাকে প্রাণযম কহে।

প্রাণযাত্রা (স্ত্রী) প্রাণানাং যাত্রা ৬তৎ। প্রাণের শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি ব্যাপার। শ্বাস ও প্রশ্বাস ভিন্ন জীবনযাত্রা হইতে পারে না। ২ তৎসাধনভোজনাদি। ভোজন না করিলে প্রাণ থাকে না, এই জন্য ভোজনাদিও প্রাণযাত্রা।

প্রাণযাত্রিক (ত্রি) প্রাণযাত্রাঽস্ত্যস্য প্রয়োজনত্বেন ঠন্। প্রাণ-ধারণ ভোজনযুক্ত, বিশিষ্ট ভোজনপর, এইরূপ পরিমাণে ভোজন যাহাতে প্রাণ থাকে।

"অলাভে ন বিষাদী স্যাৎ লাভে চৈব ন হর্ষয়েৎ।
প্রাণযাত্রিকমাত্রঃ স্যাৎ মাত্রাসঙ্গাদ্বিনির্গতঃ॥" (মনু ৬।৫৭)

প্রাণযোনি (পুং) প্রাণস্য যোনিঃ কারণং। ১ পরমেশ্বর। ২ জগৎপ্রাণ বায়ু।

প্রাণরন্ধ্র (ক্লী) ১ প্রাণবহির্গমনের ছিদ্র। ২ নাসিকা। ৩ মুখ।

প্রাণরোধ (পুং) প্রাণান্ রুধ্যতেঽনেন রুধ-করণে ঘঞ্। প্রাণায়াম, প্রাণ প্রাণায়াম দ্বারা রুদ্ধ হয়।

প্রাণবৎ (ত্রি) প্রাণ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য বঃ। প্রাণযুক্ত, প্রাণি-মাত্র, জীববৎ।

প্রাণবিদ্যা (স্ত্রী) প্রাণতত্ত্ব জানিবার বিদ্যা।

প্রাণবৃত্তি (স্ত্রী) প্রাণানাং বৃত্তিঃ ব্যাপারঃ। প্রাণের কার্য্য, প্রাণ, অপান প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণের কার্য্য। [প্রাণ দেখ।]

প্রাণব্যয় (পুং) প্রাণস্য ব্যয়ঃ ৬তৎ। প্রাণের ব্যয়, প্রাণনাশ।

প্রাণশরীর (পুং) প্রাণঃ শরীরং স্বরূপং যস্য। প্রাণাত্মরূপে ধ্যেয় পরমেশ্বর। "স ক্রতুং কুর্ব্বীত মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ।" (ছান্দোগ্য উপ°) 'প্রাণো লিঙ্গাত্মা বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিদ্বয়যুতঃ। 'যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ' ইতি শ্রুতেঃ স শরীরং যস্য সঃ' (শাঙ্করভাষ্য) প্রাণশব্দের অর্থ লিঙ্গাত্মা, এই লিঙ্গাত্মা শরীর যাহার, তিনিই প্রাণশরীর।

প্রাণসংযম (পুং) প্রাণানাং সংযমঃ। প্রাণায়াম। প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ সংযমিত হয়।

প্রাণসংরোধ (পুং) শ্বাসরোধ।

প্রাণসংবাদ (পুং) প্রাণানাং সংবাদঃ ৬তৎ। প্রাণ সকলের সংবাদ—একাদশ ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণ ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদরূপ সংবাদ। একাদশ ইন্দ্রিয় ও মুখ্য প্রাণ ইহারা সকলে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতারক্ষার জন্য বিবাদ করিয়াছিল।

[প্রাণ শব্দ দেখ।]

প্রাণসংশয় (পুং) প্রাণানাং সংশয়ঃ ৬তৎ। জীবনসংশয়, প্রাণের স্থিতি বা অস্থিতিবিষয়ে সন্দেহ, জীবন থাকিবে কি না, এইরূপ সন্দেহ। ২ মরণফলক ব্যাপারভেদ।

প্রাণসঙ্কট (পুং) প্রাণানাং সঙ্কটঃ ৬তৎ। প্রাণসংশয়।

"স্ত্রীষু নর্ম্মবিবাহে চ বৃত্ত্যর্থে প্রাণসঙ্কটে।
গোব্রাহ্মণার্থে হিংসায়াং নানৃতং স্যাজ্জুগুপ্সিতম্॥"
(ভাগবত ৮।১৯।৪৩)

প্রাণসদ্মন্ (ক্লী) প্রাণানাং সদ্ম গৃহম্। শরীর।

প্রাণসংত্যাগ (পুং) প্রাণস্য সংত্যাগঃ ৬তৎ। মৃত্যু, প্রাণ-পরিত্যাগ। (মার্কণ্ডেয়পু° ১২১।১৫)

প্রাণসন্দেহ (পুং) প্রাণসংশয়।

প্রাণসংন্যাস (পুং) মরণ, প্রাণগমন।

প্রাণসম (পুং) ৬তৎ। প্রাণতুল্যপ্রিয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রাণসমা, প্রাণতুল্য প্রিয়া পত্নী।

"রামস্য দয়িতা ভার্য্যা নিত্যং প্রাণসমাহিতা।" (রামা° ১।১।২৬)

প্রাণসম্ভূত (পুং) বায়ু।

প্রাণসম্মিত (ত্রি) ১ নাসিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। (বৈ) ২ প্রাণের-মত প্রিয়।

প্রাণসার (ত্রি) প্রাণের সার, বল। ২ বলশালী। (শকু° ২ অঃ)

প্রাণসুখ, একজন পারস্যভাষাবিৎ কায়স্থ পণ্ডিত। ইনি বাদ-শাহ মহম্মদশাহের সময়ে 'ইন্‌শাএ রাহৎ জাত' নামে একখানি পত্ররচনাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রাণসূত্র (ক্লী) জীবনের খেই।

প্রাণহর (ত্রি) প্রাণং হরতি দেহাৎ দেহান্তরং প্রাপয়তি বলং বা হৃ-অচ্। ১ প্রাণের দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপক। ২ বলনাশক।

"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃ প্রাণহরাণি ষট্॥" (চাণক্য)

৩ বিষাদি, যাহা সেবনে প্রাণবিনষ্ট হয়। (যাজ্ঞবল্ক্য ২।২২৩)

প্রাণহারক (ক্লী) প্রাণান্ হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। বৎসনাভ। (রাজনি°) (ত্রি) দেহ হইতে প্রাণহারক, প্রাণনাশক, অসুনাশক।

প্রাণহারিন্ (ত্রি) প্রাণান্ হরতীতি হৃ-ণিনি। প্রাণহারক, প্রাণনাশক।

প্রাণহিতা, মধ্যপ্রদেশে প্রবাহিত একটী নদী। চান্দা জেলায়

সিরোঞ্চের নিকট বর্দ্ধা ও বেণগঙ্গা একত্র মিলিত হইয়া প্রাণহিতা নামে গোদাবরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। বর্ষাকালে এই নদী জলে পূর্ণ থাকিলেও গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়।

প্রাণাগ্নিহোত্র (ক্লী) প্রাণরূপেঽগ্নৌ হোত্রম্। প্রাণসমূহের পঞ্চাহুতিরূপ অগ্নিহোত্রাত্মক ভোজন। ভোজনের সময় পঞ্চপ্রাণের উদ্দেশে প্রথমে যে আহুতিরূপ ভোজন করা হয়, তাহাকে প্রাণাগ্নিহোত্র কহে। যথা—'প্রাণায় স্বাহা', 'অপানায় স্বাহা', 'সমানায় স্বাহা', 'উদানায় স্বাহা' 'ব্যানায় স্বাহা' এই পঞ্চপ্রাণরূপ অগ্নিতে আহুতি। [প্রাণাহুতি শব্দ দেখ।]

২ প্রাণাগ্নিহোত্র-প্রতিপাদক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্ভেদ।

প্রাণাঘাত (পুং) ১ প্রাণের আঘাত বা পীড়া। ২ জীবহত্যা।

প্রাণাতিপাত (পুং) প্রাণানাং অতিপাতঃ। প্রাণনিপাত, প্রাণবিনাশ, জীবহত্যা।

প্রাণাত্মন্ (পুং) প্রাণরূপঃ আত্মা। প্রাণরূপ আত্মা, লিঙ্গাত্মা, জীবাত্মা। উপনিষদে প্রাণই আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছে, বেদান্তদর্শনে মহামতি শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি সকলের সমন্বয় করিয়া এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। [প্রাণ দেখ।]

প্রাণাত্যয় (পুং) প্রাণধারণের অসম্ভাবনা, যদি কাহারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা হয়, আর মিথ্যা কথাদ্বারা তাহার উপকার হইতে পারে, তাহা হইলে তাদৃশ মিথ্যাকথায় কোন পাতক হয় না।

"ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি॥"
(তিথিতত্ত্বধৃত বচন)

পরিহাসচ্ছলে স্ত্রীলোকের নিকট, বিবাহকালে, প্রাণাত্যয়ে এবং সকল ধননাশে মিথ্যা কথা বলিলে পাতক হয় না।

২ মৃত্যুকালোপলক্ষিতকাল, প্রাণাত্যয়কালে সকল প্রকার অন্নাদি ভোজনে কোনরূপ পাতক হয় না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির দিবাতে দুই বার ভোজন করিতে নাই, কিন্তু প্রাণাত্যয় কালে যদি বারংবার অন্নভোজনে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুসারে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে। এই রূপ অন্নাদি ভোজন তাহার পাতকজনক নহে।

"প্রাণাত্যয়ে চ সংপ্রাপ্তে যোঽন্নমত্তি যত স্ততঃ।
ন স পাপেন লিপ্যেত পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥" (স্মৃতি)

প্রাণাদ (ত্রি) প্রাণভক্ষক, জীবননাশক।

প্রাণাধিক (ত্রি) প্রাণেভ্যোঽধিকঃ। প্রাণ হইতেও অধিক প্রিয়, পতি ও পুত্র প্রভৃতি। স্ত্রিয়াং টাপ্ প্রাণাধিকা পত্নী।

প্রাণাধিনাথ (পুং) প্রাণানামধিনাথঃ ৬তৎ। পতি। (হলায়ুধ)

প্রাণাধিপ (পুং) প্রাণানাং অধিপঃ। ১ প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

প্রাণান্ত (পুং) প্রাণানাং অন্তঃ ৬তৎ। মরণ, প্রাণনাশ।

"অব্রাহ্মণঃ সংগ্রহণে প্রাণান্তং দণ্ডমর্হতি।" (মনু ৮।৩৯)

প্রাণান্তিক (ত্রি) প্রাণান্তঃ প্রয়োজনমস্য ঠঞ্। মরণকালিক প্রায়শ্চিত্তাদি, মরণকালে কর্ত্তব্য প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি।

প্রাণাপান (পুং) প্রাণশ্চ অপানশ্চ দ্বন্দ্বঃ। প্রাণ ও অপান বায়ু। এই শব্দ দ্বিবচনান্ত। ২ অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

"প্রাণাপানৌ কথং দেবাবশ্বিনৌ সংবভূবতুঃ।" (প্রজাপালপ্র°)

প্রাণাবাধ (পুং) প্রাণানামাবাধং পীড়া ৬তৎ। প্রাণসংশয়, প্রাণ সংপীড়া। 'প্রাণাবাধঃ প্রাণসংপীড়া।' (মনু ৪।৫১ ভাষ্যে মেধাতিথি।)

প্রাণায়তন (ক্লী) ৬তৎ। প্রাণের ছিদ্ররূপ মুখ্যস্থানভেদ

"অক্ষিণী কর্ণরন্ধ্রে চ পায়ূপস্থাস্যনাসিকাঃ।
নবচ্ছিদ্রাণি তান্যেব প্রাণস্যায়তনানি তু॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস°)

চক্ষুঃদ্বয়, কর্ণরন্ধ্রদ্বয়, পায়ু, উপস্থ, মুখ ও নাসিকারন্ধ্র এই ৯টী ছিদ্র মুখ্যপ্রাণের প্রধান আয়তনস্থান। এই ৯টী স্থানকে নবদ্বারও কহে। মৃত্যু সময়ে এই সকল দ্বার দিয়া প্রাণ বহির্গত হয়।

প্রাণায়ন (পুং স্ত্রী) প্রাণস্যাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফক্। প্রাণের অপত্য।

প্রাণায়াম (পুং) প্রাণস্য বায়ুবিশেষস্য আয়ামঃ রোধঃ যদ্বা প্রাণ আয়ম্যতেঽনেনেতি আ-যম্-করণে ঘঞ্। প্রাণবায়ুর গতিবিচ্ছেদকারক ব্যাপারভেদ। ইহা যোগাঙ্গবিশেষ।

"প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষান্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্॥"(ভা°৩।২৮।১১)

প্রাণায়াম দ্বারা পাপ সকল বিদূরিত হয়। পূজা জপ প্রভৃতি যে কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার প্রথমে প্রাণায়াম করা আবশ্যক। কারণ প্রাণায়ামদ্বারা চিত্ত স্থির হয়। চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন না হইলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলভাবে সমাধা হয় না। যোগসূত্রমতে—বায়ুর প্রচ্ছর্দ্দন অর্থাৎ আকর্ষণপূর্ব্বক ত্যাগ, বিধারণ অর্থাৎ আকৃষ্যমাণ বায়ুকে যথোক্ত বিধানে ধারণ করিলে প্রাণায়াম হইবে। প্রথমে শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া গুরূপদেশক্রমে নাসিকাদ্বারা অমৃতময় বাহ্যবায়ু আকর্ষণ করিবে। পরে পরিমিতরূপে ও যোগশাস্ত্রোক্ত বিধানক্রমে তাহা ধারণ করিতে হইবে। শেষে ধীরে ধীরে শাস্ত্রানুযায়ি-নিয়মদ্বারা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ার নাম প্রাণায়াম। প্র-আ-যম=প্রাণকে সম্যক্ সংযত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ নিরোধকরণ। প্রাণের গতি যদি ইচ্ছাধীন হয়, তাহা হইলে চিত্তকে সহজে স্থির করা যায়। কেননা যে কোন ইন্দ্রিয়কার্য্য সমস্তই প্রাণগতির

অধীন। প্রাণই শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ গতি অবলম্বন করিয়া সমুদায় দেহযন্ত্র পরিচালিত করিতেছে,—ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়কে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে উন্মুখ করিয়া দিতেছে। প্রাণই খাদ্যদ্রব্যকে রস-রক্তাদি আকারে পরিণত করিয়া প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিকট অর্পণ করিতেছে এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের ও প্রত্যেক দেহযন্ত্রের গতি, বল ও স্বভাব রক্ষা করিতেছে। প্রাণই ইন্দ্রিয়চক্রের, নাড়ীচক্রের ও মনের পরিচালক এবং প্রাণই মনশ্চাঞ্চল্যের প্রধান কারণ। প্রাণের চলনে মনের চলন, প্রাণের নিরোধে মনের নিরোধ ও প্রাণের স্থিরতায় মনের স্থিরতা হয়। প্রাণগতির দোষেই মনের গতি দূষিত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ প্রভৃতি যে কিছু মনোদোষ, যে কিছু বিক্ষেপ, সমস্তই প্রাণগতির দোষে হইয়া থাকে। প্রাণ যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে মনোদোষও নিবারিত হয়। প্রাণ যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহাতে মনের গতিও রুদ্ধ হয়। মনীষিগণ এই গূঢ় রহস্য যোগদ্বারা অবগত হইয়া মনোদোষ নিবারণের জন্য, তাহার বিক্ষেপ বিনাশের জন্য বা পাপক্ষয়ের জন্য প্রাণায়ামের উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রাণায়াম যদি সুসিদ্ধ হয় বা আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে মনের যে কিছু বিক্ষেপ সমস্তই বিদূরিত হয়। নির্দ্দোষ ও নির্বিক্ষেপচিত্ত হইয়া তখন আপনা হইতেই সুপ্রসন্ন, সুপ্রকার, স্বচ্ছস্থিতি, প্রবাহযোগ্য বা একাগ্র হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—প্রাণায়াম যোগের অঙ্গবিশেষ, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ৮টী যোগের অঙ্গ। প্রথমে যম, নিয়ম ও আসন জয় হইলে প্রাণায়াম নামক যোগাভ্যাস করা বিধেয়। যম, নিয়ম ও আসন সিদ্ধির পূর্ব্বে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

পতঞ্জলি প্রাণায়ামের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ" (পাতঞ্জলদ° ২।৪৯) আসন সিদ্ধ হইলে শ্বাস এবং প্রশ্বাসের গতি-বিচ্ছেদই প্রাণায়াম। শ্বাস এবং প্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থান-বিশেষে বিবৃত করার নাম প্রাণায়াম। আসন সিদ্ধ হইলেই এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর। এই প্রাণায়াম আবার তিন প্রকার। এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যন্তরবৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। "বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিদেশ-কালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ।" (পাতঞ্জলদ° ২।৫০)

এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। প্রাণায়ামের বিষয় বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে ইহার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হওয়া বিশেষ কঠিন। যোগশাস্ত্র মাত্রেই ইহার কৌশল ও ব্যবস্থা-বিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। সেই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম এক প্রকার প্রাণবায়ুর যন্ত্র। অর্থাৎ প্রাণবায়ু যে বিনাপ্রযত্নে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্নবিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া অন্য একপ্রকার নূতন ভাবের অধীন করাই প্রাণায়াম। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণযন্ত্র আয়ত্ত হইলে চিত্ত যে কতদূর কৌশলী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণবায়ুর চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম; কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে, তাহাই পূর্ব্বোক্ত তিনপ্রকার বৃত্তি, অর্থাৎ বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি। ঊর্দ্ধ্ববায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্যবৃত্তি। এই বাহ্যবৃত্তির অন্য নাম রেচক বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া শরীরের মধ্যে পূরণ করার নাম অভ্যন্তরবৃত্তি। ইহার অপর নাম পূরক। এই রেচক ও পূরক কিছুই না করিয়া প্রপূরিত বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভবৃত্তি। এই স্তম্ভবৃত্তির অন্য নাম কুম্ভক। কুম্ভ মধ্যে জলপূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, টক্ টক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ুপূর্ণ হইলে তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তম্ভবৃত্তির নাম কুম্ভক। শরীরের শিরা প্রভৃতি সমস্ত ছিদ্র যদি বায়ুপূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ উপস্থিত হইয়া শরীরকে বিকল করিয়া ফেলে। কিন্তু যদি সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু ও স্ফীতপ্রায় হয়।

তপ্তশিলায় জলবিন্দু স্থাপন করিলে তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সন্নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উদ্বেগজনক বেগের হ্রাস হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। উক্ত লক্ষণাক্রান্ত প্রাণা-য়ামত্রয় আবার দ্বিবিধ, দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যাবিশেষ দ্বারা জানা যায়। রেচক প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতাবোধক স্থান কিরূপ? তাহার বিষয় বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়, প্রাদেশ বিতস্তি বা হস্তপরিমিত স্থান বাহিরে যায়, কি তদপেক্ষা অধিকদূর যায়, অল্পদূর যায় ত সূক্ষ্ম, নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে পঁজিয়া তুলা,

কি সক্তু রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ বুঝা যায়। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কি? তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পূরককালে ও কুম্ভককালে শরীরাভ্যন্তরে সর্ব্বস্থান যদি বায়ু পরিপূর্ণ থাকে এরূপ অনুভূত হয়, তবে তাহা দীর্ঘ নচেৎ সূক্ষ্ম। পূরক ও কুম্ভকের দীর্ঘই ভাল। পূরককালে বা কুম্ভককালে যদি আপাদমস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকা-সঞ্চরণ-স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ, কি অন্য কোন বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিতে হইবে যে প্রপূরিতবায়ু শরীরের সর্ব্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়ামত্রয়ের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় করা যায়। রেচক হউক, পূরক হউক, আর কুম্ভকই হউক, দেখিতে হইবে যে, কি পরিমাণ বা কি পরিমিত কাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিককাল উহা স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ যোগের উপযোগী। এইরূপ সংখ্যাগণনাদ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। যোগসিদ্ধ তপস্বিগণ প্রাণায়ামের এইরূপ দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে মনে বিধিক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণীত হয়। যোগীরা প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিকে অথবা মন্ত্রজপের সংখ্যাগুলিকে এরূপ সুকৌশলে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলির যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই প্রাণনিরোধের কালাদি পরিমাণ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। বাদ্যের বোল যেরূপ তালমাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত, প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিও সেইরূপ কালমাত্রার নিয়মানুসারে রচিত।

উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত স্থান ও হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত শিরা প্রশিরা প্রভৃতি অভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধান পূর্ব্বক বিহিত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম অভ্যাসের সময়ে এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে তখন আর স্থানের কি কালের পরিণামাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও সুদৃঢ় অভ্যাসের বলে তাহা আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণায়াম যখন বিনা ক্লেশে অর্থাৎ সহজে সম্পন্ন হইতে থাকিবে, তখন জানিতে হইবে যে, প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইয়াছে। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলেই চিত্তকে যথেচ্ছ নিয়োগ করা যায়। এ বিষয়ে যোগীদিগের মত এই যে, বুদ্ধিসত্ত্ব বা মানবীয় অন্তঃকরণ সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্ববস্তুপ্রকাশক। অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ এবং রাগদ্বেষাদিরূপ মনোদোষ বা পাপ তাহার তাদৃশ ব্যাপকতা, প্রকাশকতা ও অসীমক্ষমতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে ক্রমে তাহার সেই আবরণ ভাঙ্গিয়া যায়। সুতরাং তখন চিত্তের যথার্থস্বরূপ, স্বভাব অথবা পূর্ণপ্রকাশশক্তি আবিষ্কৃত হয়। প্রাণায়াম দ্বারা শরীর ও মন সুসংস্কৃত ও পরিষ্কৃত হয়। প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অনুষ্ঠানের পর প্রত্যাহার যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

(পাতঞ্জলদ° ২ পাদ)

যাহারা প্রথমে প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিবেন, তাহারা বিশেষ সাবধান হইয়া করিবেন, নচেৎ তাহাদের নানা প্রকার পীড়া হইবার সম্ভাবনা। প্রাণায়াম-শিক্ষার্থী ব্যক্তি প্রথমে গুরুসন্নিধানে থাকিয়া শাস্ত্রবিধান অবলম্বনপূর্ব্বক সাবধানের সহিত অল্পে অল্পে প্রাণায়াম শিক্ষা করিলে ক্রমে তাহা আয়ত্তীকৃত হয়। সুতরাং যোগী তখন যথা ইচ্ছা তথায় প্রাণপরিচালন করিতে সমর্থ হন। প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হইলে কোন ব্যাধিই থাকে না; কিন্তু অযথা বা অনিয়মে অভ্যাস করিতে গেলে সকল প্রকার রোগই হয়। বায়ুর গতিব্যতিক্রম হইলে হিক্কা, শ্বাস, কাস, শিরঃপীড়া, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ হয়। অতএব প্রাণবায়ুর ত্যাগের সময় অর্থাৎ রেচককালে উপযুক্তরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। পূরকের সময় উপযুক্তরূপে পূরণ এবং কুম্ভকের সময় উপযুক্তরূপে কুম্ভক অর্থাৎ বায়ুপ্রবাহ ধারণ করিবে। ক্রমে ক্রমে ও উপযুক্তরূপে প্রাণায়াম শিক্ষা করিতে পারিলেই উহা আয়ত্ত ও অপীড়ক হয়, অন্যথা অনিষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। প্রাণবায়ু যদি হঠাৎ বা সহসা আবদ্ধ হয়, তাহা হইলে রোমকূপ দিয়া নিঃসৃত হইয়া তদুপলক্ষে দেহকে সে বিদীর্ণ করিতে পারে এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি ক্ষতরোগ সকল উৎপাদন করে। অতএব আরণ্য হস্তীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ুকে বশীভূত করিতে হইবে। একেবারে করিতে চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে কুফল ব্যতীত কিছুমাত্র সুফলের আশা নাই। কি প্রাণবায়ু, কি অপানবায়ু সবেগে কখনই পরিত্যাগ করিবে না। এরূপ অল্পবেগে শ্বাসবায়ু ত্যাগ করিতে হইবে যে, হস্তস্থিত শক্তু যেন উড়িয়া না যায়। শ্বাসবায়ুর আকর্ষণ ও প্রপূরিত বায়ুর পরিত্যাগ উভয় ক্রিয়াই ধীরে ধীরে সম্পন্ন করিতে হইবে। কুম্ভকের সময় কি রেচকের সময়, কি পূরকের সময় ইহার কোন সময়েই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কম্পিত করিবে না।* নিঃশ্বসিত বায়ু কি পরিমাণে বাহিরে আসা

* "ক্রমেণ সেব্যমানোঽসৌ নয়তে যত্র চেচ্ছতি।
প্রাণায়ামেন সিদ্ধেন সর্ব্বব্যাধিক্ষয়ো ভবেৎ॥

স্বাভাবিক তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে। বায়ুর স্বাভাবিক বহিরাগতির পরিমাণ জানা না থাকিলে প্রাণায়াম দ্বারা কি পরিমাণে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিতে হয়, তাহা নির্ণীত হইবে না। নিতান্ত অস্বাভাবিক করিয়া তুলিলে ইহা দ্বারা প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা। এজন্য প্রাণবায়ুর বহিরাগতির স্বাভাবিক পরিমাণ নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ প্রাণসংযমে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে পবনবিজয়স্বরোদয়-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"দেহাদ্বিনির্গতে বায়ুঃ স্বভাবাদ্বাদশাঙ্গুলিঃ।
গায়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা॥
চতুর্বিংশাঙ্গুলিঃ পান্থে নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ।
মৈথুনে ষট্‌ত্রিংশদুক্তং বৈ ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্॥
স্বভাবেঽস্য গতে মূলে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে।
আয়ুঃ ক্ষয়োঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরোদ্গতে॥"

প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া ১২ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বাহিরে যাওয়াই স্বাভাবিক। গানের সময় ১৬ আঙ্গুল, ভোজনের সময় ২০, সবেগ গমনের সময় অর্থাৎ দৌড়াইয়া যাইলে ২৪, নিদ্রাকালে ৩০, স্ত্রীসংসর্গকালে ৩৬, এবং ব্যায়ামকালে তদপেক্ষাও অধিক বহির্গত হইয়া থাকে। যে যোগী প্রাণসাধনা দ্বারা তাহার বহির্গতি স্বভাবস্থ রাখিতে পারেন, সেই যোগীরই পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। প্রাণবায়ুর বহির্গতি যদি অস্বাভাবিক হয় বা স্বাভাবিক পরিমাণের অধিক পরিমাণ বহির্গতি হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার আয়ুঃক্ষয় হয়। ইহাই যোগশাস্ত্রের নিয়ম। এই জন্য প্রাণায়ামশিশিক্ষু প্রথম যোগী প্রাণের এইরূপ স্বাভাবিক বহির্গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাণসাধনা করিবেন। তিনি যখন কুম্ভকের পর রেচক করিবেন, অর্থাৎ আকৃষ্যমাণ বাহ্যবায়ুকে পরিত্যাগ করিবেন, তখন যেন বিশেষ সাবধান হন।

প্রাণায়াম যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হইলে প্রথমে তাহার অধিকারী হইতে হইবে। যাহারা সর্ব্বদা ব্যাধিগ্রস্ত এবং বৃদ্ধ, যুবাকালেও যাহারা দুর্ব্বল, যাহাদের সত্ত্ব অর্থাৎ ক্লেশ সহ্য করিবার শক্তি আদৌ নাই, কিংবা যাহাদের মানসিক তেজ নাই এবং যাহারা গৃহবাসী অর্থাৎ গৃহ ছাড়িয়া কোন পুণ্যতমস্থানে থাকিতে পারে না, স্নেহমমতাদিতে পরিপূর্ণ, যাহাদের উৎসাহ অতি অল্প, নির্বীর্য্য অর্থাৎ ক্লীবতুল্য নিরুৎসাহী, এই সকল লোক যদি প্রাণায়াম বা যোগ অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাদের দীর্ঘকালে সাফল্য হইতেও পারে, নাও পারে। না হইবারই অধিক সম্ভাবনা। এই সকল ব্যক্তি নিকৃষ্ট অধিকারী।

যাহারা অতি প্রৌঢ় নহে, অথচ নিয়মিতরূপে যোগাভ্যাসে রত থাকে, যাহাদের বীর্য্য অর্থাৎ উৎসাহ বা অধ্যবসায় আছে, যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমান এবং যাহারা যোগপথের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত অধিকার করিতে পারিয়াছে, যাহাদের উৎসাহ মধ্যম এবং সংসারাশক্তি তত প্রবল নহে। এইরূপ ব্যক্তিরাই প্রাণায়াম-শিক্ষার মধ্যমাধিকারী।

যাহাদের আশয় অর্থাৎ মনের অভিপ্রায় অতি পবিত্র ও মহান্, যাহারা বীর্য্যশালী, অতিশয় উৎসাহযুক্ত, ক্ষমাশীল, যাহারা এক স্থানে নিশ্চল বা সুস্থির থাকিতে পারে, অর্থাৎ অচঞ্চলস্বভাব, যাহারা অরোগী, সুস্থমনাঃ, স্থিরবুদ্ধি এবং শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সদা শাস্ত্রাভ্যাসে রত, এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত অধিকারী। এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি চেষ্টা করিলে যথাসম্ভবকালে প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা করিতে সমর্থ হন।

যাহারা প্রভূত বলশালী, যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সুদৃঢ়, মানসিক অধ্যবসায় অতি তীক্ষ্ণ বা তীব্র, যাহারা গুণগ্রাম-বিভূষিত, অত্যন্ত শান্তস্বভাব, সকল ভূতের মঙ্গলেচ্ছু, করুণা বা দয়াদিতে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, শরীর ব্যাধিহীন, অন্তর এবং বাহিরে কোনরূপ মালিন্য নাই, কিছুতেই যাহারা ভীত হন না, বাধা বিঘ্ন যাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং কিছুতেই ব্যাকুলচিত্ত হন না এবং যাহারা যোগীর কুলে, বিদ্বান্ বা সিদ্ধ পুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহারাই বিশেষ অধিকারী।

এই সকল অধিকারী প্রথমে জ্ঞানী বা যোগীর নিকট সুশিক্ষিত হইবেন। পরে যমনিয়মাদি যোগসাধক গুণ সকল আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য এবং সংসারাসক্তি ও লোকসঙ্গ পরিত্যাগ করা বিধেয়। কিছুকাল পরে কোন এক ফলমূলাদিসম্পন্ন, সুভিক্ষ ও নিরুপদ্রব স্থানে গমন করা আবশ্যক। তথাকার কোন এক শুচি অর্থাৎ পবিত্রস্থানে অথবা নদীসমীপস্থ অরণ্যের অন্তর্গত মনোরম প্রদেশে মনস্তুষ্টিকর একটী মঠ

অযুক্তাভ্যাসযোগেন সর্ব্বব্যাধিসমুদ্ভবঃ।
হিক্কাশ্বাসশ্চ কাসশ্চ শিরঃকর্ণাক্ষিবেদনাঃ॥
ভবন্তি বিবিধা রোগাঃ পবনস্য ব্যতিক্রমাৎ॥
সুযুক্তঞ্চ ত্যজেৎ বায়ুং সুযুক্তং পূরয়েৎ সুধীঃ।
যুক্তং যুক্তঞ্চ বধ্নীয়াদিত্থং সিধ্যতি যোগবিৎ॥
হঠান্নিরুদ্ধঃ প্রাণোঽয়ং রোমকূপেষু নিঃসরেৎ।
দেহং বিদারয়ত্যেষ কুষ্ঠাদীন্ জনয়ত্যপি॥
ততঃ প্রত্যাপিতব্যোঽসৌ ক্রমেণারণ্যহস্তিবৎ।
বন্যো গজো গজারির্বা ক্রমেণ মৃদুতামিয়াৎ॥
ন প্রাণং নাপপানং বা বেগৈর্বায়ুং সমুৎসৃজেৎ।
যেন শক্তূন্ করস্থাংশ্চ শ্বাসযোগেন চালয়েৎ॥
শনৈর্নাসাপুটে বায়ুমুৎসৃজেন্নতুবেগতঃ।
ন কম্পয়েৎ শরীরন্তু স যোগী পরমো মতঃ॥" (যোগচিন্তামণি)

প্রস্তুত করিবেক। তাদৃশ স্থানে থাকিয়া ত্রিকালস্থায়ী, শুচি-স্বভাব, একাগ্রচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি, শুভ্রভস্মধারী এবং আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হইবে। কুশ কিংবা মৃগচর্ম্ম বিস্তৃত করিয়া তদুপরি কোন এক আসন বদ্ধ করিয়া উপবিষ্ট হইবেক। অনন্তর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে কিংবা উত্তরাভিমুখে সমগ্রীবশিরঃকায় অর্থাৎ গ্রীবা, মস্তক ও দেহযষ্টি ঠিক সমান রাখিতে হইবেক, যেন নত, আনত বা বক্র না হয়। আস্যসংযত (মুখ বিকৃত না থাকে) এবং শরীর নিশ্চল হয়। দৃষ্টি যেন মনের সহিত নাসাগ্রে ধৃত থাকে। এইরূপ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম, ধ্যান বা ধারণাদি অভ্যাস করিতে হইবেক।

যোগচিন্তামণির বিধান অনুসারে অগ্রে কোমলকুশা, তদুপরি মৃগচর্ম্ম, তাহার উপর বস্ত্র আচ্ছাদন, এতদ্রূপ আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম শিক্ষা করা উচিত।

আবার কোন যোগশাস্ত্রের মতে—প্রাণায়াম বা যোগানুষ্ঠানের জন্য নদীতীর, কানন, কি পর্ব্বতগুহা আশ্রয় করিতেই হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই। মনের অনুকূল ও নিরুপদ্রব স্থান পাইলেই তথায় থাকিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করা যাইতে পারে।

"রাত্রিশেষে নিশীথে বা সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।" ইত্যাদি।

উপদেশবাক্য থাকায় প্রাতঃ ও সায়ংকালে প্রাণায়ামের এবং রাত্রিশেষে ও মধ্যরাত্রে ধ্যানের অনুত্তমকাল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। বস্তুতঃ ঐরূপ সময়েই মনের প্রসন্নতা ও শারীরিক সুস্থতা কিছু অধিক হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে,—"প্রথমতঃ স্থান, তৎপরে কাল, অনন্তর মিতাহার, সর্ব্বশেষে নাড়ীশুদ্ধি অর্থাৎ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। দূরদেশ অর্থাৎ গুরুর বসতিস্থান হইতে সমধিক দূরস্থান, অরণ্য অর্থাৎ ভক্ষদ্রব্যবিহীন বন, রাজধানী ও জনতাপূর্ণ স্থানে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান বিধেয় নহে। এই সকল স্থানে প্রাণায়াম করিলে সিদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক বরং বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া কোন এক মনোরম-প্রদেশে, ধার্ম্মিক রাজ্যে, সুভিক্ষ অর্থাৎ যে স্থানে সহজে ভক্ষ্যলাভ হয়, অথচ কোন উপদ্রব সম্ভাবনা নাই, এইরূপ স্থানে গিয়া প্রাচীরবেষ্টিত মধ্যমাকার একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। ঐস্থান সুপরিষ্কৃত এবং গোময়লিপ্ত থাকিবে। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে প্রাণায়াম বা যোগারম্ভ করা বিধেয় নহে। তাহার কারণ এই যে, ঐ সকল ঋতুতে প্রাণায়াম বা যোগ আরম্ভ করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা আছে।* (ঘেরণ্ডসংহিতা)

যোগাঙ্গ প্রাণায়ামের বিষয় একরূপ বলা হইল। [যোগ দেখ।] পূজাদি করিতে হইলে প্রথমে প্রাণায়াম করিতে হয় প্রাণায়াম ব্যতীত কোন পূজাদিই সম্পন্ন হয় না। তন্ত্রসারে এই প্রাণায়ামের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"ভূতশুদ্ধিং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রাণায়ামক্রমেণ চ।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্॥
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা॥" (তন্ত্রসার)

পূজাদিস্থলে প্রাণায়ামক্রমে ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। কনিষ্ঠা, অনামিকা এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা যথোক্ত নিয়মে নাসাপুটে যে ধারণ করা যায়, তাহার নাম প্রাণায়াম। অর্থাৎ মন্ত্র সকল উক্ত অঙ্গুলিদ্বারা নাসাপুটে ৪, ১৬, ৮, ১৬ বা ৬৪, ৩২ বার শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বায়ুধারণ ও ত্যাগ করার নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়ামকালীন নাসিকাপুটে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি লাগাইতে নাই। এই প্রাণায়াম দুই প্রকার, সগর্ভ এবং নির্গর্ভ। যেস্থলে মন্ত্ররূপ দ্বারা প্রাণায়াম হয়, তাহা সগর্ভ এবং মাত্রা দ্বারা যেস্থলে হয়, তাহা নির্গর্ভ। মূলমন্ত্র বীজ, অর্থাৎ যে দেবতার প্রাণায়াম করিতে হইবে, সেই দেবতার মূলমন্ত্র বা প্রণব প্রথমে বামনাসাপুটে অনামিকা ও কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ নাসামূলে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা ধরিয়া প্রথমে ১৬ বার জপ করিবে এবং ঐ ১৬ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিতকাল বামনাসা-দ্বারা বায়ুপূরণ করিতে হইবে। তৎপরে বাম ও দক্ষিণনাসাপুটে ৬৪ বার জপ, আর ঐ জপসংখ্যার পরিমিত কাল বায়ুর কুম্ভক করিবে। পূর্ব্বে যে বায়ু নাসাপুট দ্বারা পূরিত হইয়াছে, ঐ বায়ু সমস্ত শরীরে লইতে হইবে। তৎপরে ঐ বায়ু ৩২ বার জপ করিতে যে সময় লাগে, সেই পরিমিতকালে ঐ বায়ু আবার ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ তিনবার করিতে হয়। বায়ুপূরণ, কুম্ভক বা রেচনের সময় উক্ত পরিমিত জপও করিতে হইবে। প্রথমে যদি ১৬, ৬৪, ৩২ বার

* "আদৌ স্থানং ততঃ কালমিতাহারস্ততঃ পরম্।
নাড়ীশুদ্ধিঞ্চ তৎপশ্চাৎ তস্মাত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥
দূরদেশে তথারণ্যে রাজধান্যে জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥
অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে ভক্ষ্যবর্জ্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাত্রীণি বিবর্জ্জয়েৎ॥
সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভিক্ষে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটীরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টয়েৎ॥
নাত্যুচ্চৈর্নাতিনিম্নঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতম্।
সম্যক্‌গোময়লিপ্তঞ্চ কুটীরন্ত্র বিবর্জ্জিতম্॥
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু যোগাভ্যাসং সমাচরেৎ।
হেমন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ঋতৌ তথা॥
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ যোগহা ভবেৎ।" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

এইরূপ প্রাণায়াম করিতে কেহ সমর্থ না হন, তাহা হইলে ইহার তুরীয়ক চতুর্থভাগের একভাগ করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমে ৪, ১৬, ৮ বার জপ ও তৎপরিমিতকালে বায়ুধারণ ও রেচনাদি করিতে হয়। ৪, ১৬, ৮ ইহার কম আর প্রাণায়াম হয় না। প্রথমে যাহারা প্রাণায়াম করেন, তাহারা এই নিয়মেই করিয়া থাকেন। ইহা উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পরে ১৬, ৬৪ ও ৩২ বার করা যাইতে পারে। প্রাণায়ামের ইহাই সাধারণ নিয়ম যে, যে পরিমিত বায়ুপুরণ তাহার চতুর্থগুণ কুম্ভক এবং তদর্দ্ধ রেচন করিতে হয়। প্রাণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম না করিয়া পূজা ও মন্ত্রজপ প্রভৃতি কিছুই হয় না। এই জন্য প্রাণায়ামের নিত্যত্ব ও অবশ্যকর্ত্তব্যত্ব অভিহিত হইয়াছে। (তন্ত্রসার) * [পূজা ও ভূতশুদ্ধি দেখ।]

কি বৈদিক সন্ধ্যা বা তান্ত্রিক সন্ধ্যা উভয় সন্ধ্যাতেই প্রাণায়াম করিতে হয়। তান্ত্রিক প্রাণায়ামে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণেরই সমান অধিকার আছে। যিনিই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রগ্রহণ করিবেন, তাহারই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে এই তিন সময়ে সন্ধ্যার সহিত এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—যে সকল ব্রাহ্মণ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা যথাবিহিত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয়। এইস্থলে ব্রাহ্মণশব্দে উপলক্ষণমাত্র বুঝিতে হইবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি যে কোন বর্ণই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করুন না কেন, তাহাদের সকল পাতক বিদূরিত হইবে। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ যিনি প্রাণায়াম আচরণ করেন, তাহার পাপ নষ্ট হয়। এই প্রাণায়ামই আদ্য ও শ্রেষ্ঠতপ বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। † (ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব) [বিস্তৃত বিবরণ ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে দ্রষ্টব্য।]

প্রাণায়ামিন্ (ত্রি) প্রাণায়াম অস্ত্যর্থে ইনি। প্রাণায়ামানুষ্ঠানকারী, যিনি প্রাণায়াম নামক যোগাভ্যাস করেন।

"প্রাণায়ামী জলে স্নাত্বা খরযানোষ্ট্রযানগঃ।
নগ্নস্নাত্বা চ মুক্ত্বা চ গত্বা চৈবং দিবাস্ত্রিয়ম্ ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।২৯০)

প্রাণায্য (ত্রি) উপযুক্ত, যোগ্য।

প্রাণার্থবৎ (ত্রি) প্রাণ ও ধনবান্।

প্রাণাবায় (ক্লী) প্রাণেনাবৈতি অব-ই-অচ্। জৈনদিগের চতুর্দ্দশ পূর্ব্বের মধ্যে একখানি অঙ্গ। (হেম)

প্রাণাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসনভেদ। এই প্রাণাসন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক।

"এতদ্‌প্রাণাসনং নাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্।
বায়ুংমূলে সমারোপ্য ব্যাপ্তাকুঞ্চ্য প্রসারয়েৎ ॥" (রুদ্রযামল)

প্রাণাহুতি (স্ত্রী) প্রাণরূপেভ্যঃ অগ্নিভ্য আহুতিঃ। ভোজনের পূর্ব্বে গৃহস্থের কর্ত্তব্য প্রাণরূপ অগ্নির উদ্দেশে আহুতি। ভোজনের পূর্ব্বে পঞ্চপ্রাণাগ্নিকে এই আহুতি দিয়া ভোজন করিতে হয়। প্রাণাহুতি মুদ্রাদ্বারা পঞ্চ প্রাণাগ্নিকে আহুতি দিতে হয়। প্রাণাগ্নির উদ্দেশে যখন আহুতি দেওয়া হয়, তখন তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ লগ্ন করিয়া দিতে হইবে। অপান বায়ুর উদ্দেশে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ লগ্ন করিয়া, ব্যানবায়ুর উদ্দেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিযোগে, উদানবায়ুর উদ্দেশে একমাত্র তর্জ্জনী বাহির করিয়া অন্য সমস্ত অঙ্গুলি সংযোগে আহুতি দিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের বিধান। ঘৃত ও ব্যঞ্জনাদির সহিত অন্ন প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহা প্রাণস্তৃপ্যতি' 'অপানায় স্বাহা অপানস্তৃপ্যতি' 'উদানায় স্বাহা উদানস্তৃপ্যতি' 'সমানায় স্বাহা সমানস্তৃপ্যতি' 'ব্যানায় স্বাহা ব্যানস্তৃপ্যতি' এইরূপে পঞ্চপ্রাণাগ্নিকে পঞ্চ আহুতি দিয়া ভোজন করিতে হয়। এই পঞ্চপ্রাণকে আহুতি দিবার সময় যদি অন্নের সহিত ঘৃত না দেওয়া যায়, তাহা হইলে পরে আর ঘৃত ভোজন করিতে নাই। আহুতি দিবার সময় মন্ত্রে প্রণবসংযুক্ত অর্থাৎ 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা'

---

* "প্রাণায়ামো দ্বিবিধঃ সগর্ভো নির্গর্ভশ্চ। তথাচ—সগর্ভো মন্ত্রজাপেন নির্গর্ভোমাত্রয়া ভবেৎ। তত্র চ মূলমন্ত্রস্য বীজস্য প্রণবস্য বা ষোড়শবারাদিজপেন বামনাসাপুটাদিনা বায়ুপূরকাদিকং কুর্য্যাৎ। তথা চ কালীহৃদয়ে—'অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ' যথা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুং পূরয়েৎ তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন বায়ুং কুম্ভয়েৎ। তস্য দ্বাত্রিংশদ্‌বারজপেন বায়ুং রেচয়েৎ। পুনর্দক্ষিণেনাপূর্য্য উভাভ্যাং কুম্ভয়িত্বা দক্ষিণেন রেচয়েৎ।

পূরয়েৎ ষোড়শভির্বায়ুং ধারয়েত্তু চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কম্ ॥'
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থমেব প্রাণস্য সংযমঃ ॥" (তন্ত্রসার)

† "কুর্ব্বন্তোঽপীহ পাপানি যে দ্বাং ধ্যায়ন্তি পাবনি।
উভে সন্ধ্যে ন তেষাং হি বিদ্যন্তে তু বিপাতকম্ ॥
ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামেন যো দ্বিজঃ।
বর্ত্ততে ন স লিপ্যেত পাতকৈরুপপাতকৈঃ ॥'
বৃহদ্বিষ্ণুঃ—"প্রাণায়ামান্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈর্দ্বিজস্য তু ॥
বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাগ্নিপুরাণয়োঃ—
সর্ব্বদোষহরঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামো দ্বিজন্মনাম্।
ততস্তস্মাধিকং নাস্তি পাপপ্রশমকারণম্ ॥
অত্রি—কর্ম্মণা মনসা বাচা অহ্না পাপং কৃতঞ্চ যৎ।
আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি ॥
অগ্নিপুঃ—প্রাণায়ামং ত্রয়ং কৃত্বা প্রাণায়ামৈস্ত্রিভির্নিশি।
অহোরাত্রকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥" ইত্যাদি।
(ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব)

এইরূপ বলিয়া দিতে হইবে। পঞ্চপ্রাণকে এইরূপে আহুতি না দিয়া ব্রাহ্মণ কখনই ভোজন করিবেন না।* (আহ্নিকতত্ত্ব)

প্রাণিঘাতিন্ (ত্রি) প্রাণিনং হন্তি হন-ণিনি। যে প্রাণিহনন করে।

প্রাণিনিষু (ত্রি) প্রাণেচ্ছু, জীবনেচ্ছু।

প্রাণিদ্যূত (ক্লী) প্রাণিভির্মেষাদিভিঃ কৃতং দ্যূতমিতি মধ্যপদলোপিসমাসঃ। পণপূর্ব্বক মেষকুক্কুটাদির যুদ্ধ। পর্য্যায়—সমাহ্বয়, সাহ্বয়। (শব্দরত্না°) ২ সমাহ্বয়াখ্য বিবাদপদভেদ।

"এষ এব বিধিজ্ঞেয়ঃ প্রাণিদ্যূতে সমাহ্বয়ে।" (যাজ্ঞবল্ক্য২।২০৬)

প্রাণিন্ (ত্রি) প্রাণাঃ সন্ত্যস্যেতি প্রাণ (অতইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ইনি। প্রাণবিশিষ্ট, মনুষ্যাদি, পর্য্যায়—চেতন, জন্মী, জন্তু, জন্যু, শরীরী। (অমর)

"কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনং॥" (মনু ১।২২)

প্রাণিমৎ (ত্রি) প্রাণিন অস্ত্যর্থে মতুপ্। প্রাণিযুক্তস্থান, প্রাণিবিশিষ্ট দেশাদি।

প্রাণিমাতৃ (স্ত্রী) প্রাণিনাং মাতেব গর্ভদাতৃত্বাৎ। গর্ভদাত্রী ক্ষুপ। (রাজনি°)

প্রাণিহিত (ত্রি) প্রাণিনাং হিতঃ। ১ প্রাণীদিগের হিতসাধন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পাদুকা। (ত্রিকাণ্ড) ৩ লোকহিতকারিণী।

প্রাণীত্য (ক্লী) প্রাণীতস্য প্রযোজিতস্য ভাবঃ, প্রণীত-ষ্যঞ্। ঋণ।

'প্রাণীত্যমৃণমর্থানাং প্রয়োগঃ স্যাৎ কলম্বিকা।' (ত্রিকাণ্ড)

প্রাণেশ (পুং) প্রাণানামীশঃ ৬তৎ। পতি। (জটাধর)

"স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু।
প্রাণেশত্রুটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়॥" (সাহিত্যদ° ৩ প°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রাণেশা—পত্নী।

প্রাণেশ্বর (পুং) প্রাণানামীশ্বরঃ ৬তৎ। পতি, প্রাণেশ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রাণেশ্বরী—পত্নী।

প্রাণোপহার (পুং) প্রাণস্য উপহারঃ ভোজনং ৬তৎ। প্রাণের উপহার, আহার। আহার করিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকল সুবল হয়।

"প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।" (ভাগ° ৪।৩১।১৪)

'প্রাণস্য উপহারো ভোজনং তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ।' (স্বামী)

প্রাণ্যঙ্গ (ক্লী) প্রাণানামঙ্গং ৬তৎ। প্রাণীদিগের অবয়ব হস্তপাদাদি।

প্রাতঃকার্য্য (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতকালস্য কার্য্যং কর্ত্তব্যা ক্রিয়া। প্রভাত কালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। [প্রাতঃকৃত্য দেখ।]

প্রাতঃকাল (পুং) প্রাতঃ প্রভাতঃ কালঃ কর্ম্মধা°। ১ প্রভাতকাল। ২ সূর্য্যোদয়াবধি মুহূর্ত্তত্রয়-পরিমিতকাল। সূর্য্যোদয়ের পর তিন মুহূর্ত্ত অর্থাৎ প্রায় ৬ দণ্ড কাল প্রাতঃকাল।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেবতু।" (স্মৃতি)

প্রাতঃকৃত্য (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতকালে কৃত্যং কর্ত্তব্যং কার্য্যং বা প্রাতঃ প্রভাতকালস্য কৃত্যং কর্ত্তব্যা ক্রিয়া। প্রভাতকালে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, শাস্ত্রবিহিত প্রাতঃকর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া পুনরায় রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিতে হয়, ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। রঘুনন্দন আহ্নিকতত্ত্বে প্রাতঃকৃত্যের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া দেবতা ও ঋষিদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। রাত্রির পশ্চিমযামের নাম ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তকাল উপস্থিত হয়।* এই সময়ে শয্যায় থাকিয়াই 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং নবগ্রহ' আমার সুপ্রভাত করুন, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

'ব্রহ্মামুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতুকুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥'

পরে গুরুদেবকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে। মন্ত্র—

"প্রাতঃ শিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
প্রসন্নবদনং শান্তং স্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকম্॥
নমোঽস্তু গুরবে তস্মৈ ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥"

আপনাকে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা করিবেন এবং সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যাহা করাইতেছেন, তাহাই করিতেছি, এইরূপ ভাবিবেন—

---

* "প্রাণেভ্যস্বথ পঞ্চভ্যঃ স্বাহা প্রণবসংযুতাঃ।
পঞ্চাহুতীস্তু জুহুয়াৎ প্রলয়াগ্নিনিভেষু চ॥
প্রাণাহুতিমন্ত্রামাহ শৌনকঃ—
তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈ লগ্না প্রাণাহুতির্ভবেৎ।
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানে জুহুয়াত্ততঃ॥
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানে চ জুহুয়াদ্ধবিঃ।
তর্জ্জনীন্তু বহিষ্কৃত্য উদানে জুহুয়াত্ততঃ॥
সমানে সর্ব্বহস্তেন সমুদায়াহুতির্ভবেৎ॥
স্মৃত্যর্থসারে—প্রাণাহুতৌ ঘৃতাভাবে পঞ্চাৎ ভুঞ্জীত নো ঘৃতম্।
অত্র পাঠক্রমেণ প্রাণাপানব্যানোদানসমানরূপেভ্য আহুতিরুক্তা। 'তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি।' ইত্যাদি। (আহ্নিকতত্ত্ব)

* "ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেবান্ দ্বিজান্ ঋষীন্।
রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহূর্ত্তো ব্রাহ্ম উচ্যতে।
পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

"লোকেশচৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃসমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

তৎপরে 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ।' এই বলিয়া পৃথিবীকে নমস্কার করিয়া প্রথমে দক্ষিণ পদ বাড়াইবে। গাত্রোত্থান করিয়া শ্রোত্রিয়, সুভগা, অগ্নি বা অগ্নিচিৎ দর্শন করিবে, পাপিষ্ঠ, দুর্ভগা, মদ্য, নগ্ন ও নাককাটা লোকের মুখ দেখিবে না। যেখানে ধনী, শ্রোত্রিয়, রাজা, নদী ও বৈদ্য আছে, সেখানেই বাস করিবার ব্যবস্থা। পাপিষ্ঠাদির মুখ দেখিলে—

"কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতপর্ণস্য রাজর্ষে কীর্ত্তনং কলিনাশনং॥"

এইরূপ উচ্চারণ করিবে। পরে অরুণোদয়ে মূত্রপুরীষোৎসর্গ ও দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃস্নান করিবে।

[দন্তধাবন ও প্রাতঃস্নান দেখ।]

নৈঋর্তদিকে প্রাতঃকালে পুরীষ ত্যাগ করাই বিধি। পুরীষত্যাগকালে দক্ষিণ কর্ণে উপবীত রাখিবে। বামহাতে অধঃশৌচ করিবে, দক্ষিণ হস্তে করিতে নাই। আবার নাভির ঊর্দ্ধভাগে শৌচকালে বামহস্ত প্রয়োগ করিতে নাই। * শৌচে অরত্নিমাত্র জল চাই। এরূপ জল না হইলে শুচি হয় না।

হাতে মাটি দিবারও ব্যবস্থা আছে, যথা—লিঙ্গে এক, গুহ্যে তিন ও বামকরে দশ, পরে উভয় করে সপ্তবার মৃত্তিকা দিতে হয়। † [শৌচ দেখ।]

প্রক্ষালন ও মার্জ্জনাদি শেষ করিয়া আচমনান্তে যথাসম্ভব সূর্য্যদর্শন করিবে। পূর্ব্বমুখী হইয়া পদপ্রক্ষালন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ অগ্রে দক্ষিণপদ ও শূদ্র অগ্রে বামপদ প্রক্ষালন করিবেন। পরে হস্তপ্রক্ষালনপূর্ব্বক শিখা বাঁধিয়া আচমন করিবে। দ্বিজ গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রের নৈঋর্তে শিখা ও পরে ঝুটি বাঁধিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন ‡। শূদ্রের শিখাবন্ধনে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণীশতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহং॥
গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহং॥"

আচমনকালে জল না পাইলে দক্ষিণশ্রবণ স্পর্শ করিতে হয়। [আচমন দেখ।]

তৎপরে যথারীতি দন্তধাবন করিবে। [দন্তধাবন দেখ।] তবে শ্রাদ্ধে, জন্মদিনে, বিবাহে, অজীর্ণ হইলে, ব্রতে ও উপবাসে দন্তধাবন করিতে নাই। খদির, কদম্ব, বট, তিন্তিড়ী, বেণুপৃষ্ঠ, আম্র, নিম্ব, অপামার্গ, বিল্ব, অর্ক, বা উডুম্বর এই সকল কাষ্ঠে দন্তধাবন করিতে হয়। তবে চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই সকল দিনে দন্তকাষ্ঠ না পাওয়া গেলে দ্বাদশ গণ্ডূষ জল লইয়া মুখপ্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধি হইবে। অনামিকা বা অঙ্গুষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিতে নাই। মধ্যাহ্নকালে স্নানের সময়ও দন্তধাবন করিবে না। দন্তধাবনের পর প্রাতঃস্নান, প্রাতঃসন্ধ্যা, হোম, দেবকার্য্য ও গুরু ও শুভদর্শন করিবে। এই গুলিই প্রাতঃকৃত্য। (আহ্নিকতত্ত্ব)

কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে—ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া মনে মনে ইষ্টদেব ও ধর্ম্ম অর্থ চিন্তা করিবে। উষা দেখা দিলে আবশ্যক কার্য্য সারিয়া দন্তধাবনান্তে নদীজলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। স্নান না করিলে দেহশুদ্ধি হয় না, সে জন্য হোমাদি সকল শুভকর্ম্মের অগ্রে স্নান করিতে হয়। নিত্য স্নানে শরীর ও মন পবিত্র হয়। [প্রাতঃস্নান ও দন্তধাবন শব্দ দ্রষ্টব্য।] স্নান করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়। কুশে জলবিন্দু লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তর্পণ করিবে। প্রথমে আপোহিষ্ঠাদি মন্ত্র, গায়ত্রী ও বারুণমন্ত্র পড়িবে, বেদমাতা গায়ত্রী ও সূর্য্যের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিবে। পরে নদীর পূর্ব্বকূলে কুশাসনে বসিয়া তিনবার প্রাণায়াম করিয়া সন্ধ্যা করিবে। এই সন্ধ্যাই জগৎপ্রসূতি, মায়াতীতা, নিষ্কলা, ঈশ্বরী ও পরাশক্তি। পরে সূর্য্যমণ্ডলগতা সাবিত্রীর জপ করিবে। বিপ্র পূর্ব্বমুখী হইয়াই নিত্য সন্ধ্যাপূজা করিবেন। সন্ধ্যাহীন ব্যক্তি সকল কর্ম্মে অযোগ্য। তাহার অপর কোন কার্য্যই সফল হইবে না। বরং তাহার নরক হইয়া থাকে। উদীয়মান সূর্য্যকে ঋগ্, যজুঃ ও সামবেদোক্ত সৌরমন্ত্রদ্বারা নমস্কার করিবে। নমস্কার-মন্ত্র এই—

'ওঁ খং খখোকায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং নমস্তে জ্ঞানরূপিণে॥
নমস্তে ঘৃণয়ে তুভ্যং সূর্য্যায় ব্রহ্মরূপিণে॥
ত্বমেব ব্রহ্ম পরমমাপো জ্যোতীরসোঽমৃতম্।
ভূর্ভুর্বঃ স্বস্ত্বমোঙ্কারঃ সর্ব্বে রুদ্রাঃ সনাতনাঃ।

---

* "ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ।
তথৈব বামহস্তেন নাভের্দ্ধং ন শোধয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্বধৃত দেবল)

† "একা লিঙ্গে গুদে তিস্রো স্তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্তদাতব্যা মৃদঃ শুদ্ধিমভীপ্সতা॥"
(আহ্নিকতত্ত্বধৃত মনু ও দক্ষ)

[শৌচমৃত্তিকাপ্রয়োগ সম্বন্ধে মতান্তরও দৃষ্ট হয়, তদ্বিবরণ আহ্নিকতত্ত্বে দ্রষ্টব্য।]

‡ "গায়ত্র্যা তু শিখাং বদ্ধা নৈঋর্ত্যাং ব্রহ্মরন্ধ্রতঃ।
জুটিকাঞ্চ ততো বদ্ধা ততঃ কর্ম্ম সমারভেৎ॥"(আহ্নিকতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপু°)

পুরুষঃ সন্মহোঽতস্ত্বাং প্রণমামি কপর্দ্দিনম্॥
ত্বমেব বিশ্বং বহুধা সদসৎ সূয়সে চ যৎ।
নমো রুদ্রায় সূর্য্যায় ত্বামহং শরণং গতঃ॥
প্রাচেতসে নমস্তুভ্যমুমায়াঃ পতয়ে নমঃ।
নমোঽস্তু নীলগ্রীবায় নমস্তুভ্যং পিনাকিনে॥
বিলোহিতায় ভর্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ।
নম উমাপতয়ে তুভ্যমাদিত্যায় নমোঽস্তু তে॥
নমস্তে বজ্রহস্তায় ত্র্যম্বকায় নমোঽস্তু তে।
প্রপদ্যে ত্বাং বিরূপাক্ষ! মহান্তং পরমেশ্বরম্॥
হিরণ্ময়ে গৃহে গুপ্তমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
নমস্যামি পরং জ্যোতির্ব্রহ্মাণং ত্বাং পরামৃতম্॥
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নরনারীশরীরিণম্।
নমঃ সূর্য্যায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে।
উগ্রায় সর্ব্বভক্ষ্যায় ত্বাং প্রপদ্যে সদৈব হি॥"

এই বলিয়া স্তব পাঠ করিবে। ইহার পর গৃহে আসিয়া আচমনাদি শেষ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

প্রাতঃসন্ধ্যা (স্ত্রী) প্রাতঃ প্রথমার্দ্ধীয়া সন্ধ্যা। প্রাতঃকাল-কর্ত্তব্য বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনাবিশেষ। বৈদিক প্রাতঃসন্ধ্যায় ১ মার্জ্জন, ২ প্রার্থনা, ৩ প্রাণায়াম, ৪ আচমন, ৫ আপোমার্জ্জন, ৬ অঘমর্ষণ, ৭ সূর্য্যোপস্থান, ৮ দেবতর্পণ, ৯ সাবিত্র্যাবাহন, ১০ সাবিত্রীধ্যান, ১১ সাবিত্রীজপ, ১২ সাবিত্রীবিসর্জ্জন, ১৩ আদিত্যশুক্রপ্রীণন, ১৪ আত্মরক্ষণ, ১৫ রুদ্রোপস্থান, ১৬ ব্রহ্মাদিকে জলদান, ১৭ সূর্য্যার্ঘদান ও ১৮ সূর্য্য প্রণাম।

তান্ত্রিক প্রাতঃসন্ধ্যায়—১ মন্ত্রাচমন, ২ জলশুদ্ধি, ৩ কর-ন্যাস, ৪ অঙ্গন্যাস, ৫ অঘমর্ষণ, ৬ হস্তক্ষালন, ৭ আচমন, ৮ সূর্য্যার্ঘদান, ৯ গায়ত্রীকে জলদান, ১০ তর্পণ, ১১ গায়ত্রীধ্যান, ১২ গায়ত্রীজপ, ১৩ জলসমর্পণ, ১৪ ইষ্টদেবধ্যান, ১৫ প্রাণায়াম, ১৬ মূলমন্ত্রজপ ও ১৭ নমস্কার এই কয়টী বিহিত আছে।

প্রাতঃসবন (ক্লী) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় সোমযাগ।

প্রাতঃস্নান (ক্লী) প্রাতঃ প্রভাতসময়ে যৎ স্নানং ৭-তৎ। প্রভাতকাল-কর্ত্তব্য অবগাহনাদি। ধর্ম্ম এবং স্বাস্থ্য রাখিবার পক্ষে প্রাতঃস্নান একান্ত উপযোগী। এই প্রাতঃস্নান সম্বন্ধে গরুড়পুরাণের ৫০ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, যখন উষাকাল আগত হইবে, ঐ সময় বিধিবিহিত আবশ্যকমত শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া পবিত্র নদীজলে স্নান করিতে হইবে। যাহারা প্রতি-নিয়ত পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রাতঃস্নান করিলে তাহারাও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিতে পারে; সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে প্রাতঃস্নান করা সকলের পক্ষেই উচিত। প্রাতঃস্নান নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া সকলেই উহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাত্রিকালে নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে অবি-শ্রান্ত লালা প্রভৃতি নির্গত হয়, এ নিমিত্ত প্রথমতঃ স্নান না করিয়া কাহার কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতে নাই। বস্তুতঃ পাপক্ষালন করিয়া পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে একমাত্র স্নান ভিন্ন অন্য কোন প্রসিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা উহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ জপ কিংবা হোমাদি কর্ম্মে স্নান করিতেই হইবে, তবে অশক্ত পক্ষে অশিরস্ক স্নান করা অশাস্ত্রীয় নহে।*

উক্ত পুরাণেরই ২১৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, প্রাতে সংক্ষেপে ও মধ্যাহ্নে বিধানক্রমে স্নান করিতে হইবে। ঐ দ্বৈকালীন স্নান কেবল বানপ্রস্থ ও গৃহস্থদিগের সম্বন্ধেই প্রশস্ত। যতি বা ব্রহ্মচারীর পক্ষে এরূপ নিয়ম হইবে না। যতি ত্রিসন্ধ্যাই স্নান করিবেন এবং ব্রহ্মচারী মাত্র একবার স্নান করিবেন।† যাঁহারা প্রতিদিন উষাকালে রবির উদয় ও অস্ত-কালীন স্নান করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের ঐ স্নান প্রাজাপত্য ব্রতের তুল্য হইয়া থাকে; সুতরাং উহাদ্বারা মহাপাতকেরও বিনাশ হইতে পারে। যদি কেহ এক বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে প্রাতঃস্নান করে, তাহা হইলে দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রাজাপত্যের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, উহাতে তাহাই লাভ করিতে পারা যায়। যাঁহারা বিপুল ভোগ কামনা করেন, তাঁহাদিগের মাঘ ও ফাল্গুন এই দুইমাস প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করা উচিত। হবিষ্যাশী হইয়া মাঘ-মাসে প্রাতঃস্নান করিলে ভীষণ অতিপাতকের হাত হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়। যদি কেহ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃৎ অথবা গুরু ইহাদিগের উদ্দেশে স্নান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ঐ স্নানফলের দ্বাদশ অংশ লাভ করিতে পারিবে।

প্রাতর্ (অব্য) প্র-অত-অরন্। (প্রাততেররন্। উণ্ ৫।৫৯)

* "উষঃকালে তু সংপ্রাপ্তে কৃত্বাচাবশ্যকং বুধঃ।
স্নায়ান্নদীষু শুদ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি।
প্রাতঃস্নানেন পূয়ন্তে যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ॥
মুখে সুপ্তস্য সততং লালাদ্যাঃ সংস্রবন্তি হি।
অতো নৈবাচরেৎ কর্ম্মাণ্যকৃত্বা স্নানমাদিতঃ॥
অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ দুঃস্বপ্নং দুর্ব্বিচিন্তিতং।
প্রাতঃস্নানেন পাপানি পূয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥
হোমে জপ্যে বিশেষেণ তস্মাৎ স্নানং সমাচরেৎ।
অশক্তাবশিরস্কন্তু স্নানমস্য বিধীয়তে॥" (গরুড় ৫০ অঃ)

† "প্রাতঃসংক্ষেপতঃ স্নানং মধ্যাহ্নে বিধিবিস্তরং।
প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থগৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসবনং প্রোক্তং সকৃৎ তু ব্রহ্মচারিণঃ॥" ইত্যাদি (গরুড় ২১৫অঃ)

১ প্রভাত। সূর্য্যোদয়াবধি ত্রিমুহূর্ত্তকাল। "প্রযতা প্রাতরন্বেতু সায়ং প্রত্যুদ্‌ব্রজেদপি।" (রঘু ১৷৯০)

প্রাতর (পুং) নাগভেদ। (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

প্রাতরনুবাক (পুং) প্রাতঃসবনে গেয় বেদমন্ত্র। "প্রাতরনুবাকোমহস্তি রাত্র্যা অনূচ্যঃ।" (ঐতরেয়ব্রা° ২৷১৫)

প্রাতরভিবাদ (পুং) প্রাতঃপ্রণাম। (গোভিল ৭৷১৩‡)

প্রাতরহ্ন (পুং) দিনের আদ্যংশ, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বকাল।

প্রাতরাশ (পুং) প্রাতর্ভোজন, প্রাতঃকালের ভোজন। (Breakfast) পর্য্যায়—কল্যজগ্ধি, কল্যবর্ত্ত।

"অস্তি কিঞ্চিৎ প্রাতরাশো ন বেত্তি।" (মৃচ্ছকটিক ১ অঃ)

প্রাতরাশিত (ত্রি) প্রাতঃকালে ভুক্ত, যে প্রাতঃকালে ভোজন করিয়াছে। (মনু ৪৷৬২)

প্রাতরাহুতি (স্ত্রী) প্রাতঃকালের আহুতি, দৈনিক অগ্নিহোত্রযাগের দ্বিতীয়াংশ। (ঐত° ব্রা° ৫৷২৮)

প্রাতরিত্বন্ (ত্রি) প্রাতরাগত, প্রাতঃকালে আগমনকারী।

"প্রাতা রত্নং প্রাতরিত্বা দধাতি।" (ঋক্ ১৷১২৫৷১)

প্রাতর্গেয় (পুং) প্রাতঃকালে গেয় ঈশ্বরাদির্যৈঃ। স্তুতিপাঠক, স্তুতিব্রত।

প্রাতর্জিৎ (ত্রি) প্রাতঃকালে জয়কারী। (ঋক্ ৭৷৪১৷২)

প্রাতর্দ্দন (পুং) প্রতর্দ্দনের গোত্রাপত্য।

প্রাতর্দিন (ক্লী) প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বকাল।

প্রাতর্দুগ্ধ (ক্লী) প্রাতঃকালে পেয়দুগ্ধ। (শত° ব্রা' ৩৷২৷২৷১৬)

প্রাতর্দোহ (পুং) প্রাতঃকালে দুধ দোহা।

প্রাতর্ভোক্তৃ (পুং) প্রাতঃভুঙ্‌ক্তে ভুজ-তৃচ্। কাক। (ত্রি) ২ প্রভাতে ভোজনকারী।

প্রাতর্ভোজন (ক্লী) প্রাতরাশ। (জটাধর)

প্রাতর্যাবন্ (ত্রি) ১প্রাতরিত্বন্, প্রাতরাগত। ২ প্রাতর্যজ্ঞগন্তা।

"প্রাতর্যাবানা প্রথমা যজধ্বম্" (ঋক্ ৫৷৭৭৷১)

"প্রাতরেব যজ্ঞে গন্তা।" (সায়ণ)

প্রাতর্যুক্ত (ত্রি) প্রাতঃকালে যুক্ত, প্রাতে যাহা জুতিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাতর্যুজ (ত্রি) প্রাতঃকালে অশ্বদ্বারা যুজ্যমান। (ঋক্ ১০৷৪১৷২) 'প্রাতঃকালেঽশ্বৈর্যুজ্যমানং' (সায়ণ) (পুং) ২ প্রাতঃসবনগ্রহণে সংযুক্ত অশ্বিনীকুমারদ্বয়। (ঋক্ ১৷২২৷১)

প্রাতর্বস্তৃ (ত্রি) প্রাতঃকালে দীপ্তিশীল।

প্রাতর্হোম (পুং) প্রাতঃকালে অনুষ্ঠেয় হোম।

প্রাতস্তরাম্ (অব্য) অতি প্রত্যূষে।

"প্রাতস্তরাং পতত্রিভ্যঃ প্রবুদ্ধঃ প্রণমন্ রবিং" (ভট্টি)

প্রাতস্ত্য (ত্রি) প্রাতঃকাল সম্বন্ধীয়।

প্রাতস্ত্রিবর্গা (স্ত্রী) গঙ্গা।

প্রাতঃসারিন্ (ত্রি) প্রাতঃকালে স্নানকারী।

প্রাতি (স্ত্রী) ১ পূরণ। ২ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যবর্ত্তী বিতস্তি, প্রাদেশ।

প্রাতিকণ্ঠিক (ত্রি) প্রতিকণ্ঠং গৃহ্লাতি। কণ্ঠগ্রহণকারী।

প্রাতিকা (স্ত্রী) প্র-অত-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। জবাবৃক্ষ।

প্রাতিকামিন্ (পুং) ১ ভৃত্য। ২ দুর্য্যোধনের একজন দূত। (ভারত ভীষ্ম ৬৫ অঃ)

প্রাতিকূলিক (ত্রি) প্রতিকূলং বর্ত্ততে প্রতিকূল-ঠক্। প্রতিকূল বর্ত্তমান। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "তাং প্রাতিকূলিকীং মত্বা।" (ভট্টি)

প্রাতিকূল্য (ক্লী) প্রতিকূলস্য ভাবঃ গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। প্রতিকূলের ভাব। প্রতিকূলতাচরণ, বিরুদ্ধাচরণ, বিপক্ষতা, বাধা।

প্রাতিক্য (ক্লী) প্রতিক-পুরোহিতাদিত্বাৎ যক্। প্রতিকভাব।

প্রাতিক্ষেপিক (ত্রি) প্রতিক্ষেপকারী।

প্রাতিজনীন (ত্রি) প্রতিজনং সাধু প্রতিজন-খঞ্। প্রতিজন বা বিপক্ষের উপযুক্ত।

প্রাতিজ্ঞ (ক্লী) প্রতিজ্ঞার বিষয়, আলোচনার বিষয়।

প্রাতিথেয়ী (স্ত্রী) আশ্বলায়নগৃহোক্ত এক সাধ্বী রমণী। (৩৷৪)

প্রাতিদৈবসিক (ত্রি)প্রতিদিবসে ভবঃ। প্রতিদিবসে যাহা হয়।

প্রাতিনিধিক (পুং) প্রতিনিধি স্বার্থে ঠক্। প্রতিনিধি।

প্রাতিপক্ষ (ত্রি) ১ প্রতিপক্ষ বা বিপক্ষসম্বন্ধীয়। ২ বিরুদ্ধ, প্রতিকূল।

প্রাতিপক্ষ্য (ক্লী) প্রতিপক্ষস্য ভাবঃ। বিপক্ষতা, শত্রুতা।

প্রাতিপথিক (ত্রি) প্রতিপথে গমনকারী।

প্রাতিপদ (ত্রি) ১ প্রতিপদ সম্বন্ধীয়।

প্রাতিপদিক (ত্রি) প্রতিপদায়াং তিথৌ ভব ইতি প্রতিপদ-ঠঞ্ (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪৷৩৷১১) ১ প্রতিপৎতিথিভব, প্রতিপদ্ তিথিতে যাহা হয়। (পুং) ২ অগ্নি। অগ্নি পুরাকালে জগতে খ্যাতি লাভ করিবার জন্য পিতামহ ব্রহ্মার নিকট একটী তিথি প্রার্থনা করেন, ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রতিপদ্ তিথির অধিপতি করিয়া দেন।*

প্রতিপদে ধাতুভিন্নপদে ভব ইতি প্রতিপদ-ঠক্ (ক্লী)

---

* "ইত্থম্ভূতো মহানগ্নিব্রহ্মক্রোধোদ্ভবো মহান্।
উবাচ দেবং ব্রহ্মাণং তিথির্মে দীয়তাং প্রভো।
যস্যামহং সমস্তস্য জগতঃ খ্যাতিমাপ্নুয়াং ॥ ব্রহ্মোবাচ—
দেবানামথ যক্ষাণাং গন্ধর্ব্বাণাঞ্চ সত্তম।
আদৌ প্রতিপদা যেন ত্বমুৎপন্নোঽসি পাবকঃ ॥
ত্বৎপদাৎ প্রাতিপদিকং সম্ভবিষ্যন্তি দেবতাঃ।
অতস্তে প্রতিপন্নাম তিথিরেষা ভবিষ্যতি ॥" (বরাহপু°)

৩ নামশব্দভেদ। ব্যাকরণ-মতে—ইহা একটী সংজ্ঞারূপে গৃহীত হইয়াছে। ধাতু ও বিভক্তিবর্জ্জিত অথচ অর্থবিশিষ্ট যে শব্দরূপ, তাহাই প্রাতিপাদিকসংজ্ঞক বলিয়া অভিহিত। যথা—বিপ্রঃ কর্ত্তা কুণ্ডং ইত্যাদি। 'অধাতুবিভক্ত্যর্থবৎ প্রাতিপদিকং' (সুপদ্ম ব্যাকরণ বিভক্তি প্র ১ সূত্র)

প্রাতিপীয় (পুং) ১ রাজভেদ। (ভারত দ্রোণ° ১৫৭ অঃ) ২ গোত্রপ্রবর ঋষিভেদ।

প্রাতিপেয় (পুং) ভারতীয় একজন রাজা। (ভা° সভা°৬৯ অঃ)

প্রাতিপৌরুষিক (ত্রি) প্রতিপুরুষ সম্বন্ধীয়, মনুষ্যত্ব সম্বন্ধীয়।

প্রাতিবোধ (পুং) প্রতিবোধের পুং অপত্য।

প্রাতিবোধায়ন (পুং) প্রতিবোধের গোত্রাপত্য।

প্রাতিভ (ত্রি) প্রতিভাঅস্ত্যস্য প্রজ্ঞাদিত্বাৎ অণ্। ১প্রতিভান্বিত। ২ যোগীদিগের যোগবিঘ্নকারক উপসর্গভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে—

"প্রাতিভঃ শ্রাবণো দৈবো ভ্রমাবর্ত্তৌ তথাপরৌ।
পঞ্চৈতে যোগিনাং যোগবিঘ্নায় কটুকোদয়াঃ॥
বেদার্থাঃ কাব্যশাস্ত্রার্থাঃ বিদ্যাঃ শিল্পান্যশেষতঃ।
প্রতিভান্তি যদস্যেতি প্রাতিভঃ স তু যোগিনঃ॥
শব্দার্থান্ অখিলান্ বেত্তি শব্দং গৃহ্লাতি চৈব যৎ।
যোজনানাং সহস্রেভ্যঃ শ্রাবণঃ সোঽভিধীয়তে॥
সমন্তাদ্বীক্ষতে চাষ্টৌ স যদা দেবতোপমঃ।
উপসর্গন্তমপ্যাহুর্দৈবমুন্মত্তবদ্বুধাঃ॥
ভ্রাম্যতে যন্নিরালম্বং মনোদোষেণ যোগিনঃ।
সমস্তাচারপ্রভ্রংশাৎ ভ্রমঃ স পরিকীর্ত্তিতঃ॥
আবর্ত্ত ইব তোয়স্য জ্ঞানাবর্ত্তো যদাকুলঃ।
নাশয়েচ্চিত্তমাবর্ত্ত উপসর্গঃ স উচ্যতে॥" (মার্কণ্ডেয়পুরাণ)

প্রাতিভ, শ্রাবণ, দৈব, ভ্রম ও আবর্ত্ত এই পাঁচটী যোগিগণের যোগবিঘ্নের ভয়ঙ্কর হেতু হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহা দ্বারা যোগীর চিত্তে যাবতীয় বেদার্থ, কাব্যশাস্ত্রাদির অর্থ, বিবিধবিদ্যা ও নানাবিধ শিল্প প্রতিভাত হয়, তাহাকে প্রাতিভ কহে। যোগী যাহা দ্বারা সহস্র যোজন দূরবর্ত্তী শব্দগ্রহণ করিয়া তাহার অর্থ সকল হৃদয়ঙ্গম করেন, তাহাকে শ্রাবণ কহে। যাহার প্রভাবে দেবপ্রতিম যোগী পুরুষ উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহাই দৈব বিঘ্ন বলিয়া কথিত। এতদ্ভিন্ন সকল আচার পরিত্যাগ করায় ও দোষবশতঃ যোগীর মন যে নিরালম্বভাবে ভ্রমিত হইয়া থাকে, তাহাকে ভ্রম এবং জ্ঞানাবর্ত্ত যখন জলাবর্ত্তের ন্যায় আকুলিত হইয়া যোগীর চিত্তকে বিনষ্ট করিতে থাকে, তখন তাহাকে আবর্ত্তক বিঘ্ন কহে।

প্রাতিভাব্য (ক্লী) প্রতিভূ-ষ্যঞ্, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। প্রতিভূর ভাব, জামিনী। "সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যঞ্চ দানং গ্রহণমেব চ। বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরম্॥" (দায়ভাগ)

প্রাতিভাসিক (ত্রি) প্রতিভাস বা প্রতিরূপসম্বন্ধীয়, অনুরূপক।

প্রাতিরূপ্য (ক্লী) প্রতিরূপের ভাব। অনুরূপ।

প্রাতিলোমিক (ত্রি) ১ প্রতিলোমক্রমে উৎপন্ন, বিপর্য্যয়ে জাত। [প্রতিলোম দেখ।] ২ বিপক্ষ। ৩ অপ্রীতিকর।

প্রাতিলোম্য (ক্লী) ১ প্রতিলোমের ভাব, বিপরীত ভাব। ২ প্রতিকূলতা। ৩ বিরুদ্ধভাব।

প্রাতিবেশিক (পুং) প্রতিবেশ-ষৎ। প্রতিবেশী।

প্রাতিবেশ্মক (ত্রি) ১ প্রতিবেশ্ম বা প্রতিবেশীর গৃহসম্বন্ধীয়। ২ নিকটবর্ত্তী। (পুং) ৩ প্রতিবেশী।

প্রাতিবেশ্য (পুং) যে প্রতিবেশী ঠিক পার্শ্বগৃহে বাস করে, নিরন্তর গৃহবাসী। (মনু ৮।৪৯২)

প্রাতিবেশ্যক (পুং) প্রাতিবেশ্য স্বার্থে কন্। প্রতিবেশী, নিরন্তর গৃহবাসী।

প্রাতিশাখ্য (ক্লী) বিভিন্ন বেদের স্বর, পদ, সংহিতা প্রভৃতি নির্ণয়ার্থ গ্রন্থবিশেষ। প্রতিবেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা আছে। বহু পূর্ব্বকাল হইতে যিনি যে শাখা অধ্যয়ন করিতেন, তিনি বংশপরম্পরায় সেই শাখাধ্যায়ী বলিয়া গণ্য হইতেন। বৈদিকযুগের বহুপরে যখন ভিন্ন ভিন্ন শাখাধ্যায়ী সেই সেই বেদপাঠকালে একটু গোলে পড়িলেন, অথচ সে সময় যে সকল বৈদিক ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, সে সমুদয় হইতে বেদের প্রতিশাখার পদ, ক্রম বা স্বরাদি নির্ণয়ে সুবিধা হইত না, তখন প্রতিশাখার স্বর ও পদাদির বিপর্য্যয়নিবারণার্থ প্রাতিশাখ্যের উৎপত্তি হইল। এক সময় বেদের সকল শাখার প্রাতিশাখ্য প্রচলিত ছিল, এখন কেবল ঋগ্বেদের শাকলশাখার শৌনকরচিত ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্য ও বাজসনেয়-শাখার কাত্যায়ন-রচিত বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য, সামবেদের মাধ্যন্দিনশাখার পুষ্পমুনি-রচিত সামপ্রাতিশাখ্য এবং অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য বা শৌনকীয় চতুরাধ্যায়িকা পাওয়া গিয়াছে।

শৌনকের ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৩ কাণ্ড, ৬ পটল ও ১০৩ কণ্ডিকায় বিভক্ত। এই প্রাতিশাখ্যের পরিশিষ্ট রূপে উপলেখসূত্র নামে একখানি গ্রন্থও পাওয়া যায়। প্রথমে বিষ্ণুপুত্র ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের ভাষ্য রচনা করেন, তদ্দৃষ্টে উবটাচার্য্য একখানি বিস্তৃত ভাষ্য লিখিয়াছেন।

তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ঋক্‌প্রাতিশাখ্যের পর রচিত, ইহাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত। এই প্রাতিশাখ্যে আত্রেয়, স্থবির-

কৌণ্ডিন্য, ভারদ্বাজ, বাল্মীকি, অগ্নিবেশ্ম, অগ্নিবেশ্যায়ন, পৌষ্কর-সাদি প্রভৃতি আচার্য্যগণের উল্লেখ আছে ; কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে তৈত্তিরীয় আরণ্যক বা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতার বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। আত্রেয়, মাহিষেয় ও বররুচি-রচিত তৈত্তিরীয় প্রাতি-শাখ্যের ভাষ্য প্রচলিত ছিল। এখন আর পাওয়া যায় না। ঐ সকল প্রাচীন ভাষ্য দৃষ্টে কার্ত্তিকেয় (?) ত্রিভাষ্যরত্ন নামে একখানি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

কাত্যায়নের বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য আট অধ্যায়ে বিভক্ত। ১ম অধ্যায়ে সংজ্ঞা ও পরিভাষা, ২য়ে স্বরপ্রক্রিয়া, ৩য় হইতে ৫ম অধ্যায়ে সংস্কার, ৬ষ্ঠ ও ৭ম অধ্যায়ে ক্রিয়ার উচ্চারণভেদ, এবং ৮ম অধ্যায়ে স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের নিয়ম বর্ণিত হইয়াছে। এই বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যে শাকটায়ন, শাকার্য্য, গার্গ্য, কাশ্যপ, দাল্‌ভ্য, জাতুকর্ণ, শৌনক, ঔপাশিবি, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের উল্লেখ আছে। ইহার প্রথম অধ্যায়ে 'বেদ' ও 'ভাষ্য' এই দুই ভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল যে, সাম-প্রাতিশাখ্য পাওয়া যায় না ; কিন্তু এখন সে সন্দেহ দূর হই-য়াছে *। এখন যে সামপ্রাতিশাখ্য পাওয়া যায়, তাহা পুষ্প-মুনিবিরচিত। এখানি ১০টী প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রপাঠকে দশরাত্র, সংবৎসর, একাহ, অহীন, সত্র, প্রায়শ্চিত্ত ও ক্ষুদ্র পর্ব্বানুসারে স্তোত্রিয় সামসমূহের সংজ্ঞাগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত। তৃতীয় ও চতুর্থ প্রপাঠকে সাম মধ্যে শ্রুত আইভাব ও প্রকৃতিভাব সম্বন্ধে বিধি উপদেশ ; পঞ্চম প্রপাঠকে বৃদ্ধ ও অবৃদ্ধ ভাবের যথাযথ ব্যবস্থা ; ষষ্ঠ প্রপাঠকে সামভক্তি-সমূহ কোথায় গীত বা কোথায় অগীত থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা ; সপ্তম ও অষ্টম প্রপাঠকে লোপ, আগম ও বর্ণবিকারের স্থানাদি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উপদেশ ; নবম প্রপাঠককে ভাবকথন এবং দশম বা শেষ প্রপাঠকে ক্লুষ্টাক্লুষ্টনির্ণয় ও প্রস্তাব লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে পুষ্পমুনি নবম প্রপাঠকে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অথ ভাবান্ প্রবক্ষ্যামঃ প্রগাণং যৈর্বিধীয়তে।
আর্চ্চিকঞ্চ স্তৌভিকং চৈব পদং বিক্রিয়তে তু যৈঃ॥
আয়িত্বং প্রকৃতিং চৈব বৃদ্ধং চাবৃদ্ধমেব চ।
গতাগতঞ্চ স্তোভানামুচ্চনীচং তথৈব চ॥
সন্ধিবৎ পদবদ্গানমন্তমার্ভাবমেব চ।
প্রশ্লেষাশ্চাথ বিশ্লেষা উহে তেব নিবোধত॥
সংক্লুষ্টঞ্চ বিক্লুষ্টঞ্চ ব্যঞ্জনং লুপ্তমতিহ্নতম্।
আভাবাংশ্চ বিকারাংশ্চ ভাবানূহেঽভিলক্ষয়েৎ॥
এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্ব্বাঃ শাখাঃ পৃথক্ পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু॥
সামানি ষট্সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ।
উনানামন্যথা গীতিঃ পাদানামধিকাশ্চ যে।
যোনিদৃষ্টাঃ সমা যেঽন্যে পাদাস্ত্বক্ষরশঃ স্মৃতাঃ।
আয়েভাবশ্চ নেদানীং দীর্ঘং যচ্চৈব কৃষ্যতে।
কর্ষণে তু নিবর্ত্তেতে ৎসায়িবায়ামুপদ্রবে।
ওভাবো দৃশ্যতে সাম্নি ঔভাবশ্চ যথাক্রমম্।
অভ্যূদূহে ন সর্ব্বত্র উহে গীতি রহস্যবৎ।
স্বাদিপর্ব্বণি তিস্রায়াং তথৈবান্যেষু সামসু।
আর্চ্চিকং নিধনং স্থায়ে স্তৌভিকং বা যদক্ষরম্।
ক্লুষ্টাক্লুষ্টস্তবেৎ স্বার্যমস্তোদাত্তং বুধে স্বয়ম্।
মণাজনংত্ সদদেবানা মাবিশাসিবিদেশ্ম্যু জিৎ।
স্বনাদ্বয়ংত্ শ্রিয়েতির্ভারয়িষ্প্রিয়মভিদ্বিতা।
জসাবসন্তমক্ষর্ম্মং ৎসুত উড্যঃ ষিভির্দ্ধয়ন্।
স্থায়াদেতান্যপেতানি শ্বত একে বুধে স্বরম্।
ত্রীভাসপৌষ্কলাষ্টৈড়রয়িষ্ঠাচ্ছিদ্রধর্ম্মসু।
ত্রৈতাশ্বব্রতশৌক্তাঙ্কীচতুঃষড়িড়য়োস্তথা।
ষড়্ভাসে পৌষ্কলে সপ্ত ত্রীণ্যষ্টৈড়ে পৃথক্ তৃচে।
রয়িশৌক্তে বৃষা স্তোভে দ্বে দ্বে স্থায়বিরোধিনী।
অশ্বাঙ্কীগবয়োঃ স্তোভধর্ম্মাচ্ছিদ্রেষু পঞ্চসু।" (সাম প্রাতি°)

অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য দুই খানি পাওয়া গিয়াছে—একখানি চারি অধ্যায়ে সম্পূর্ণ ও শৌনকের রচিত, এজন্য শৌনকীয় চতু-রাধ্যায়িকা নামে খ্যাত। ছয়টী মুখ্য বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। ১ম—গ্রন্থের উদ্দেশ্য, পরিচয় ও বৃত্তি। ২য়—স্বর ও ব্যঞ্জনসংযোগ, উদাত্তাদি লক্ষণ, প্রগৃহ্য, অক্ষরবিন্যাস, যুক্তবর্ণ, যম, অভিনিধান, নাসিক্য, স্বরভক্তি, স্ফোটন, কর্ষণ ও বর্ণক্রম। ৩য়—সংহিতাপ্রকরণ, ৪র্থ—ক্রমনির্ণয়, ৫ম—পদনির্ণয় এবং ৬ষ্ঠ—স্বাধ্যায় বা বেদপাঠের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ। †

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস, 'পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণ রচিত হইবার বহুপূর্ব্বে এই প্রাতিশাখ্য সকল রচিত হয়। এখন যে সকল প্রাতিশাখ্য পাওয়া গিয়াছে,

* পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় 'সামপ্রাতিশাখ্য' প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন।

† আমেরিকার প্রসিদ্ধ শাব্দিক বিট্‌নে (Whitney) সাহেব টীকা টিপ্পনীসহ অতি সুন্দরভাবে এই অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্যের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ডাক্তার বুহ্লর সাহেব আর একপ্রকার প্রাতিশাখ্য বাহির করিয়াছেন ; কিন্তু এখানি অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে তন্মধ্যে শৌনকরচিত অথর্ব্ববেদ-প্রাতিশাখ্য খানিই সর্ব্বপ্রাচীন। ইহার পর ঋক্‌প্রতিশাখ্য, তৎপরে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য এবং সর্ব্বশেষ কাত্যায়নের বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য। পণ্ডিত সত্যব্রতসামশ্রমীর মতে "পুষ্প প্রণীত সাম প্রাতিশাখ্য পাণিনিসূত্র হইতেও প্রাচীন, এমন কি সর্ব্বদর্শনজ্যেষ্ঠ মীমাংসাদর্শন হইতেও প্রাচীন। কারণ মীমাংসাদর্শনের অধিকরণমালায় 'তথাচ সামগা আহুঃ—'বৃদ্ধং তালব্যমাহ ভবতি।' এই সাম প্রাতিশাখ্যের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।"

অধ্যাপক গোল্‌ডষ্টুকার প্রচলিত সমুদায় প্রাতি-শাখ্যগ্রন্থই পাণিনির পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি মোক্ষমূলর, বেবের প্রভৃতি জর্ম্মণ পণ্ডিতের মতের সমালো-চনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যরচয়িতা কাত্যায়ন ও পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার কাত্যায়ন উভয়ে এক ব্যক্তি। কাত্যায়ন আপন বার্ত্তিকে যেমন পাণিনির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন, বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্য মধ্যেও সেইরূপ পাণিনির উপর আক্রমণ দৃষ্ট হয়। যথা—

পাণিনিসূত্রে আছে—"অদর্শনং লোপঃ। (১।১।৬০) অর্থাৎ অদর্শনই লোপ। কাত্যায়ন বলেন, 'বর্ণস্যাদর্শনং লোপঃ' (বাজসনেয়প্রা° ১।১৪১) কেবল লোপ বলিলে হইবে না, বর্ণের অদর্শন হইলেই লোপ বুঝাইবে।

পাণিনি বলিয়াছেন,—"উচ্চৈরুদাত্তঃ।" (১।২।২৯) "নী চৈ-রনুদাত্তঃ" (১।২।৩০) ও "সমাহারঃ স্বরিতঃ" (১।২।৩১)।

এখানে বাজসনেয় প্রাতিশাখ্যকার লিখিলেন, কেবল সমা-হার বলিলে চলিবে না; 'উভয়বান্ স্বরিতঃ' (১।১০৮-১১০) অর্থাৎ উদাত্ত ও অনুদাত্ত উভয় যোগে স্বরিত এই বলাই উচিত।

পাণিনিসূত্র করিয়াছেন, "তস্যাদিত উদাত্তমর্দ্ধহ্রস্বং।" এই সূত্রে কাত্যায়ন সন্তুষ্ট না হইয়া সূত্র করিলেন, "তস্যাদিত উদাত্তং স্বরার্দ্ধমাত্রং" (প্রা° ১।১২৬) উদাত্ত অর্দ্ধহ্রস্ব বলিলে হয় না, স্বরের অর্দ্ধমাত্রা বলিলে ঠিক হয়। পাণিনি বলিয়াছেন, "তুল্যাস্যপ্রযত্নং সবর্ণম্।" (১।১।৯) কাত্যায়ন স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, "সমানস্থানকরণাস্যপ্রযত্নসবর্ণঃ।" (১৪৩)

পাণিনি বলিয়াছেন,—"মুখনাসিকাবচনোঽনুনাসিকঃ।" (১।১।৮) কাত্যায়ন ইহাতে সন্তুষ্ট নহেন, তিনি করিলেন, "মুখানুনাসিকা-করণোঽনুনাসিকঃ।" (১৭৫) পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, "ওম্ অভ্যাদানে" (৮।২।৮৭) অর্থাৎ প্রারম্ভে ওম্ থাকা চাই। পাণিনির এই সূত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সময়ে কেবল বৈদিক গ্রন্থ বলিয়া নহে, সকল স্থলে আরম্ভে 'ওম্' ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বাজসনেয়-প্রাতিশাখ্যকার লিখিয়াছেন, 'ওম্‌কারং বেদেষু' (১।১৮) "অথাকারং ভাষ্যেষু" (১।১৯) অর্থাৎ বেদের প্রারম্ভে 'ওম্' এবং ভাষ্যের প্রারম্ভে 'অথ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই প্রমাণদ্বারা বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যকার পাণি-নির পরবর্ত্তী হইতেছেন।

বাজসনেয়প্রাতিশাখ্যকার ও তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যকার উভয়েই ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শৌনক যজুঃপ্রাতিশাখ্যকারদ্বয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেছেন।

অথর্ব্ব ও ঋক্ উভয় প্রাতিশাখ্যই শৌনকের রচনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, উভয় গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচনা কি না বলা যায় না। তবে শৌনক ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে ব্যালির (ব্যাড়ির) মত উদ্ধৃত করিয়াছেন *। মহাভাষ্য প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, ব্যাড়ি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর উপর 'সংগ্রহ' নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই ব্যাড়ির আর একটী নাম দাক্ষায়ন। পাণিনির একটী নামও দাক্ষিপুত্র। পাণিনির "যঞিঞোশ্চ" (৪।১।১০১) সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি গোত্রাপত্য বুঝাইতে উদাহরণ স্বরূপ 'দাক্ষায়ণ' শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। আবার 'অতইঞ্' (পা ৪।১।৯৫) সূত্রের ভাষ্যে দক্ষের অপত্য বা পুত্র বুঝাইতে 'দাক্ষি' শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন পাণিনি ৪।১।১৬২ সূত্রে পৌত্র ও তাহার বংশধরদিগকেই গোত্রা-পত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এরূপস্থলে পাণিনি দক্ষের পৌত্র বা দাক্ষিপুত্র হইতেছেন, আবার দাক্ষায়ন ব্যাড়ি দক্ষের বা দাক্ষির গোত্রাপত্য হইতেছেন।

পাণিনি একটী সূত্র করিয়াছেন, "আচার্য্যোপসর্জ্জনশ্চান্তে-বাসী।" (৬।২।৩৬) অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্যের পূর্ব্বে যদি তাঁহার আচার্য্যপরম্পরার নাম থাকে ও দ্বন্দ্বসমাস হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব পদের প্রকৃতিস্বর হইয়া থাকে। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ইহার উদাহরণস্বরূপ লিখিয়াছেন, "আপিশল-পাণি-নীয়-ব্যাড়ীয়-গৌতমীয়াঃ।" এই প্রমাণ দ্বারাও পাণিনি ব্যাড়ির পূর্ব্ববর্ত্তী বা আচার্য্য হইতেছেন।

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা ঋক্‌প্রাতিশাখ্যকার শৌনকের পূর্ব্বে পাণিনি হইতেছেন।

কেহ কেহ প্রাতিশাখ্যকে বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়া মনে করেন। বেদের ষড়ঙ্গের মধ্যে 'ব্যাকরণ' একখানি; কিন্তু প্রাতিশাখ্যের নাম ষড়ঙ্গের মধ্যে বা বৈদিক ব্যাকরণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই। বাস্তবিক প্রাতিশাখ্যে ব্যাকরণের সম্পূর্ণ লক্ষণা-ভাব। এই জন্য সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণ প্রাতিশাখ্যকে বেদের শাখাবিশেষের নাদ ও স্বর ঘটিত এবং পদকে সংহিতায় আনিবার বিধিমূলক গ্রন্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

* ঋক্‌প্রাতিশাখ্য ৩।১৪, ১৭; ৬।১২, ১৩।১২, ১৫ দ্রষ্টব্য।

প্রাতিশ্রুৎক (পুং) প্রতিশ্রুতি তৎসময়ে ভব ঠঞ্। প্রতিশ্রবণবেলায় ভব পুরুষ।

"যত্র বায়ং শ্রোত্রঃ প্রাতিশ্রুৎকঃ পুরুষঃ।" (বৃহদারণ্যক ৩৷৯৷১৩)

প্রাতিস্বিক (ত্রি) প্রতিস্বং ভবঃ। প্রতিস্ব-ঠক্। ১ অসাধারণ বা অসাধারণ ধর্ম্মযুক্ত। ২ অন্যাসাধারণ, অন্যের যাহা নাই। ৩ আবেশিক। ৪ স্বকীয় বা স্বসম্পর্কযুক্ত। ৫ প্রত্যেকের প্রাপ্যাংশ দানকারী। (ত্রিকাণ্ড)

প্রাতিহত (ত্রি) স্বরিতের সংজ্ঞাভেদ। (তৈত্তিরীয় প্রাতিশা° ২।৮)

প্রাতিহর্ত্র (ক্লী) প্রতিহর্ত্তুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা উদ্গাত্রাদি অঞ্। (পা ৫৷১৷১২৯) ১ প্রতিহর্ত্তৃরূপ ঋত্বিগ্বিশেষের প্রতিহরণকর্ম্ম। ২ প্রতিহর্ত্তার ভাব। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪৷৪৷৪৪)

প্রাতিহার (পুং) প্রতিহার এব। স্বার্থে অণ্। ১ প্রাতিহারিক। ২ ক্রীড়াকুশলী। ৩ মায়াকার।

প্রাতিহারক (পুং) প্রতিহারক এব, স্বার্থে অণ্। ১ প্রাতিহারক। অমর প্রতিহারক অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। (অমরটীকায় ভরত)

প্রাতিহারিক (পুং) প্রতিহারঃ প্রতিহরণং ব্যাজইত্যর্থ। স প্রয়োজনমস্যেতি প্রতিহার ঠঞ্ (পা ৫৷১৷১০৯।) ১ মায়াকার। (অমর ২৷১০৷১১) ২ মায়িক। (ত্রি) ৩ প্রতিহারসংযুক্ত (বৈদিকমন্ত্রাদি)। (লাট্টায়ন ৭৷৭৷৩২।)

প্রাতিহার্য্য (ক্লী) ১ প্রতিহারের কার্য্য। মায়াকারের ভেল্কী প্রদর্শনরূপ কর্ম্ম। ২ ভৌতিক ব্যাপার।

প্রাতীতিক (ত্রি) প্রতীত্যা নির্বৃত্তঃ ঠঞ্। প্রাতিভাসিক পদার্থ। চিন্তা বা কল্পনায় ভাসমান বিষয়। মানস সম্পর্কীয়।

প্রাতীপ (পুং) প্রতীপস্যাপত্যং প্রতীপস্যায়ং ইতি বা। প্রতীপ-অণ্। প্রতীপ-নৃপপুত্র। শান্তনুরাজ।

"প্রাতীপঃ শান্তনুস্তাত কুলস্যার্থ যথোত্থিতম্॥"(ভার° ৫৷১৪৮৷২)

প্রাতীপিক (ত্রি) প্রতীপং বর্ত্ততে ইতি প্রতীপ-ঠঞ্। প্রতীপ বর্ত্তমানে প্রতিকূলাচরণকারী। ২ বিপরীত।

প্রাতৃদ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪৷৮৷১৩৷২)

প্রাত্যক্ষ (ত্রি) প্রত্যক্ষ সম্বন্ধীয়। (পা ৫৷৫৷৪৷৩৮)

প্রাত্যগ্রথি (পুং) প্রত্যগ্রথের গোত্রাপত্য।

প্রাত্যন্তিক (পুং) প্রত্যন্তদেশোদ্ভব রাজপুত্র। সীমান্তদেশরক্ষাকারী। (বৃহৎ সং ৬৯৷২৩)

প্রাত্যয়িক (ত্রি) প্রত্যয়ায় স্থিত ইতি প্রত্যয়-ঠক্। প্রত্যয়সম্বন্ধীয়। ২ প্রতিভূভেদ। 'দর্শন প্রতিভূর্যত্রমৃতঃ প্রাত্যয়িকোঽপি বা।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২৷৫৪) [দর্শনপ্রতিভূ শব্দ দেখ।]

প্রাত্যহিক (ত্রি) প্রতিদিবস সম্পর্কীয়, প্রত্যহ ঘটনযোগ্য। (মনুটীকায় কুল্লূক ৯৷৮৬)

প্রাথমকল্পিক (পুং) প্রথমকল্প আদ্যারম্ভপ্রয়োজনং যস্য। (পা ৫৷১৷১০৯) ইতি ঠঞ্। যদ্বা প্রথমকল্পমধীতে ইতি। বিদ্যালক্ষণকল্পান্তাচ্চেতি বক্তব্যমিতি ঠক্। ১ প্রথমারব্ধ বেদাধ্যয়ন। কল্পরূপ শিক্ষাগ্রন্থাধ্যয়ন বিষয়ীভূত। (ত্রি) প্রথমকল্পে ভবঃ ঠক্। ৩ প্রথমারম্ভোচিত বেদাধ্যয়নাদি। প্রথমং শিক্ষণীয়ং কল্পং শাস্ত্রমধীতে যঃ ইত্যর্থে ঠক্। ৪ শৈক্ষ্য।

প্রাথমিক (ত্রি) প্রথমে ভবঃ। প্রথম-ঠঞ্। প্রথমভব। যথা—যত্রাবিরলক্রমেণ সিদ্ধিসিষাধয়িষাস্থমিতয়স্তত্র দ্বিতীয়ক্ষণে পক্ষতাসম্পত্ত্যর্থং দ্বিতীয়ঃ সিষাধয়িষাবিরহো বিশেষণমস্ত সিদ্ধে প্রাথমিকস্ত কিমর্থম্।" ইতি পক্ষতা-শিরোমণি। প্রথমমধীতে বেদ বা প্রথম-ঠক্। প্রথমাধ্যয়নযোগ্য বেদাদি। অধ্যয়নকালে যে গ্রন্থ বালকের প্রথমপাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়।

প্রাথম্য (ত্রি) প্রথম-ষ্যঞ্। প্রথমের ভাব। (কুল্লূক ১৷৭৫)

"অস্মাভিরেব প্রাথম্যেন নানামুনীনাং বচনৈরেবংবিধো নিবন্ধঃ ক্রিয়তে।" (বিজয়রক্ষিত)

প্রাদক্ষিণ্য (পুং) প্রদক্ষিণ-সম্বন্ধীয়। (মহাভারত ১৭৷৪৬)

প্রাদানিক (ত্রি) দানযোগ্য। উৎসর্গ বা প্রদানার্হ।

প্রাদায় (অব্য) প্রকৃষ্টরূপে দত্ত।

প্রাদি (পুং) উপসর্গ সংজ্ঞার্থ পাণিনি-উক্ত শব্দভেদ। ইহাকে প্রাদিগণও বলে। প্র, পরা, অপ, সম্, অনু, অব, নিস্, নির্, বি, আঙ্, নি, অধি, অপি, অতি, সু, উৎ, অভি, প্রতি, পরি, উপ প্রভৃতি উপসর্গ প্রাদি বাচ্য।

"প্রাদয়ঃ ক্রিয়াযোগে উপসর্গসংজ্ঞা পতিসংজ্ঞাশ্চ স্যুঃ।" (সি° কৌ°

প্রাদিত্য (পুং) রাজপুত্রভেদ।

প্রাদুরাক্ষি (পুং) গোত্র প্রবরঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

প্রাদুর্ভাব (পুং) প্রাদুস্ ভূ-ভাবে ঘঞ্। আবির্ভাব, প্রথমপ্রকাশ।

"বপুঃ প্রাদুর্ভাবাবন্থমিতমিদং জন্মনি পুরা॥" (কুবলয়ানন্দ)

প্রাদুর্ভূত (পুং) আবির্ভূত। প্রকাশিত, জ্ঞানগোচরে আগত।

প্রাদুষ্করণ (ক্লী) প্রাদুস্ ক্রি-অণ্। প্রদর্শন। উৎপাদন, আলোকীকরণ। দৃষ্টিগোচরকরণ। (আশ্ব° গৃ° ১৷৯)

প্রাদুষ্ক্রিত (ত্রি) ১ আবির্ভূত। ২ দৃষ্টিপথারূঢ়। দর্শনযোগ্যকরণ।

"প্রাদুষ্ক্রিতাগ্নিহোত্রাহয়ং মুহূর্ত্তঃ।" (মহাভারত আদিপর্ব্ব)

প্রাদুষ্ক্রিতবপু (ত্রি) যে আকৃতি রূপবিশিষ্ট হইয়া দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেব ও ভূতযোনির ছায়া শরীরে আবির্ভাব, শরীরে ভূতাদির আবেশ। (রাজতর° ৩৷২৭৮)

প্রাদুষ্ক্রিত্য (অব্য) ১ উৎপাদ্য। ২ আলোকিতব্য, গোচরীভূত। (ষড়বিংশব্রা° ৪৷১)

প্রাদুষ্য (ক্লী) প্রাদুর্ভাব। (উণাদিবৃত্তি ২৷১১৮)

প্রাদুস্ (অব্য) প্রাত্তীতি প্র-অদ্-উসি। (বাহুলকাদদেরপ্যুসি প্রত্যয়ঃ। উণ্ ২।১১৮ ইতি উজ্জ্বলদত্তোক্ত উসি)। পর্য্যায়— আবিস্, ১ নাম। ২ প্রাকাশ্য। ৩ স্ফুটত্ব। আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব।

"জ্যানিনাদমথ গৃহ্নতীতয়োঃ প্রাদুরাস বহুলক্ষপাচ্ছবিঃ।
তাড়কাচলকপালকুণ্ডলা কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী॥"
(রঘুবংশ ১১।১৫)

৫ প্রাকাশ্য। ৬ সম্ভাব্য। ৭ বৃত্তি। স্বরাদি, উর্য্যাদি ও সাক্ষাদাদিগণে প্রাকাশ্য অর্থে ক্রিয়াযোগে গতিসংজ্ঞা বুঝাইলে প্রাদুস্ শব্দের উত্তর প্রাদুষ্কৃত্যাদি পদ সাধিত হইয়া থাকে। (উজ্জ্বলদত্ত)

প্রাদেশ (পুং) প্রদিশ্যতে প্র-দিশ্ হলশ্চেতি ঘঞ্। (উপসর্গস্য ঘঞতি দীর্ঘ)। ১ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপ্রদেশ, বিঘত।

"প্রমাণতো ভীমসেনঃ প্রাদেশেনাধিকোঽর্জ্জুনাৎ॥"
(মহাভারত ৫।৫১।১৭)

প্রদেশ এব স্বার্থে অণ্। ২ দেশমাত্র।

'প্রাদেশো দেশমাত্রে চ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসম্মিতে॥' (মেদিনী)

৩ পরিমাণভেদ। "অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যাব্যাসঃ প্রাদেশ উচ্যতে॥" (দেবীপুরাণ) ৪ স্থান, দেশভাগ।

প্রাদেশন (ক্লী) প্র-আ-দিশ্-ল্যুট্। দান। (অমর ২।৭।৩০)

প্রাদেশমাত্র (ত্রি) বিতস্তিপরিমিত। বিঘৎ পরিমাণ।

"আসন্দ্যাঃ প্রাদেশমাত্রাঃ পাদাঃ স্যুঃ।" (ঐতরেয়ব্রা° ৮।৫)

প্রাদেশিক (ত্রি) প্রদেশে ভব-ঠক্। ১ প্রদেশভব।

"যত্র স্বরসংস্কারৌ সমর্থৌ প্রাদেশিকেন গুণেনান্বিতৌ স্যাতাম্।"
(নিরুক্ত ১।১২)

২ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা বা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন। ৩ আত্মর্থজ্ঞাপক। অপ্রাদেশিক হইলে বিকার বা অপ্রাসঙ্গিক অর্থ বুঝাইবে। ৪ বিশেষস্থানবিষয়ক। ৫ নিরূপিত বিষয় বা দেশ। প্রাদেশিকসমিতি (Provincial Conference) (পুং) ৬ ভূম্যাধিকারী, সামন্ত। (কৌশিক° ৯৪)

প্রাদেশিকেশ্বর (পুং) সামন্তরাজ। সামান্য ভূসম্পত্তির অধিকারী বা রাজা। (রাজতর° ৪।১২৬)

প্রাদেশিন্ (ত্রি) বিতস্তিপরিমিত। (গৃহ্যাসংগ্রহ ১।৫৫) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। তর্জ্জনী। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৬।১২।১)

[প্রদেশিনী দেখ।]

প্রাদোষ (ত্রি) প্রদোষস্যায়মিতি প্রদোষ-অণ্। ১ প্রদোষসম্বন্ধী। (সিদ্ধান্তকৌ°) প্রদোষে ব্যাহরতীতি। (ব্যাহরতি মৃগঃ। পা ৪।৩।৫১) ইতি অণ্। ২ প্রদোষকালে বিচরণকারী মৃগাদি। প্রদোষসহচরিতং অধ্যয়নং সোঢ়মস্য ইতি অণ্ (পা ৪।৩।৫২) প্রদোষ সময়ে অধ্যয়নসহিষ্ণু শিষ্য।

প্রাদোষ(ষি)ক (ত্রি) প্রদোষস্যায়মিতি প্রদোষ-ঠঞ্। (নিশাপ্রদোষাভ্যাঞ্চ। পা ৪।৩।১৪) প্রদোষ সম্বন্ধী। প্রদোষে ভবঃ অণ্ বা। প্রদোষভব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাদোহনি (পুং স্ত্রী) প্রদোহনস্যাপত্যং ইঞ্। প্রদোহনের অপত্য। ততঃ যুনি ফঞ্ তৌল্বল্যাদিত্বাৎ তস্য ন লুক্। প্রাদোহনের যুবাপত্য।

প্রাদ্যুম্নি (পুং) প্রদ্যুম্নের অপত্য। (পা ৪।১।৯৬ বাহ্বাদি)

প্রাদ্যোতি (পুং) প্রদ্যোতের অপত্য।

প্রাধনিক (ত্রি) প্রধনং সংগ্রামস্তৎসাধনং প্রয়োজনমস্য ঠক্। যুদ্ধোপকরণ। (ভাগবত ৩।৮।৩১)

প্রাধা (স্ত্রী) প্রধৈব স্বার্থে ণ। দক্ষকন্যাভেদ। ইনি কতকগুলি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরার মাতা। ২ কাশ্যপকলত্রভেদ। (হরিবংশ ২২৬ অঃ) তস্যা অপত্যং ঢক্। প্রাধার অপত্য, দেবগন্ধর্ব্বাদি। (মহাভারত আদি ৬৫ অঃ) অগ্নিপুরাণে ইহারা 'প্রাধেয়া' নামে উক্ত হইয়াছে।

প্রাধানিক (ত্রি) প্রধান স্বার্থে-ঠক্, তস্যেদং ঠক্ বা। ১ প্রধান শব্দার্থ। ২ প্রধান সম্বন্ধীয়। সাংখ্যোক্ত প্রধান পুরুষসম্পর্কীয়। (ভাগবত ৩।২৬।১১।)

প্রাধান্য (ক্লী) প্রধানস্য ভাবঃ প্রধান ভাবে-ষ্যঞ্। ১ প্রধানত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব। "বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্॥" (ধর্ম্মদীপিকা) ২ প্রধানতা। ভাবেত্বপ্রধানত্ব হেতো নপুংসকাৎ তল্।

"অপ্রাধান্যং বিধের্যত্র প্রতিষেধে প্রধানতা।" (শব্দকারিকা)

প্রাধান্যস্তুতি (ত্রি) যিনি বিশেষ স্তুতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"প্রাধান্যস্তুতিনাং দেবানাম্" (নিরুক্ত ১।২০)

প্রাধীত (ত্রি) প্র-অধি-ইঙ্-ক্ত। প্রকৃষ্টরূপে পঠিত।

প্রাধেয় (ত্রি) প্রাধার অপত্য। তদ্বংশধর। (পুং) ৩ জাতিবিশেষ। 'কর্ণপ্রাধেয়বর্ব্বরা' (মার্ক° পু° ৫৮।৩১)

প্রাধ্যায়ন (ক্লী) প্রাধি-ইঙ্-ল্যুট। প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়ন। উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি বা পঠন। "তপোবন প্রাধ্যায়নাভিভূত সমুচ্চরচ্চারুপতত্রিশিঞ্জম্।" (ভট্টি ৩য় অঃ)

প্রাধ্যেষণ (ক্লী) প্রা-অধি-ইষ্-ল্যুট। ১ বিদ্যা বা জ্ঞানলাভবিষয়ে প্রবৃত্তি। ২ জ্ঞানার্জ্জন হেতু শিষ্যের প্রতি উপদেশবাক্য। (শাংখ্যা° গৃহ° ৬।২)

প্রাধ্বম্ (অব্য) প্রাধ্বনতীতি প্রা-আ-ধ্বন-ডমি। আনুকূল্য। এই আনুকূল্যার্থক শব্দে নম্রন্ ও অনুকূল উভয়ই বুঝায়। "সভাজনে মে ভুজমূর্দ্ধবাহুঃ সব্যেতরং প্রাধ্বমিতঃ প্রযুঙ্ক্তে॥" (রঘু ১৩।৪১) ২ বন্ধন। ৩ নম্রতা, বিনয়।

প্রাধ্ব (ত্রি) প্রাগতোঽধ্বানমিতি অচ্। (উপসর্গাদধ্বনঃ। পা ৫।৪।৮৫) প্রকৃষ্টোঽধ্বাইতি অচ্ সমাসান্ত। ১ বহুদূরগামি-

রথাদি। ২ দূরপথ। ৩ প্রহ্ব। ৪ বন্ধ। ৫ বিনয়, প্রণতভাব।
"ততঃ শক্তিং গদাযুক্তাং ধনুশ্চ ভরতর্ষভঃ।
প্রাধ্বং কৃত্বা নমশ্চক্রে কুবেরায় বৃকোদরঃ॥" (মহাভা° বনপর্ব্ব)
প্রাধ্বং কৃত্বা=বন্ধনেনানুকূল্যং কৃত্বা। (বোপদেব ১৫।৫)

প্রাধ্বংসন (পুং) প্রধ্বংসনের অপত্য। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)

প্রাধ্বন (পুং) প্রকৃষ্টঃ অধ্বাপ্রাদিস°। ১ প্রকৃষ্ট-পথ। ২ নদী-গর্ভ বা তন্নিম্নদেশ। "সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসঃ" (ঋক্ ৪।৫৮।৭)
'সিন্ধোঃ স্যন্দমানায়া নদ্যাঃ সকাশাদিবোদকানীব প্রাধ্বনে প্রবণবতি দেশে' (সায়ণ)

প্রাধ্বর (ত্রি) বৃক্ষশাখা।

প্রান্ত (পুং) প্রকৃষ্টোঽন্তঃ। অন্তভাগ, শেষসীমা।
"প্রান্তেষু সংসক্তনমেরুশাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ।" (কুমার ৩।৪৩) ২ ঋষিভেদ। কর্ধাদিত্বাৎ ফঞ্ প্রান্তায়ন, ৩ তাঁহার গোত্রাপত্য।

প্রান্তগ (ত্রি) প্রান্তে গচ্ছতীতি গম-ড। প্রান্তবাসী, সীমা-দেশবাসী।

প্রান্ততস্ (অব্য) প্রান্ত-তসিল্। প্রান্তদেশে। সীমাভাগে। ধারে ধারে। 'প্রাচীরং প্রান্ততোবৃতিঃ' (অমর ২।২।৩)

প্রান্তদুর্গ (ক্লী) সীমাদেশস্থিত নৃপাশ্রয় স্থান বা দুর্গ। নগর-প্রাচীরবহিঃস্থ উপকণ্ঠবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম বা তৎসংলগ্ন দুর্গাদি।

প্রান্তপুষ্পা (স্ত্রী) পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

প্রান্তভূমি (স্ত্রী) শেষস্থান। যোগশাস্ত্রে সমাধিই যোগের চরমস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমৌ প্রজ্ঞা" (যোগশাস্ত্র ২।২৭) 'সকলস্বালম্বনসমাধিভূমিপর্য্যন্তম্' (টীকা)

প্রান্তর (ক্লী) প্রকৃষ্টমন্তরং অবকাশো ব্যবধানং বা যত্র। ১ বৃক্ষচ্ছায়াদিশূন্য পথ, দূরশূন্য পথ। (অমর ২।১।১৭) ছায়াতরু-জলাদিরহিতে পথি প্রান্তরং দূরং শূন্যো দূরশূন্যঃ দূরশ্চাসৌ শূন্যশ্চেতি বা দূরশূন্যো জলাদিবর্জ্জিতত্বাৎ ঈদৃক্ যোঽধ্বা স প্রান্তরমিত্যন্বয়ঃ। ২ দূরগম্যপথ। প্রকৃষ্টমন্তরং ব্যবধানমব-কাশো বা অত্রেতি প্রান্তরম্। (ভরত)
"হ্রদে গর্ত্তে প্রান্তরে চ প্রাসাদাৎ পর্ব্বতাদপি।
পতিষ্যন্তি মরিষ্যন্তি মনুজা মদবিহ্বলাঃ॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)
৩ মধ্যবর্ত্তিদেশ বা স্থান। "অস্ত্যজ্জয়িনীবর্ত্মনি প্রান্তরে মহান্ পিপ্পলবৃক্ষঃ" (হিতোপ° ৮।৫।৩)। ৪ বিপিন। ৫ কোটর। (মেদিনী)

প্রান্তশূন্য (ক্লী) ১ দূরশূন্যপথ। ছায়াদিরহিত পথ। (শব্দরত্নাবলী)

প্রান্তায়ন (পুং) প্রান্তের গোত্রাপত্য। (অশ্বাদি। পা ৪।১।১১০)

প্রাপ (পুং) প্র-অপ্। ১ প্রাপ্তি, প্রাপণ। ২ জলসিক্ত, জলপূর্ণ।

প্রাপক (ত্রি) প্রাপ্তি সম্বন্ধীয়। "প্রাপকধর্ম্মবশাদধিকাযুধো-ঽপি ভবতি" (মনু ১।৮৩ টীকা) ২ যে পাইয়াছে বা যাহার পাওয়া উচিত। "অপ্রাপ্তপ্রাপকো বিধিঃ" (দুর্গাদাস)

প্রাপণ (ক্লী) প্র-আপ্-ল্যুট্। ১ নয়ন। ২ প্রাপ্তি।
"প্রাপণাৎ সর্ব্বকামানাং পরিত্যাগো বিশিষ্যতে॥" (মনু ২।৯৫)
৩ প্রাপ্তি, প্রেরণ। ৪ প্রকর্ষরূপে ব্যাপন। ণ্যন্তাদণ্যা-ন্তাদ্বা প্রপূর্ব্বাপধাতোর্ভাবে ল্যুট্ প্রত্যয়ঃ।

প্রাপণিক (পুং) প্রাপণায্যতে ইতি প্র-আ-পণ ব্যবহারে-কিকন্। (প্রাপ্তি পণিকষঃ। উণ্ ২।৪১) পণ্যবিক্রয়ী।
"আঢ্যাদিব প্রাপণিকাদজস্রং জগ্রাহ রত্নান্যমিতানি লোকঃ॥" (মাঘ ৪।১১)

প্রাপণীয় (ত্রি) প্রাপ্যতে যৎ প্র-আপ্ অনীয়র্। প্রাপ্য।
"ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।" (মেঘদূত পূঃ ৫)

প্রাপিন্ (ত্রি) প্রাপ্ত। যে পাইয়াছে।
"বৃত্তান্তেন শ্রবণবিষয়প্রাপিণা" (রঘু ১৪।৮৭)

প্রাপেয় (পুং) গন্ধর্ব্বগণবিশেষ। [প্রাধেয় দেখ।]
"প্রবাচ্যজনয়ৎ পুত্রান্ দিব্যান্ বৈ গায়নোত্তমান্।
চতুর্দ্দশ দেবগন্ধর্ব্বাঃ প্রাপেয়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

প্রাপ্ত (ত্রি) প্র-আপ্-ক্ত। ১ প্রস্থাপিত, পর্য্যায়—প্রণিহিত। লব্ধ। বিন্ন। ভাবিত। আসাদিত। ভূত। (অমর) ২ উৎপন্ন, ৩ সমুপস্থিত। "এতস্মিন্নেনসি প্রাপ্তে বসিত্বা গর্দ্দভা-জিনম্।" (মনু ১১।১২২) (পুং) ৮ জাতিবিশেষ। (মার্ক° পু° ৫৮।৪৩) আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে 'প্রাপ্ত' শব্দের অর্থ—রোগের উপসর্গাদি বিচার দ্বারা যে উপলব্ধি।

প্রাপ্তকারিন্ (ত্রি) উপযুক্ত বিচার দ্বারা কার্য্যকারী। প্রাপ্ত-কালকৃৎ। (সুশ্রুত ১তন্ত্র)

প্রাপ্তকাল (পুং) প্রাপ্তঃ কালোঽস্য। ১ করণযোগ্যকাল। ২ উপ-যুক্ত সময়। "শরণং প্রতিদেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত।" ৩ মরণ-যোগ্যকাল। (নলোপা° ৫।১৫) (স্ত্রী) বিবাহযোগ্যবয়স।
"প্রাসাদনং পাণ্ডবস্য প্রাপ্তকালং হি রোচয়ে।
উত্তরাং চ প্রযচ্ছামি পার্থায় যদি মন্যসে॥
আর্য্যাঃ পূজ্যাশ্চ মান্যাশ্চ প্রাপ্তকালং চ মে মতং॥" (মহাভা° বিরাট° ৭১।২৩।৪)

প্রাপ্তকালম্ (অব্য) উপযুক্ত সময়ে। যথাকালে।

প্রাপ্তজীবন (ত্রি) পুনর্জ্জীবিত। যে রোগাদির কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

প্রাপ্তদোষ (ত্রি) ১ দোষী, যে দোষ করিয়াছে। ২ কোন নিকটাত্মীয়ের কুলগ্নে মৃত্যু হইলে যে দোষ জন্মে; সেই দোষ যাহার শরীরকে স্পর্শ করিয়াছে।

প্রাপ্তপঞ্চত্ব (ত্রি) প্রাপ্তং পঞ্চত্বং মরণং যেন। মৃত।

প্রাপ্তবুদ্ধি (ত্রি) ১ যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে। ২ মূর্চ্ছাদি অজ্ঞানতার পর যিনি সংজ্ঞালাভ করিয়াছেন।

প্রাপ্তভার (পুং) প্রাপ্তভারঃ" তদ্বহনকালোঽস্য। ভারসহনশীল বৃষাদি। (শব্দরত্না°)

প্রাপ্তভাব (পুং) প্রাপ্তো ভাবো যেন। ১ জাতোক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) কোন কোন স্থলে ইহার প্রাপ্তভার পাঠও দেখা যায়। (ত্রি) ২ লব্ধ সত্তাদি। ৩ যাহার মনে ভাব বা অবস্থান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

প্রাপ্তমনোরথ (ত্রি) যাহার বাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে।

প্রাপ্তযৌবন (ত্রি) যাহার যৌবনোদ্গমের সূচনা হইয়াছে। যুবক ও যুবতী।

প্রাপ্তবর (ত্রি) অনুগ্রহ বা আশীর্ব্বাদলাভকারী।

প্রাপ্তরূপ (ত্রি) প্রাপ্তং রূপং যেন। ১ মনোজ্ঞ। ২ পণ্ডিত। ৩ রূপবান্।

প্রাপ্তব্য (ত্রি) প্রাপ্যতে যৎ। প্র-আপ্-কর্ম্মণি তব্য। প্রাপ্য। "আদেশো বনবাসস্য প্রাপ্তব্যঃ স ময়া কিল।" (রামায়ণ ২।২৯।২০)

প্রাপ্তব্যবহার (ত্রি) যে যুবক-জনোচিত বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে। ২ যে ব্যক্তি স্বকীয় কার্য্যাবলী নিষ্পাদন করিতে এবং কুলপ্রথাদি আচার ব্যবহার রক্ষা করিতে সমর্থ।

প্রাপ্তসূর্য্য (ত্রি) যাহার মস্তকোপরি বিলম্বিত সরলরেখায় সূর্য্য অবস্থিত।

প্রাপ্তব্যমর্থ (পুং) পঞ্চতন্ত্রোল্লিখিত মনুষ্যবিশেষ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে এই ব্যক্তি বলিত 'প্রাপ্তব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ' (পঞ্চতন্ত্র ১২৮।১৭।)

প্রাপ্তি (স্ত্রী) প্র-আপ-ক্তিন্। ১ উদয়।

"গচ্ছত্যাত্মপ্রসাদেন বিদুষাং প্রাপ্তিমব্যয়াম্।" (ভা° ১৪।৪৮।২)

২ ধনাদি বৃদ্ধি। ৩ অধিগম। ৪ লাভ। ৫ প্রাপণ।

"এষ স্ত্রীপুংসয়োরুক্তো ধর্ম্মো বো রতিসংহিতঃ।
আপদ্যপত্যপ্রাপ্তিশ্চ দায়ভাগং নিবোধত॥" (মনু ৯।১০৩)

৬ সংহতি। (শব্দরত্না) ৭ অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যবিশেষ। অভীপ্সিতপ্রাপণ। ৮ নাট্যরঙ্গে নাটকাদির সুখকর উপসংহার। (দশকুমার ১।২৬) ৯ চন্দ্রের একাদশগৃহ, আয় বা লাভের স্থান। ১০ সমিতি, সঙ্ঘ। ১১ বার্হদ্রথ জরাসন্ধনৃপসুতা। ১২ কংসকলত্রভেদ। ১৩ প্রাণায়ামের চতুর্ব্বিধ অবস্থার মধ্যে অবস্থাভেদ।

"শ্রূয়তাং মুক্তিফলদং তস্যাবস্থাচতুষ্টয়ং।
ধ্বস্তিঃ প্রাপ্তিস্তথা সংবিৎপ্রসাদশ্চ মহীপতে॥"
(মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৩৯।২০)

১৪ সংযোগস্বরূপ দ্রব্যগুণভেদ। "অপ্রাপ্তয়ৈব যা প্রাপ্তিসৈব সংযোগ উচ্যতে।" (হরিবংশ ৯১ অঃ) ১৫ মুখাঙ্গভেদ। "যুক্তিপ্রাপ্তি সমাধানমিতি" (সাহিত্যদর্পণ) ১৬ কামের পত্নীভেদ। (মহাভা° আদি° ৩৬ অঃ) ১৭ সহমভেদ। (নীল° তা°)

প্রাপ্তিসম (ক্লী) গৌতমোক্ত জাত্যুত্তরভেদ। "প্রাপ্য সাধ্যমপ্রাপ্য বা হেতোঃ প্রাপ্ত্যাবিশিষ্টত্বাৎ প্রাপ্তিসমঃ।" (সূত্র)

প্রাপ্য (ত্রি) প্র-আপ্-ণ্যৎ। ১ প্রাপ্তব্য। ২ গম্য। ৩ সমাসাদ্য।

"নয়ৈষা সানুরাগেণ বহুশঃ প্রার্থিতা সতী।
নিরাকৃতরতী সেয়মদ্য প্রাপ্যা ভবিষ্যতি॥" (মার্কণ্ডেয় ৬২।২০)

৩ ব্যাকরণোক্ত নিয়মবিশেষ।

"ক্রিয়াকৃতবিশেষাণাং সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।
দর্শনাদনুমানাদ্বা তৎ প্রাপ্যমিহ কথ্যতে॥"

৪ কর্ম্মভেদ। (অব্য) লব্ধার্থ।

প্রাপ্য (অব্য) প্র-আপ্-ল্যপ্। প্রাপ্ত হইয়া।

"প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্।" (মেঘদূত)

প্রাপ্ত্যাশা (স্ত্রী) ১ লাভেচ্ছা। পাইবার আশা। ২ প্রারব্ধকার্য্যের অবস্থাভেদ।

"অবস্থা পঞ্চকার্য্যস্য প্রারব্ধস্য ফলার্থিভিঃ।
আরম্ভো যত্নপ্রত্যাশা নিয়তাপি ফলাশয়া॥
উপায়াপায়শঙ্কাভ্যাং প্রাপ্ত্যাশা প্রাপ্তিসম্ভবা॥" (সাহিত্যদ°)

প্রাপ্যকারিন্ (ত্রি) প্রাপ্য বিষয়দেশং গত্বা করোতি বিষয়প্রকাশং কৃ-ণিনি। বিষয়দেশে গমনপূর্ব্বক বিষয়প্রকাশকারক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ন্যায়দর্শন-মতে একমাত্র চক্ষু ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয়ের প্রাপ্যকারিতা নাই; কিন্তু বেদান্তদর্শনকার বলেন যে শ্রবণেরও এই গুণ আছে।

প্রাবল্য (ক্লী) প্রবলের ভাব। শ্রেষ্ঠশক্তিত্ব।

প্রাবালিক (পুং) প্রবালব্যবসায়ী। (গো° রামা° ২।৩০।১৭)

প্রাবোধক (পুং) প্রবোধনকারী। নিদ্রাগত রাজার উদ্বোধনকারী স্তুতিপাঠক।

প্রাবোধিক (পুং) প্রবোধায় হিতঃ প্রবোধ-ঠক্। উষাকাল। (শব্দমালা) প্রবোধঃ প্রবোধনং তত্র নিযুক্তঃ তৎপ্রয়োজনমস্য বা ঠঞ্। মগধদেশীয় প্রাতঃস্তুতিপাঠক ভেদ। ইহার পাঠান্তর প্রাবোধক।

প্রাভঞ্জন (ক্লী) প্রভঞ্জনো দেবতাঽস্য অণ্। ১ বায়ুদেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। ২ স্বাতিনক্ষত্র। এই নক্ষত্রে প্রভঞ্জনদেবের অভিব্যক্তি হইয়াছে। "কাশ্মীরককাম্বোজৌ নৃপতী প্রাভঞ্জনে ন স্তঃ।" (বৃহৎসং° ১১।৫৭)

প্রাভব (ক্লী) প্রভোর্ভাব প্রভু-অণ্। শ্রেষ্ঠত্ব, প্রভুত্ব।

প্রাভবত্য (ক্লী) প্রভবতো ভাবঃ ষ্যঞ্। বিভুত্ব। প্রভুত্ব।

"অনিচ্ছতঃ প্রাভবত্যাদ্রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্।" (মনু ৮।৪১২)

'প্রভবতো বাচঃ প্রাভবত্যং প্রভুত্বং শক্ত্যতিশয়যোগতো বলাদিনা যঃ কারয়তি।' (মেধাতিথি)

প্রাভাকর (পুং) প্রভাকরস্যায়ং তন্মতং বেত্তীতি প্রভাকর-অণ্। প্রভাকর সম্বন্ধীয় মীমাংসকবিশেষ। "ব্যাপ্তিস্বরূপং নিরূপ্য, পরমতনিরাকরণপূর্ব্বকং স্বমতেন তদ্‌গ্রহোপায়মভিধাতুং প্রথমং প্রভাকরমতমুপদর্শয়তি সেয়মিত্যাদিনা।" (ব্যাপ্তিগ্রহোপায়ে শিরোমণি) প্রাভাকর মতে ব্যাপ্তির সকৃদ্দর্শনগম্যত্ব। যথা—"তস্মাৎ পরিশেষেণ সকৃদ্দর্শনগম্যা সা।" (চিন্তামণি)

প্রাভাতিক (ত্রি) প্রভাত সম্পর্কীয় (বায়ুপ্রভৃতি)।

প্রাভাসিক (ত্রি) প্রভাসদেশভব।

প্রাভৃত (ক্লী) প্রাভ্রিয়তে স্মেতি প্র-আ-ভৃ-ক্ত। উপঢৌকন দ্রব্য।
"তং দত্তপ্রাভৃতং দূতং স সংমান্য ব্যসর্জ্জয়ৎ।"
(কথাসরি° ১৭।১৬৪)

প্রাভৃতক (ক্লী) প্রাভৃত-স্বার্থে-কন্। ১ প্রাভৃত ; উপঢৌকন, উপহার। পর্য্যায়—কৌশলিকা। (হারাবলী ১৫৯)

প্রাভৃতীকৃত (ত্রি) উৎসর্গীকৃত। উপহাররূপে প্রদত্ত।

প্রামতি (পুং) দশম মন্বন্তরের অন্তর্গত সপ্তর্ষির মধ্যে একজন ঋষি। (হরিবংশ ৪৭৩) কচিৎ প্রামধি পাঠও দেখা যায়।

প্রামাণিক (ত্রি) প্রমাণাদাগতঃ প্রমাণ-ঠক্। ১ হৈতুক। ২ মর্য্যাদাভিজ্ঞ। ৩ শাস্ত্রজ্ঞ। ৪ পরিচ্ছেদক। প্রমাণ-কর্ত্তরি ঠক্। ৫ প্রমাণকর্ত্তা। প্রমাণেন নির্বৃত্তঃ সিদ্ধঃ ঠঞ্। ৬ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ। ৭ শাস্ত্রসিদ্ধ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রামাণ্য (ক্লী) প্রমাণস্য ভাবঃ প্রমাণ-ষ্যঞ্। ১ প্রমাকরণত্ব। প্রমাণ-ভাবার্থে ষ্যঃ।
"সত্যং ভূতহিতার্থোক্তির্বেদপ্রামাণ্যদর্শনম্।
গুরুদেবর্ষিসিদ্ধর্ষিপূজনং সাধুসঙ্গমঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১৫।৪৩)
তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারস্বরূপ জ্ঞানধর্ম্মভেদ। উহা ন্যায় মতে পরতোগ্রাহ্য এবং মীমাংসকাদি মতে স্বতঃ গ্রাহ্য।

প্রামাণ্যবাদ (পুং) প্রামাণ্যস্য বাদঃ কথনম্। ১ প্রমাকারণতা কথন। ২ তদ্বিশিষ্টে তৎপ্রকারকত্ব প্রমাত্বকথন। ৩ চিন্তামণি ন্যায়গ্রন্থ বিশেষ।

প্রামাদিক (ত্রি) প্রমাদ-ঠক্। প্রমাদঘটিত। ভ্রমবশত। দোষযুক্ত।

প্রামাদিকত্ব (ক্লী) প্রামাদিকের ভাব। ভ্রমবিশিষ্ট।

প্রামাদ্য (পুং) প্রমাদ্যত্যনেনেতি প্র-মদ্-ণ্যৎ। বাসকবৃক্ষ (Gendarussa Vdhadota) অটরূষ বৃক্ষ। ভাবে বা স্বার্থে ণ্যৎ। (ক্লী) প্রমাদ।

প্রামীত্য (ক্লী) প্রময়নমিতি প্র-মী বধে-ভাবে ক্ত। ততঃ প্রমীতে মরণে সাধু ইতি ষ্যঞ্। অস্য বধতুল্যত্বাত্তথাত্বম্। ঋণ। (ত্রিকাণ্ড) প্রমীতস্যভাব ইতি প্রমীত-ষ্যঞ্। মৃতত্ব।

প্রামোদ(দি)ক (ত্রি) মনোজ্ঞ, মনোহারী, মুগ্ধকর।
(উত্তররাম ১১২।২)

প্রায় (পুং) প্রকৃষ্টময়নমিতি প্র-অয়-ঘঞ্। যদ্বা প্র-ই-অচ্। (পা ১।৩।৫৬) ১ মরণ। ২ মরণার্থ অনশন।
"অহং বঃ প্রতিজানামি ন গমিষ্যাম্যহং পুরীম্।
ইহৈব প্রায়মাসিষ্যে শ্রেয়ো মরণমেব চ॥" (রামায়ণ ৪।৫৩।১২)
৩ তুল্য, ৪ বাহুল্য।
"লিঙ্গিনশ্ছন্নকামাদ্যা আসাং প্রায়েণ বল্লভাঃ।"(সাহিত্যদ°৩।১১১)
৪ বয়স। (হেম)। ৫ পাপ। তপঃ। (স্মৃতি)
(ক্লী) ৬ প্রবেশ। যুদ্ধ।
"উপজ্যেষ্ঠে বরূথে গতন্তৌ প্রায়ে প্রায়ে জিগীবাংসঃ স্যাম॥"
(ঋক্ ২।১৮।৮)
'কিঞ্চ প্রায়ে প্রায়ে সোমপানার্থমিন্দ্রস্য যজ্ঞশালায়াং প্রবেশে প্রবেশে জিগীবাংসঃ শত্রূণাং জেতারো ভবেম। যদ্বা, প্রায়ে প্রায়ে প্রকর্ষেণ ইয়তে গমতে যোদ্ধৃভিরিতি প্রায়ং যুদ্ধম্।' (সায়ণ)
(ত্রি) ৭ গমক।
"প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিপ্রায়ং প্রকল্পয়েৎ।" (মনু ৩।২৬৪)
'জ্ঞাতীন্ প্রৈতি গচ্ছতীতি জ্ঞাতিপ্রায়ং কর্ম্মণ্যণ্। জ্ঞাতীন্ ভোজয়েৎ ইত্যর্থঃ।' (কুল্লূক)

প্রায়(স্) (অব্য) প্র-অয় গতৌ অসুন্। বাহুল্য।
"অত্রান্তরে স চ প্রায়ঃ পর্য্যহীয়ত বাসরঃ।" (কথা° সা° ৬।১২৩)

প্রায়গত (ত্রি) মৃতপ্রায়। যাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে। আসন্নমৃত্যু।

প্রায়চিত্ত (ক্লী) [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।] (পা ৬।১।১৫৭)

প্রায়ণ (ক্লী) প্র-অয়-ভাবে ল্যুট্। ১ দেহত্যাগ দ্বারা স্থানান্তর-গমন। (মনু ৯।৩২৩)। ২ অনশন দ্বারা দেহত্যাগ। ৩ প্রকৃষ্ট গমন। (ভাগবত ৬।৫।৩১) ৪ প্রবেশ, স্থানান্তরে যাইয়া আশ্রয়াবলম্বন। ৫ দুগ্ধমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।
"বরাহমাংসেন তু যো মম কুর্ব্বীত প্রায়ণম্।" (বরাহপুরাণ)
৬ প্রারম্ভ। 'সৈষা ত্রিবৃৎ প্রায়ণা।' (তাণ্ড্যব্রা° ২।১৫।৩২)

প্রায়ণান্ত (পুং) জীবনের শেষ, মৃত্যু, মরণ। (অব্য) মৃত্যু পর্য্যন্ত।

প্রায়ণীয় (ত্রি) প্রায়ণে আরম্ভদিনে বিহিতঃ ইতি প্রায়ণ-ছ। ১ প্রারম্ভ দিন। ২ গো-অয়নের নিমিত্ত প্রথমাদি দিনে বিহিত অতিরাত্র-যাগভেদ। "প্রায়ণীয়েঽস্য সুত্যামেকে।" (কাত্যা° শ্রৌ° ১২।৬।২৬) প্রায়ণীয়োঽতিরাত্র এবাহসাধ্যঃ। (দেবনাথ)। (তাণ্ড্য° ব্রা° ৪।২।১।২) ভাষ্যে দ্বিতীয়াহই প্রায়ণীয় সংজ্ঞাবোধক।

প্রায়দর্শন (ক্লী) সচরাচর দর্শনযোগ্য ভৌতিক দৃশ্যাদি।

প্রায়ভব (ত্রি) নিত্যসংঘটনশীল।

প্রায়বিধায়িন্ (ত্রি) যে অনশন ব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক জীবনত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

প্রায়শস্ (অব্য) ১ সর্ব্বপ্রকারে। সম্পূর্ণরূপে।

'যত্র তে পৃথিবীপালাঃ প্রায়শো নিধনং গতাঃ।' (মহাভা° আদি)

২ বাহুল্যরূপে।

"যদ্যাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।" (মনু ১২।২০)

প্রায়শ্চিত্ত (ক্লী) প্রায়স্য পাপস্য চিত্তং বিশোধনং যস্মাৎ। (পারস্করপ্রভৃতীনি চ সংজ্ঞায়া। পা ৬।১।১৫৭) ইত্যত্র প্রায়স্য চিত্তিচিত্তয়োঃ। ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা সুট্ নিপাত্যতে চ। পাপ-ক্ষয়সাধনকর্ম্ম। অঙ্গিরা লিখিয়াছেন—

"প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতং॥"

প্রায়স্ শব্দে তপ ও চিত্ত শব্দে নিশ্চয় বুঝায়, তপোনিশ্চয়যুক্ত হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়।

হারীতের মতে,—"প্রযতত্বাদোপচিতমশুভং নাশয়তীতি", অর্থাৎ শুদ্ধিদ্বারা সঞ্চিত পাপ নাশ হয় বলিয়া ইহাকে প্রায়শ্চিত্ত বলা যায়।*

মানবের প্রধানতঃ তিন প্রকারে পাপ হয়—১ম শাস্ত্রে যে জাতির যে কার্য্য বিহিত আছে, তাহা না করা।

২য়,—শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান।

৩য়,—ইন্দ্রিয় দমন করিতে না পারিয়া যথেচ্ছভাবে কাম-ভোগ। এই তিন প্রকারে মানুষের পতন ঘটে।† এই পাপক্ষয়ের জন্য প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। যেমন—

ব্রাহ্মণের যথাকালে উপনয়ন হওয়া আবশ্যক। যথা-কালে উপনয়ন না হইলে বিহিতকর্ম্মের অননুষ্ঠানহেতু পাপ হয়। সুতরাং এই পাপক্ষয়রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে উপ-নয়ন করিতে হইবে। এইরূপ শূদ্রের দ্বিজাতিশুশ্রূষা বিহিত আছে, কিন্তু তাহা না করিয়া সে যদি ব্রাহ্মণের আচার অবলম্বন করে, তবে তাহাতে পাপ হয়, পাপক্ষয়ের জন্য শাস্ত্রমতে প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। এইরূপ ব্রাহ্মণের সুরাপান বা সুরা-বিক্রয় বিশেষরূপে নিন্দিত ও তাহাতে পাপ স্পর্শে। এই নিন্দিত কর্ম্মরূপ পাপক্ষয়ের জন্যও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। এইরূপ পরস্ত্রীগমন, ব্রাহ্মণের চণ্ডালীগমন প্রভৃতিতে মহাপাপ স্পর্শে এবং তাহারও প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে।

সকল কার্য্যে সমান পাপ হয় না, কোন কার্য্যে অল্প পাপ ও কোন কার্য্যে মহাপাপ হইয়া থাকে। পাপের অল্পাধিক্য অনুসারে পাপেরও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। [কর্ম্ম-বিপাক ও পাপ শব্দ দেখ।] এছাড়া জ্ঞানকৃত ও অজ্ঞানকৃত এই দ্বিবিধ পাপ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। প্রায়শ্চিত্ত করিলেও সেই জ্ঞানকৃত পাপ যায় না। আবার কোন কোন স্থলে জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তবে অজ্ঞানকৃত পাপে যেরূপ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে চলে, জ্ঞানকৃত পাপে তাহার দ্বিগুণ। আবার অবস্থাবিশেষেও প্রায়শ্চিত্তের কমবেশী আছে। এ সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরে কাশীনাথ লিখিয়াছেন, "যে বর্ণের যে পাপের যেরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে—অবস্থাভেদে দেশ-কালাদি অনুসারে তাহার পূর্ণ, পাদন্যূন, অর্দ্ধ ও সিকি ব্যবস্থাও আছে‡। যেমন বালক, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রীদিগের পক্ষে অর্দ্ধ। ১৬ বর্ষের কম পর্য্যন্ত বালক ও ৮০ বর্ষের অধিক হইলে বৃদ্ধ। পাঁচ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত পাদ, দ্বাদশ হইতে ষোড়শ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ, পূর্ণ ষোড়শবর্ষ হইতে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। পঞ্চবর্ষের কম হইলে পাপ স্পর্শে না, সুতরাং তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। এত-দ্ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরে লিখিত আছে—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে পাদোন, বৈশ্যের পক্ষে অর্দ্ধ এবং শূদ্রের পক্ষে পাদমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। শূদ্রের প্রায়শ্চিত্তে জপ হোমাদি করিতে হয় না। অমন্ত্রক করিতে হয়। যাহারা যাগ যজ্ঞ করে, তাহাদের জপাদি আবশ্যক।

প্রায়শ্চিত্তস্থলে যে গঞ্চগব্যের ব্যবস্থা আছে, তথায় গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, চতুর্গুণ ঘৃত ও অষ্টগুণ দুগ্ধ ও দধি গ্রাহ্য।(১) এতদ্ভিন্ন তাম্রবর্ণা গোর মূত্র, শ্বেতবর্ণার গোময়, পীতবর্ণার দুগ্ধ, নীলবর্ণার দধি ও কৃষ্ণবর্ণা গোর ঘৃতই প্রশস্ত। নিয়ম-পালনের অসমর্থের পক্ষেই যেখানে গোদানের ব্যবস্থা, সেই-

* "যত্তপঃপ্রভৃতিকং কর্ম্ম উপচিতং সঞ্চিতমশুভং পাপং নাশয়তীতি কৃততত্তৎকর্ম্মভিঃ কর্ত্তুঃ প্রযতত্বাৎ বা শুদ্ধত্বাদেব তৎপ্রায়শ্চিত্তং।" (রঘুনন্দন-প্রায়শ্চিত্ত) "যদ্যথাবিধ্যনুষ্ঠানাদ্ধাপচিতাশুভনাশকমেব তৎ-প্রায়শ্চিত্তং।" (কাশীনাথরচিত প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

† "বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

‡ "সোঽপি যদ্বর্ণস্য যৎপাপে যৎপ্রায়শ্চিত্তমুক্তং তৎপাদন্যূনং তদর্দ্ধং তৎপাদং বেতিবলদেশকালাদ্যনুসারেন ততো ন্যূনং।" (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

(১) "গোশকৃদ্দ্বিগুণং মূত্রং ঘৃতং বিদ্যাচ্চতুর্গণম্।
ক্ষীরমষ্টগুণং প্রোক্তং পঞ্চগব্যে তথা দধি॥"
(প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরধৃত বচন)

খানেই গোরুর অভাবে তাহার মূল্য দিতে হয়। গোমূল্য এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

গোরুর অভাব হইলে চারি তোলা স্থবর্ণের সম পরিমাণ রূপ্য, অথবা তাহার অর্দ্ধ, কিংবা চারি ভাগের এক ভাগও দেওয়া যাইতে পারে। তবে যাহারা ধনবান্, তাহাদের পক্ষে গোমূল্যস্বরূপ পাঁচপুরাণ অর্থাৎ ষোলমাষ পরিমিত রজতদানের ব্যবস্থা আছে। এইরূপ মধ্যবিত্তদিগের পক্ষে ত্রিপুরাণ ও দরিদ্রের পক্ষে এক কার্ষাপণ মূল্যের বিধান আছে। বৃষের মূল্য ষটূকার্ষাপণই দিতে হইবে। শূলপাণি বলেন—পঞ্চকার্ষাপণ। কেবল গোমূল্যপক্ষে ত্রিপুরাণই উত্তম, দ্বাত্রিংশৎপণ মধ্যম ও এক পুরাণ অধম বলিয়া কথিত।*

প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার পূর্ব্বদিনে সকলেরই কেশনখাদি বপন করিতে হইবে এবং স্নানান্তে ঘৃত মাত্র আহার করিয়া দিন যাপন করিবে। পরে সন্ধ্যার সময় ঘরের বাহিরে বসিয়া ব্রতাদির উল্লেখপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিতে হইবে। পূর্ব্বে যে বপনের কথা উল্লেখ করা গেল, উহা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, নরপতি অথবা সধবা স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে বিহিত নাই। তবে মহাপাতকাদি স্থলে তাহাদিগেরও বপন করা কর্ত্তব্য। সধবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে একবারে সমুদায় কেশবপন না করিলেও চলিতে পারে, কিন্তু সমস্ত কেশ হাতে ধরিয়া দ্বিঅঙ্গুল পরিমিত কেশচ্ছেদন করিতে হইবে। সধবা স্ত্রীলোকেরা তীর্থক্ষেত্রাদিতেও ঐরূপ নিয়মই রক্ষা করিবেন। বিধবা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সমস্ত কেশ বপন করাই শাস্ত্রবিহিত। যদি কেহ কেশধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি বিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিবেন ও তাহার দক্ষিণাও দ্বিগুণ দিবেন। যে ব্রত তিন দিনে সম্পন্ন হইবে, তাহাতে নখরোমাদি ছেদন করিলেই হইবে। এইরূপ ছয়দিনের ব্রতে শ্মশ্রু ও নয়দিনের ব্রতে শিখা ব্যতীত আর সমস্তই বপন করিতে হইবে। ইহা হইতেও যদি অধিক দিন সাধ্য হয়, তবে শিখাও বপন করিতে হইবে। স্ত্রীলোকেরা তিন দিন কিংবা ছয় দিনে যদি কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে উদ্যত হন, তবে তাঁহাদিগের পক্ষে কোনরূপ করিবার আবশ্যকতা নাই।

প্রায়শ্চিত্তবিধি।

অষ্টমী কিংবা চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রায়শ্চিত্ত করিতে নাই। তবে চতুর্দ্দশীতে সঙ্কল্প করিয়া অমাবস্যাদিনে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করাই বিধি।

প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ।

শাস্ত্রকারগণ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ছয় বৎসর, তিন বৎসর ও সার্দ্ধৈক বৎসর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৩০টী প্রাজাপত্য করিতে হইলে একবৎসর, পঁয়তাল্লিশটীতে দেড়বৎসর ও নব্বুইটীতে তিনবৎসর। অধিকাংশ-মতেই প্রাজাপত্যব্রতে গবাদি অথবা তাহার নিষ্ক্রয়স্বরূপ রজত, স্বর্ণ কিংবা তাহার অর্দ্ধ বা একপাদ অর্থাৎ চতুর্থাংশের এক অংশ উৎসর্গ করিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন ফল, তাম্বূল, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চগব্য, মৃত্তিকা, ভস্ম, গোময়, দূর্ব্বা, তিল, সমিৎ, দর্ভ, হোমের জন্য ঘৃত, সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা ও অনুজ্ঞাকারী ব্রাহ্মণদিগের পূজার নিমিত্ত দক্ষিণা এই সকল আয়োজন করা চাই।

যাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তিনি প্রথমে চারিজন অথবা একজন ব্রাহ্মণকে সভাসদ্‌রূপে উপবেশন করাইয়া পরে স্নান করিবেন। স্নানান্তে যদি পারগ হন, তবে আর্দ্রবস্ত্রেই ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তুমি কি কার্য্য করিয়াছ? সত্য বল, মিথ্যা বলিও না! এইরূপ প্রশ্নের পর, কর্ত্তা সভ্যদিগকে গো অথবা বৃষের মূল্যস্বরূপ স্বর্ণ কিংবা তদর্দ্ধ বা তৎপাদ এ সকলের যে কোন একটীর পরিমাণ অনুসারে রজতদ্রব্য দান করিয়া বলিবে আমার পাপ এই। এইরূপ সঙ্কল্পের পর প্রদত্ত দ্রব্য সভ্যগণের সম্মুখে রাখিয়া বলিবে—আমার নাম অমুক, আমি জন্ম প্রভৃতি আজ পর্য্যন্ত জ্ঞান কিংবা অজ্ঞান, কাম বা অকামবশতঃ বহুবার অথবা একবার যে সকল কায়িক, বাচিক, মানসিক, সাংসর্গিক, স্পৃষ্ট বা অস্পৃষ্ট, ভুক্ত বা অভুক্ত, পীত বা অপীত সর্ব্ববিধ পাতক, অতিপাতক, উপপাতক, লঘুপাতক, সঙ্করীকরণ, মলিনীকরণ, পাত্রীকরণ ও জাতিভ্রংশকরণাদি পাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তন্মধ্যে সম্ভাবিত পাপরাশির দূরীকরণের নিমিত্ত কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, আপনারা তাহা আমাকে উপদেশ করুন।

* 'গবামভাবে নিষ্কং স্যাত্তদর্দ্ধং পাদমেব বা ॥'
নিষ্কস্ত। স্বর্ণচতুষ্টয়সমতোলিতং রূপ্যং নিষ্কং। রূপ্যপরিমাণে নিষ্কং স্বর্ণাশ্চত্বার ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ। ধেনুঃ পঞ্চভিরাঢ্যানাং মধ্যানাং ত্রিপুরাণিকা। কার্ষাপণৈকমূল্যাঽপি দরিদ্রাণাং প্রকীর্ত্তিতেতি ষটত্রিংশন্মতে। পঞ্চভিঃ পুরাণৈরিতি শেষঃ। পুরাণশ্চ ষোড়শমাষপরিচ্ছিন্নং রজতম্। রক্তিকাখ্যগুঞ্জাপরিমিতঃ কৃষ্ণলঃ। তদ্দ্বয়পরিমিতং রূপ্যং রূপ্যমাষকং। যদ্বা পণষোড়শকং পুরাণঃ পুরাণএব কার্ষাপণশব্দেন কার্ষিক শব্দেন চোচ্যতে। পণস্তু অশীতিরক্তিকা পরিমিতং তাম্রং অশীতিবরাটিকা বা। তাম্রপণ এব কর্ষ উচ্যতে। বৃষে ষট্‌কার্ষাপণা দেয়াঃ। পঞ্চেতি শূলপাণিঃ। কেবলগোমূল্যস্তু পুরাণত্রয়মুত্তমঃ পক্ষঃ। দ্বাত্রিংশৎপণা মধ্যমঃ। একপুরাণোঽধম ইতি গৌড়াঃ॥
'দশকার্ষাপণা ধেনোর্বৃষে পঞ্চদশৈব তু।
দ্বাত্রিংশৎপণিকা গাবো হ্রষ্ট বা নতু হীনতা ॥' (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

স্বয়ং অশক্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত পুত্রাদিকে যদি প্রতিনিধি দেওয়া হয়, তবে তাহাদিগকে "আমার পিতার জন্মাবধি" এই কথা বলিতে হইবে। পূর্ব্বে যে সকল পাপের উল্লেখ করা গেল, তন্মধ্যে যদি, মহত্তর একটী পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তুমি কি কার্য্য করিয়াছ, এরূপ প্রশ্নস্থলে আমি অমুকবধ, অমুকভক্ষণ বা অমুক অগম্যাগমন করিয়াছি, ইত্যাদি প্রাকৃত পাপের উল্লেখ করিয়া তাহার যে প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, তাহারই উপদেশ লইবার জন্য ব্রাহ্মণদিগের নিকট প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য।

তৎপরে ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে যে, আমি যে সকল মহাঘোর পাপ করিয়াছি, তাহার সংশুদ্ধির উপায় বিধান করুন। এই বলিয়া নমস্কার করিবে। তৎপরে সভ্যগণ পাপীর সামর্থ্য বিবেচনা করিয়া প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয় করিয়া দিলে, কর্ত্তা চন্দনপুষ্পাদিদ্বারা পুস্তকপূজা ও অনুবাদকপূজা করিয়া নিবন্ধপূজার জন্য কিছু জিনিস রাখিবে ও অনুবাদককে পাপানুসারে দক্ষিণা দিবে। তখন সভ্যগণ পুস্তক বাচনপূর্ব্বক অনুবাদককে বলিবেন। অনুবাদক আবার কর্ত্তাকে বুঝাইয়া বলিবেন, 'পাপনিরাশার্থ সভ্যগণের উপদিষ্ট এই প্রায়শ্চিত্ত এইরূপে করিতে হইবে, এইরূপ করিলে তুমি কৃতার্থ হইবে' বলিয়া ব্যবস্থাপত্র প্রদান করিবেন।

সার্দ্ধাব্দ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইলে, আধানাঙ্গে অগ্নিবিচ্ছেদ-প্রত্যবায়-নিরাশার্থ বিচ্ছেদ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবর্ষে এক একটী কৃচ্ছ্র করিবে। কর্ত্তা 'ওম্' এই অঙ্গীকার করিয়া সভ্যগণকে বিদায় করিবেন। অনন্তর রিক্তার সায়াহ্নে দেশকাল উল্লেখ করিয়া 'অমুকশর্ম্মণো মম জন্ম প্রভৃতি অদ্য যাবৎ জ্ঞানাজ্ঞানমধ্যে সংভাবিতানাং পাপানাং নিরাশার্থং পর্ষদুপদিষ্টং সার্দ্ধাব্দপ্রায়শ্চিত্তং প্রাচোদীচ্যাঙ্গসহিতং অমুকপ্রত্যাম্নায়েনাহমাচরিষ্যে' এই বলিয়া সঙ্কল্প করিবে। তৎপরে—

'যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যাসমানি চ।
কেশানাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি তস্মাৎ কেশং বপাম্যহম্॥'

এই মন্ত্রপাঠ করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করিবে। ক্ষৌরাভাবে সার্দ্ধাব্দব্রত দ্বিগুণ করিতে হয় এবং সভ্যগণকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দিতে হয়। কিন্তু সধবা স্ত্রী ও পিতা জীবিত থাকিলে পুত্রের ক্ষৌর নিষিদ্ধ। ইহাদের খানিকটা চুল কাটিয়া দিলেই চলিবে। ক্ষৌরকর্ম্মে শিখা কাটিতে নাই, যদি ভ্রমক্রমে শিখা কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পুনঃসংস্কার আবশ্যক। শিখা কাটিয়া ফেলিলে তাহার স্থানে কুশময় শিখা ব্রহ্মগ্রন্থি করিয়া দক্ষিণকর্ণে রাখিতে হয়। ময়ূখকারের মতে কৃচ্ছ্রাধিকে ক্ষৌরকর্ম্মবিধি, কৃচ্ছ্রন্যূনে ক্ষৌরকর্ম্ম অনাবশ্যক।

ক্ষৌরান্তে গণ্ডূষ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দন্তকাষ্ঠদ্বারা জিহ্বা উল্লেখন করিবে। মন্ত্র যথা—

"আয়ুর্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো দেহি বনস্পতে॥"

তৎপরে স্নান করিয়া ভস্মাদি দশস্নান করিবে। 'প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ ভস্মস্নানং করিষ্যে' এই সংকল্প করিয়া ভস্ম লইয়া 'ঈশানায় নমঃ' এই মন্ত্রে সেই ভস্ম শিরায়, 'তৎপুরুষায় নমঃ' এই মন্ত্রে মুখে, 'অঘোরায় নমঃ' এই বলিয়া হৃদয়ে, 'বামদেবায় নমঃ' এই বলিয়া গুহে, 'সদ্যোজাতায় নমঃ' বলিয়া উভয়পাদে ও প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া স্নান করিবে, ইহাই ভস্মস্নান। ভস্মস্নানান্তে আচমনপূর্ব্বক 'অথ গোময়স্নানং করিষ্যে' এই বলিয়া সংকল্প করিয়া গোময় লইয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ হইতে উত্তরদিকে প্রক্ষেপ করিবে, শেষে 'মানস্তোক' ইত্যাদি মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া 'অগমগ্রং চরন্তীনাং' ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে।

'হিরণ্যশৃঙ্গং বরুণং প্রপদ্যে ধর্ম্মং মে দেহি যাচিতঃ।
যন্ময়া ভুক্তমধুনা পাপেভ্যশ্চ প্রতিগ্রহঃ॥
যন্মে মনসা বাচা কর্ম্মণা বা দুষ্কৃতং কৃতং।
ইন্দ্রো বরুণো বৃহস্পতিঃ সবিতা চ পুনন্তু পুনঃ পুনঃ॥'

পরে 'অবতে হেড়' ও 'প্রসম্রাজে' এই স্থক্ত দুইবার উচ্চারণ করিয়া তীর্থপ্রার্থনা করিতে হয়। 'যাঃ প্রবতো নিবত উদ্বত' ইত্যাদি তীর্থ অভিমন্ত্রণ-মন্ত্রে স্নান করিয়া দুইবার আচমন করিবে। 'হিরণ্যশৃঙ্গং' ইত্যাদি তীর্থপ্রার্থনা দশবিধ স্নানেই করিতে হয়। পরে—

'অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
শিরসা ধারয়িষ্যামি রক্ষস্ব মাং পদে পদে॥'

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা অভিমন্ত্রিত করিয়া—

'উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥'

এই মন্ত্রে মৃত্তিকা লইয়া—'নমো মিত্রস্য বরুণস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে দেখাইয়া 'গন্ধদ্বারাং' বা 'স্যোনা পৃথিবী' অথবা 'ইদং বিষ্ণু' ইত্যাদি মন্ত্রে শিরঃপ্রভৃতি অঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া স্নান ও দুইবার আচমন করিবে।*

* এখানে কেহ কেহ সবিস্তর মৃত্তিকাস্নান ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা এইরূপ—

'বলিত্থা পর্ব্বতানাং' ইতি মন্ত্রে ভূমিপ্রার্থনা। 'যা বো রিষৎখনিতা' ইতি মন্ত্রে ভূমিখনন। 'স্যোনা পৃথিবী' ইতি মন্ত্রে মৃদাহরণ। 'অয়ন' ইতি মন্ত্রে দূর্ব্বাগ্রহণ। পরে গায়ত্রীদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ভূমিতে মৃত্তিকা রাখিয়া 'মৃত্তিকাস্নানং করিষ্যে' এই সংকল্প করিবে। তৎপরে মৃত্তিকা

অনন্তর শুদ্ধোদকস্নান। 'আপো অস্মানিতি' এই মন্ত্রে সূর্য্যাভিমুখে, ও 'ইদং বিষ্ণুরিতি' মন্ত্রে প্রবাহাভিমুখে মজ্জন, পরে পঞ্চগব্য ও কুশোদকে ছয় প্রকার স্নান করিতে হয়। 'তৎসবিতুঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে গোমূত্র স্নান পরে আচমন, 'গন্ধদ্বারাং' এই মন্ত্রে গোময়স্নান, 'আপ্যায়স্ব' এই মন্ত্রে দুগ্ধস্নান, 'দধিক্রাব্ণ' এই মন্ত্রে দধিস্নান, 'ঘৃতমিমিক্ষ' বা 'তেজোসীতি' এই মন্ত্রে ঘৃতস্নান এবং 'দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রস ইন্দ্রিয়েণাভিষিঞ্চামি ইতি' মন্ত্রে কুশোদকস্নান করিতে হয়। দশবিধ স্নানপ্রয়োগে স্নানত্রয়ান্তে অঘমর্ষণ করিবে। অঘমর্ষণ-তর্পণে মন্ত্র যথা—'ব্রহ্মাদয়ো যে দেবাঃ তান্ দেবাংস্তর্পয়ামি। ভূদেবাংস্তর্পয়ামি। ভুবর্দেবাংস্তর্পয়ামি। স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি। ভূর্ভুবঃস্বর্দেবাং স্তর্পয়ামি। ভূর্ভুবঃ স্বর্দেবাংস্তর্পয়ামি নিবীতী। কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদয়ো যে ঋষয়ঃ। তান্ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ভুবর্ঋষীন্০, স্বর্ঋষীন্০, ভূর্ভুবঃস্বর্ঋষীন্০ প্রাচীনাবীতী। সোমঃ পিতৃমান্যমোঙ্গিরস্বানগ্নিষ্বাত্তাদয়ো যে পিতরঃ তান্ পিতৄন্০, ভূঃ পিতৄন্০, ভুবঃ পিতৄন্০, স্বঃপিতৄংস্ত০, ভূর্ভুবঃস্বঃপিতৄন্০। শেষে যক্ষতর্পণাদি করিয়া বস্ত্রপরিধান ও তিলক করিবে; পরে আচমন করিয়া দেশকালাদি উল্লেখপূর্ব্বক 'বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং প্রায়শ্চিত্তাঙ্গবিষ্ণুশ্রাদ্ধসম্পত্তয়ে শ্রীবিষ্ণূদ্দেশে নত্র্যধিকযুগ্মব্রাহ্মণভোজনপর্য্যাপ্তামনিক্রয়ীভূতং দ্রব্যং দাতুমহমুৎসৃজে' এইরূপ বলিবে। অনন্তর চারিজন ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া দান করিবে। 'তেন পাপাপহা মহাবিষ্ণুঃ প্রীয়তাং' পরে 'প্রায়শ্চিত্তং পূর্ব্বাঙ্গগোদানং করিষ্যে', এই সংকল্প করিয়া 'গবামঙ্গেষু' ইত্যাদি মন্ত্রে গোদান বা তন্মূল্যদ্বারা দান করিবে। দেশকালাদি উল্লেখ করিয়া—'প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বাঙ্গহোমং করিষ্যে। তদঙ্গতয়া স্থণ্ডিলোল্লেখনাদ্যগ্নিপ্রতিষ্ঠাপনাদি করিষ্যে।' এইরূপে 'বিটনামানমগ্নিং প্রতিষ্ঠাপয়ামি' শেষে এইরূপ ধ্যান করিয়া 'প্রায়শ্চিত্তপূর্ব্বাঙ্গহোমে দেবতাপরিগ্রহার্থমন্বাধানং করিষ্যে' বলিবে। 'চক্ষুষী আজ্যেনেত্যাদি' মন্ত্রে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য ও প্রজাপতি এই প্রতিদেবতার উদ্দেশে ২৭টী করিয়া ঘৃতাহুতি ও পৃথিবী, বিষ্ণু, রুদ্র, ব্রহ্মা, অগ্নি, সোম, সবিতা, প্রজাপতি ও স্বিষ্টকৃত অগ্নি ইহাদিগকে যথোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার ঘৃতাহুতি দিবে।

আজ্যসংস্কারকালে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া আজ্যের সহিত অগ্নির চারিদিকে বেষ্টন করিবে। তাম্রপাত্রে বা পলাসপত্রে গোমূত্র ত্রিপল বা অষ্টমাষ, গায়ত্রীদ্বারা শ্বেতগাভির গোময় ১৬ মাষ, 'গন্ধদ্বারাং ইতি' মন্ত্রে, পীতা বা কপিলা গোর দুগ্ধ ৭ পল অথবা ১২ মাষ, 'আপ্যায়স্ব ইত্যাদি মন্ত্রে লইয়া, নীলাগোর দধি ৭পল বা ১০ মাষ, 'দধিক্রাব্ণো' ইত্যাদি মন্ত্রে লইয়া কৃষ্ণা গোর ঘৃত একপল বা ৮ মাষ, 'তেজোসি শুক্রমসীতি' অথবা 'ঘৃতং মিমিক্ষে' ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া এবং 'দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে একপল বা ৪ মাষ কুশোদক লইয়া যজ্ঞিয়কাষ্ঠে আলোড়ন করিয়া প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রণ করিবে। ইহার পর "ভূঃ স্বাহা অগ্নয় ইদং। ভুবঃ স্বাহা বায়ব ইদং। স্বঃ স্বাহা সূর্য্যায়েদং। ভূর্ভুবঃ স্বাহা প্রাজাপত্য ইদং।' এইরূপে প্রতি দেবতার উদ্দেশে ২৭ বার ও ১০৮ বার আহুতি দিবে। বিষ্ণুপক্ষে 'ভূঃ স্বাহা বিষ্ণব ইদং। ভুবঃ স্বাহা বিষ্ণব ইদং। ভূর্ভুবঃ স্বাহা বিষ্ণব ইদং।' এইরূপে ১০৮বার আহুতি দিয়া পঞ্চগব্যহোম করিবে। ইহাতে প্রথমে সপ্ত পত্রকুশে পঞ্চগব্য লইয়া 'ইরাবতী ধেনুমতী০ স্বাহা পৃথিব্যা ইদং০ ১ ইদং বিষ্ণ০ বিষ্ণব ইদং ২ মানস্তো০ রুদ্রায় ৩ ব্রহ্মযজ্ঞা০, ব্রহ্মণ ই০ ৪ ব্রহ্মস্থানে শন্নোদেবীতি ইত্যাদি মন্ত্রে, 'অগ্নয়ে স্বাহা অগ্নয় ইদং। সোমায় স্বাহা সোমায়েদং। তৎসবিতুর্বরেণ্যং০, সূর্য্যায়েদং০।' প্রজাপতির উদ্দেশে—ওঁ স্বাহা প্রজাপতয় ইদং০ অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃত ইদং' এইরূপে দশবার কেবল আজ্যের পঞ্চগব্যাহুতি দিবে। যদস্যেতি মন্ত্রে স্বিষ্টকৃত হোম করিয়া প্রায়শ্চিত্ত হোম শেষ করিবার পর ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া 'ব্রতগ্রহণং করিষ্যে' এইরূপ বলিবে, ব্রাহ্মণও আজ্ঞা করিবেন, 'কুরুষ'।

'যত্বগস্থিত০' ওঁম্ উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চগব্য গ্রহণ করিবে, পরে প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক পঞ্চগব্য পান করিবে। অশক্ত হইলে গোমূত্রাদি অল্প লইবে। গ্রামের বাহিরে নদীতীরে নক্ষত্রদর্শনে এইরূপ করিতে হয়। নিশামুখে তারকাদর্শনে ব্রত করিবে। মুমূর্ষুর পক্ষে আর বাহিরে আসিতে হয় না, এই দিন তাহাকে উপবাস করিতে হয়। উপবাসে অশক্ত হইলে হবিষ্যভোজন।

গৃহে আসিয়া প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সংকল্পিত প্রত্যাম্নায় অনুসারে উত্তরাঙ্গ করিবে। গোর অভাবে তাহার মূল্য রজতাদি দানকালে পঞ্চগব্য পান করিয়া—

'ইদং সার্দ্ধাব্দে পঞ্চচত্বারিংশৎ কৃচ্ছ প্রত্যাম্নায়গোনিষ্ক্রয়ীভূতং প্রতিকৃচ্ছ্রং নিষ্কতদর্দ্ধতদর্দ্ধাণ্ডতমপ্রমাণং রাজতদ্রব্যং নানানামগোত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যোঃ দাতুমহমুৎসৃজে।' এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই সকল দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া 'আচীর্ণস্যামুথ প্রায়শ্চিত্তস্য সাঙ্গতার্থমুত্তরাঙ্গানি করিষ্যে।' 'এই বলিয়া হোমপূর্ব্বক 'স্থণ্ডিলাদি করিষ্যে।' এই সংকল্প করিয়া পূর্ব্ববৎ

কুশোদকে প্রোক্ষণ করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক চারিদিকে নিক্ষেপ করিবে, পরে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে হয়। 'সহস্রশীর্ষা' ইতি মন্ত্রে মস্তকে, 'অক্ষিভ্যাংতে নাসিকা' ইতি মন্ত্রে মুখে, 'গ্রীবাভ্যস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রীবায় 'আম্রেক্ষাঃ' এই মন্ত্রে হৃদয়ে, 'নাভানাভিন্ন' এই মন্ত্রে নাভিতে, 'ত্বমিন্দ্রসজোষসঃ।' এই মন্ত্রে কক্ষদ্বয়ে; 'যঃ কুক্ষিঃ' এই মন্ত্রে কুক্ষিতে, 'বহ্বীনাং পিতেতি' মন্ত্রে পৃষ্ঠে, 'মেহসাধনং করণাদিতি' মন্ত্রে জানুদ্বয়ে, 'এতাবাসস্তেতি' মন্ত্রে পাদদ্বয়ে, 'যস্ত বিষানি হস্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে হস্তদ্বয়ে, 'অঙ্গাদঙ্গাদিতি' পুরুষসূক্তে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে হয়।

বিষ্ণুশ্রাদ্ধ ও গোদান করিবে। এখানে আর পঞ্চগব্যহোম করিতে হয় না। সমর্থের পক্ষে গোভূমি ও হেমাদি দশদান কর্ত্তব্য। অশক্তের পক্ষে হিরণ্যদান।

উপরে যে সার্দ্ধাব্দ-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লিখিত হইল, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে নাই, সমস্তই অমন্ত্রক করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করা উচিত। পিতা জীবিত থাকিলেও প্রায়শ্চিত্তকর্ত্তা পুত্র পিতাকে বাদ দিয়া উক্ত শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। স্ত্রীলোক-দিগের পক্ষে পার্ব্বণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, এই জন্ম তাহারা ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর)

সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তবিধি।

মহাপাতকাদি সকল প্রকার অজ্ঞানকৃত পাপে অসমর্থের পক্ষে সকল প্রায়শ্চিত্তই ষড়ব্দ, সমর্থের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ, জ্ঞানকৃত পাপে অসমর্থের পক্ষে ত্রিগুণ, অভ্যাসীর পক্ষে চতুর্গুণ, অত্যন্ত বা নিরন্তর অভ্যাসে পঞ্চগুণ, বহুকালাভ্যাসে ছয়গুণ।

উপপাতক অজ্ঞানকৃত হইলে অসমর্থের পক্ষে দুই অব্দ, অভ্যাসে দ্বিগুণ। জ্ঞানকৃত হইলে অসমর্থের পক্ষে ত্রিগুণ, অভ্যাসে চতুর্গুণ, নিরন্তর অভ্যাসে পঞ্চগুণ ও বহুকালাভ্যাসে ছয় গুণ।

অজ্ঞানে প্রকীর্ণপাপে অসমর্থের পক্ষে একাব্দ, অভ্যাসে দ্বিগুণ। তৎপরে পূর্ব্ববৎ।

ক্ষুদ্রপাপে পূর্ব্ববৎ কৃচ্ছ্র, অতিকৃচ্ছ্র বা চান্দ্রায়ন। অতি সামান্যপাপে ১২ বা ৩৬বার প্রাণায়াম। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে অমন্ত্রক।

খর বা উষ্ট্রযানে গমনকারী, নগ্নস্নায়ী, নগ্নাবস্থায় ভোক্তা, ও দিবাভাগে স্বদারগামী সচেলস্নানপূর্ব্বক প্রাণায়ামদ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানপূর্ব্বক হইলে স্নানমাত্র। অভ্যাসে ৪টী প্রাণায়াম। চতুরধিক অভ্যাসে এক উপবাস। অত্যন্ত অভ্যাসে ত্রিরাত্র। ইচ্ছাপূর্ব্বক খর বা উষ্ট্রারোহী বিপ্রের দ্বিগুণ।

গুরু, দেব, বিপ্র, আচার্য্য, মাতা, পিতা ও রাজার প্রতি-বাদে, আক্রোশে, অতিক্রমে ও পৈশুন্যে জিহ্বাদাহ ও হিরণ্যদান; অভ্যাসে সহস্র গায়ত্রীজপ, অজ্ঞানকৃত হইলে প্রাজাপত্য করিয়া স্নান ও গুরুকে তুষ্ট করিয়া পবিত্র হইবে।

শূদ্রের বিপ্রাতিক্রমাদিতে সপ্তরাত্র উপবাস, ক্ষত্রিয়াতিক্রমে এক উপবাস। বিপ্রকে মারিবার ইচ্ছায় দণ্ড তুলিলে কৃচ্ছ্র, দণ্ডাঘাতে অতিকৃচ্ছ্র, আঘাতে বিপ্রের রক্তপাত হইলে বা অভ্যন্তর রক্তে বা ত্বক্‌ভেদে কৃচ্ছ্র, অস্থিভেদে অতিকৃচ্ছ্র, অঙ্গ কর্ত্তনে পরাক। অঙ্গচ্ছেদনে দশ গোদান, জ্ঞানতঃ হইলে দ্বিগুণ বা ২০ গোদান এবং সর্ব্বস্থলেই বিপ্রের পদাঘাত লইয়া প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। জলে বা আগুনে না জানিয়া কোন পীড়িত ব্যক্তির বিষ্ঠামূত্র স্পর্শ করিলে সচেল স্নানপূর্ব্বক গোস্পর্শ, জ্ঞানপূর্ব্বক হইলে উপবাস করিয়া সচেলস্নান; জ্ঞানতঃ অভ্যাসে তিন উপবাস, অনাপদে তিন সন্ধ্যাস্নান ও তিনটী অঘ-মর্ষণ; কিন্তু অনার্ত্ত ব্যক্তির বিন্‌মূত্র হইলে বা অত্যন্ত অভ্যাস থাকিলে তপ্তকৃচ্ছ্র। জল ভিন্ন প্রস্রাবাদি করিলেও ঐরূপ। নির্জ্জল অরণ্যে শৌচে যাইলে সবস্ত্রস্নান, মূত্রাদির বেগধারণে অষ্টোত্তর শত জপ, শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মলোপে উপবাস, সূর্য্যোদয়ের পর সুস্থ দেহে স্বেচ্ছায় নিদ্রা যাইলে সাবিত্রীজপ ও উপবাস, সূর্য্যাস্তকালে নিদ্রা যাইলে রাত্রিজাগরণ, সাবিত্রীজপ ও নিরাহার। জীর্ণ ও মলযুক্ত বস্ত্রধারণাদিতে ও স্নাতকের ব্রতলোপে উপবাস ও অষ্টশত জপ। পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে একটীর লোপে আতুরের পক্ষে উপবাস ও ধনীর পক্ষে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ। আহিতাগ্নির পর্ব্বক্রিয়া লোপে ঐরূপ। স্নান বিনা ভোজনে এক উপবাস ও সমস্ত দিন জপ। ঋতুকালে ভার্য্যাগমন না করিলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ; অনিচ্ছায় হইলে শত প্রাণায়াম। নিজ ভার্য্যাকে ক্রোধবশে ব্যাভিচারিণী বলিলে বর্ণানুসারে নবরাত্র, ষড়্‌রাত্র ও ত্রিরাত্র কৃচ্ছ্র; গৌড়দিগের মতে সকলের প্রাজাপত্য। দান করিয়া আবার গ্রহণ করিলে ঋষিচান্দ্রায়ণ। একপঙ্‌ক্তিতে উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনুরাগপ্রযুক্ত একজনকে বেশী ও একজনকে কম দিলে প্রাজা-পত্য। নদীর সেতু কাটিয়া দিলে ও কন্যার বিঘ্ন করিলে চান্দ্রা-য়ণ। পতিত ম্লেচ্ছাদির সহিত বা ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিলে, ভার্য্যা অন্ন বা ধনলাভে বিঘ্ন জন্মাইলে সংবৎসর-ব্রত; দ্বিজের যজ্ঞোপবীত বিনা ভোজন ও জলপানে নক্তব্রত, কেবল জলপানে ত্রি-প্রাণায়াম। ইচ্ছাপূর্ব্বক একার্য্য করিলে উপবাস। উচ্ছিষ্ট জানিয়াও পান ভোজন করিলে উপবাস। দ্বিজ যজ্ঞোপবীত বিনা জ্ঞানপূর্ব্বক মূত্রত্যাগ বা আহারাদি করিলে 'ময়ি তেজ' ইত্যাদি মন্ত্রে জপ করিবেন। নিমন্ত্রিতের অন্যত্র ভোজনে ত্রিরাত্র; অনিচ্ছায় ঘটিলে সদ্য উপবাস। নিম-ন্ত্রণ করিয়া নিমন্ত্রিতকে না খাওয়াইলে যতিচান্দ্রায়ণ। অদণ্ডের দণ্ড দিলে পুরোহিতের কৃচ্ছ্র ও রাজার ত্রিরাত্র। বিষ্ণু ও গরুড়ের মধ্য দিয়া গমনে দ্বিজের সান্তপন।

ক্ষত্রিয়ের রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে সংবৎসরব্রত, ফলপ্রদ বৃক্ষচ্ছেদেও এইরূপ্। নীলবস্ত্র বা পরচুলা পরিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। নীলী মধ্য গমনে তিন প্রাণায়াম। নীলীবৃক্ষের কাষ্ঠে দন্তধাবনে নীলবস্ত্রধারণব্রত। নীলীবস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অন্ন-দানে দাতা ও ভোক্তার সান্তপন। অপাঙ্‌ক্তেয়ের সহিত পঙ্‌ক্তি-ভোজনে উপবাস ও পর পরদিন পঞ্চগব্যপান। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে নমস্কার করিলে ব্রাহ্মণের উপবাস ও শূদ্রকে অভিবাদন করিলে ত্রিরাত্র উপবাস। অনাপদকালে সিদ্ধান্ন

ভিক্ষা করিলে গৃহস্থের দশরাত্র বজ্রকৃচ্ছ্র সম্বন্ধি দ্রব্যপান। আপদে ত্রিরাত্র। মৃণ্ময় প্রতিমা বা দেবালয়াদি ভঙ্গে আজ্যাহুতি ও ব্রাহ্মণভোজন। তবে প্রতিমা-তারতম্যে দণ্ডপ্রায়শ্চিত্তের ভেদ আছে। দারিদ্র্য, ক্রোধ বা মাৎসর্য্যাদি প্রযুক্ত ভর্ত্তার অতিক্রমে অতিকৃচ্ছ্র। পর্ব্বদিনে মৈথুনে সবস্ত্রস্নান ও বারুণীমার্জ্জন। শ্রাদ্ধদিনে মৈথুনে উপবাস। রজস্বলা স্বপত্নীগমনে তিন উপবাস ও চতুর্থ দিনে ঘৃতভোজন। কামতঃ হইলে সপ্তরাত্র উপবাস। অকামে অথচ অভ্যাসে কৃচ্ছ্র ও অত্যন্ত অভ্যাসে মাসিকব্রত। মতান্তরে ত্রৈবার্ষিক। কামতঃ অভ্যাসে প্রথম দিনে পরাক, দ্বিতীয়ে সান্তপন ও তৃতীয়ে প্রাজাপত্য। অকামে রেতঃসেক করিলে মহাব্যাহৃতিহোম, ছয়মাসের পর গর্ভিণীগমনেও ঐরূপ। কামতঃ রেতঃসেক করিলে ৩ প্রাণায়াম ও সহস্র গায়ত্রীজপ। বাণপ্রস্থ যতির চান্দ্রায়ণ; গৃহস্থের বারুণীদ্বারা মার্জ্জন। স্বপ্নে রেতঃসেক করিলে সূর্য্যকে তিনবার নমস্কার ও ৩টী অঘমর্ষণ। ব্রহ্মচারীর রেতস্খলনে স্নান করিয়া সূর্য্যপূজা ও 'ত্রিঃ পুনর্মামেতি' এই ঋক্‌মন্ত্রজপ। কামতঃ রেতঃপাতে সংবৎসরব্রত। দিবানিদ্রা, নগ্নস্ত্রীদর্শন, নগ্ননিদ্রা, শ্মশানাক্রমণ, হয়ারোহণ ও দুর্জ্জনস্পর্শে নক্তভোজন। গর্ভাধানাদি চূড়ান্ত সংস্কারের কোন একটীর লোপে পাদকৃচ্ছ্র, অনাপদে দ্বিগুণ; প্রায়শ্চিত্তের পর সংস্কার কর্ত্তব্য। সংবৎসর নিত্য ক্রিয়ালোপে ষষ্টিপ্রাজাপত্য, অনিচ্ছায় হইলে তপ্তকৃচ্ছ্র। নিষিদ্ধ কাষ্ঠে দন্তধাবন করিলে গোদর্শন। ব্রতগ্রহণকারীর প্রমাদবশে ব্রতভঙ্গ হইলে তিনটী উপবাস, পরে পুনর্ব্রতগ্রহণ। বিপ্রের ছয়মাস ক্ষাত্রবৃত্তিদ্বারা ধনার্জ্জনে চান্দ্রায়ণ, ৬ মাস বৈশ্যবৃত্তি ও সদ্য শূদ্রবৃত্তিগ্রহণে পুনরুপনয়নপূর্ব্বক কৃচ্ছ্র। শূদ্রের দ্বিজকর্ম্মকরণেও কৃচ্ছ্র ও তদ্ধনত্যাগই প্রায়শ্চিত্ত। স্ত্রীধনদ্বারা জীবনধারণে স্ত্রীকে ধনদান করিয়া চান্দ্রায়ণ। ভার্য্যার মুখমৈথুনে কৃচ্ছ্র, গোযানে গমনকালে মৈথুনাচরণে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ, অনিচ্ছায় হইলে স্নানমাত্র। বস্তিকর্ম্মে, প্রচ্ছর্দ্দন ও বিরেচন অভ্যাসে শিশুকৃচ্ছ্র, অনভ্যাসে স্নানমাত্র। দেবালয়ের শিলা লইয়া স্বগৃহনির্ম্মাণে কৃচ্ছ্র ও যতি সান্তপন। গুরুর কাছে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহা সম্পন্ন না করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রের সহিত চান্দ্রায়ণ। ভোজনকালে কথা কহিলে সেই অন্নত্যাগ। শ্রাদ্ধোপবাসাদি নিষিদ্ধ দিনে দন্তধাবন করিলে শতবার গায়ত্রীজপ ও অম্বুমাত্রপান।

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যার রজোদর্শন হইলে যে পর্য্যন্ত না বিবাহ হয়, পিতাকে ঋতুর দিন হইতে গণিয়া যতদিন হইবে, ততগুলি গোদান, অসমর্থপক্ষে সুবর্ণশৃঙ্গাদিযুক্ত একটী গোদান করিয়া ৩ দিন উপবাস, চতুর্থরাত্রে দুগ্ধমাত্র আহার, পরে নিবৃত্তরজস্কা দান করিবেন। সেই কন্যার পাণিগ্রহণকারী বরকেও কুষ্মাণ্ডমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতাহুতি দিতে হয়। বিবাহহোমকালে বা বিবাহের সময় রজোদর্শন হইলে স্নান করাইয়া 'তাং পূজানেতি' এই তৈত্তিরীয় মন্ত্রে হোম করিয়া বিবাহ করিবে।

মদ্য, বিষ্ঠা, মূত্র বা পূতিগন্ধের আঘ্রাণে ত্রিপ্রাণায়াম, দর্শনে ও স্পর্শনে স্নান ও ঘৃতাশন, উচ্ছিষ্ট সুরাস্পর্শে স্নান ও পঞ্চগব্য পান, তৎঘ্রাণে ত্রি-প্রাণায়াম। মদিরা দান বা স্পর্শে বা প্রতিগ্রহণে স্নান ও তিন দিন কুশোদকপান। সংক্রান্ত্যাদিতে স্নান না করিয়া ভোজন করিলে অষ্টসহস্র-গায়ত্রীজপ।

ব্রাহ্মণের শূদ্রাদি স্পর্শে উপবাস। চাণ্ডালাদি স্পর্শে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস। ইচ্ছা করিয়া চাণ্ডালাদি স্পর্শে চান্দ্রায়ণ, তাহার অভ্যাসে দ্বিগুণ। রজকাদি স্পর্শে তদর্দ্ধ।

নৈমিত্তিক স্নান না করিয়া ভোজনে অষ্টশত গায়ত্রীজপ।

অমেধ্যাদি অস্পৃশ্যের স্পর্শে স্নান করিয়া ভোজনে গৃহস্থের ত্রিরাত্র উপবাস এবং বুদ্ধিপূর্ব্বক হইলে ছয় রাত্রি। জ্ঞানে শ্বপাকাদি স্পর্শে স্নান না করিয়া ভোজনে ত্রিরাত্র, হস্তস্থিত কবলাদি ভোজনে, অব্রাহ্মণসমীপভোজনে, দুষ্ট পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে, বালকদিগকে ছাড়িয়া ভোজনে এবং শূদ্রহস্তে না জানিয়া পান ভোজনে নক্তব্রত, জানিয়া পানভোজন করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। শূদ্রপংক্তিতে ভোজনে দুই উপবাস। ব্রাহ্মণের আচমন না করিয়া ভক্ষণে অষ্টশত জপ এবং ভোজনে উপবাস। অভ্যাসে সহস্র গায়ত্রীজপ। ভোজনকালে মস্তকে বিষ্ঠাদি পড়িলে অন্নত্যাগ করিয়া নদীতে স্নান ও ত্রি-প্রাণায়াম। ঋতুকালে ভূমে ভোজন করিলে অহোরাত্র যাবকাহার ও পঞ্চগব্যপান। ভোজনকালে চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ দর্শনে ভোজনত্যাগ। আচমনপূর্ব্বক তিনবার প্রাণায়াম করিয়া ভোজনত্যাগ না করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। চণ্ডালাদির উচ্ছিষ্টস্পর্শে পূর্ণপ্রাজাপত্য। চাণ্ডালের উচ্ছিষ্ট অন্নস্পর্শে চান্দ্রায়ণ, রজকাদির উচ্ছিষ্ট স্পর্শে ত্রিরাত্র ঘৃতপান। অপরের উচ্ছিষ্ট স্পর্শে ত্রিরাত্র স্নান। ভোজনকালে রজস্বলায় স্পর্শ করিলে শিশুকৃচ্ছ্র ও শতপ্রাণায়াম। ভোজনকালে মলনির্গম হইলে শৌচ করিয়া উপবাস ও পঞ্চগব্যপান জানিয়া শুনিয়া পীতাবশিষ্ট মুখনির্গত জলপানে অভ্যাস থাকিলে চান্দ্রায়ণ অথবা পরাক। না জানিয়া শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজনে ত্রিরাত্র উপবাস। অজ্ঞাতভাবে কাহারও গৃহে চণ্ডাল থাকিলে এবং না জানিয়া তাহার অন্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্য। জানিয়া ভোজন করিলে পরাক। রজস্বলা, সূতিকা, অশ্ব, শূকর, পতিত, কুনি, কুষ্ঠী ও কুনখী স্পৃষ্ট অন্ন জানিয়া ভোজন করিলে কায়, না জানিয়া ভোজন করিলে তদর্দ্ধ। বামহস্তে অন্নভোজন ও এক পংক্তিতে ভোজনকালে একজন উঠিয়া গেলে পরও ভোজন করিলে উপবাস, নক্তব্রত ও পঞ্চগব্যপান।

বিড়াল, কাক, ইন্দুর, নকুল ও গবাদির উচ্ছিষ্ট অন্নভোজনে ব্রাহ্মীরস, অধিকভোজনে এক উপবাস, পূর্ণাহারে ত্রিরাত্র উপবাস। স্বেচ্ছায় হইলে পাদকৃচ্ছ্র; অভ্যাসে কৃচ্ছ্র। কুকুরের উচ্ছিষ্টভোজনে একমাত্র যাবকব্রত। বিপ্রের শূদ্রগৃহে ভোজনে মনস্তাপে শুদ্ধি। ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিলে শতজপ; কিন্তু শূদ্রপাত্র ভিন্ন অপর পাত্রে ভোজন করিলে উপবাস ও পঞ্চগব্যপান। বট, আকন্দ, অশ্বথ, কুম্ভী, তিন্দুক, কোবিদার, কদম্ববল্লী, পলাশ ও ব্রহ্মবৃক্ষপত্রে ভোজনে চান্দ্রায়ণ। বাণপ্রস্থ যতির পদ্মপত্রে ভোজনে চান্দ্রায়ণ। শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের উপবীত ছেদনে মন্ত্রপূত করিয়া অন্য উপবীত ধারণ, উপবাস ও শতবার গায়ত্রীজপ। যজ্ঞোপবীত ছেদনে দুই মহাসান্তপন। গোবিপ্রচাণ্ডালাদিহত, উদ্বদ্ধ, গরদ, আত্মঘাতী, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী, বিষ-বহ্নি-জল-বিদ্যুৎ-সরীসৃপ-হত সঙ্করজাতি ও পতিতের শববহনে, দহনে ও উদকদানাদি ক্রিয়াকরণে তপ্তকৃচ্ছ্র। অনিচ্ছায় করিলে গোমূত্র ও যাবকাহারদ্বারা কৃচ্ছ্র। শূদ্রশবানুগমনে দ্বিজের স্নান ও অষ্টোত্তর শতগায়ত্রীজপ, দ্বিজপ্রেতানুগমনে অষ্টশত, শূদ্রের পক্ষে স্নানমাত্র। আত্মহত্যা প্রভৃতি অশাস্ত্রীয় মরণে তৎপুত্র কর্ত্তৃক তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়াত্মক চান্দ্রায়ণ করিয়া পরে তাহার ক্রিয়া হইবে। তবে ক্রোধবশে আত্মহত্যা করিলে ত্রিরাত্র উপবাস। পতির অনুগমনকালে যদি কোন নারী চিতা হইতে উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহার প্রাজাপত্য করিতে হয়। বিপ্রশূদ্ররজস্বলাস্পর্শে বিপ্রার কৃচ্ছ্র ও শূদ্রার পাদকৃচ্ছ্র, চাণ্ডালাদি অন্ত্যজ ও পতিত শবাদি জানিয়া স্পর্শ করিলে রজস্বলার প্রথম দিনে ত্রিরাত্র, দ্বিতীয় দিনে একাহ, চতুর্থ দিনে নক্তব্রত, না জানিয়া স্পর্শ করিলে উপবাসমাত্র শুদ্ধি।

এ গুলি সাধারণ প্রায়শ্চিত্ত। এতদ্ভিন্ন গোবধ, অস্থিভঙ্গ, পালননিমিত্ত বধ, ব্রাত্য, স্তেয়, ঋণ, অপাকরণ, অনাহিতাগ্নিতা, অপণ্যাদিক্রয়, পরিবেদন, ভৃতকাধ্যয়ন, পারদার্য্য, অপগম্যা, স্ত্রী শূদ্রবৈশ্যক্ষত্রবধ, দ্রুমাদিচ্ছেদন, ব্রহ্মচারীর ব্রতলোপ, অভিশংসি, পুত্রকন্যাবিক্রয়, অখাদ্যখাদন, অযাজ্যযাজন, পিতৃমাতৃসুতত্যাগ, অন্ত্যজ-স্ত্রীগমন-ভোজন, গোমাংসভক্ষণ, ভার্য্যাকে মাতৃসম্বোধন, উপবীতচ্ছেদন প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক, রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও কাশীনাথের প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখরে নিম্নলিখিত প্রায়শ্চিত্তসমূহের উল্লেখ আছে—

১ প্রাজাপত্য বা কৃচ্ছ্র, ২ পাদোনকৃচ্ছ্র, ৩ কৃচ্ছ্রার্দ্ধ, ৪ পাদকৃচ্ছ্র, ৫ অতিকৃচ্ছ্র, ৬ কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র, ৭ তপ্তকৃচ্ছ্র, ৮ পর্ণকৃচ্ছ্র, ৯ সৌম্যকৃচ্ছ, ১০ বারণকৃচ্ছ্র, ১১ শ্রীকৃচ্ছ্র, ১২ যাবককৃচ্ছ্র, ১৩ জলকৃচ্ছ্র, ১৪ ব্রহ্মকূর্চ্চ, ১৫ পরাক, ১৬ সান্তপন, ১৭ মহাসান্তপন, ১৮ চান্দ্রায়ন, ১৯ পিপীলিকামধ্যচান্দ্রায়ন, ২০ যবমধ্যচান্দ্রায়ন, ২১ শিশুচান্দ্রায়ন, ২২ যতিচান্দ্রায়ন, ২৩ ঋষিচান্দ্রায়ন ও ২৪ সোমায়ন। নিম্নে সংক্ষেপে এই প্রায়শ্চিত্তব্রত সমূহের ব্যবস্থা লিখিত হইল :—

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পূর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
প্রাজাপত্য।	তিনদিন প্রাতে, তিন দিন সায়ংকালে, তিনদিন না চাহিয়া যাহা পাইবে, এইরূপে তিন বা পাঁচ দিন কুক্কুটাণ্ড সদৃশ গ্রাস, ফল, মূল, ও জল খাইয়া উপবাস। জপশীলের পক্ষে বারহাজার গায়ত্রীজপ, সহস্র তিলহোম, ঘৃতাহুতি ও প্রাণায়াম দুই দুই শত, ১২টী ব্রাহ্মণভোজন। তীর্থোদ্দেশে যোজনযাত্রা।	দুগ্ধবতী ১ ধেনুদান।*
পাদোন কৃচ্ছ্র।	দুইদিন প্রাতে, দুই দিন সায়ংকালে ও দুইদিন অযাচিতভাবে আহার, দুই দিন উপবাস।	
কৃচ্ছ্রার্দ্ধ	একদিন প্রাতে, এক দিন সায়ংকালে, দুইদিন অযাচিতভাবে আহার, দুইদিন উপবাস।	
শিশুকৃচ্ছ্র	একদিন প্রাতে, ১ দিন সায়ংকালে, ১ দিন অযাচিতভাবে আহার ও ১ দিন উপবাস।	
অতিকৃচ্ছ্র	তিনটী প্রাজাপত্যের মত—অর্থাৎ ৯দিন করিয়া পাণি-পূরান্ন ভোজন ও উপবাসাদি।	৩ ধেনুদান মতান্তরে ২ ধেনু।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র	২১ দিন কেবল জলপান। মতান্তরে অতিকৃচ্ছ্রের দ্বিগুণ বা ৬টী প্রাজাপত্যের সমান।	৬ ধেনুদান।
তপ্তকৃচ্ছ্র	তিন দিন করিয়া উষ্ণ জল, ক্ষীর ও ঘৃতপান। ইহাতে ৬ পল জল, ত্রিপল ক্ষীর ও ১ পল ঘৃত হইবে।	২ দুগ্ধবতী ধেনুদান মতান্তরে ৪ ধেনু।

* ধেনুর অভাবে তাহার মূল্য দান। ধেনুমূল্যের ব্যবস্থা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পুর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
শীতকৃচ্ছ্র	তপ্ত কৃচ্ছ্রবৎ, কেবল তপ্তের স্থলে শীতল ব্যবস্থা।	
পর্ণকৃচ্ছ্র	৫ দিন সাধ্য, প্রত্যহ পলাশ, উডুম্বর, পদ্ম, বিল্বপত্র ও কুশোদকপান। ত্রিরাত্র উপবাসান্তে উক্ত পলাশাদি পঞ্চক্কাথোদক পান। গোমূত্র ১ পল, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাত্রা, ক্ষীর ৭ পল, দধি তিন পল, ঘৃত ১ পল, কুশোদক ১ পল। গায়ত্রীমন্ত্রে শোধন করিয়া এই পঞ্চগব্য স্নান। 'ইদং বিষ্ণুমানস্তোকে বশতী' ইত্যাদি মন্ত্রে হোম।	অর্দ্ধ ধেনু।
সান্তপনকৃচ্ছ্র	৬ রাত্র উপবাস।	
পরাক	১২ রাত্র উপবাস।	৫ ধেনু, মতান্তরে ২ আবার কাহারও মতে ৩ ধেনু-দান।
সৌম্যকৃচ্ছ্র	১ম দিন প্রাণরক্ষার জন্য তিলপিণ্ড, ২য়ে ওদনস্রাব, ৩য়ে ঘোল, ৪র্থে জল ও ৫ম দিনে ছাতু খাইবে, ৬ষ্ঠ হইতে ৮ দিন পর্য্যন্ত উপবাস। মতান্তরে তিল পিণ্ডাদির প্রত্যেকটী ৩ দিন করিয়া ১৫ দিন ও ৬ দিন উপবাস, ইহার মধ্যে দুই দিন বায়ুভক্ষণ। এইরূপে একবিংশতিরাত্র সাধ্য।	১ ধেনু।
বারুণকৃচ্ছ্র	মাস ধরিয়া ছাতু ও জলপান।	১ ধেনু।
শ্রীকৃচ্ছ্র	গোমূত্র, গোময় ও যাবক প্রত্যেকটী তিন দিন করিয়া পান।	১ ধেনু।
যাবককৃচ্ছ্র	সপ্তরাত্র, পক্ষ বা মাস ধরিয়া যবোদকপান।	
জলকৃচ্ছ্র	অনশনে অহোরাত্র জলে বাস।	
বজ্রকৃচ্ছ্র	গোময় যাবক পান।	

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পুর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
সান্তপন।	পূর্ব্বদিন পঞ্চগব্যমাত্র পান, পরদিনে উপবাস।	১ পুরাণদান।
প্রতিসান্তপন	তিন দিন পঞ্চগব্য পান, ৪র্থ দিনে উপবাস। হোম করিতে হয়। মতান্তরে ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিনে উপবাস।	
মহাসান্তপন	১ গোমূত্র, ২ গোময়, ৩ দুগ্ধ, ৪ দধি, ৫ ঘৃত ও ৬ কুশোদক, প্রত্যেকটী এক এক দিন পান, ৭ম দিবসে উপবাস। মতান্তরে গোমূত্রাদি প্রতি দ্রব্য ৩ দিন করিয়া পান ও শেষ ৩দিন উপবাস, এই একবিংশতি রাত্রসাধ্য।	২ ধেনু। মতান্তরে দেড় গো।
অতিসান্তপন	পঞ্চগব্যের প্রত্যেকটী ২ দিন করিয়া পান, শেষ ২ উপবাস এই দ্বাদশরাত্র।	
চান্দ্রায়ণ। পিপীলিকামধ্য	কৃষ্ণপ্রতিপদ হইতে আমলকী প্রমাণ ১৪ গ্রাস আরম্ভ করিয়া পরে প্রত্যহ এক এক করিয়া কমাইয়া চতুর্দ্দশী দিন এক গ্রাস মাত্র আহার করিবে, অমাবস্যায় উপবাস। পরে শুক্ল প্রতিপদে ১ গ্রাস, ২য়ায় ২ গ্রাস, এই ক্রমে পূর্ণিমান্ত পর্য্যন্ত বাড়াইয়া যাইবে।	৮ ধেনু। দক্ষিণা ৮টী বৃষভ। শূলপাণির মতে ৭॥০ ধেনু। দরিদ্রের পক্ষে ৩টী প্রাজাপত্য।
যবমধ্য-চান্দ্রায়ণ	শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে এক গ্রাস আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমান্ত পর্য্যন্ত বাড়াইবে, আবার কৃষ্ণপ্রতিপদ্ হইতে কমাইতে থাকিবে। একাদশী ব্রতভঙ্গেও দোষ হয় না।	
যতি-চান্দ্রায়ণ	৪টী প্রাজাপত্যের সমান। ইহাতে প্রতি মধ্যাহ্নে আট আটটী করিয়া পিণ্ড ভক্ষণ করিবে। হবিষ্যাশী ও জিতেন্দ্রিয় থাকিবে।	
শিশুচান্দ্রায়ণ	সমাহিত চিত্তে ৪টী	

প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পুর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।	প্রায়শ্চিত্ত-নাম।	পুর্ণ ব্যবস্থা।	অসমর্থ পক্ষে।
ঋষিচান্দ্রায়ণ	প্রাতে ও ৪টী পিণ্ড সূর্য্যাস্তকালে খাইবে। একমাস হবিষ্যাশী ও নিয়মেথাকিয়া তিন তিনটী পিণ্ড খাইবে।	৩টী ধেনু মতান্তরে ৪টী ধেনু।		সপ্তরাত্র ও ১টী স্তন হইতে সপ্তরাত্র এবং ত্রিরাত্র বায়ু ভক্ষণ। প্রথম দুইটী ছাড়া সকল চান্দ্রায়ণই প্রতিপদ্ ব্যতীত আর সকল দিনেই আরম্ভ করিবে।	
সোমায়ন চান্দ্রায়ণ	গোর ৪টী স্তন হইতে সপ্তরাত্র, ৩টী স্তন হইতে সপ্তরাত্র, দুটী স্তন হইতে				

অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, মলাবহ। পাপ ও প্রকীর্ণকভেদে প্রায়শ্চিত্তেরও তারতম্য আছে। অতিপাতকে পূর্ণপ্রায়শ্চিত্ত, মহাপাতকে তাহার অর্দ্ধ, আবার প্রকীর্ণক পাপে অতিপাতকের এক অষ্টমাংশ করিতে হয়। নিম্নে কএকটীর ব্যবস্থা দেওয়া হইল—

অতিপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণের মাতৃ, দুহিতৃ, বা স্নুষাগমন।	অজ্ঞানে দ্বিগুণ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত, জ্ঞানতঃ তাহার দ্বিগুণ।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কার্ষাপণ বা তন্মূল্যের স্বর্ণাদি।	২০০ গো, অসমর্থে ২০০ কাহন কড়ি।
ক্ষত্রিয়বৈশ্য শূদ্রদিগের মাতৃ, দুহিতৃ বা স্নুষা গমন।	অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ। অথবা চতুর্বিংশতি বার্ষিকব্রত। কামতঃ ইহার দ্বিগুণ। মাতৃ-প্রভৃতিরও এই রূপ ব্রত কর্ত্তব্য।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন কড়ি বা তন্মূল্যের স্বর্ণাদি।	২০০ গো। অশক্তে ২০০ কাহন কড়ি।
মহাপাতক।				
অকামে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মবধ।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০কাহন বা তন্মূল্যের স্বর্ণাদি।	১০০ গো। অশক্তে ১০০ কাহন।
কামতঃ ঐ	মরণ, অশক্তে দ্বিগুণ দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন কড়ি।	২০০ গো।
জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণীগর্ভবধ।	ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্ত। অজ্ঞানে ইহার অর্দ্ধ।			
জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শত্রু ব্রাহ্মণবধ।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো বা ১০০ কাহন।
অনিচ্ছায় ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ব্রহ্মবধ।	২৪ বার্ষিক ব্রত।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন।	২০০ গো, অশক্তে ২০০ কাহন।
অনিচ্ছায় বৈশ্যকর্ত্তৃক ব্রহ্মবধ।	৩৬ বার্ষিক ব্রত, স্বেচ্ছায় তাহার দ্বিগুণ।	৫৪০ ধেনু।	১৬২০ কাহন।	৩০০ গো। অশক্তে ৩০০ কাহন।
অনিচ্ছায় শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবধ।	৪৮ বার্ষিক ব্রত। স্বেচ্ছায় ইহার দ্বিগুণ।	৭২০ ধেনু।	২১৬০ কাহন।	৪০০ গো।

উপপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণের সুরাপান।	যে পর্য্যন্ত না মৃত্যু হয়, সে পর্য্যন্ত অগ্নিবৎ উষ্ণ সুরা, গো-মূত্র, জল বা দুগ্ধ পান। ২৪ বার্ষিকব্রত, অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন।	২০০ গো।
ক্ষত্রিয়ের পৈষ্টী সুরা-পান।	১৮ বার্ষিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২০০ ধেনু।	৮১০ কাহন।	৭৫ গো।
বৈশ্যের পৈষ্টী সুরা-পান।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণের গুর্ব্বঙ্গণাগমন।	২৪ বার্ষিক ব্রত। গুর্ব্বঙ্গনারও ঐরূপ কর্ত্তব্য।	৩৬০ ধেনু।	১০৮০ কাহন।	২০০ গো।
অনুপাতক।				
ছোট হইয়া বড়র ভান। যেমন শূদ্রের ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়-দান।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
অধীত বেদবিস্মরণ, বেদনিন্দা, কূটসাক্ষ্য, সুহৃদ্‌বধ, গর্হিতান্ন-ভোজন।	দ্বাদশবার্ষিক ব্রত।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
সপিণ্ডাস্ত্রীগমন, ব্রাহ্মণ-কুমারীগমন, চণ্ডালাদি স্ত্রীগমন।	অজ্ঞানে দ্বাদশ বার্ষিক, জ্ঞানে দ্বিগুণ।	১৮০ ধেনু।	৫৪০ কাহন।	১০০ গো।
উপপাতক।				
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণের গোবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানকৃত হইলে অর্দ্ধ।	১২ ধেনু। মতান্তরে ১৭ ধেনু।	২৬ বা ৫১ কাহন।	১০ বৃষ ১০ গো, অশক্তে ১৫ কাহন।
শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-স্বামিক গোবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৯ ধেনু।	২৫॥০ কাহন।	১ গো, অশক্তে ১কাহন
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের গোবধ।	ষাণ্মাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১২ ধেনু।	৩৬ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়ের গোবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৬ ধেনু।	১৮ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্যের গোবধ।	দ্বৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১০ ধেনু।	৩০ কাহন।	যথাশক্তি।

উপপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণীদান।	দক্ষিণা।
দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রের গোবধ।	২ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২ ধেনু	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্তৃক ব্রাহ্মণের গর্ভিণী কপিলা বা ধেনুবধ।	ত্রৈমাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১৭ ধেনু।	৫১ কাহন।	১০ বৃষ, ১০ গো, অশক্তে ১৫ কাহন।
দ্বিজ কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনুবধ।	দ্বিগুণ ষাণ্মাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২৪ ধেনু।	৭২ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্তৃক ক্ষত্রিয়ের গর্ভিণী কপিলা বা দুগ্ধবতীহোমধেনুবধ।	ষাণ্মাসিক ব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১২ ধেনু।	৩৬ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্তৃক বৈশ্যের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনুবধ।	চতুর্গুণ মাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২০ ধেনু।	৬০ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্তৃক বৈশ্যের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনু বধ।	দ্বিগুণ মাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১০ ধেনু।	৩০ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনু বধ।	৮ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৮ ধেনু।	২৪ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্তৃক শূদ্রের গর্ভিণী কপিলা বা দোগ্ধ্রীহোমধেনু বধ।	৪ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৪ ধেনু।	১২ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্তৃক অধম শূদ্রের গোবধ।	২ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
শূদ্র কর্তৃক অধম শূদ্রের গোবধ।	১ প্রাজাপত্য। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	যথাশক্তি।
দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রেতরের অপালননিমিত্ত গোবধ।	ইতিকর্তব্যতাক প্রাজাপত্য। প্রাজাপত্যদ্বয়।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	২ বৃষ, ২ গো, অসমর্থে দেড় কাহন।
দ্বিজ কর্তৃক শূদ্রের অপালননিমিত্ত গোবধ।	প্রাজাপত্য।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
গোর শৃঙ্গভঙ্গ, অস্থিভঙ্গ, চর্ম্মনির্ম্মোচন ও লাঙ্গুলচ্ছেদন।	দশরাত্র বজ্রব্রত। মাসার্দ্ধ যবপান। অথবা প্রাজাপত্য।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	যথাশক্তি।

অতিপাতক।	প্রায়শ্চিত্ত।	অসমর্থে ধেনুদান।	তদশক্তে চূর্ণদান।	দক্ষিণা।
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বৃষের শকটাদিতে যোজন।	প্রাজাপত্যদ্বয়।	২ ধেনু।	৬ কাহন।	যথাশক্তি।
উপপাতক।				
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক জ্ঞানকৃত ক্ষত্রিয়বধ।	ত্রৈমাসিকব্রত। অজ্ঞানে তদর্দ্ধ।	৪৫ ধেনু।	১২৫ কাহন।	২৫ গো।
বৈশ্য কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়বধ।	ষাড়্বার্ষিকব্রত।	২৩ ধেনু।	৬৭॥০ কাহন।	১৩ গো, অশক্তে ১২॥০ কাহন।
শূদ্র কর্ত্তৃক ক্ষত্র বধ।	নববার্ষিকব্রত।	১৩ ধেনু।	৪০৫ কাহন।	৭৫ গো।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্য বধ।	সার্দ্ধবার্ষিকব্রত।	২৩ ধেনু।	৬৭॥০ কাহন।	১৩ গো, অশক্তে ১২॥০ কাহন।
শূদ্র কর্ত্তৃক বৈশ্য বধ।	ত্রৈবার্ষিকব্রত।	৪৫ ধেনু।	১২৫ কাহন।	২৫ গো।
দ্বিজ কর্ত্তৃক শূদ্র বধ।	নবমাসিকব্রত।	১২ ধেনু।	৩৩৸০ কাহন।	৭ গো, অশক্তে ৬৷০ কাহন।
ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণী-বধ।	ষাড়্বার্ষিক মহাব্রত। ক্ষত্রিয়ের দ্বিগুণ, বৈশ্যের ত্রিগুণ ও শূদ্রের চতুর্গুণ।	৯০ ধেনু।	২৭০ কাহন।	৫০ গো।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াবধ।	ত্রৈমাসিকব্রত। বৈশ্যের দ্বিগুণ, শূদ্রের ত্রিগুণ।	৪৫ ধেনু।	১২৫ কাহন।	২৫ গো।
দ্বিজ কর্ত্তৃক বৈশ্যা বধ।	বার্ষিকব্রত। শূদ্রের পক্ষে দ্বিগুণ।	১৫ ধেনু।	৪৫ কাহন।	৮ গো, অশক্তে ৮৷৶৵ কাহন।
শূদ্রাবধ।	বার্ষিকব্রত।	১৫ ধেনু।	৪৫ কাহন।	৯ গো, ঐ
রাজার উত্তম গজবধ, অশ্ববধ।	পঞ্চ নীলবৃষ দান। বাসোযুগ দান।		২৫ কাহন।	যথাশক্তি।
মৃগ, মহিষ, সিংহাদিবধ।	অহোরাত্র উপবাস, অন্তে ঘৃতঘট দান।		৮ পণ।	যথাশক্তি।
মার্জ্জারাদি ও গৃহ-পক্ষিবধ।	ত্র্যহক্ষীরপান বা পাদকৃচ্ছ্র।		১ কাহন।	যথাশক্তি।
সামান্য পক্ষিবধ।	নক্তব্রত বা দুই রতি রৌপ্যদান।		৶১৩৷ পণ।	ঐ
ব্রাত্যযাজন।	প্রাজাপত্য।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	যথাশক্তি।
অভক্ষ্যভক্ষণ।	চান্দ্রায়ণ। (গুরুতর বিষয়ে)	৮ ধেনু।	২২॥০ কাহন।	যথাশক্তি।
অভোজ্যান্ন ভোজন।	প্রাজাপত্য। (জ্ঞানতঃ) ক্ষত্রিয়ের পাদোন, বৈশ্যের অর্দ্ধ ও শূদ্রের পাদ।	১ ধেনু।	৩ কাহন।	ঐ
নবশ্রাদ্ধান্নভোজন।	চান্দ্রায়ণ।	৮ ধেনু।	২২॥০ কাহন।	যথাশক্তি।

সকল প্রায়শ্চিত্তই অজ্ঞানতঃ হইলে অৰ্দ্ধ, বাল, স্ত্রী ও বৃদ্ধদিগের পক্ষেও অৰ্দ্ধ। যেখানে গো নির্দ্দেশ আছে, তথায় তদভাবে ১ কাহন কড়ি দিলেই চলিবে।

উপরে যে প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োগ লিখিত হইয়াছে, তাহাই প্রাচীন মত; এখন কিন্তু নব্যস্মার্ত্তগণ অনেক ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববৎ আর কঠোরতা নাই। [অব্যবহার্য্য ও ব্যবহার্য্য শব্দ এবং শূলপাণির প্রায়শ্চিত্তবিবেক, কাশীনাথের প্রায়শ্চিত্তেন্দুশেখর প্রভৃতি গ্রন্থে অপরাপর প্রায়শ্চিত্তবিধি দ্রষ্টব্য।]

প্রায়শ্চিত্তি (স্ত্রী) প্রায়ঃ অব্যয়ং তপসশ্চিত্তিঃ চিত-ভাবে-ক্তিন্। প্রায়শ্চিত্তশব্দার্থ।

"তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিমৈচ্ছন্"(তৈত্তি স° ২।১।২।৪)

প্রায়শ্চিত্তিক (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তঃ কর্ত্তব্যত্বেনাস্ত্যস্য ঠন্। প্রায়শ্চিত্তার্হ।

প্রায়শ্চিত্তিন্ (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তঃ কর্ত্তব্যত্বেনাস্ত্যস্য ইনি। প্রায়শ্চিত্তার্হ, প্রায়শ্চিত্তের উপযুক্ত।

"অজ্ঞাত্বা ধর্ম্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদেত্তু যঃ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ পূতং তৎপাপং তেষু গচ্ছতি॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

যদি কোন অজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তী অর্থাৎ যিনি প্রায়শ্চিত্ত করেন, তিনি পূত হইবেন; কিন্তু তাহার পাপ, ব্যবস্থাপকের উপর যাইবে। এইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষরূপ অবগত না হইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিতে নাই।

প্রায়শ্চিত্তিমৎ (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তি-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য-ব। প্রায়শ্চিত্তযুক্ত।

প্রায়শ্চিত্তীয়, নামধাতু। প্রায়শ্চিত্তার্হ। প্রায়শ্চিত্ত-ক্যঙ্। ভূাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ প্রায়শ্চিত্তীয়তে।

"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ॥" (মনু ১১।৪৫)

প্রায়শ্চিত্তীয় (ত্রি) প্রায়শ্চিত্ত-ছ। প্রায়শ্চিত্তহোম সম্বন্ধীয়। ২ প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয়।

প্রায়শ্চিত্তীয়তা (স্ত্রী) প্রায়শ্চিত্তীয় ভাবে-তল্ টাপ্। প্রায়শ্চিত্তীয়ের ভাব, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধীয়ের ভাব বা ধর্ম্ম।

"প্রায়শ্চিত্তীয়তাং প্রাপ্য দৈবাৎ পূর্ব্বকৃতেন বা।
ন সংসর্গং ব্রজেৎ সদ্ভিঃ প্রায়শ্চিত্তেঽকৃতে দ্বিজঃ॥" (মনু ১১।৪৭)

প্রায়স্ (অব্য) প্র-অয়-অসি। ১ বাহুল্য। ২ তপস্, ব্রতাদি।

"প্রায়োনাম তপঃপ্রোক্তং" (স্মৃতি)

প্রায়াণিক (ত্রি) প্রয়াণায় হিতং ঠক্। যাত্রিক দ্রব্য, শঙ্খ, চামরাদি। যাত্রাকালে শঙ্খ চামর প্রভৃতি যে সকল মাঙ্গলিক দ্রব্য থাকে, তাহাকে প্রায়াণিক কহে।

প্রায়াত্রিক (ত্রি) প্রযাত্রায়ে হিতং ঠক্। যাত্রাকালে হিতকর দ্রব্য।

প্রায়াস (পুং) দেববিশেষ। (শুক্ল যজু° ৩৯।১১)

প্রায়িক (ত্রি) প্রায়েণ প্রায়ে বা ভবমিতি প্রায়-ঠক্। বাহুল্যভব, প্রায়ভব, যাহা বাহুল্যরূপে হইয়া থাকে। "ক্ষৈণ্যজ্ঞানে তু প্রায়িকমরণং জ্ঞাত্বা প্রবৃত্তস্য চান্দ্রায়ণাদিকম্" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

প্রায়ুদ্ধেষীন্ (পুং) প্রাযুধি প্রকৃষ্টযুদ্ধাদিস্থানে হেষতে শব্দায়তে ইতি হেষ্-ণিনি। ঘোটক। (শব্দচ°)

প্রায়োগ (পুং) প্রযুজ্যতে শকটাদৌ প্র-যুজ-কর্ম্মণি-ঘঞ্, কুত্বং দীর্ঘশ্চ। শকটাদিতে নিয়োগার্হ বৃষ। (ঋক্ ১০।১০৬।২)

প্রায়োগিক (ত্রি) প্রয়োগং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। নিত্যপ্রয়োগার্হ।

প্রায়োজ্য (ত্রি) প্র-আ-যুজ-ণিচ্-যৎ। প্রয়োজনার্হ। "প্রায়োজ্যং ন বিভাজ্যেত, যদ্ যস্য প্রায়োজনার্হং পুস্তকাদি তস্যৈবেতি সহ ন বিভজনীয়মিতি" (দায়ভাগ) প্রায়োজ্য বস্তুর বিভাগ হয় না, অর্থাৎ যে বস্তু যাহার প্রয়োজনীয়, সেই বস্তু তাহারই থাকিবে, অন্য দায়াদের সঙ্গে তাহার বিভাগ হইবে না। যদি সকলেরই উহা প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে উহার বিভাগ হইবে। যেরূপ মূর্খের সহিত পুস্তকাদির বিভাগ হয় না।

প্রায়োদ্বীপ, যে ভূমির প্রায় চতুর্দ্দিকে জল (Peninsula)।

প্রায়োপগমন (ক্লী) অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হওয়া।

প্রায়োপবিষ্ট (ত্রি) প্রায়েণ মরণার্থমনশনেন উপবিষ্টঃ। প্রায়োপবেশবিশিষ্ট, যাহারা প্রায়োপবেশন ব্রত করিয়াছেন, মৃত্যুর জন্য উপবাসরূপ ব্রতবিশিষ্ট।

"প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াং পরীতং পরমর্ষিভিঃ।
তত্র কীর্ত্তয়তো বিপ্রা বিপ্রর্ষের্ভূরিতেজসঃ॥" (ভাগ° ১।৩।৪৩)

প্রায়োপবেশ (পুং) প্রায়েণ মৃত্যুনিমিত্তকানশনেন উপবেশঃ স্থিতিঃ। সন্ন্যাসপূর্ব্বক অনশনস্থিতি। সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যতদিন না মৃত্যু হয়, ততদিন উপবাসরূপব্রত। "ইতি ব্যবচ্ছিদ্য স পাণ্ডবেয়ঃ প্রায়োপবেশং প্রতিবিষ্ণুপদ্যাং।" (ভাগ° ১।১৯।৭) রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ হইলে তৎপরে তিনি প্রায়োপবেশ ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

প্রায়োপবেশন (ক্লী) প্রায়েণ মৃত্যুনিমিত্তকানশনেন উপবেশনং। প্রায়োপবেশব্রত, অনশনব্রত।

প্রায়োপবেশনিকা (স্ত্রী) প্রায়োপবেশব্রত।

প্রায়োপবেশিন্ (ত্রি) প্রায়োপবেশ-অস্ত্যর্থে ইনি। প্রায়োপবিষ্ট, প্রায়োপবেশন ব্রতবিশিষ্ট।

প্রায়োপেত (ত্রি) প্রায়ঃ প্রায়োপবেশঃ তেন উপেতঃ। প্রায়োপবেশনযুক্ত।

প্রারব্ধ (ক্লী) প্রকৃষ্টমারব্ধং স্বকার্য্যজননায়েতি। শরীরারম্ভক অদৃষ্টবিশেষ। যে অদৃষ্টদ্বারা শরীরাদির উৎপত্তি হয়। যতদিন পর্য্যন্ত প্রারব্ধ শেষ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী।

"অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং।
নাভুক্তং ক্ষিয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি ॥" (মনু)

শুভ বা অশুভ যে সকল কার্য্য করা যায়, তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মের ভোগ না হইলে শতকোটি-কল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। এইজন্য প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হইয়া থাকে; কিন্তু যদি বিশুদ্ধজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে প্রারব্ধকর্ম্ম নাশ হইয়া থাকে। "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন!।" (গীতা) (ত্রি) ২ কৃতারম্ভ। (রঘু ১৪।৭)

প্রারব্ধি (স্ত্রী) প্র-আ-রম্ভ-ক্তিন্। ১ গজবন্ধনরজ্জু। (হারা°) ভাবে-ক্তিন্। ২ আরম্ভ।

প্রারম্ভ (পুং) প্র-আ-রভ-ভাবে-ঘঞ্ মুম্‌চ। ১ প্রকর্ষরূপে আরম্ভ। "প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।" (স্মৃতি) কর্ম্মের প্রারম্ভে পুণ্ডরীক হরিকে স্মরণ করিবে। প্রারভ্যতে ইতি প্র-আ-রভ্-কর্ম্মণি-ঘঞ্, মুম্‌চ। ২ কর্ম্ম। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫।১৭) প্রকৃষ্ট আরম্ভো যোগো যস্য। ৩ যোগী।

"প্রবুদ্ধপুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভমুখদর্শনম্ ॥" (রঘু ১০।৯)

প্রারম্ভণ (ক্লী) প্র-আ-রভ-ল্যুট্ মুম্‌চ। প্রকর্ষরূপে আরম্ভ। প্রারম্ভণং প্রয়োজনমস্য অনুপ্রবচনাদিত্বাৎ-ছ। (পা ৫।১।১১) প্রারম্ভণীয়—তৎ প্রয়োজনক, প্রারম্ভপ্রয়োজনক।

প্রারোহ (ত্রি) প্ররোহশীলমস্য ছত্রাদিত্বাৎ ণ। (পা ৪।৪।৬২) প্ররোহণশীল। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রার্জয়িতৃ (ত্রি) দানকর্ত্তা।

প্রার্জ্জুন (পুং) জনপদভেদ।

প্রার্ণ (ক্লী) প্রকৃষ্টমৃণং বৃদ্ধিঃ। ১ প্রকৃষ্ট ঋণ, অতিশয় ঋণ, অত্যন্ত দেনা। (ত্রি) প্রকৃষ্টং ঋণং যস্য প্রাদি° বহুব্রী°। ২ প্রকৃষ্ট ঋণযুক্ত।

প্রার্থ (পুং) সাজসজ্জা।

প্রার্থক (ত্রি) প্রার্থয়তীতি প্র-অর্থ-ণ্বুল্। প্রার্থনাকারী।

প্রার্থন (ক্লী) প্র-অর্থ-ল্যুট্। প্রকর্ষরূপে যাচন, পর্য্যায়—অভিশস্তি, যাচনা, অর্থনা, প্রার্থনা। (শব্দরত্না°)

"যুগক্ষয়কৃতা ধর্ম্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্ব্বতে।
এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ত্ততে ॥" (ভার° ৩।১৪৯।১৭)

প্রার্থনা (স্ত্রী) প্র-অর্থ-ণিচ্-যুচ্। ১ প্রকর্ষরূপে যাচন। ২ হিংসা। ৩ সাহিত্যদর্পণোক্ত গর্ভাঙ্গভেদ। "সংগ্রহশ্চানুমানঞ্চ প্রার্থনা ক্ষিপ্তিরেব চ" ইতি গর্ভাঙ্গান্যুদ্দিশ্য—"রতিহর্ষোৎসবানান্ত প্রার্থনং প্রার্থনা ভবেৎ।" (সাহিত্যদ°) ৪ অভিযান। ৫ অবরোধ। ৬ তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

"প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে।
কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা স্যাৎ প্রার্থনাভিধা ॥" (তন্ত্রসার)

প্রার্থনীয় (ক্লী) প্রার্থ্যতে ইতি প্র-অর্থ-ণিচ্ অনীয়র্। দ্বাপর-যুগ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ প্রার্থনাবিষয়ক, যাচনীয়।

প্রার্থয়িতৃ (ত্রি) প্র-অর্থ-ণিচ্-তৃচ্। প্রার্থনাকারী, যাহারা প্রার্থনা করেন।

প্রার্থয়িতব্য (ত্রি) প্র-অর্থি-ণিচ্-তব্য। প্রার্থনীয়, প্রার্থনার যোগ্য।

প্রার্থিত (ত্রি) প্রার্থ্যতে স্মেতি প্র-অর্থ-ক্ত। ১ যাচিত।

"প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্রং দয়ান্বিতা।
একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥" (দেবীভাগ° ২।৬।৫৬)

২ শত্রুসংরুদ্ধ। ৩ অভিহিত। (মেদিনী) ৪ হত। (ত্রিকা°)

প্রার্থিন্ (ত্রি) প্রার্থয়তে প্র-অর্থ-ণিনি। প্রার্থনাশীল।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।" (রঘু ১।৩)

প্রার্থ্য (ত্রি) প্রার্থনার যোগ্য।

প্রার্থক (ত্রি) প্রার্থনাকারী।

প্রালম্ব (ক্লী) প্রালম্বতে ইতি লবি-অবসংশনে অচ্। কণ্ঠদেশ হইতে ঋজুলম্বমান মাল্য। "প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্তুঃ ॥" (রঘু ৬।১৪)

প্রালম্বিকা (স্ত্রী) প্রালম্বতে ইতি অচ্, সংজ্ঞায়াং কন্, টাপি অত-ইত্বং। স্বর্ণাদিরচিত লনন্তিকা, সুবর্ণহার। (অমর)

প্রালেপিক (ত্রি) প্রলেপিকায়া ধর্ম্মম্। প্রলেপিকা ভব; প্রলেপকার্য্য সম্বন্ধীয়। (মহিষ্যাদিগণ পা ৪।৪।৪৮)

প্রালেয় (ক্লী) প্রকর্ষেণ লীয়ন্তে লীনা ভবন্তি পদার্থা অত্রেতি প্রলয়ো হিমালয়স্তত আগতং প্রলয়-অণ্ (কেকয়মিত্রয়ু-প্রলয়াণাং যাদেরিয়ঃ। পা ৭।৩।২) ইতি যস্যেয়াদেশঃ। হিম।

"নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥"(দেবীভাগ° ৪।৫।১৩)

প্রালেয়রশ্মি (পুং) প্রালেয় ইব রশ্মির্যস্য। চন্দ্র, শীতকিরণ।

প্রালেয়শৈল (পুং) প্রালেয় নাম শৈলঃ। হিমবান্। (কথা-সরিৎসা° ৩৭।২২)

প্রালেয়াংশু (পুং) প্রালেয়ানি হিমানি তদ্বৎ শীতা বা অংশবো যস্য। চন্দ্র, শীতকিরণ।

"ইত্থং নারীর্ঘটয়িতুমলঙ্কামিভিঃ কামমাসন্
প্রালেয়াংশোঃ সপদি রুচয়ঃ শান্তমানান্তরায়াঃ।" (মাঘ ৯।৮৭)

২ কর্পূরভেদ।

প্রালেয়াদ্রি (পুং) প্রালেয় নাম অদ্রিঃ। হিমালয়।

"প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্।" (মেঘদূত ৫৮)

প্রাবচন (ত্রি) প্রবচন বা স্বরসম্পর্কীয়। (বাজ° প্রাতি° ১।১৩২)
প্রাবট (পুং) প্র-অব-অট্‌-অচ্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। যব।
প্রাবন (ক্লী) প্র-আ-বন-সংভক্তৌ করণে-ঘ, 'প্রণিরিত্যাদি ণত্বং। ১ খনিত্র। (ঋক্ ৩।২২।৪)
প্রাবণি (স্ত্রী) প্র-অব-অনি। প্রকৃষ্ট অবনি। (উজ্জ্বলদত্ত ২।১০৩)
প্রাবর (পুং) প্রাবৃণোত্যনেনেতি প্র-আ-বৃ-করণে অপ্। প্রাচীর।
প্রাবরক (পুং) ১ জনপদভেদ। প্রাবার। (মহাভা° উদ্যোগপ°) ২ বহির্বাসঃসংযুক্ত।
প্রাবরণ (ক্লী) প্রাবৃণোত্যনেন গাত্রমিতি প্র-আ-বৃ-করণে ল্যুট্। উত্তরীয়বস্ত্র, পর্য্যায়—প্রচ্ছাদন, সংব্যান, উত্তরীয়ক। (হেম)
"বল্কলীপাদমুদ্রাঙ্ক-চারুপ্রাবরণাদি সঃ।
গৌরবার্হান্ ছরাচারৈঃ সচিবান্ পর্য্যধাপয়ৎ॥"(রাজতর° ৪।৬৭৪)
প্রাবরণীয় (ক্লী) আচ্ছাদন বস্ত্র। (ত্রি) ২ যদ্দারা আবরণ করা যায়।
প্রাবার (পুং) প্রাব্রিয়তে গাত্রমনেনেতি প্র-আ-বৃ-করণে-ঘঞ্। উত্তরাসঙ্গ, উত্তরীয়বস্ত্র। 'আচ্ছাদয়সি প্রাবারানশ্নাসি পিশিতৌ-দনম্।' (ভারত ২।৪৮।৯)
প্রাবারক (পুং) উত্তরীয় বস্ত্র, বহির্বাসঃ।
প্রাবারকর্ণ (পুং) উলূকভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ১৯৮ অঃ)
প্রাবারকীট (পুং) প্রাবারস্থ কীটঃ। কীটভেদ, পর্য্যায়—কুণ। (জটাধর)
প্রাবারিক (পুং) বহির্বাসো বিনির্ম্মাতা। (গো° রামা° ২।৯০।১৬)
প্রাবাস (ত্রি) প্রবাসে দীয়তে কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদিত্বাদণ্। প্রবাসে দীয়মান। ২ প্রবাসে কার্য্য।
প্রাবাসিক (ত্রি) প্রবাসায় প্রভবতি সন্তাপাদিত্বাৎ ঠঞ্। ১ প্রবাসসাধন। প্রবাসে সাধুঃ গুড়াদিত্বাৎ ঠঞ্। ২ প্রবাসে সাধু।
প্রাবাহণি (পুং) প্রবাহণের অপত্য।
প্রাবাহণেয় (পুং) প্রবহণস্য অপত্যং (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি অপত্যার্থে ঠক্। প্রবহণ ঋষির অপত্য, জৈবল ঋষির অপত্য।
প্রাবাহণেয়ক (পুং) প্রাবাহণেয়-স্বার্থে-ক। প্রাবাহণেয়, প্রাবাহণ ঋষির অপত্য।
প্রাবাহণেয়ি (পুং স্ত্রী) প্রবাহণস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্, ততো বৃদ্ধিঃ। প্রবাহণ ঋষির গোত্রাপত্য।
প্রাবিতৃ (ত্রি) প্র-অব-তৃন্। প্রকৃষ্টরূপে রক্ষক। "তস্য স্ম প্রাবিতা ভব" (ঋক্ ১।১২।৮) 'প্রাবিতা ভব অবশ্যং রক্ষকো ভব' (সায়ণ)
প্রাবিত্র (ক্লী) আশ্রয়, অভিভাবকের অধীনে থাকা।
"অগ্নিহোতা বেত্বাগ্নির্হোত্রং প্রাবিত্রম্।" (তৈত্তি° ব্রা ৩।৪।৫।১।)
প্রাবী (ত্রি) অবহিত। মনোযোগী।
স মানুষীষু দূলভো বিক্ষু প্রাবীরমত্যঃ॥" (ঋক্ ৪।৯।২)
প্রাবীণ্য (ক্লী) প্রবীণ-ষ্যঞ্। প্রবীণতা, প্রবীণের ধর্ম্ম।
প্রাবৃট্‌কাল (পুং) প্রাবৃট্ কালঃ কর্ম্মধা°। বর্ষাকাল।
প্রাবিট্‌কালবহা (স্ত্রী) নদীভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৬৭ অঃ)
প্রাবৃড়ত্যয় (পুং) প্রাবৃষঃ অত্যয়ে নাশো যত্র। শরৎকাল।
প্রাবৃত (ত্রি) প্রাব্রিয়তে স্মেতি প্র-আ-বৃ-ক্ত। প্রকৃষ্টাবরণ, ওড়িতবস্ত্র। (ভারত) পর্য্যায়—নিবীত, নিবৃত।
প্রাবৃতি (স্ত্রী) প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণ আচ্ছাদয়তি দৃষ্টিপথমনয়েতি প্র-আ-বৃ-করণে ক্তিন্। ১ প্রাচীর। (শব্দরত্না°) ২ মল।
"প্রাবৃতীশো বলং কর্ম্ম মায়াকার্য্যাকতুর্ব্বিধম্।
পাশজালং সমাসেন ধর্ম্মনাম্নৈব কীর্ত্তিতা॥"(সর্ব্বদর্শন স° শৈবদ°)
'প্রাবৃণোতি প্রকর্ষেণ আচ্ছাদয়ত্যাত্মনো দৃক্‌ক্রিয়ে ইতি প্রাবৃতিঃ স্বাভাবিক্যশুচির্মলঃ' (টীকা)
প্রাবৃত্তিক (ত্রি) প্রবৃত্তৌ হিতঃ ঠক্। প্রবৃত্তিবাহক দূতভেদ। (হরিবংশ ১০৪ অঃ)
প্রাবৃষ্ (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ আ-সম্যক্‌প্রকারেণ চ বর্ষতীতি প্র-আ-বৃষ্-ক্বিপ্ প্রাবর্ষত্যত্রেতি আধারে ক্বিপ্ বা, বর্ষণমিতি বৃট্, প্রকৃষ্টা বৃড়ত্র (নহিবৃতিবৃষীতি। পা ৬।৩।১১৬) ইতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। বর্ষাকাল। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাস।
"অধ্যাস্য চাম্ভঃ পৃষতোক্ষিতানি শৈলেয়গন্ধীনি শিলাতলানি।
কলাপিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু॥" (রঘু ৬।৫১)
প্রাবৃষা (স্ত্রী) প্রাবৃষ্-হলন্তাৎ টাপ্ বা। ঘনাগম, বর্ষাকাল। (ত্রিকা°)
প্রাবৃষায়ণী (স্ত্রী) প্রাবৃষায়াং অয়নমুদ্‌ভবো যস্যাঃ, গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী।
প্রাবৃষিক (পুং) প্রাবৃষি বর্ষাকালে কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক, অলুক্‌সমাসঃ। ১ ময়ূর। (ধরণি) প্রাবৃষি ভবঃ, প্রাবৃষ্-ঠক্। (ত্রি) প্রাবৃট্‌কাল ভব, যাহা বর্ষাকালে হয়। বর্ষাসম্বন্ধীয়। "ইত্থং শরৎপ্রাবৃষিকাবৃতূ হরের্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলং।" (ভাগ° ১।৫।২৮)
প্রাবৃষিজ (পুং) প্রাবৃষি জায়তে-জন-ড, অলুক্‌স°। ১ ঝঞ্ঝানিল। (ত্রিকা°) (ত্রি) বর্ষাকালজাতমাত্র, বর্ষাকালে যাহা যাহা হয়।
প্রাবৃষীণ (ত্রি) প্রাবৃষি ভবঃ বাহু° খ। বর্ষাকালভব। (ঋক্ ৭।১০৩।৭)
প্রাবৃষেণ্য (পুং) প্রাবৃষি ভবঃ, প্রাবৃট্ দেবতাস্য বেতি প্রাবৃষ্ (কালেভ্যো ভববৎ। পা ৪।২।৩৪) ইতি (প্রবৃষ্ এণ্যঃ।

পা ৪।৩।১৩) ইতি এণ্য। ১ কদম্ববৃক্ষ। (মেদিনী) ২ কুটজ বৃক্ষ। ৩ ধারাকদম্ব। (রাজনি°) (ত্রি) প্রাবৃষি ভবঃ এণ্য। ৪ প্রাবৃট্‌কাল ভব, যাহা বর্ষাকালে হয়।

স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব।" (রঘু° ১।৩৬)

প্রাবৃষি দীয়তে কার্য্যং বা এণ্য। ৫ বর্ষাকালে দেয় করাদি। ৬ তৎকার্য্য। (ক্লী) ৭ প্রাচুর্য্য।

প্রাবৃষেণ্যা (স্ত্রী) প্রাবৃষেণ্য টাপ্। ১ কপিকচ্ছু। ২ রক্ত-পুনর্নবা। (রাজনি°)

প্রাবৃষেয় (পুং) ১ দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ) প্রাবৃষায়াং ভবঃ ঠক্। (ত্রি) বর্ষাকালভব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাবৃষ্য (ক্লী) প্রাবৃষি ভবমিতি যৎ। ১ বৈদূর্য্য। (রাজনি°) (ত্রি) ২ প্রাবৃট্‌কালভব, যাহা বর্ষাকালে হয়। (পুং) ৩ কুটজ। ৪ ধারাকদম্ব। ৫ বিকণ্টক। (রাজনি°)

প্রাবেণ্য (ক্লী) পশমী আচ্ছাদন বিশেষ। "ন পত্রোর্ণং ন কৌশেয়ং ন প্রাবেণ্যং ন চাবিকম্।"(রা° ৩।৪৯।৪৪)

প্রাবেপ (ত্রি) প্রবেপী, কম্পনশীল। 'প্রাবেপা মা বৃহতো মাদয়ন্তি' (ঋক্ ১০।৩৪।১) 'প্রাবেপাঃ প্রবেপিনঃ কম্পনশীলাঃ' (সায়ণ)

প্রাবেশন (ক্লী) প্রবেশনে দীয়তে তত্র কার্য্যং বা বুষ্টাদিস্বাদন্। ১ প্রবেশনে দীয়মান। ২ প্রবেশনকার্য্য।

প্রাবেশিক (ত্রি) প্রবেশায় সাধুঃ ঠঞ্। প্রবেশসাধন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

প্রাব্রাজ্য (ক্লী) প্রব্রজ্যা-ষ্যঞ্। প্রব্রজ্যাসম্বন্ধীয়।

প্রাশ (পুং) প্র-অশ-ভোজনে-ঘঞ্। প্রকৃষ্টভোজন। "ফল-পুষ্পোদ্ভবানাঞ্চ ঘৃতপ্রাশো বিশোধনম্।" (মনু ১১।১৪৪)

প্রাশন (ক্লী) প্র-অশ-ভাবে ল্যুট্। অন্নাদির প্রকর্ষরূপে ভোজন। যথা—অন্নপ্রাশন।

প্রাশনীয় (ত্রি) প্র-অশ-অনীয়র্। প্রকৃষ্টরূপে ভোজনীয়।

প্রাশব্য (পুং) প্রাশবে হিতঃ যৎ। প্রকৃষ্টভক্ষণে হিত। (ঋক্ ৮।১০।৬)

প্রাশস্ত্য (ক্লী) প্রশস্ত-ষ্যঞ্। প্রশস্ততা।

প্রাশাস্ত্র (ক্লী) প্রশাস্তুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা উদ্গাদিত্বাৎ অঞ্। ১ প্রশাস্তা ঋত্বিজের কর্ম্ম, শাস্ত্রশংসন। ২ তদ্ভাব।

প্রাশিত (ক্লী) প্রকর্ষেণ অশিতং যত্র। ১ পিতৃযজ্ঞ তর্পণ। (জটা°) ২ ভক্ষণ। (ত্রি) প্র-অশ্ কর্ম্মণি-ক্ত। ৩ ভক্ষিত।

প্রাশিতৃ (ত্রি) প্র-অশ্-তৃচ্। প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষক।

প্রাশিত্র (ক্লী) যজ্ঞিয় যবমাত্র বা পিপ্পলমাত্র ব্রহ্মোদ্দেশ্যক ভাগ, শিপ্রাংশভেদ। "শিপ্রাৎ প্রাশিত্রাবদানং" (কাত্যা° ১১।১৩) 'প্রাশিত্রমবদীয়মানমাহ্রিয়মাণঞ্চ প্রাশিত্রং ব্রহ্মণো ভাগঃ যবমাত্রং পিপ্পলমাত্রং বা' (কর্ক)

প্রাশিত্রাহরণ (ক্লী) প্রাশিত্রং হ্রিয়তেঽনেন করণে ল্যুট্। প্রাশিত্ররূপভাগহরণসাধন, গোকর্ণাকৃতি পাত্রভেদ। (শতপথব্রাহ্মণ ১।৩।১৬)

প্রাশিত্রিয় (ত্রি) প্রাশিত্র সম্বন্ধীয়।

প্রাশিন্ (ত্রি) প্রকর্ষেণ অশ্নাতি-প্র-অশ্-ণিনি। প্রকৃষ্টরূপে ভক্ষক।

প্রাশু (ত্রি) প্র-অশ্-উন্। ১ ভক্ষণ। ২ প্রকৃষ্ট, শীঘ্র। (নিঘণ্টু)

প্রাশৃঙ্গ (ত্রি) প্রকৃষ্টং শৃঙ্গমস্য বেদে দীর্ঘঃ। প্রকৃষ্টশৃঙ্গযুক্ত। (শুক্লযজু° ২৪।৩৭)

প্রাশ্নিক (পুং) প্রশ্নায় তদুত্তরপ্রদানায় সাধুরিতি প্রশ্ন-ঠক্। ১ সভ্য। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ প্রশ্নকর্ত্তা।

প্রাশ্নীপুত্র (পুং) যজুর্ব্বেদবংশস্থ ধর্ম্মপ্রবক ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৯।৪।৩৩)

প্রাশ্বমেধ (পুং) পূর্ব্বকৃত অশ্বমেধযাগ। (কথাসরিৎসা° ৪৫।২৭)

প্রাশ্লিষ্ট (ত্রি) লঘুবর্ণদ্বয়যুক্ত স্বরিদ্‌ভেদ। (অথর্ব্ব° প্রা° ৩।৫৬)

প্রাষ্টবর্ণ (পুং) প্রকর্ষেণ প্রষ্টঃ প্রাপ্তো বর্ণঃ। শ্বিবর্ণ, নানা-বর্ণ। (নিরুক্ত ১০।৩৯)

প্রাস (পুং) প্রাস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি প্র-অস্ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্। কুন্তাস্ত্র, চলিত কোঁচ। ইহাকে বর্ষা অস্ত্রও বলা যায়। এই অস্ত্র প্রকৃষ্টরূপে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাস। সাত হাত পরিমাণ একখানি বাঁশ তাহার মস্তকে তীক্ষ্ণ লৌহফলক, মূলে হ্রস্ব ও তীক্ষ্ণ লৌহশলাকা, ফলকের মূলে ও নীচে রেশমস্তবকে সুশোভিত। এই অস্ত্রের ৪ চারিপ্রকার ক্রিয়া আছে, আকর্ষণ, বিকর্ষণ, ধূনন, অর্থাৎ ইতস্ততঃ পরিচালন, পশ্চাৎ বিদ্ধকরণ।

"প্রাসস্তু সপ্তহস্তঃ স্যাদ্দোরন্তোন তু বৈণবঃ।
লৌহশীর্ষস্তীক্ষ্ণপাদঃ কৌশেয়স্তবকান্বিতঃ॥
আকর্ষঞ্চ বিকর্ষঞ্চ ধূননং বেধনং তথা।
চতস্র এতা গতয় উক্তাঃ প্রাসং সমাশ্রিতাঃ॥" (শুক্রনীতি)

আরও একপ্রাকার প্রাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাসাস্ত্রস্তু চতুর্হস্তং দণ্ডবুধ্নং ক্ষুরাননং॥" (শুক্রনীতি)

প্রাসাস্ত্র লম্বে চারিহাত, তাহার দাণ্ডি বেণুদণ্ডনির্ম্মিত এবং মুখ ক্ষুরধার।

প্রাসক (পুং) প্রাস-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্। ১ প্রাসাস্ত্র। ২ পাশক। (হেম)

প্রাসঙ্গ (পুং) প্রসজ্যতে ইতি-প্র-সঞ্জ-ঘঞ্, উপসর্গস্যেতি দীর্ঘঃ। ১ যুগ, দম্যবৎসাদিগের স্কন্ধদেশে শিক্ষার্থ আসজ্যমান যুগভেদ, চলিত যোঁয়ালি। অনসঃ শকটস্য সম্বন্ধি অনসি সম্বদ্ধং বা যৎ যুগং ততোঽন্যৎ যৎ বৎসানাং দমনকালে স্কন্ধে আসজ্যতে তৎ যুগং প্রাসঙ্গং। (অমরটীকা ভরত)

প্রাসঙ্গিক (ত্রি) প্রকৃতিসঙ্গকৃত।
"তেন সংসারপদবীমবশোঽধ্বোত্য নির্বৃতঃ (
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু॥" (ভাগ° ৩।২৭।৩)
'প্রাসঙ্গিকৈঃ প্রকৃতিসঙ্গকৃতৈঃ' (স্বামী) ২ প্রসঙ্গ হইতে আগত।

প্রাসঙ্গ্য (পুং) প্রসঙ্গং বহতীতি প্রাসঙ্গ-(তদ্বহতি রথপ্রাসঙ্গং। পা ৪।৪।৭৬) ইতি যৎ। যুগবোঢ় বৃষ, যুগবহনকারী বৃষ।

প্রাসচ (পুং) আকস্মিক প্রভূত বৃষ্টি। (স্ত্রী) অতি বৃষ্টিজনিত জলোচ্ছ্বাস। বন্যা। (তৈত্তি° সং ৩।১২।৭)

প্রাসন (ক্লী) বিক্ষেপণ। দূরে নিক্ষেপকরণ।
(কাত্যা° শ্রৌ° ২।৬।৫১)

প্রাসহ (পুং) শত্রুদিগের প্রকর্ষরূপে অভিভবিতা। অচেতি প্রসহস্পতিস্তবিষ্মান্" (ঋক্ ১০।৭৪।৬) 'প্রাসহঃ শত্রূণাং প্রকর্ষেণ অভিভবিতা' (সায়ণ)

প্রাসাদ (পুং) প্রসীদন্ত্যস্মিন্নিতি প্র-সদ (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১) ইত্যাধারে ঘঞ্। (উপসর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলং ৬।৩।১২১) ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। দেবতা ও রাজাদিগের গৃহ। দেবগৃহ এবং রাজাদিগের গৃহকেই প্রাসাদ কহে।
"প্রাসাদানাং লক্ষণন্তু বক্ষ্যে শৌণক! তচ্ছৃণু।
চতুঃষষ্টিপদং কৃত্বা দিগ্বিদিক্ষূপলক্ষিতম্॥" (গরুড়পু° ৪৭ অঃ)
দেবপ্রাসাদের বিষয় গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও বিশ্বকর্ম্ম প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [দেবগৃহ দেখ।]

প্রাসাদকুক্কুট (পুং) প্রাসাদস্থ দেবভুভুজাং গৃহস্থ কুক্কুটইব, সর্ব্বদা প্রাসাদবিচারিত্বাদস্য তথাত্বং। পারাবত। (ত্রিকা°)

প্রাসাদপরামন্ত্র (পুং) মন্ত্রভেদ।

প্রাসাদপ্রস্তর (পুং) প্রাসাদতল। গৃহাদির সমতল ছাদ।

প্রাসাদমণ্ডনা (স্ত্রী) লাল বা জরদ রং বিশেষ (Orpiment)।

প্রাসাদারোহণ (ক্লী) প্রাসাদ বা অট্টালিকাদিতে প্রবেশ।

প্রাসাদিক (ত্রি) দয়ালু। মমতাবান্। ২ প্রসাদসম্বন্ধীয়।

প্রাসাদীয় (ত্রি) প্রাসাদ সম্পর্কীয়।

প্রাসাদশৃঙ্গ (ক্লী) প্রাসাদের চূড়াদেশ।

প্রাসাহ (ত্রি) প্রবল, বলবান্। (ঐত° ব্রা° ৬।১২)

প্রাসিক (পুং) প্রাসঃ প্রহরণমস্যেতি প্রাস-(প্রহরণম্। পা ৪।৪।৫৭) ইতি-ঠক্। প্রাসাস্ত্রধারী, প্রাসপ্রহারী, পর্য্যায়—কৌন্তিক। যাহারা প্রাস নামক অস্ত্রধারণ ও ব্যবহার করে।

প্রাসেনজিতী (স্ত্রী) প্রসেনজিতের কন্যাপত্য।

প্রাসেব (পুং) রজ্জু। অশ্বসজ্জার অঙ্গভেদ। (পঞ্চ°ব্রা° ৬।৫।২০)

প্রাস্কণ (ত্রি) প্রস্কণ্ব সম্বন্ধীয়। (ক্লী) সামভেদ।

প্রাস্তারিক (ত্রি) প্রস্তারে ব্যবহরতি-ঠক্। প্রস্তারে ব্যবহারী।

প্রাস্থানিক (ত্রি) প্রস্থানে সাধুঃ ঠঞ্। যাত্রিক শঙ্খধ্বন্যাদি মাঙ্গলিক দ্রব্য, প্রস্থানকালে মঙ্গলজনক যে সকল কার্য্যাদি হয়, তাহাকে প্রাস্থানিক কহে।
"প্রাস্থানিকং স্বস্ত্যয়নং প্রযুজ্য" (রঘু ২।৭০)

প্রাস্থিক (ত্রি) প্রস্থ-(সম্ভবত্যবহরতি পচতি। পা ৫।১।৫২) ইতি-ঠঞ্। ১ প্রস্থমিত ধান্যবপনাধার ক্ষেত্র, ভূমি। ২ প্রস্থ-পরিমিত ধান্যাদি সমাবেশক। ৩ অবহারক। ৪ পাচক। প্রস্থঃ পরিমাণমস্য ঠঞ্। ৫ প্রস্থপরিমাণযুক্ত, ধান্যরাশ্যাদি। প্রস্থেন ক্রীতং ঠঞ্। ৬ প্রস্থদ্বারা ক্রীত। প্রস্থস্য নিমিত্তং সংযোগঃ উৎপাতো বা ঠঞ্। ৭ প্রস্থের নিমিত্ত। ৮ প্রস্থের সংযোগ। ৯ প্রস্থের উৎপাত।

প্রাস্রবণ (ত্রি) প্রস্রবণে ভব (জলাদি)। (পুং) প্রস্রবণের অপত্য। সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান। (কাত্যা° শ্রৌ° ২৪।৬।৭)

প্রাহ (পুং) প্রকর্ষেণ আহেতি শব্দোঽত্র। নৃত্যোপদেশ।

প্রাহারিক (পুং) নগররক্ষক কর্ম্মচারি-বিশেষ।

প্রাহুণ (পুং স্ত্রী) অতিথি।

প্রাহৃতায়ন (পুং) প্রহৃতস্য গোত্রাপত্যং অশ্বাদিভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) প্রহৃতের গোত্রাপত্য।

প্রাহ্ণ (পুং) প্রথমঞ্চ তদহশ্চেতি (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি-টচ্ (অহ্নোঽহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ, (অহ্নোঽদন্তাৎ। পা ৮।৪।৭) ইতি ণত্বং পূর্ব্বাহ্ণ।
"অঞ্জনানি যথোক্তানি প্রাহ্ণসায়াহ্নরাত্রিষু।" (সুশ্রুত ৬।১৮)
২ তদভিমানিনী দেবতা। "অগ্নিঃ সূর্য্যো দিবা প্রাহ্ণঃ শুক্লো-রাকোত্তরং বিরাট্।" (ভাগ° ৭।১৫।৫৪) প্রকৃষ্টমহর্যত্র (তিষ্ঠদ্গু-প্রভৃতীনি চ। পা ২।১।১৭) ইত্যব্যয়ীভাবঃ। (অব্য°) ৩ প্রকৃষ্টদিনযুক্ত।

প্রাহ্ণে (অব্য°) পূর্ব্বাহ্ণ। (সিদ্ধান্তকৌ°)

প্রাহ্ণেতন (ত্রি) প্রাহ্ণেভবঃ (সায়ং চিরং প্রাহ্ণে প্রগেঽব্যয়েভ্যষ্ট্যুট্যুলৌ তুট্চ। পা ৪।৩।২৩) ইতি-ট্যু, তুট্চ। পূর্ব্বাহ্ণসম্বন্ধী।

প্রাহ্ণেতরাং (অব্য) দ্বয়োরতিশয়েন প্রাহ্ণে 'কিমেত্যাচ্ছাদ্রব্যে চতরাং চতমাং' ইতিমুগ্ধবোধসূত্রাৎ চতরাং। অতিশয় পূর্ব্বাহ্ণ। চতমাং প্রত্যয় করিয়া 'পূর্ব্বাহ্ণেতমাং' হইবে।

প্রাহ্রাদ (পুং) বিরোচনের পুত্রাদি। (ভারত ৫ পর্ব্ব)

প্রাহ্রাদি (পুং) প্রহ্লাদের অপত্য। বলি ও বিরোচনের পুত্র।
(ভাগবত° ৬।১৮।১৫)

প্রিয় (পুং) প্রীণাতীতি-প্রী (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি-ক। ১ ভর্তা, স্বামী।
"প্রণমতি পশ্যতি চুম্বতি সংশ্লিষ্যতি পুলকমুকুলিতৈরঙ্গৈঃ।
প্রিয়সঙ্গায় স্ফুরিতাং বিয়োগিনী বামবাহুলতাম্॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৪৭)

২ জামাতা। (মনু ৩।১১৯) ৩ কার্ত্তিকেয়। (ভারত ৩।২৩১।৫) ৪ মৃগবিশেষ। (জটাধর) ৫ ঋদ্ধিনামৌষধ। (রাজনি°) (ত্রি) ৬ হৃদ্য, রম্য।

"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥" (মনু)

৭ প্রীতির পাত্র, ভালবাসার পাত্র, কার্য্যবশতঃই লোকের প্রিয় ও অপ্রিয় সংঘটন হইয়া থাকে।

নহি কস্য প্রিয়ঃ কো বা বিপ্রিয়ো বা জগত্রয়ে।
কালে কার্য্যবশাৎ সর্ব্বে ভবন্ত্যেবাপ্রিয়াঃ প্রিয়াঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম খ° ৫ অং)

৭ বেতসলতা। ৮ ধারাকদম্ব। ৯ ঋষভক। ১০ হরিতাল। ১১ প্রিয়ঙ্গু। স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রিয়া—ভার্য্যা, পত্নী।

প্রিয়ংবদ (পুং) প্রিয়ংবদতীতি-বদ (প্রিয়বশে বদঃ খচ্। পা ৩।২।৩৮) ইতি খচ্, মুম্। ১ খেচর। ২ গন্ধর্ব্বভেদ। "অবেহি গন্ধর্ব্বপতেস্তনূজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য।" (রঘু ৫।৫৩) (ত্রি) ৩ প্রিয়ভাষী, যাহারা প্রিয়বাক্য প্রয়োগ করে। দানসাগরে লিখিত আছে—যাহারা গোসহস্র দান করে অথবা ভূমি বা স্বর্ণ দান করে, পরজন্মে তাহারা প্রিয়বাদী হয়।

"গোসহস্রপ্রদাতারো ভূমিদাতার এবচ।
যে স্বর্ণপ্রদাতারস্তথা সর্ব্বে প্রিয়ংবদাঃ॥" (দানসাগর শিবপু°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রিয়ংবদা—প্রিয়বাদিনী। ৪ দ্বাদশ অক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ—"ভুবি ভবেন্নভজরৈঃ প্রিয়ংবদা।" (বৃত্তরত্নাকর) এই ছন্দের প্রতিচরণে ১২টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, এবং ইহার ১, ২, ৩, ৫, ৬, ৭, ৯ ও একাদশবর্ণ লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ৫ শকুন্তলার একসখী। ৬ জাতিপুষ্পবৃক্ষ।

প্রিয়ক (পুং) প্রিয়-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ পীতশালক বৃক্ষ, পিয়াশাল গাছ। (রত্নমালা) ২ কেলিকদম্ব, ধারাকদম্ব। ৩ মহাকদম্ব। (পর্য্যায়-মুক্তা°) ৪ বিলেশয় মৃগবিশেষ, চিত্রমৃগ।

"রুচিরচিত্রতনূরুহশালিভি-
র্বিচলিতৈঃ পরিতঃ প্রিয়কব্রজৈঃ।" (মাঘ ৪।৩২)

৫ পক্ষিবিশেষ। (ভারত ৩।১৫৮।৫১)

৬ অলি। ৭ প্রিয়ঙ্গু। ৮ কুঙ্কুম। (মেদিনী) ৯ অসনবৃক্ষ। (রাজনি°) ১০ স্কন্দানুচরবিশেষ। (ভারত ৯।৪৫।৬২)

প্রিয়কর (ত্রি) প্রিয়যোগ্য। প্রিয়কারী, হিতাকাঙ্ক্ষী।

প্রিয়কর্ম্মন্ (ক্লী) প্রিয়ং কর্ম্ম কর্ম্মধা°। হিতকার্য্য, হিতকর্ম্ম।

প্রিয়কাম (ত্রি) প্রিয়ঃ কামো যস্য। হিতাভিলাষী।

প্রিয়কাম্য (পুং) উদ্ভিদ্ভেদ। (Terminalia Tomentosa)

প্রিয়কার (ত্রি) হিতকারী।

প্রিয়কারক (ত্রি) হিতকারক।

প্রিয়কারিন্ (ত্রি) প্রিয়ং করোতি প্রিয়-কৃ-ণিনি। হিতকারীমাত্র।

প্রিয়কৃৎ (ত্রি) প্রিয়ং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ। প্রিয়কারী, হিতকারী। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৬)

প্রিয়ক্ষত্র (ত্রি) প্রীণয়িতৃবল, যাহারা প্রণয়ের সহিত শাসন করে।

"প্রিয়ক্ষত্রাশ্বতং দধ।" (ঋক্ ৮।২৭।১৯)

'প্রিয়ক্ষত্রাঃ প্রীণয়িতৃবলাঃ দেবাঃ।' (সায়ণ)

প্রিয়ঙ্কর (ত্রি) প্রিয়ং করোতীতি প্রিয় কৃ-(ক্ষেমপ্রিয় মদ্রেঽণ্ চ। পা ৩।২।৪৪) ইতি চকারাৎ খচ্ মুম্। প্রিয়কারক।

মহাকুলীন ঐক্ষ্বাকে বংশে দাশরথির্ম্ম।
পিতুঃ প্রিয়ঙ্করো ভর্ত্তা ক্ষেমকারস্তপস্বিনাম্॥" (ভট্টি ৫।৭৭)

২ দানবরিশেষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রিয়ঙ্করী প্রিয়কারিণী। ২ বৃহজ্জীবন্তী। ৩ শ্বেতকণ্টকারী। ৪ অশ্বগন্ধা। (রাজনি°)

প্রিয়ঙ্করণ (ত্রি) অপ্রিয়ং প্রিয়ং করোত্যনেন কৃ করণে খ্যুন্, মুমচ্। অপ্রিয়ের প্রিয়তাকরণ।

প্রিয়ঙ্গু (স্ত্রী) প্রিয়ং গচ্ছতীতি প্রিয়-গম মৃগয্বাদিত্বাৎ কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ। স্বনামখ্যাত গন্ধতৃণ বিশেষ (Aglaia Roxburghiana)। হিন্দী—প্রিয়ঙ্গ, গন্ধপ্রিয়ঙ্গ, প্রিয়ঙ্গু, কলিঙ্গ—নের্পিলগু। বোম্বাই গহুলা। তৈলঙ্গ—প্রেঙ্কণপুচেট্টু। পর্য্যায়—শ্যামা, মহিলাহ্বয়া, লতা, গোবন্দনী, গুন্দ্রা, ফলিনী, ফলী, বিম্বক্সেনা, গন্ধফলী, কারম্ভা, প্রিয়ক, প্রিয়বল্লী, ফলপ্রিয়া, গৌরী, বৃত্তা, কঙ্গু, কঙ্গুনী, ভঙ্গুরা, গৌরবল্লী, সুভগা, পর্ণভেদিনী, শুভা, পীতা, মঙ্গল্যা, শ্রেয়সী। ভারতের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তীদেশে, কোঙ্কণ হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃতস্থানে, সিংহলের ৬ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চস্থানে, সিঙ্গাপুর, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মলয় দ্বীপপুঞ্জে এই বৃহদাকার বৃক্ষগুলি জন্মে। ইহার ফল স্বাদু সুমিষ্ট ও সাধারণের সুখ্যসেব্য। অগ্নিদগ্ধ গাত্রক্ষতে ইহা শীতল, জ্বালা উপশমকারী ও ক্ষতনাশক। ফলের গুণ—ধারক ও ত্রিদোষনাশক। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, দাহ, পিত্ত, অস্রদোষ, ভ্রম, বমন, জ্বর ও বক্তৃজাড্যনাশক। (রাজনি°)—ভাবপ্রকাশ মতে—তুবর, ও অনিলনাশক, রক্তাতিযোগ, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও মোহনাশক। ২ রাজিকা। ৩ পিপ্পলী। ৪ কঙ্গু। (মেদিনী), ৫ কটুকী। (ধরণি), ৬ ধাতকী। (বৈদ্য°)

প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদিবর্গ (পুং) প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদিগণ। (বাভট সূ°)

প্রিয়জন (পুং) প্রিয়ো জনঃ। হৃদ্যালোক, সুহৃদ্লোক।

"সখিচ্ছিরবগাহগহনো বিদধানো বিপ্রিয়ং প্রিয়জনেঽপি।
খল ইব দুর্লক্ষ্যাস্তব বিনতমুখস্তোপরি স্থিতঃ কোপঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৬১৬)

২ প্রৌঢ়ভাবজ্ঞ।

"প্রৌঢ়ভাবানুবিজ্ঞো যস্তস্য প্রিয়জনোঽত্র সঃ।" (উজ্জ্বলনীল°)

প্রিয়জাত (ত্রি) জাতমাত্রই প্রিয়। যিনি জন্মাবধিই সাধারণের প্রিয়তর। ২ অগ্নির নামান্তর। (ঋক্ ৮।৬০।২)

প্রিয়জীব (পুং) প্রিয়ো জীবো যস্ত যস্মিন্ বা। শ্যোনাকবৃক্ষ। (রা°)

প্রিয়তনু (ত্রি) প্রিয়া তনুর্যস্ত। যাহার শরীর অতিশয় প্রিয়।

"ন ব্রাহ্মণো হিংসিতব্যঃ অগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।" (অথর্ব্ব° ৫।১৮।৬)

প্রিয়তম (পুং) ময়ূরশিখা বৃক্ষ। (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন প্রিয়ঃ তমপ্। ২ অতিশয় প্রিয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। প্রিয়তমা।

প্রিয়তর (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন প্রিয়ঃ প্রিয়-তরপ্। দুয়ের মধ্যে যিনি অধিক প্রিয়। দুইজনের মধ্যে যিনি অধিক ভালবাসার পাত্র, তিনিই প্রিয়তর।

"প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা গুরুশ্চ তে।
তস্মাদস্ত প্রযত্নেস্তং শরীরং প্রতিপালয় ॥" (গোঃ রামা° ২।৩৯।৭)

প্রিয়তা (স্ত্রী) প্রিয়স্ত ভাবঃ তল্ টাপ্। হার্দ্দ, স্নেহ, প্রেম।

"ন ভক্ষয়তি যো মাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে ॥" (মনু ৫।৫০)

প্রিয়তোষণ (পুং) প্রিয়স্ত তোষণং যস্মাৎ, বা প্রিয়ং তোষয়তীতি তুষ-ণিচ্ ল্যু। ষোড়শপ্রকার রতিবন্ধের অতিরিক্ত রতিবন্ধ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"নারী পাদৌ স্বহস্তেন ধারয়েজ্জঘনোপরি।
স্তনাপীড়করঃ কামী কাময়েৎ প্রিয়তোষণঃ ॥" (রতিমঞ্জরী)

(ত্রি) প্রিয়ব্যক্তির তুষ্টিকারিণী।

প্রিয়ত্ব (ক্লী) প্রিয়স্য ভাবঃ প্রিয়-ত্ব। প্রিয়তা, পর্য্যায়—প্রেম, প্রেমা, স্নেহ প্রণয়, হার্দ্দ, প্রিয়তা, স্নিগ্ধতা। (শব্দরত্না°)

প্রিয়দ (ত্রি) প্রিয়ং দদাতি দা-ক। প্রিয়বস্তুদানকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

প্রিয়দত্তা (স্ত্রী) দীয়মান পৃথিবী।

"নামাস্যাঃ প্রিয়দত্তেতি গুহ্যং দেব্যাঃ সনাতনম্।
দানে বাঽপ্যথবাদানে নামাস্যাঃ প্রথমং প্রিয়ম্ ॥
য এতাং বিদুষে দদ্যাৎ পৃথিবী পৃথিবীপতিঃ।
পৃথিব্যামেতদিষ্টং স রাজা রাজ্যমিতো ব্রজেৎ ॥" (ভারত ৬২অঃ)

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া 'প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রথমে দক্ষিণ চরণ ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিতে হয়।

প্রিয়দর্শন (ত্রি) প্রিয়ং দর্শনং যস্য। ১ সুদৃশ্য, পর্য্যায়—চাক্ষুষ্য।

"তত্তদ্ভূমিপতিঃ পত্ন্যৈ দর্শয়ন্ প্রিয়দর্শনঃ।
অপি লঙ্ঘিতমধ্বানং বুবুধে ন বুধোপমঃ ॥" (রঘু ১।৪৭)

(পুং) ২ শুকপক্ষী। ৩ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৪ গন্ধর্ব্ববিশেষ।

"অবেহি গন্ধর্ব্বপতেস্তনুজং প্রিয়ংবদং মাং প্রিয়দর্শনস্য।"(রঘু ৫।৪৭)

প্রিয়দর্শিন্ (ত্রি) প্রিয় দৃশ-ণিনি। প্রিয়দর্শনকারী।

প্রিয়দর্শী, (পিঅদশী) ভারতের একজন বিখ্যাত সম্রাট্। 'অশোক' নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু এই 'অশোক' নাম তাঁহার কোন অনুশাসনপত্রে অথবা সাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই। তাই একদিন অধ্যাপক উইলসন সাহেব প্রিয়দর্শী ও অশোক উভয়ের অভিন্নতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহলের 'দীপবংশ' নামক প্রাচীন পালিগ্রন্থে অশোকের পিয়দস্সি ও "পিয়দস্সন" এই দুইটী নামান্তর পাওয়া যাইতেছে, তবে সর্ব্বজনপরিচিত "অশোক" নাম, কেন যে তাঁহার বহুসংখ্যক শিলানুশাসনের কোন স্থলে রহিল না, তাহা বিবেচ্য, সন্দেহ নাই।

দুই বিভিন্নদিক্ হইতে আমরা অশোক বা প্রিয়দর্শীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাই। এক তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহারই আদেশে উৎকীর্ণ বহুসংখ্যক শিলালিপি হইতে এবং অপর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, গ্রন্থগত বিবরণের সহিত তাঁহার অনুশাসন লিপিসমূহের একতা নাই, সেই জন্যই বোধ হয়, প্রিয়দর্শী ও অশোকের অভিন্নত্ব-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহপ্রকাশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে অশোকের পরিচয়।

অশোকাবদান ও দিব্যাবদানের মতে, শাক্যবুদ্ধের সমসাময়িক মগধের রাজা বিম্বিসার, তৎপুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র উদায়ী বা উদয়ীশ, তৎপুত্র মুণ্ড, তৎপুত্র কাকবর্ণী, তৎসুত সহলি, তৎসুত তুলকুচি, তৎসুত মহামণ্ডল, তৎসুত প্রসেনজিৎ, তৎসুত নন্দ, তৎসুত বিন্দুসার[১]। এই বিন্দুসারের পুত্র অশোক। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অবদানগ্রন্থে অশোকের সুপ্রসিদ্ধ পিতামহ

(১) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে অশোকাবদান চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। (Beal's Chines Tripitakas,) সুতরাং মূল গ্রন্থ তাহার অনেক পূর্ব্বে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ১ম বা ২য় শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্য অশোকের পূর্ব্ববংশাবলী সম্বন্ধে ইহাই প্রাচীন প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিলাম। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, অবদান গ্রন্থের সহিত হিন্দু, জৈন, এমন কি বৌদ্ধদিগের পালিগ্রন্থেরও ঐক্য নাই। নিম্নের তালিকা দেখিলেই বুঝা যাইবে—

বিষ্ণুপুরাণ।	জৈনস্থবিরাবলীচরিত। (হেমচন্দ্র রচিত)	পালিমহাবংশ।
১ শিশুনাগ।		
২ কাকবর্ণ।		
৩ ক্ষেমধর্ম্ম।		
৪ ক্ষত্রৌজা।		১ বিম্বিসার।
৫ বিম্বিসার।		২ অজাতশত্রু।
৬ অজাতশত্রু।	১ শ্রেণিক।	৩ উদায়িভদ্রক।
৭ দর্ভক।	২ কুণিক।	৪ অনুরুদ্ধক।
৮ উদয়াশ্ব।	৩ উদায়ী।	৫ মুণ্ড।
৯ নন্দিবর্দ্ধন।	(নিঃসন্তান)	৬ নাগদাসক।
১০ মহানন্দি।	৪ নন্দ।	৭ সুসুনাগ।

চন্দ্রগুপ্তের নাম পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের নাম না থাকায় কেহ আবার অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্তের সহিত মৌর্য্যবংশের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটে। অশোকের সহিত চন্দ্রগুপ্তের কোন সম্বন্ধ ছিল না। এদিকে হিন্দু, জৈন ও পালি-বৌদ্ধগ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত অশোকের পিতামহ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও প্রিয়দর্শীর নিজ অনুশাসনসমূহের কোথাও তাঁহার পিতা বা পিতামহের নামোল্লেখ নাই।*

জন্মকথা।

পূর্ব্বোক্ত অবদানদ্বয়ে লিখিত আছে—চম্পা নগরীতে ব্রাহ্মণের গৃহে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মে। এক দৈবজ্ঞ সেই কন্যাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'এই কুমারী রাজরাণী ও রাজমাতা হইবে'। ধনের লোভ বড় লোভ। ব্রাহ্মণ লোভে পড়িলেন, কন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া তাহাকে লইয়া পাটলীপুত্রে আসিলেন এবং রাজা বিন্দুসারকে প্রদান করিলেন। বিন্দুসার ব্রাহ্মণকন্যাকে রাজান্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া রাজমহিষীগণের চক্ষু স্থির হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, এরূপ পাইলে আর কি রাজা আমাদিগকে চাহিবে। সকলে পরামর্শ করিয়া সেই ব্রাহ্মণবালাকে নাপিতানী করিয়া রাখিল ও তাঁহাকে ক্ষৌরকর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিল। কিছুদিন যায়, ঐ ব্রাহ্মণকন্যা রাজা বিন্দুসারের দাড়িচুল কামাইতে থাকেন। এক দিন রাজা অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি তোমার উপর বড় প্রীত হইয়াছি তুমি কি চাও, বল। আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।' তথন ব্রাহ্মণবালা মুখ হেঁট করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, 'আমি আপনাকে চাই।' রাজা কহিলেন, 'সে কি, আমি ক্ষত্রিয় মূর্দ্ধাভিষিক্ত আর তুমি নাপিতানী, তোমাকে আমি কিরূপে গ্রহণ করিব?' ব্রাহ্মণকুমারী কহিলেন, আমি নাপিতানী নহি। আমি ব্রাহ্মণকন্যা, আপনার পত্নী হইবার জন্যই পিতা দিয়া গিয়াছেন। পুরমহিলারাই আমাকে এ কাজ শিখাইয়াছে। তথন রাজা ব্রাহ্মণকন্যার কামনা পূর্ণ করিলেন। এখন সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যাই পাটেশ্বরী হইলেন। সহবাসে তাঁহার দুইটী পুত্র হইল—১ম অশোক, ২য় বিগতশোক বা বীতশোক।

অশোকের পূর্ব্বে পট্টমহিষীর গর্ভে বিন্দুসারের সুসীম নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

তক্ষশিলানগরবাসিরা বিন্দুসারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে, বিন্দুসার সেখানেই অশোককে বিসর্জ্জন করেন। অশোক পথে দলবল সংগ্রহ করিয়া তক্ষশিলায় আসিলেন। নগরবাসিগণ বিনাযুদ্ধে তাঁহাকে তক্ষশিলা ছাড়িয়া দিল ও রাজকুমারের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল।

এদিকে বিন্দুসারের প্রধানমন্ত্রী খল্লাটক জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সুসীমের আচরণে কিছু বিরক্ত হইয়া তাহাকেই তক্ষশিলায় পাঠাইবার যোগাড় করিলেন এবং অশোককে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকেই রাজধানীতে আনাইয়া রাখিলেন।

বিন্দুসারের আয়ু শেষ হইয়া আসিল। অমাত্যগণ অশোককে ভাল করিয়া সাজাইয়া রাজার সম্মুখে আনিল এবং যে পর্য্যন্ত সুসীম ফিরিয়া না আসে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বিন্দুসার বড়ই রুষ্ট হইলেন। অশোক বলিলেন, যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে আমিই রাজা হইব। অনতিবিলম্বে অশোকের পট্টবন্ধ হইল। দেখিতে দেখিতে বিন্দুসারের মুখ দিয়া উষ্ণশোণিত বাহির হইয়া প্রাণবায়ু চলিয়া গেল।

এখন অশোক সম্রাট্‌রূপে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসিলেন। রাধগুপ্ত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তক্ষশিলায় সংবাদ গেল। সুসীম শুনিলেন, পিতা মরিয়াছেন এবং অশোক পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সসৈন্যে পাটলিপুত্র অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অশোকও প্রস্তুত ছিলেন। নগরের প্রথম একই দ্বারে একজন নগ্ন, তৃতীয় দ্বারে রাধগুপ্ত, চতুর্থ দ্বারে স্বয়ং অশোক উপস্থিত রহিলেন। দ্বারের সম্মুখে পরিখা খনন করিয়া খদির ও অঙ্গার পূরিয়া তদুপরি এক অশোকমূর্ত্তি রক্ষিত হইল।

সুসীম মনে করিয়াছিলেন যে, অশোককে মারিতে পারিলেই তিনি রাজা হইবেন। এই ভাবিয়া অশোকের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য পূর্ব্বদ্বারে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশমাত্রই অঙ্গারপূর্ণ পরিখায় পতিত হইলেন। এই সঙ্গে সুসীমের লীলাখেলা শেষ হইল।

অশোক প্রতিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি অমাত্যদিগের প্রতি বিশেষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা অমাত্যদিগকে বলিলেন, 'তোমরা ফলফুলের গাছ ছিঁড়িয়া কাঁটাগাছে জল দিতেছ।' অমাত্যেরা রাজার প্রতিকূলে উত্তর

---

১১ সুমাল্য প্রভৃতি ৯ নন্দ।	৫ বংশক্রমে ৯ নন্দ।	৮ কালাশোক।
১২ চন্দ্রগুপ্ত।	৬ চন্দ্রগুপ্ত।	৯ ঐ দশ পুত্র।
১৩ বিন্দুসার।	৭ বিন্দুসার।	১০ চন্দ্রগুপ্ত।
১৪ অশোক।	৮ অশোক।	১১ বিন্দুসার।
	৯ কুণাল।	১২ ধর্ম্মাশোক।
	১০ সম্প্রতি।	

* "অহং রাজা ক্ষত্রিয়ো মূর্দ্ধাভিষিক্তঃ কথং ময়া সার্দ্ধং সমাগমো ভবিষ্যতি।" (দিব্যাবদান ২৬ অঃ) এখানে বিন্দুসার আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কোথাও 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচিত হন নাই। তিনি সর্ব্বত্রই 'বৃষল' বলিয়া পরিচিত। [চন্দ্রগুপ্ত দেখ।]

দিলেন। অশোক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে পাঁচজনেরই মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

ক্রমে অশোকের প্রবৃত্তি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া উঠিল। তিনি এক রমণীয় বধাগার স্থাপন করিলেন। চণ্ডগিরিক নামে এক তন্তুবায়পুত্র সেই বধাগারের রক্ষক হইল। মানবের প্রাণহরণ তাহার প্রীতিজনক কার্য্য। কতশত নিরীহ ব্যক্তি না জানিয়া এই বধাগারে আসিয়া অনাহারে শুষ্কদেহে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছে। কিছুদিন পরে সমুদ্র নামে এক সাধু ভিক্ষার আশয়ে সেই নরকালয়ে প্রবেশ করিলেন। সেই গৃহে যে যায়, পরদিন তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। কিন্তু দিনের পর কতদিন কাটিয়া গেল, সে সাধুর জীবন বহির্গত হইল না! দুর্বৃত্ত চণ্ডগিরিকও অবাক্ হইয়া গেল। সে সেই সাধুর প্রাণসংহার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই সাধুর প্রাণ বাহির হইল না। চণ্ডগিরিক রাজাকে গিয়া সংবাদ দিল। রাজা স্বয়ং সাধুকে দেখিতে আসিলেন। রাজা দেখিলেন, সেই ভিক্ষুর অর্দ্ধগাত্রে জল ঝরিতেছে ও অর্দ্ধগাত্রে আগুণ জ্বলিতেছে, সর্ব্বশরীর শূন্যে দুলিতেছে। তখন রাজা সবিস্ময়ে কৌতূহলপ্রযুক্ত ভিক্ষুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ভিক্ষু উত্তর করিলেন, 'আমি সেই পরম কারুণিক ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধপুত্র, সংসারের মহাভয় ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রবণ করুন। ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন, 'আমার পরিনির্ব্বাণের শতবর্ষ পরে, পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে এক রাজা হইবে। সেই চতুর্ভাগ চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মরাজ আমার শরীরধাতু বিস্তার করিবে। ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিবে। অতএব হে নরেন্দ্র! সেই নাথের পূজা করিয়া ধর্ম্ম বিস্তার কর।'

রাজা বিচলিত হইলেন। বুদ্ধের নামে তাঁহার হৃদয়ে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে ভিক্ষুকে বলিলেন, 'দশবলসুত! আমায় ক্ষমা করুন্। আমি বুদ্ধ, গণ ও ধর্ম্মের শরণ লইলাম।' অনন্তর রাজা সসম্মানে ভিক্ষুকে বিদায় করিলেন। এখন অশোকের রুধিরপিপাসা চলিয়া গিয়াছে, সেই নরপিশাচ চণ্ডগিরিক বা সেই রমণীয় বধাগারের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে; এখন সেই চণ্ডাশোক ধর্ম্মাশোক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

'অজাতশত্রু যে দ্রোণস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, অশোক তাহা তুলিয়া ফেলিয়া, তাহা হইতে শরীরধাতু বাহির করিয়া নাগদিগের সাহায্যে রামগ্রামে এক সুবৃহৎ স্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহার পর নানাস্থানে নানাধাতুগর্ভ সুবর্ণ, রজত, স্ফটিক ও বৈদূর্য্যরচিত চতুরশীতিসহস্র করণ্ড স্থাপনা করিয়াছিলেন।

অশোক ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। একদিন তিনি স্থবিরযশাকে বলিলেন যে, একদিনে আমি চতুরশীতিসহস্র ধর্ম্মরাজিকা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। স্থবিরযশাও বুজরুকী দেখাইলেন। অশোকরাজের মনোরথ পূর্ণ হইল। তখন তিনি "ধর্ম্মাশোক" নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

অশোক এক দিন শুনিলেন, মথুরায় উপগুপ্ত নামে এক স্থবির রহিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার মত বুদ্ধভক্তও আর কেহ নাই। রাজা তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন। অমাত্যগণ উপগুপ্তকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু রাজার তাহা ভাল লাগিল না। তিনি নিজে গিয়া উপগুপ্তশাস্ত্রীর সহিত দেখা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। উপগুপ্তও শুনিলেন যে, মৌর্য্যসম্রাট্ তাঁহার কাছে আসিতেছেন। তিনি অশোকের ধর্ম্মানুরাগে সন্তুষ্ট হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া নৌকাযোগে মথুরা হইতে পাটলিপুত্রে আগমন করিলেন। রাজপুরুষ আসিয়া অশোককে এই প্রিয় সংবাদ জ্ঞাপন করিল। মৌর্য্যরাজ উপগুপ্তের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইতে আদেশ করিলেন। রাজাদেশে পাটলিপুত্রনগরী বিশিষ্টশোভায় সুশোভিত হইল। সম্রাট্ স্বয়ং শেষ রাত্রিতে উঠিয়া তাঁহাকে যোজনপথ হইতে আগু বাড়িয়া আনিলেন। উপগুপ্তের সমাগমে অশোক কৃতার্থ হইয়াছিলেন। উপগুপ্ত অশোককে লইয়া কপিলবাস্তু, ভার্গবাশ্রম, বারাণসী প্রভৃতি বুদ্ধের লীলাক্ষেত্র সকল দেখাইয়াছিলেন! সেই সকল পবিত্র বৌদ্ধক্ষেত্রে সম্রাট্ বুদ্ধের অর্চ্চনা ও তাঁহার স্মরণার্থ স্তূপাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন[১]।

অশোক যে সময় ৮৪০০০ ধর্ম্মরজিকা প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে দেবী পদ্মাবতীর গর্ভে 'ধর্ম্মবর্দ্ধন' নামে তাঁহার এক পরম রূপবান্ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুত্রের চক্ষু ঠিক কুণালপক্ষীর চক্ষুর মত ছিল, সেজন্য অশোক তাঁহার 'কুণাল' নাম রাখিয়াছিলেন। সেই চক্ষুই কুণালের শত্রু হইল। যৌবনসীমায় কুণাল পদার্পণ করিলেন। অশোকের প্রধানা মহিষী তিষ্যরক্ষিতা সেই চোখ দুটী দেখিয়া কুণালের প্রতি অনুরক্তা হইলেন। একদিন রাণী কুণালকে একাকী পাইয়া তাঁহার নিকট আপনার অসদিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুণাল দুই হস্তে আপনার কাণ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'মা, এমন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথা আর যেন শুনিতে না হয়। ধর্ম্মলোপ অপেক্ষা আমার মরণই মঙ্গল।' তিষ্যরক্ষিতার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তখন হইতে রাণী কুণালের ছিদ্র খুঁজিতে লাগিলেন।

এদিকে তক্ষশিলায় বিদ্রোহ উপস্থিত। তথায় অভিযান

(১) বৃহৎ অশোকাবদান ও দিব্যাবদানান্তর্গত অশোকাবদান দ্রষ্টব্য।

করিবার জন্য অশোক নিজে প্রস্তুত ছিলেন ; কিন্তু অমাত্যগণের পরামর্শে কুণালকে মহাসমারোহে তক্ষশিলায় পাঠাইয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে অশোকের দারুণ ব্যাধি জন্মিল, মুখ দিয়া বিষ্ঠা বাহির হইতে লাগিল। এ রোগের কেহই চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইল না। তখন রাজা কুণালকে আনিয়া রাজপাটে বসাইবার ইচ্ছা করিলেন। একথা শুনিয়া তিষ্যরক্ষিতা ভাবিলেন, তাহা হইলে আর আমার বাঁচিতে হইবে না। তিনি রাজাকে কহিলেন, আমি আপনার রোগ ভাল করিয়া দিব। কিন্তু কোন বৈদ্যকে এখানে আর আসিতে দিতে পারিবেন না। রাজা তাহাতেই সম্মত হইলেন। এদিকে রাণী বৈদ্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'দেখুন, এরূপ আর কোন রোগী আছে কি না, থাকিলে আমার কাছে লইয়া আসুন।' বৈদ্য এক আভীরকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। তাহারও রাজার মত অবস্থা। রাণী সেই আভীরকে এক গুপ্ত স্থানে আনিয়া তাহার কুক্ষিভেদ করিয়া পাকাশয় পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, তাহার অন্ত্রমধ্যে অসংখ্য ক্রিমি কিল্‌বিল্ করিতেছে। মরিচ, পিপ্পলী, শৃঙ্গবের প্রভৃতি জিনিসেও সে ক্রিমি নষ্ট হইল না। অবশেষে পলাণ্ডুর রস দিবামাত্র ক্রিমি সকল মরিয়া মলদ্বার দিয়া বহির্গত হইতে লাগিল। এখন রাণী অশোকরাজকে গিয়া জানাইলেন, আর আপনার চিন্তা নাই। ঔষধ পাওয়া গিয়াছে। আপনাকে পলাণ্ডু খাইতে হইবে। রাজা বলিলেন, 'সে কি, আমি ক্ষত্রিয়, আমি কিরূপে পলাণ্ডু-ভক্ষণ করিব।' তিষ্যরক্ষিতা কহিলেন, 'জীবনরক্ষার্থ ঔষধ-স্বরূপ পলাণ্ডু খাইলে কোন দোষের হইবে না।' পরে পলাণ্ডু সেবনে রাজা স্বাস্থ্যলাভ করিলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইয়া তিষ্যরক্ষিতাকে সাত দিনের জন্য রাজ্যভার প্রদান করিলেন।

দুষ্টমতি তিষ্যরক্ষিতা এখন বৈরনির্যাতনের সুবিধা পাইলেন। তিনি অশোকের নামে তক্ষশিলাবাসী জনসাধারণকে আদেশ করিলেন, 'মৌর্য্যকুলকলঙ্ক কুণালের চক্ষু উৎপাটিত করিবে।'

সেই নিদারুণ আদেশ পাইয়া তক্ষশিলার সকলেই নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। কুণালের চরিত্র অতি বিশুদ্ধ, শান্ত ও সকলের প্রিয়। তাঁহার অনিষ্টসাধনে সকলেই বিমুখ হইল। সকলেই রাজার নিন্দা করিতে লাগিল। কুণাল সেই পত্র পাইলেন। নিজ হস্তে নেত্র উৎপাটনপূর্ব্বক পিতার আদেশ পালন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু সেই শান্ত-মূর্ত্তি দৃঢ়চেতা কুণালের মন বিচলিত হইল না।

তক্ষশিলায় আসিবার পূর্ব্বে কাঞ্চনমালার সহিত কুণালের বিবাহ হইয়াছিল। প্রাণপ্রতিম কুণালের সেই চিত্তবিমোহন নয়ন দুটী অপহৃত হইল দেখিয়া তিনি অচেতন হইয়া পড়েন। ভার্য্যাকে শান্ত করিয়া ভিখারীর বেশে কুণাল পত্নীর হাত ধরিয়া তক্ষশিলা ত্যাগ করিলেন। এখন কুণাল পথে পথে বীণা বাজাইয়া বেড়ান, সঙ্গে একমাত্র কাঞ্চনমালা। ভিক্ষাই উভয়ের উপজীবিকা। এইরূপে কুণাল পাটলিপুত্রে আসিলেন। কেহই তাঁহাকে আর চিনিতে পারিল না। এমন কি দ্বারপালও তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিল না। এক দিন অতি প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদের পাশে বসিয়া কুণাল বীণা বাজাইয়া গাহিলেন, 'যদি ভবে দুঃখে পীড়া পাইয়া থাক, যদি এই সংসার দোষের বলিয়া জানিয়া থাক, যদি ধ্রুবসুখ পাইতে ইচ্ছা থাকে, শীঘ্র এই আয়তন ত্যাগ কর—ত্যাগ কর।'

এ সুস্বর অশোকের কাণে পৌঁছিল। তিনি তখনই স্থির করিলেন, তাঁহারই প্রিয় পুত্র কুণালের স্বর। অবিলম্বে তিনি কুণালকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কুণাল সস্ত্রীক নৃপতির সমীপে উপস্থিত হইলেন। অশোক নয়নরঞ্জন পুত্রের নয়নহীন দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজা প্রকৃতিস্থ হইয়া কুণালকে কোলে করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বল বৎস! বল তোমার সেই চারুনয়নদুটী কিরূপে নষ্ট হইল।'

কুণাল বলিলেন, 'রাজন্! অতীতের জন্য শোক করিবেন না। কর্ম্মফল সকলেই ভোগ করিয়া থাকে, আমিও ভোগ করিতেছি! কেন অপরকে দোষী করিব?'

পরে রাজা যখন বুঝিতে পারিলেন তিষ্যরক্ষিতারই এই কাজ। তিনি ক্রোধোদ্দীপ্তনয়নে তিষ্যরক্ষিতাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'শুধু তোর চক্ষু নহে, তোর নাক, চক্ষু, মুখাদি প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করিব। নষ্টমতি! তবে তুই বুঝবি, আমার হৃদয়ে কি কষ্ট দিয়াছিস্।'

কুণাল করজোড় করিয়া পিতাকে জানাইলেন, 'রাজন্! তিষ্যরক্ষিতা অনার্য্যকর্ম্মা, আপনি আর্য্যকর্ম্মা হইয়া স্ত্রীবধ করিবেন না। মৈত্রী ও তিতিক্ষা অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই। যদি আমার চক্ষু তুলিয়া সত্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন, সেই সত্য-গুণেই আবার আমার চক্ষু উঠিবে।' বিশ্বাসে কি না হয়। ধ্রুববিশ্বাসপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ কুণাল পূর্ব্ববৎ চক্ষুলাভ করিলেন। কিন্তু অশোক তিষ্যরক্ষিতাকে মার্জ্জনা করিতে পারিলেন না। সেই পাপিষ্ঠার দেহ জতুগৃহে দগ্ধীভূত হইল।[১]

যে সময়ে রাজা অশোক ৮৪০০০ ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা ও পঞ্চবার্ষিকব্রতের অনুষ্ঠান করেন, সেই সময় তাঁহার ভ্রাতা বীতশোক তীর্থিকদিগের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তীর্থিকেরা তাঁহাকে বুঝাইত যে, 'শ্রমণ শাক্যপুত্রদিগের মোক্ষ নাই। বীতশোকও তাহাই বুঝিতেন, বরং শ্রমণদিগের সহিত তাঁহার

(১) দিব্যাবদানে কুণালাবদান।

অনেক সময় বিরোধ উপস্থিত হইত। অশোকের তাহা ভাল লাগিত না।

তিনি বীতশোককে বুদ্ধমতে আনিবার জন্য এক অপূর্ব্ব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আপনার মন্ত্রী উপযজ্ঞকে ডাকিয়া বলিলেন যে, কোন রকমে বীতশোককে সিংহাসনে বসাইতে পার। অমাত্যেরা অশোকের পট্টমৌলি লইয়া স্নান-শালায় গিয়া একদিন বীতশোককে বলিল, 'রাজার দেহাবসান হইলে আপনিই রাজা হইবেন। এখন সাজিয়া গুজিয়া সিংহাসনে বসুন দেখি, কিরূপ আপনাকে দেখায়?" বীতশোক অমাত্যদিগের কথায় ভুলিয়া অশোকের রাজভূষা পরিয়া সিংহাসনে বসিলেন। ঠিক সেই সময়ে অশোক আসিয়া উপস্থিত! 'কে হেথায়' অশোক এই বলিবামাত্র চারিদিক্ হইতে সশস্ত্র ঘাতকেরা আসিয়া বীতশোককে ঘেরিয়া ফেলিল। অশোক গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "দেখ, বীতশোক আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া সিংহাসনে বসিয়াছ। ভাল, আমি সাতদিন রাজ্য ছাড়িয়া দিলাম, ইহার পর ঘাতকের হস্তে তোমার প্রাণ যাইবে।"

বীতশোক সাতদিনের জন্য রাজ্য পাইলেন। কতই নাচ গান ও আমোদের স্রোত বহিতে লাগিল। সপ্তমদিবসে ঘাতক আসিয়া তাঁহার অন্তিমদিনের কথা শুনাইয়া দিল। রাজবেশে বীতশোক অশোকের নিকট আসিলেন। অশোক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই! এ কয়দিন কেমন সুখ ভোগ করিলে, নাচ গানে কেমন আমোদ পাইলে?' বীতশোক বলিলেন, 'সুখ কোথায়? নাচগান দেখি নাই, শুনি নাই, গন্ধে আঘ্রাণ পাই নাই, রসে আস্বাদ করি নাই! কেবল দেখিয়াছি, যেন নীল বস্ত্রধারী ঘাতকগণ দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।'

অশোক কহিলেন, 'ভাই, এতই যদি মরণের ভয়, আর যাহাতে মরণ না হয়, তাহার কেন চিন্তা কর না।' বীতশোক বলিলেন, 'আমি সেই সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শরণ লইলাম। ধর্ম্ম ও ভিক্ষুসঙ্ঘের শরণ লইলাম।' সেইক্ষণেই বীতশোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পাংশুকূল, চীবর ও বৃক্ষমূলই বীতশোকের আশ্রয়স্থান হইল। তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পান, তাহাতেই তাঁহার শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। নানাদেশ নানাজনপদ হইয়া তিনি প্রত্যন্তদেশে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার মহাব্যাধি উৎপন্ন হইল। এ সংবাদ পাইয়াই রাজা অশোক তাঁহার চিকিৎসার্থ ভৈষজ্যাদি পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময় পুণ্ড্রবর্দ্ধন-নগরবাসী নিগ্রন্থ উপাসকেরা তাঁহাদের উপাস্য জিনদেবের পাদমূলে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আঁকিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা গিয়া অশোককে নিবেদন করিল। তাহাতে অশোক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধনবাসী সমস্ত আজীবককে নিহত করিবার আদেশ করেন। একদিনে আঠার হাজার আজীবক নিহত হইয়াছিল।

পরে আবার পাটলিপুত্রের নিগ্রন্থেরাও জিনদেবের পাদমূলে বুদ্ধপ্রতিমার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। তাহাদের প্রতিও অশোক পূর্ব্ববৎ দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন। এমন কি শেষে তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'যে নিগ্রন্থের শির আনিয়া দিবে, সে দীনার পাইবে।'

এই সময় বীতশোক মহাব্যাধিগ্রস্ত হইয়া এক আভীরগৃহে রাত্রিবাস করিতেছিলেন। আভীরপত্নী তাহার দীর্ঘনখ ও শ্মশ্রূদৃষ্টে তাঁহাকে নিগ্রন্থ মনে করিয়া আপন স্বামীকে সংবাদ দিল। আভীর বীতশোকের মুণ্ড কাটিয়া লইয়া দীনার পাইবার আশায় অশোকের নিকট আনিল। অশোক সেই মুণ্ড দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলে অমাত্যগণ বলিলেন, 'বীতরাগদিগের বৃথা পীড়া উপস্থিত হইতেছে, সকলকে অভয়প্রদান করুন।' সেই দিন রাজা প্রচার করিলেন, আমার রাজ্যে যেন আর কেহ হিংসা না করে। অনন্তর অশোক আপনার সর্ব্বস্বই বৌদ্ধসঙ্ঘে অর্পণ করিলেন।[১] (অশোকাবদান।)

মহাবংশবর্ণিত অশোক।

সিংহলের পালি মহাবংশে দুইজন অশোকের পরিচয় পাই। ১ম অশোক 'কালাশোক' নামেই খ্যাত। বুদ্ধনির্ব্বাণের ১০০ বর্ষ পরে পুষ্পপুরে এই কালাশোক রাজত্ব করিতেন। এই ১ম অশোকের সময়ে সদ্ধর্ম্মসঙ্গীতিতে বুদ্ধের উপদেশমূলক শাস্ত্রসমূহ উক্ত সংগৃহীত হয়।

এই কালাশোকের ১০ পুত্র প্রথমে ২২ বর্ষ, পরে ৯ পুত্র ২২ বর্ষ রাজত্ব করেন। তাঁহার শেষ পুত্রের নামই ধননন্দ। চাণক্যের কৌশলে ধননন্দ রাজ্য হারাইলেন এবং মোরিয়-বংশসম্ভূত চন্দ্রগুপ্ত রাজ্যলাভ করিলেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ১৬ মহিষীর গর্ভে ১০১টী পুত্র হইয়াছিল। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অশোকই পুণ্যতেজা ও মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পিতার অধীনে উজ্জয়িনী শাসন করিতেন। যখন শুনিলেন, তাঁহার পিতা মৃত্যুশয্যায়, তিনি কালবিলম্ব না করিয়া পাটলিপুত্রে আসিয়া সিংহাসন অধিকার করেন ও ৯৯ জন ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া জম্বুদ্বীপে একাধিপত্য করিতে থাকেন। বুদ্ধনির্ব্বাণের ২১৮ বর্ষ পরে তাঁহার অভিষেক হয়। রাজ্যলাভের

(১) অশোকাবদানের শেষে লিখিত আছে, অশোক যে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধর মৌর্য্যবংশীয় শেষ নৃপতি পুষ্যমিত্র সেই সমুদায় ধ্বংস করিয়া যান। [পুষ্যমিত্র দেখ।]

৪র্থ বর্ষে মহাসমারোহে তাঁহার অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই অভিষেককালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর তিষ্য 'উপরাজ' পদবী লাভ করেন।

অশোকের পিতা ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন, তিনি প্রত্যহ ষষ্টিসহস্র ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। অশোকও তিন বর্ষকাল তদ্রূপ করিয়াছিলেন। অভিষেক হইতে তাঁহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। তিনি আপন সভায় সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্ম্মামাত্য আনিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে লাগিলেন ও সকলকেই সমভাগে ভক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রামণের ন্যগ্রোধকে দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এ ন্যগ্রোধ আর কেহ নহে, তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র। অশোক যখন বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠপুত্র সুমনকে হত্যা করেন, তৎকালে তাঁহার গর্ভবতীপত্নী চণ্ডালগৃহে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ন্যগ্রোধ জন্মগ্রহণ করেন এবং আপনার পূর্ব্ব সুকৃতিবলে অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

অশোকের হৃদয়ে একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতি বীতরাগ ও অপর দিকে বৌদ্ধদিগের প্রতি অনুরাগ প্রবল হইতে লাগিল। এখন তিনি প্রত্যহ ষষ্টিসহস্র শ্রমণের সেবা করিতে লাগিলেন।

এই চতুর্থ বর্ষেই উপরাজ তিষ্য, অশোকের ভাগিনেয় ও সঙ্ঘমিত্রার স্বামী অগ্নিব্রহ্মও প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সহস্র সহস্র লোক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অশোকের ধর্ম্মোন্মত্ততা ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল।

উপরাজ তিষ্যের প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর অশোক আপন প্রিয়পুত্র (মহিন্দো) মহেন্দ্রকে 'উপরাজ' করিবেন মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুদিন না যাইতে মহেন্দ্রও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। স্থবির মহাদেব মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করেন। স্থবির মধ্যান্তিক তাঁহার জন্য কর্ম্মবচন অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে ধর্ম্মপতি সঙ্ঘমিত্রার উপাধ্যায়া ও আয়ুপালী তাঁহার আচার্য্যা হইলেন। অশোকের ষষ্ঠবর্ষে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা উভয়েই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

কথায় বলে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। ক্রমে বৌদ্ধ আচার্য্য ও উপাধ্যায়ের সংখ্যা এতই বেশী হইয়া পড়িল ও এতই মতভেদ হইতে আরম্ভ হইল যে, শেষে গোলমাল করিয়া ভারতের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধারামে উপোষধ ও প্রাবরণ বন্ধ হইয়া গেল। এইরূপ সাতবর্ষ গত হইলে অশোক সংবাদ পাইলেন। তিনি সংবাদ পাঠাইলেন, 'আমার অশোকারামে যে সকল ভিক্ষু থাকেন, সকলেই যেন উপোষধব্রত পালন করেন।' ভিক্ষুসঙ্ঘ উত্তর করিলেন যে, তীর্থিকের সহিত আমরা উপোষধব্রত পালন করিতে পারিব না। রাজা এসংবাদ পাইলেন। ধর্ম্মপালন না করায় কাহার অধর্ম্ম হইল? রাজার সন্দেহ জন্মিল। তিনি মৌদ্গলিপুত্র তিষ্যের নিকট স্বয়ং গিয়া আপনার মনোবেদনা জানাইলেন, তিষ্য 'তিত্তিরজাতক' শুনাইয়া সম্রাটকে বলিলেন 'প্রতীচ্ছা না থাকিলে পাপ হয় না।' সম্রাট্ মোগ্গলিপুত্তের উপদেশে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিলেন।

অশোকের অধীনরাজগণ ও বন্ধুগণও এখন সম্রাটের পরামর্শে স্তূপাদি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ও বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ মহেন্দ্রকে সিংহলে পাঠাইলেন।

সিংহলরাজ প্রিয়তিষ্য মহেন্দ্রের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে সঙ্ঘমিত্রাও সিংহলে আসিয়াছিলেন এবং সিংহলরাজমহিলাগণ সঙ্ঘমিত্রার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

অশোক সম্বন্ধে জৈনমত।

হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত-মতে—'বিন্দুসার হইতে অশোকশ্রী জন্মলাভ করেন। বিন্দুসারের মৃত্যু হইলে তিনিই রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন। অশোকের কুণাল নামে একটী পুত্র হয়। অশোক কুণালকে উজ্জয়িনীপুরী দান করেন। কুণাল তথায় গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কতিপয় শরীররক্ষক তাঁহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইল। এইরূপ কএক বৎসর অতীত হইলে রাজা অশোক জনৈক পরিচারকের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, কুণালের অধ্যয়নকাল উপস্থিত হইয়াছে। রাজা এই কথা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজেই কুণালের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রখানি সহজে বুঝিবার জন্য প্রাকৃত ভাষাতেই লেখা হয়; সুতরাং উহার একস্থানে 'অধ্যয়ন কর' এইরূপ লিখিতে গিয়া "অধীউ" এই পদটী লিখিত হইয়াছিল।

রাজা যখন পত্র লিখেন, তখন কুণালের একজন বিমাতা তথায় বসিয়াছিলেন। তিনি রাজার নিকট হইতে আস্তে আস্তে পত্রখানি হাতে লইয়া সমস্ত পাঠ করিলেন। পত্রপাঠে তাঁহার মনে হিংসা হইল। তিনি কুণালকে বঞ্চিত করিয়া আপন পুত্রকে রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর করিবার নিমিত্ত মনে মনে কোন উপায় স্থির করিতেছিলেন। সেই সময়ে রাজা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কুণালের বিমাতাও এই অবকাশেই আপন কামনা পূর্ণ করিলেন। তিনি পত্রের যেখানে 'অধীউ' পদটী লেখা ছিল, তন্মধ্যে চোখের কাজল দিয়া একটী অতিরিক্ত বিন্দু বসাইয়া 'অন্ধীঅউ' অর্থাৎ অন্ধ হও এইরূপ করিয়া রাখিলেন। রাজা অশোকও মনের ভুলে পত্রখানি পুনরায় আর পাঠ করিলেন না। তিনি স্বনামাঙ্কিত মোহর মারিয়া পত্রখানি উজ্জয়িনীতে পাঠাইয়া দিলেন।

এ দিকে কুণাল প্রথমে পিতৃনামাঙ্কিত পত্র পাইয়াই সহসা মস্তকে ধারণ করিলেন, পরে জনৈক বাচকের দ্বারা পত্রখানি পাঠ করাইলেন। পত্রপাঠক পত্রপাঠে একেবারে বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। কুণাল তাহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া নিজেই পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। তিনি পত্রমধ্যে 'অন্ধীঅউ' দেখিয়া চিন্তা করিলেন, আমাদের মৌর্য্যবংশে কেহ কখন গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই। অতএব আমি যদি তাহা করি, তবে সকলেই আমার দৃষ্টান্তে চলিবে; সুতরাং আমি গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিব না। এই বলিয়া তিনি নিজেই তপ্তশলাকাদ্বারা চক্ষু দুইটী উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। এদিকে অশোক ঐ সংবাদ শুনিতে পাইয়া স্বীয় কূটলেখায় আত্মাকে বার বার নিন্দা করিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন। তিনি চিন্তা করিলেন, হায়! আমার আশা ভরসা সমস্তই গেল, আমি যাহাকে যৌবরাজ্য দিয়া পরে রাজা করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, সে এক্ষণে রাজ্য বা মণ্ডল ইহার কিছুরই উপযুক্ত নহে। আমার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল, এইরূপ চিন্তা করিয়া অশোক কুণালকে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম দান করিলেন। কুণাল সেইখানেই থাকিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার শরৎশ্রী নাম্নী পত্নীর গর্ভে একটী পুত্র উৎপন্ন হইল। কুণাল বিমাতার মনোরথ ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত রাজ্যলাভার্থ পাটলীপুত্রে গমন করেন। তিনি পাটলীপুত্রে গিয়া গান বাজানায় সকলেরই মন মুগ্ধ করিলেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিল। ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি অন্ধ গায়ককে আপন প্রাসাদে ডাকাইয়া যবনিকার অন্তরালে বসিয়া তাঁহার গান শুনিতে লাগিলেন। অন্ধ অতি মধুর স্বরে গীতিচ্ছন্দে এই কএকটী কথা গাহিলেন, 'হায়! চন্দ্রগুপ্তের প্রপৌত্র, বিন্দুসারের পৌত্র ও অশোকশ্রীর পুত্র এই অন্ধ আজ পথে পথে ভিক্ষা করিতেছে।' রাজা গান শুনিয়া অন্ধকে জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি কে?' অন্ধ বলিল, 'মহারাজ! আমি আপনার পুত্র কুণাল। আমি আপনারই আদেশে অন্ধ হইয়াছি।'

রাজা এই কথা শুনিয়া সহসা যবনিকা সরাইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কি চাও। কুণাল কহিল, পিতঃ! আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছে, আপনি তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করুন্। রাজা পুত্র কুণালের কথায় তুষ্ট হইয়া স্বীকৃত হইলেন এবং মহাসমারোহে পৌত্রকে আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। তিনি পৌত্রের 'সম্প্রতি' এই নাম রাখিলেন।

অশোক প্রথমে স্বীকৃত হইয়াছিলেন বলিয়া পৌত্রের বয়স অতি অল্প হইলেও দশদিনের পরেই তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যারোহণকালে সম্প্রতি স্তন্যপায়ী শিশু ছিলেন, ক্রমে তাঁহার বয়সের সহিত বুদ্ধি, বিক্রম ও বিদ্যা প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত গুণই বাড়িতে লাগিল। তিনি জৈন-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়, সুতরাং জৈনগণ সকলে আসিয়া পাটলিপুত্রে মিলিত হইলেন। তাঁহারা মিলিত হইয়া তৎকালে একটী সঙ্ঘ আহ্বান করেন, এই সঙ্ঘের নাম হয় শ্রীসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে জৈনধর্ম্মশাস্ত্র সংগৃহীত হয়। (পরিশিষ্টপর্ব্ব)

প্রিয়দর্শীর অনুশাসন* হইতে পরিচয়।

বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ হইতে অশোকের যে বিবরণ লিখিত হইল, তাহাতে প্রকৃত কথা থাকিলেও অত্যুক্তি ও কাল্পনিক কথা মিশিয়াছে, সন্দেহ নাই। এ কারণ তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে তাঁহার রাজ্যকালে উৎকীর্ণ অনুশাসন-গুলিই একমাত্র অবলম্বন করিতে হয়। এই সকল অনুশাসন হইতে প্রিয়দর্শীর অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় যাহা পাইয়াছি, তাহাই বলিব।

অনুশাসন হইতে প্রিয়দর্শীর বাল্যজীবনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার গিরিলিপিতে প্রকাশ, তিনি প্রথমে অতিশয় মৃগয়াপ্রিয় ও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন। রাজা হইয়াই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী হন নাই। প্রথমে অতিশয় মাংসপ্রিয় ছিলেন। ১ম গিরি-লিপিতে প্রকাশ, 'সুপথ্যের জন্য তাঁহার পাকশালায় অনুদিন বহু প্রাণিবধ হইত। তাঁহার অভিষেকের অষ্টম বৎসর পরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন, তাহাতে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক বন্দী হয়। লক্ষ লোক (যুদ্ধে) নিহত হয় ও তাহার বহুগুণ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়।' এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তিনি যখন রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে পারেন নাই, অথবা বৌদ্ধ বা জৈনধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার ২য়, ৫ম ও ১৩শ গিরিলিপি হইতে জানা যায়—তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে বর্ত্তমান ভারতের দশ আনারও অধিক তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশস্থ তরাই (জঙ্গল), দক্ষিণে মহিসুর ও গোদাবরীর উত্তরাংশ, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও ব্রহ্মপুত্রনদ এবং পশ্চিমে ভারতের বর্ত্তমান পশ্চিমসীমা এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁহার শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়াছিল। সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশসমূহে যে সকল রাজা রাজত্ব করিতেন ও যে

* প্রিয়দর্শীর অনুশাসন দুইশ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি গিরিমালার উপর খোদিত, সেগুলি গিরিলিপি (Rock edict) ও অপর কতকগুলি স্তম্ভে উৎকীর্ণ, সে সমস্ত স্তম্ভলিপি (Columnar edict) নামে গণ্য।

সকল জনপদ অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে ১৩শ লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে—

"বিজয়ের মধ্যে এই (বিজয়) দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শী) মুখ্যবিজয় (মনে করেন) যথা—ধর্ম্মবিজয়, তাহা দেবগণের প্রিয় পাইয়াছেন। এখানে (তাঁহার অধিকারে) ও সর্ব্ব অপরান্ত দেশে ছয়শত যোজন দূরে অন্তিওক যেখানে রাজা, পরে চারি রাজা তুরময় নামে, অন্তিকিনি নামে, মক নামে ও অলিকসুদর নামে (আছেন), দক্ষিণে চোড়, পাণ্ড (পাণ্ড্য), তাম্বপনিয় (তাম্রপর্ণী) ও হিড় রাজাও (আছেন)।" *

যবন, কাম্বোজ, পেতেনিক, গন্ধার, রিষ্টিক বা রাষ্টিক, বিশ ও বৃজি, নাভক ও নাভম্পতি, ভোজ, অন্ধ্র ও পুলিন্দগণও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

দক্ষিণসীমান্তবর্ত্তী অবিজিত দেশসমূহের মধ্যে তাঁহার অনুশাসনে চোড়, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণীর উল্লেখ আছে। †

শাসনের সুব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহর 'মহামাত্য' নামক রাজকর্ম্মচারীগণের অধীনে থাকিত। সমস্ত সাম্রাজ্য কএকটী প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক প্রদেশ শাসন করিবার জন্য এক এক জন 'প্রাদেশিক' নিযুক্ত ছিলেন। কতকগুলি প্রদেশ একত্র করিয়া এক একটী রাজ্য গঠিত হইত। এক একটী রাজ্য 'রাজুক' নামক একজন প্রধান কর্ম্মচারীর অধীন থাকিত। রাজ্যগুলি কএকটী প্রধান খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও তোসলি প্রধান। পাটলিপুত্রে সম্রাটের নিজ রাজধানী ছিল।‡ উজ্জয়িনী, তক্ষশিলা ও তোসলির শাসনভার এক একজন রাজকুমারের হস্তে অর্পিত ছিল। সম্রাট্ স্বরাজ্য ও পররাজ্যের সংবাদ জানিবার জন্য 'প্রতিবেদক' নামক এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রধানতঃ প্রজা ও অমাত্যগণের গুপ্ত কার্য্যাদি সম্রাট্‌কে জানাইত।

কলিঙ্গ-বিজয়কালে বহুসংখ্যক মানবশোণিতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে মমতা ও অহিংসাবৃত্তি আশ্রয়লাভ করে।

প্রিয়দর্শীর বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ও অবশেষে একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি অসি দ্বারা বা বলপ্রয়োগ দ্বারা অথবা প্রলোভন দেখাইয়া আপনার মহদুদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হন নাই। সর্ব্বজীবে দয়া ও দান, ধর্ম্ম উপদেশ ও সাধুসেবাই তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের প্রধান সহায় হইয়াছিল।

তিনি দশম বর্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন, 'পূর্ব্বে সুখসম্ভোগের জন্য যে বিহারযাত্রা হইত, এখন হইতে তাহা ধর্ম্মযাত্রায় পরিণত হউক।' শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণের সহিত সাক্ষাৎ, দীন দরিদ্রদিগকে দান, ধর্ম্মপ্রচার ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জন্যই এই ধর্ম্মযাত্রার সৃষ্টি। দ্বাদশ বর্ষে সম্রাট্ ধর্ম্মপ্রচারের যথোচিত বন্দোবস্ত করেন ও তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ হয়। সর্ব্বজীবের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও কুটুম্বগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, পিতামাতা গুরুজন ও বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা প্রভৃতি সদ্ধর্ম্মপালনার্থ আজ্ঞা প্রচারিত হইল। রাজুক ও প্রাদেশিকদিগের প্রতিও আদেশ হইল যে, রাজকার্য্য-নির্ব্বাহ ও ধর্ম্মার্থ প্রচারের জন্য তাঁহাদিগকে প্রতি পঞ্চমবর্ষে নিজ নিজ এলাকায় ভ্রমণ করিতে হইবে। পিতা, মাতা, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের শুশ্রূষা, জীবে দান ও অপভণ্ডদিগের উপর নিন্দাবিমুখতা ইত্যাদি চলিতেছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রজাগণের অভিপ্রায়, অমাত্য বা পঞ্চায়তের বিবাদ বা প্রবঞ্চনার কথা শুনাইবার জন্য যখন ইচ্ছা প্রতিবেদকগণ তাঁহার নিকট যাইতে পারিবেন। নৃপতির ভোজন কালেই হউক, তিনি অন্তঃপুরেই থাকুন বা সুখোদ্যানেই থাকুন, ইচ্ছা করিলেই প্রতিবেদকগণ তাঁহার নিকট যাইতে পারিবে। সকল কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন হইবার জন্যই সম্রাট্ এরূপ আদেশ করিয়াছিলেন।

তখনও যজ্ঞযূপে যথেষ্ট পশুবধ হইত। যজ্ঞার্থে পশুবধ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে নিন্দিত নহে, বরং অনুষ্ঠেয়। সম্রাট্ প্রচার করিলেন, "আহারের জন্য কোন জীববধ করা অকর্ত্তব্য। যজ্ঞযূপে জীবনাশ করাও উচিত নহে। রাজরন্ধনশালায় আহারের জন্য কোন জীবহত্যা হইবে না।"[১]

প্রিয়দর্শী নিজরাজ্যে ও দূরদেশীয় বিভিন্ন স্বাধীনরাজ্যেও মানব ও সাধারণ পশুর প্রাণরক্ষার্থ দুই প্রকার চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যেখানে ওষধি পাওয়া যাইত না, সেখানে নূতন বীজ রোপণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে সাধারণের হিতার্থ নানা স্থানে কূপ প্রস্তুত হইয়াছিল।[২]

তাঁহার ধর্ম্মানুশাসন প্রচার হইতেছে কি না ও সাধারণে তদনুসারে কার্য্য করিতেছে কি না? তাহার পরিদর্শন জন্য প্রিয়দর্শী অভিষেকের ত্রয়োদশবর্ষ পরে 'ধর্ম্মমহামাত্য' নামে কতকগুলি অমাত্য নিযুক্ত করেন।[৩]

এই সময়ে প্রিয়দর্শীর চিত্ত সাধারণের হিতের জন্য স্বতঃই

* Epigraphia Indica, Vol. II. p. 493 5.

† ২য় ও ১৩শ লিপি দ্রষ্টব্য। ‡ ৭ম গিরিলিপি।

(১) ১ম গিরিলিপি। (২) ২য় গিরিলিপি। (৩) ৫ম গিরিলিপি।

আকৃষ্ট হইয়াছিল, পরের জন্য তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি যে সদ্ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার মূল নীতি এই—

১ জীবে অহিংসা, ২ পিতামাতার শুশ্রূষা, ৩ বন্ধু ও জ্ঞাতি-বর্গের প্রতি সদ্ব্যবহার, ৪ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান, আর তাঁহাদের শুশ্রূষা, ৫ দীন ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার, ৬ বিধর্ম্মিগণের প্রতি নিন্দাবিমুখতা, ৭ শ্রম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ়ভক্তি।[১]

গিরিলিপিমালা আলোচনা করিলে বোধ হয় না যে, তিনি রাজত্বের চতুর্দ্দশবর্ষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মে লালিত পালিত হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ হ্রাস হয় নাই। অধিক সম্ভব, আজীবক জৈনসংসর্গে তিনি প্রথম অহিংসাধর্ম্ম শিক্ষা করেন, কিন্তু তাঁহার বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রভাবে তিনিও ক্রমে বৌদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

দাক্ষিণাত্যে মহিসুরের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গের অধীন সিদ্ধাপুর হইতে আবিষ্কৃত গিরিলিপিতে লিখিত আছে,—

'দেবগণের প্রিয় (প্রিয়দর্শী) এই বলিয়াছেন, আড়াই বর্ষের অধিককাল আমি উপাসক ছিলাম, কিন্তু (তখনও) কোন চেষ্টা করি নাই। ছয়বর্ষ কেন, তাহারও অধিককাল আমি সঙ্ঘে উপগত ছিলাম। তৎকাল মধ্যে (ধর্ম্ম) বৃদ্ধিসাধনকল্পে চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল মনুষ্য (ব্রাহ্মণ) জম্বুদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত ছিল, তাহারা এই সময় দেবগণসহ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।'[২]

প্রিয়দর্শী ঠিক কোন্ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার ১৩শ গিরিলিপিতে প্রকাশ যে তিনি অভিষেকের অষ্টমবর্ষপরে (৯ম বর্ষে) কলিঙ্গ বিজয় করেন, তথায় বহু প্রাণীহত্যা দেখিয়া তাঁহার অনুশোচনা উপস্থিত হয়। সেই অনুশোচনায় তাঁহার মন ধর্ম্মপথে ধাবিত হয়। এরূপ স্থলে মনে হয় অভিষেকের দশমবর্ষে তিনি উপাসক হন।

পালি মহাবংশের মতে, রাজ্যলাভের চারিবর্ষ পরে অশোকের অভিষেককার্য্য সম্পন্ন হয়। যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে রাজ্যলাভের অন্ততঃ চতুর্দ্দশ বর্ষপরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। নিগ্লীবের অনুশাসনে লিখিত আছে, অভিষেকের চতুর্দ্দশবর্ষ পরে প্রিয়দর্শী কোণাগমন নামক গতবুদ্ধের পূর্ব্বস্থিত স্তূপ বর্দ্ধিত করেন।[৩] পড়েরিয়ার গিরিলিপি হইতেও জানা যায়, অভিষেকের বিংশতিবর্ষপরে তিনি বুদ্ধশাক্যের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামে আসিয়া বুদ্ধের পূজা করেন ও সেই গ্রামখানি বুদ্ধোদ্দেশে নিষ্কর করিয়া দেন।

প্রিয়দর্শী বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জয়পুরের অন্তর্গত ভাব্রা হইতে আবিষ্কৃত গিরিলিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"রাজা প্রিয়দর্শী মাগধসঙ্ঘকে অভিবাদন করিয়া বলিতেছেন, নিরাপদ সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন। আপনারা অবগত আছেন, বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের প্রসাদ ও শুভকামনা করিয়া থাকি। ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক যাহা ভাষিত, সবই সে সুভাষিত। যত দূর আমি আদেশ করিতে পারি, তত দূর, তাহা ঘোষণা করা উত্তম মনে করি যে, তাহা হইলে সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে। ধর্ম্মপর্য্যায়গুলি এই—বিনয়সমুৎকর্ষ, আর্য্যবস, অনাগতভয়, মুনিগাথা, মোনেয়সূত্র, উপতিষ্যপ্রশ্ন ও লাঘুলোবাদে মৃষাবাদ, ভগবান্ বুদ্ধ কর্ত্তৃক পরিভাষিত। আমার ইচ্ছা, বহু ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ অবিরত এই ধর্ম্মপর্য্যায় সকল শ্রবণ ও ধ্যান করেন, উপাসক ও উপাসিকারাও যেন এইরূপ করে। এই অভিপ্রায়েই ইহা লিখাইলাম যে, সাধারণে আমার ইচ্ছা অবগত হউক।"

উক্ত ধর্ম্মপর্য্যায় বা ধর্ম্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে কতকগুলির আভাস পাওয়া গিয়াছে। বিনয়সমুৎকর্ষ বিনয়পিটকের সারাংশ প্রাতিমোক্ষ (পতিমোক্খ), অনাগতভয়—সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তর-নিকায়শাখার 'আরণ্যকানাগতভয়সুত্ত', উপতিষ্যপ্রশ্ন—বিনয়পিটকের মহাবগ্গস্থ 'শারিপুত্রপ্রশ্ন,' মুনিগাথা—সূত্রপিটকের সুত্তনিপাতের অন্তর্গত 'মুনিগাথা' নামক ১২শ সূত্র; লাঘুলোবাদে মৃষাবাদ—মজ্ঝিমনিকায়ের অম্বলট্ঠিকা রাহুলোবাদ নামক ৬১ সূত্র।

সিংহলের দীপবংশ ও মহাবংশেও লিখিত আছে, অশোকের সময় ২য় ধর্ম্মসঙ্গীতি হইয়াছিল এবং তাহাতে বুদ্ধের উপদেশমূলক শাস্ত্রসমূহ সংগৃহীত হয়।

কেবল স্বরাজ্যে নহে, বিদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্যও প্রিয়দর্শী বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। যেখানে অন্তিওক (Antiochus), তুরময় (Ptolemy), অলিকসুন্দর (Alexander) প্রভৃতি যবনরাজ রাজত্ব করিতেন, ইজিপ্ট গ্রীস প্রভৃতি সেই সুদূরদেশেও প্রিয়দর্শী ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সাসেরামের গিরিলিপিতে ২৫৬ জন বিবুধ বা ধর্ম্মপ্রচারকের উল্লেখ আছে। সিংহলের দীপবংশে ১০ জন প্রধান ধর্ম্মপ্রচারকের নাম ও তাঁহারা কে কোন্ দেশে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। যথা—কাশ্মীর ও গান্ধারে মজ্ঝন্তিক (মধ্যান্তিক),

(১) ৭ম গিরিলিপি।
(২) Epigraphia Indica, Vol. III. p. 138--9.
(৩) Epigraphia Indica, Vol. V. p. 5-6.

মহিষে (মহিস্থরে) মহাদেব, বনবাসী (বা উত্তর কানড়ায়) রক্ষিত, অপরান্তদেশে বাহ্লিকদেশীয় ধর্ম্মরক্ষিত, মহারাষ্ট্রে মহাধর্ম্মরক্ষিত, যোনদেশে (সিরীয় ও অন্যান্য গ্রীকরাজ্যে) মহারক্ষিত, হিমবন্তে মধ্যম (মধ্যম), স্থবর্ণভূমে (ব্রহ্ম মলয় প্রভৃতি স্থানে) সেন ও উত্তর এবং সিংহলে মহেন্দ্র (মহিন্দো)।

প্রিয়দর্শীর বয়োবৃদ্ধি ও রাজ্যবৃদ্ধির সহিত তাঁহার দয়াও বিশ্বব্যাপিনী হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ৫ম স্তম্ভলিপিতে লিখিত আছে—

"দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এই বলিতেছেন, অভিষেকের ষড়্‌বিংশতি বর্ষ পরে নিম্নলিখিত জীবগণের বধ নিবারিত হইল—শুক, সারিকা, অলুন, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট্ট, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, দদী, অনঠিকামৎস্য, বেদবেয়ক, গঙ্গাপুত্রক, সংযুদ্ধমৎস্য, কফটশল্যক, পন্নসস, স্থমর, ষণ্ডক, ওকপিণ্ড, পলসত, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত ও অন্য চতুষ্পদ সকল (জীব), যাহা ভোগে আসে না বা খাওয়া যায় না; অজকা (ছাগী), এড়কা (ভেড়ী), শূকরী, গর্ভিণী বা দুগ্ধবতী এ সমস্তই অবধ্য। তাহাদের ছয়মাসের ন্যূনবয়স্ক শাবকেরাও অবধ্য। বধি-কুক্কুট কাটিবে না, তুষে জীব দগ্ধ হইবে না। অনিষ্টার্থ বা হিংসার্থ বন সব অগ্নিতে দগ্ধ করিবে না। জীবদ্বারা অন্য জীবকে পোষণ করিবে না। তিন চাতুর্মাস্যে, পৌষপূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, পঞ্চদশী ও প্রতিপদে আর প্রতি উপবাসের দিন মৎস্য অবধ্য, এই কয়দিন মৎস্য বিক্রীত হইবে না। সেই সেই দিন নাগবনে ও কেউটেভোগে যে অন্যান্য জীব থাকিবে, তাহারাও অবধ্য। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমায়, তিষ্য ও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রযুক্ত দিনে, তিন চাতুর্মাস্যায় ও পর্ব্বদিনে বৃষ, অজ, মেষ, শূকর ও অন্যান্য জীব খাসি করা হইবে না। তিষ্য ও পুনর্ব্বসুতে চাতুর্মাস্য পূর্ণিমায় ও চাতুর্মাস্য পক্ষে অশ্ব বা গো লাঞ্ছিত করিবে না।"

তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধগণের প্রতি অনুরক্ত হইলেও ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি সমান ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। বৌদ্ধ হইবার পর তিনি যজ্ঞীয় পশুবধের নিন্দা করিয়াছেন ও 'যে সকল মনুষ্য জম্বূদ্বীপে সত্য বলিয়া অনুমিত হইত, এখন দেবগণসহ অসত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের উপর কটাক্ষ করিলেও তিনি বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন কি না বলিতে পারা যায় না। তাঁহার অভিষেকের বিংশতিবর্ষ পরে আজীবক জৈনদিগের প্রতিও সদয় হইয়াছিলেন, বরাবরের লিপি হইতে জানা যায়। এই কারণ কেহ কেহ অনুমান করেন, অশোক শেষে জৈন ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ছিলেন। জৈনগ্রন্থ হইতেও জানা যায় যে, অশোকের জীবদ্দশায় রাজ্যকাল শেষ হইয়া আসিলে ও তাঁহার শিশু পৌত্র সম্প্রতি তৎকর্ত্তৃক রাজপদলাভ করিলে, পাটলিপুত্রে শ্রীসঙ্ঘ হইয়াছিল এবং পূর্ব্বে যেমন বৌদ্ধশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছিল, এই শ্রীসঙ্ঘে জৈনাচার্য্যগণও সেইরূপ জৈনশাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

বরাবর হইতে অশোকপৌত্র দশরথের যে লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও তাঁহার আজীবক জৈন ব্যক্তিগণের উপর অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এই দশরথ ও সম্প্রতি এক ব্যক্তি কি না এখনও স্থির হয় নাই। যাহা হউক প্রিয়দর্শীর শেষাবস্থায় অথবা তদ্বংশীয়গণ সকলে বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না।

প্রিয়দর্শীর কালনিরূপণ।

প্রিয়দর্শীর কাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ আছে। অবদান-মতে, বুদ্ধনির্ব্বাণের ১০০ বর্ষ পরে অশোক রাজ্যলাভ করেন। মহাবংশ মতে, এ অশোকের নাম কালাশোক। কালাশোকের পর তাঁহার দশ ও নয় পুত্র একত্র ২২ বর্ষ করিয়া ৪৪ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই নয়জনের মধ্যে শেষ নৃপতির নাম-ধননন্দ। চাণক্য তাঁহাকে হত্যা করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে জম্বূদ্বীপের সিংহাসন প্রদান করেন। চন্দ্রগুপ্ত ৩৪ বর্ষ রাজত্ব করেন; তৎপরে তৎপুত্র বিন্দুসার ২৮ বর্ষ রাজা ছিলেন। অশোক তাঁহারই পুত্র। বুদ্ধনির্ব্বাণের পর ও অশোকের অভিষেক পর্য্যন্ত ২১৮ বর্ষ গত হইয়াছিল।[১]

মহাবংশ-মতে ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করেন। স্থতরাং মহাবংশ অনুসারে ৩২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে অশোকের রাজ্যাভিষেক ঘটে।[২] এরূপ স্থলে ৩৫৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিন্দুসারের ও ৩৮৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক কাল একরূপ মোটামুটী ধরিয়া লইতে পারি। কিন্তু পাশ্চাত্যপুরাবিদগণ কেহই মহাবংশের উপর আস্থাবান্ নহেন। তাহার প্রধান কারণ, বুদ্ধনির্ব্বাণ হইতে মহাবংশে যে অব্দ গণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাসজনক নহে। কারণ বুদ্ধনির্ব্বাণকাল লইয়া নানাদেশীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। [বুদ্ধ দেখ।] এজন্য তাঁহারা বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের উপর নির্ভর না করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে লক্ষ্য করিয়াছেন। জষ্টিনস্ প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক মহাবীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক যে Sandrocottusএর উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য

(১) "জিননিব্বানতো পচ্ছা পুরে তস্সাভিসেকতো
অট্‌ঠারসং বস্সসতং দ্বয়মেবং বিজানিয়ং।" (মহাবংশ ৫ম পরি°)

(২) পুর্ব্বতন বৌদ্ধদিগের মধ্যে অশোকের অভিষেক-সম্বন্ধে [illegible]মতভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে ও তাহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ থাকায় তৎপ্রকাশে বিরত হইলাম।

পুরাবিদ্‌গণের বিশ্বাস, 'তিনিই মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত।' ৩২৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দার পঞ্চনদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্যগণের বিশ্বাস, নীচবংশোদ্ভব চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দার রুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া রক্ষা পান। পরে তিনি প্রায় ৩২০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজা হইয়াছিলেন। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।] এইরূপে ভারতের আধুনিক ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ আলেক্‌সান্দার ও চন্দ্রগুপ্তকে ভিত্তি করিয়া ভারতের কালক্রমিক ইতিহাসের পত্তন করিয়াছেন।

অশোক যখন চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র, তখন তিনি যে আলেক্‌সান্দার বা চন্দ্রগুপ্তের বহুপরে সিংহাসন লাভ করিবেন, এ সম্বন্ধে কেহ কখন সন্দেহ করেন নাই। বিশেষতঃ প্রিয়দর্শীর অনুশাসনে অন্তিওক (Antiochus), তুরময় (Ptolemæus), অন্তিকিনি (Antigonus), মক (Magas) ও অলিকসুন্দর (Alexander) এই কয়জন দূরদেশবাসী যবন (Greek)-রাজের নামোল্লেখ আছে। ঐ পাঁচ জনের কাল সম্বন্ধে অধ্যাপক লাসেন লিখিয়াছেন,

Antiochus of Syria—(রাজ্যকাল) ২৬০-২৪৭ খৃঃ পূঃ।
Ptolemy Philadelphus—২৮৫-২৪৭ খৃঃ পূঃ।
Antigonus Gonatus of Macedonia—২৭৮-২৪২ খৃঃ পূঃ।
Magas of Cyrene—২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু।
Alexander of Epirus—২৬২-২৫৮ খৃঃ পূঃ।

উক্ত পাঁচ জন রাজা সকলেই ২৬০ হইতে ২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে জীবিত ছিলেন। এজন্য সেনার্ট বলেন, "প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে লিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে যখন ঐ পাঁচজনের নাম পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ লিপিখানিও ২৬০-২৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে ২৬৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং তাঁহার চারিবর্ষ পূর্ব্বে ২৭৩ খৃঃ পূঃ অব্দে রাজ্যলাভ ঘটে।" রিস্‌ডেভিড্, বুহ্লর, কার্ণ প্রভৃতি সকলেই ঐ মত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আমরা কি ঐ মত গ্রহণ করিতে পারি? চন্দ্রগুপ্ত প্রকৃতই কি আলেক্‌সান্দারের সমসাময়িক, প্রকৃতই কি তিনি মাকিদনবীরের নিকট অপদস্থ হইয়াছিলেন? মহাবংশ প্রভৃতির কথা সকলই কি মিথ্যা?

আমরা ডিওডোরস্ প্রভৃতি পূর্ব্বতন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে জানিয়াছি যে, আলেক্‌সান্দারের পঞ্চনদে অবস্থিতিকালে চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস (Xandrames) নামধেয় একজন নৃপতি প্রবল প্রতাপে পূর্ব্বভারত শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার দুই লক্ষ পদাতি, বিশ হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার রথ ও চারি হাজার হস্তী ছিল। [চন্দ্রগুপ্ত শব্দ ১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

উক্ত প্রমাণ দ্বারা কিরূপে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মহাবীর আলেক্‌সান্দরের পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন? ভিন্ন স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে যেমন বুদ্ধ ও অশোকের কালনির্ণয়ে বিভিন্ন মত, চন্দ্রমা (Xandrames) বা চন্দ্রগুপ্তের (Sandrocottus) পরিচয়কালে ও প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকগণ সেইরূপ সকলেই এক মত প্রকাশ করেন নাই। এরূপ স্থলে উভয় মতই নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না। এখন উভয় মত ছাড়িয়া অন্য উপায়ে চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের কোন সময় পাওয়া যায় কি না, তাহাই দেখা যাউক।

জৈনদিগের মতে, মহাবীরের নির্ব্বাণের পর ১৫৫ বর্ষ গত হইলে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হইয়াছিলেন।[১] শ্বেতাম্বর জৈনদিগের মতে, বিক্রমের ৪৭০ বর্ষ পূর্ব্বে এবং দিগম্বরদিগের মতে, শকরাজের ৬০৫ বর্ষ পূর্ব্বে মহাবীর নির্ব্বাণ লাভ করেন।[২] বুদ্ধনির্ব্বাণ সম্বন্ধে যেমন নানামত, বীরনির্ব্বাণ সম্বন্ধে সেরূপ মতান্তর নাই। দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মতেই মিল হইতেছে, অর্থাৎ উভয় মতেই ৫২৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বীর নির্ব্বাণ ঘটে। এরূপ স্থলে, তাহার ১৫৫ বর্ষ পরে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩৭২ অব্দে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেককাল হইতেছে। শ্রাবণবেলগোলা হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম শিলালিপিতে প্রকাশ যে, চন্দ্রগুপ্ত শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুর সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করেন। হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে, বীরমোক্ষ হইতে ১৭০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৩৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ভদ্রবাহু স্বর্গলাভ করেন।[৩] এ সময়ে চন্দ্রগুপ্ত বিদ্যমান থাকাই সম্ভব।[৪] চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের প্রভাব ভারতেতিহাসে প্রসিদ্ধ। চাণক্যের কৌশলে চন্দ্রগুপ্ত যে নিতান্ত অল্পদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। মহাবংশে তাঁহার ৩৪ বর্ষ ও তৎপুত্র বিন্দুসারের ২৮ বর্ষ রাজ্যকাল লিখিত হইয়াছে। এ দিকে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বর্ষ ও বিন্দুসার ২৫ বর্ষ রাজত্ব করেন। এরূপ স্থলে উভয়ের রাজ্যকাল মোটামুটী ৫৫ বর্ষ ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং চন্দ্র-

(১) "এবং চ শ্রীমহাবীরমুক্তের্বর্ষশতে গতে।
পঞ্চপঞ্চাশদধিকে চন্দ্রগুপ্তোহভবন্নৃপঃ॥"
হেমচন্দ্ররচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিতে পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।৩৩৯।

(২) বিশ্বকোষ জৈনশব্দ ১৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) "বীরমোক্ষাদ্বর্ষশতে সপ্তত্যগ্রে গতে সতি।
ভদ্রবাহুরপি স্বামী যযৌ স্বর্গং সমাধিনা॥" (পরিশিষ্টপর্ব্ব ১০।১১২)

(৪) পাটলিপুত্রের শ্রীসঙ্ঘে ভদ্রবাহু ছিলেন না, অধিক সম্ভব, সে সময় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী জৈনাচার্য্যগণ তাহাতে সুখী নহেন, তাঁহারা অশোকের সময়ে ভদ্রবাহুকে টানিয়া আনিতে প্রস্তুত।

গুপ্তের অভিষেকের ৫৫ বর্ষ পরে প্রায় ৩১৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে অশোকের রাজ্যারম্ভ ধরিয়া লওয়া যায়। এখন দেখিতেছি, যে সময় আলেক্‌সান্দর পঞ্চনদে উপস্থিত, সে সময়ে মগধের সিংহাসনে বিন্দুসার অধিষ্ঠিত হইয়া সমস্ত পূর্ব্ব-ভারত শাসন করিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনিই গ্রীকদিগের নিকট চন্দ্রমা বা চান্দ্রমস নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ডিওডোরাস্ সিকিউলাস্ লিখিয়াছেন, 'আলেক্‌সান্দর ফিজিয়া-সের মুখে শুনিয়াছিলেন, সিন্ধুর পরপারে ১২ দিনের পথ গেলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার পরপারে চন্দ্রমার (Xandrames) রাজ্য। তাঁহার লক্ষাধিক সৈন্য আছে শুনিয়া আলেকসান্দর প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই, পরে পুরু (Porus)-রাজ তাঁহার সন্দেহ ভঞ্জন করেন। পুরুরাজ আরও বলেন যে গাঙ্গ্য প্রদেশের সেই রাজা অতি নীচবংশোদ্ভব নাপিতের পুত্র। নাপিত অতি সুপুরুষ ছিল। রাণী তাহার রূপে মুগ্ধ হয়, এই অবৈধ প্রণয়ে এক পুত্র জন্মে। পরে সেই দুষ্টা রাজাকে মারিয়া ফেলে। তাই এখন তাহার পুত্র রাজা হইয়াছে।'

(Diodorus Siculus)

কুইণ্টাস্ কার্টিয়াস্‌ও ডিওডোরাসের মত উক্ত রাজার বিপুল সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়া শেষে লিখিয়াছেন যে, প্রজাগণ সকলেই এই রাজাকে তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিয়া থাকে।

মাকিদনবীরের সমকালিক গাঙ্গ্যপ্রদেশের যে রাজার পরিচয় উপরে লিখিত হইল, হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ কোন গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্ত বা অশোক সম্বন্ধে ঐরূপ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

উক্ত চান্দ্রমসরাজ সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনাধিকারী বিন্দুসার। বিন্দুসারের সুখ্যাতির কথা কোথাও নাই। এমন কি অবদানগ্রন্থে বিন্দুসার চন্দ্রগুপ্তের সন্তান বলিয়া গৃহীত হয় নাই। এজন্যও হয়ত কেহ কেহ তাঁহাকে অবৈধরূপে উৎপন্ন মনে করিয়া থাকিবেন। অশোকাবদান হইতে লিখিয়াছি যে অশোকের মাতাকে এক সময়ে রাজান্তঃপুরে অনেকেই নাপিতানী বলিয়াই জানিত। অধিক সম্ভব, এই নাপিতানী-অপবাদ থাকাতেই বিন্দুসার সকলের অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিলেন। পুরুরাজের নিকট আলেকসান্দরও সেই কথা শুনিয়া থাকিবেন। তবে গ্রীক ঐতিহাসিকের নিকট সেই ঘটনা কথঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়াছে। বাস্তবিক ক্ষৌরকর্ম্মকারিণী বিন্দুসারমহিষীর গর্ভেই অশোকের জন্ম, তাহা আমরা অশোকাবদানেই পাইয়াছি।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ্ রিস্ ডেভিদের মতে চন্দ্রগুপ্ত, অমিত্রঘাত বিন্দুসার বা প্রিয়দর্শী এ গুলি ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উপাধি মাত্র।[১] যদি ইহাই প্রকৃত হয়, তাহা হইলে বিন্দুসারের চন্দ্রমা বা চান্দ্রমাস উপাধি থাকা বিচিত্র নহে। অবদানগ্রন্থে লিখিত আছে, তক্ষশিলায় বিদ্রোহকালে বিন্দুসার কর্ত্তৃক তথায় অশোক বিসর্জ্জিত হইয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দরের নিকট তক্ষশিলরাজ যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই জানেন। তক্ষশিলরাজের পরাজয়ে তক্ষশিলা প্রদেশে বিশৃঙ্খলতা বা বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। এই সময় অশোক আসিয়া তক্ষশিলা সুশাসনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ও তজ্জন্য তাঁহাকে হয়ত মহাবীর আলেক্‌সান্দরের বিপক্ষতাচরণ করিতে হইয়াছিল। জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, 'সান্দ্রোকোত্তাস্ (Sandrocottus) আলেক্‌সান্দরের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। আলেক্‌সান্দর তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। শেষে তিনি পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করেন। নানাস্থান ঘুরিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক স্থানে বসিয়া পড়েন, সেই সময় একটা বৃহৎ সিংহ লোলজিহ্বা বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহাকে সম্মুখে পাইয়াও পশুরাজ তাঁহার কোন অনিষ্ট না করিয়া চলিয়া যায়। তাহা দেখিয়া উক্ত বীরের হৃদয়ে অস্ফুট আশার সঞ্চার হইল। তিনি সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য অনেক দস্যুদল সংগ্রহ করিলেন। তাহাদের সাহায্যে (সেই যুবক) গ্রীকসৈন্যদিগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুনদপ্রবাহিত প্রদেশ অধিকারের চেষ্টা করেন। (Justinus XV. 4) আলেক্‌সান্দর ইউডিমস্ ও তক্ষশিলকে পঞ্জাবশাসনের ভার দিয়া যান। ৩২৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেক্‌সান্দারের মৃত্যুর পর ইউডিমস্ নিজে স্বাধীন রাজা হইবার আশায় তাঁহার সেনাপতি ইউমেনিসের দ্বারা পুরুরাজকে হত্যা করেন। (Diodorus XIX. 5.) কাহারও মতে সান্দ্রকোত্তাস্‌ও এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্ সেনাপতি ইউমেনিসের সাহায্যার্থ ৩ হাজার পদাতি, ৪ হাজার অশ্বারোহী এবং প্রায় ১২০টী হস্তী লইয়া গবিনি-রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। এই অবকাশে 'সান্দ্রকোত্তাস' জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশীয় সামন্তবর্গকে উত্তেজিত করিয়া গ্রীকদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত ও পঞ্জাব অধিকার করেন। আলেক্‌সান্দর ভারতসীমান্তে যে সকল জনপদ প্রিয় সেনানী সেলিউকসের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, সান্দ্রকোত্তাস্ সে সমস্তও অধিকার করিয়া লইলেন। (Justinus XV.c.4) ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন, 'অল্প দিন পরেই সেলিউকস্ নিকেনর আবার গ্রীকরাজ্য স্থাপন করিবার আশায় সান্দ্রকোত্তাসের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন। কিন্তু যুদ্ধে সুবিধা হইবে না ভাবিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। মেগেস্থিনিস্ লিখিয়াছেন, সেলিউকস্ সান্দ্রকোত্তাস্‌কে আপন কন্যা সম্প্রদান করিয়া-

(১) Rhys David's Buddhism, p. 221.

ছিলেন*। তিনি পাটলিপুত্রে অধিষ্ঠিত হইলে সেলিউকসের আদেশে গ্রীকদূত মেগেস্থিনিস্ পাটলিপুত্রের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য গ্রীক ঐতিহাসিকগণের উক্ত বিবরণ পাঠ করিলে অশোককেই উক্ত ঘটনাবলীর নায়ক বলিয়া মনে হয়। অশোকের প্রথম বয়সের নির্দ্দয়প্রকৃতি, কূটনীতি, দলবল সংগ্রহ, তক্ষশিলায় গমন, তথায় প্রতিপত্তিস্থাপন, জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ফাঁকি দিয়া রাজ্যগ্রহণ ইত্যাদি কথা আলোচনা করিলে গ্রীকবর্ণিত দস্যুপতি সান্ড্রকোত্তাসের ছবিই মনে করিয়া দেয়।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন এই ত্রিবিধ সম্প্রদায়ের গ্রন্থে চাণক্যই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যপ্রাপ্তির মূল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার প্রভাব পঞ্জাব হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু সর্ব্বজনপরিচিত চাণক্যের নাম পর্য্যন্ত কোন গ্রীক ঐতিহাসিক উল্লেখ করেন নাই, বিশেষতঃ এই চন্দ্রগুপ্তের সহিত যদি গ্রীক-রমণীর বিবাহ হইত এবং ইঁহার সভায় যদি গ্রীকদূত অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ সেই গ্রীকদূত কি চাণক্যের নাম ছাড়িতে পারিতেন? এতদ্দ্বারাও গ্রীকবর্ণিত সান্ড্রকোত্তাস্ ও চাণক্যপালিত চন্দ্রগুপ্ত উভয়ে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হইতেছে। বিশেষতঃ ডিওডোরসের কথা তুলিয়া দেখাইয়াছি, আলেক্সান্দরের সময় চান্দ্রমস (Xandrames) নামে এক ব্যক্তি পূর্ব্বভারতে আধিপত্য করিতেছিলেন, তৎকালে সান্ড্র-কোত্তাস্ নামে এক যুবক পঞ্চনদ প্রদেশে দস্যুদল-সাহায্যে আপনার ভবিষ্য উন্নতির পথ খুঁজিতেছিলেন। এই যুবককে বিন্দুসারপুত্র অশোক বলিয়াই মনে হয়।

জষ্টিনস্ লিখিয়াছেন, দৈববলে ঐ যুবক রাজা হইয়াছিলেন। বাস্তবিক অশোকের রাজ্য পাইবার কথা নয়, কারণ তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুসীম বিদ্যমান ছিলেন। দস্যুগণ যেমন নির্ম্মম ও কঠোরভাবে পরস্বহরণ করিয়া থাকে, অশোকও সেইরূপ নির্দ্দয়রূপে ভ্রাতৃহত্যা করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অশোকের অপর নাম প্রিয়দর্শী, কিন্তু এই নামটী যেমন বৌদ্ধ, জৈন বা হিন্দুগ্রন্থে না থাকিলেও এক ব্যক্তির নাম বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। সেইরূপ গ্রীকবর্ণিত সান্ড্রকোত্তস্ বা 'চান্দ্রগুপ্ত'† বা চন্দ্রগুপ্ত নামটী তাঁহার একটী নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি কি? ভারত ইতিহাসে বহুসংখ্যক চন্দ্রগুপ্ত বাহির হইয়াছে, গ্রীস ইতিহাসেও বহু সংখ্যক আলেক্সান্দরের নাম পাওয়া গিয়াছে। পিতামহের নাম চন্দ্রগুপ্ত ও পৌত্রের নামও চন্দ্রগুপ্ত, গুপ্তরাজবংশের কাহিনী পাঠ করিলে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। [গুপ্তরাজ-বংশ দেখ।] যখন দেখা যাইতেছে, ভারতের বহুসংখ্যক রাজা পিতামহ বা তৎপৌত্র একই নামে অভিহিত ছিলেন, তখন গ্রীক ঐতিহাসিকের নিকট প্রিয়দর্শী 'চান্দ্রগুপ্ত' বা 'চন্দ্রগুপ্ত' নামে আখ্যাত হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত কোন যবন (গ্রীক) সম্বন্ধ হইয়াছিল কি না, হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন কোন গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। গ্রীক বা যবন-দিগের সহিত অশোকরাজ যে বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। গিরণার হইতে আবিষ্কৃত রুদ্র-দামার শিলালিপিতে লিখিত আছে—"মৌর্য্যস্য রাষ্ট্রীয়েণ বৈশ্যেন পুষ্যগুপ্তেন কারিতং, অশোকস্য মৌর্য্যস্য তে (তৎ?) যবন-রাজেন তুষাস্পেনাধিষ্ঠায় প্রণালীভিরলঙ্কৃতং।"

(Indian Antiquary, Vol. VII. p. 260.)

অর্থাৎ মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত (এই হ্রদ) প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। মৌর্য্যরাজ অশোকের প্রসিদ্ধ যবনরাজ তুষাস্প প্রণালী দ্বারা (উক্ত হ্রদ পরে) অলঙ্কৃত করাইয়াছিলেন।

এখানে মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তের শ্যালক বৈশ্য, কিন্তু অশোকের সহিত যবনরাজ তুষাস্পের কি সম্বন্ধ স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও পূর্ব্বসম্বন্ধ দৃষ্টে যবনরাজকেও অশোকের শ্যালক বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই।

অশোক যবন (গ্রীক)-দিগের সহিত মিলিত হইয়া আপনার উন্নতিমার্গ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিচিত্র নহে।

তিনি সুদূর গ্রীস, মিসর প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের সংবাদ রাখিতেন ও ধর্ম্মপ্রচারার্থ তাঁহাদের রাজ্যে লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অনুশাসনলিপি হইতেই জানিতে পারি। পূর্ব্বে লিখিয়াছি, যে তিনি রাজত্বের ১৩শ বর্ষে যে অনুশাসন প্রচার করেন, তাহাতে অন্তিওক, তুরময়, অন্তিকিনি, মক ও অলিকসুদর এই পাঁচজন যোন (গ্রীক)-রাজের উল্লেখ আছে। এই পঞ্চ যবন-নৃপতিই সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক। এই পাঁচজনের আবির্ভাবকাল স্থির হইলে অশোকের প্রকৃতকাল নির্ণয়ে আর কোন গোল থাকিবে না। গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাস হইতে উক্ত পঞ্চ যবনরাজের পরিচয় ও কাল এইরূপ পাইয়াছি—

অন্তিওক (Antiochus I), ইনি সেলিউকসের পুত্র,

* এই বিবাহের কথা মেগেস্থেনিসের অনেক পুথিতে ছিল না।

† চন্দ্রগুপ্তের বংশধর বা সম্বন্ধীয় বলিয়া যদি চান্দ্রগুপ্ত নাম হইয়া থাকে, তাহাতেই বা আপত্তি কি? চান্দ্রগুপ্ত শব্দের উল্লেখও অসাধু নহে। যথা—"চান্দ্রগুপ্তং রথবরমারোঢ়ুমুপচক্রমে।" (পরিশিষ্টপর্ব্ব ৮।৩২২)

সিরীয় ও এসিয়ারাজ বলিয়া গণ্য। ২৯১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩১০—২৯১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

তুরময় (Ptolemaeus Lagus), তলেমী ফিলাদেল্‌ফাসের পিতা, ইজিপ্টের রাজা। ২৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে মৃত্যু। রাজ্যকাল ৩২৩ হইতে ২৮৪ খৃঃ পূঃ।

অন্তিকিনি (Antigonus), আলেকসান্দরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি, প্রভুর মৃত্যুর কএকবর্ষ পরে পাম্ফাইলিয়া, লাইসিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজা হন। ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মক (Magas), কিরিনি (Cyrene)র একজন প্রসিদ্ধ রাজা। ২৫৭ খৃঃ পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজ্যকাল ৩০৭-২৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ।

অলিকসুন্দর (Alexander), এপিরাসের প্রসিদ্ধ রাজা। মহাবীর আলেকসান্দারের মাতুল ও অলিম্পিয়ার সহোদর, আলেকসান্দারের মৃত্যুর কিছুকাল পরে রাজা হন।

এখন দেখিতে হইবে, উক্ত পাঁচজন একত্র কোন সময়ে জীবিত ছিলেন? দেখা যাইতেছে, উক্ত পাঁচজনের মধ্যে অন্তিকিনি (Antigonus) ৩০১ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে কালগ্রাসে পতিত হন এবং মক (Magus) ৩০৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্যলাভ করেন। সুতরাং ৩০৭ হইতে ৩০১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের মধ্যে আমরা পাঁচজন যবনরাজকেই পাইতেছি, ঐ সময়ে অশোক প্রিয়দর্শীও রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ৩১৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে ইউডিমস্‌ ও সেলিউকসের অধীন পঞ্জাব ও সীমান্তবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ গ্রীকদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহারই কিছুকালপরে অশোক পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। প্রায় ৩১৫-৩১৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার পিতৃসিংহাসনলাভ, ৩১১-১২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে তাঁহার অভিষেক এবং ৩০২-৩ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে পঞ্চ যবননৃপতির নামসম্বলিত তাঁহার অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

অশোকের চরিত-সমালোচনা।

বুদ্ধের আবির্ভাবকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত ভারতে যত রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়দর্শীর সহিত কাহারও তুলনা হয় না। জীবনের প্রথমাংশে যাঁহার উদ্ধত প্রকৃতি, নরশোণিতলিপ্সা ও স্বগণবিদ্বেষ সমাজের চক্ষে অতি ঘৃণ্য ও নিন্দাস্পদ করিয়া তুলিয়াছিল, সেই দুষ্ট প্রকৃতি সম্ভোগ ও সমৃদ্ধির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া কিরূপে সংশোধিত, ও বিশুদ্ধ হইয়া অতুলনীয় ও আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে, অশোকচরিত্র তাহার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। তিনি রাজনৈতিক কার্য্যকুশলতায়, যুদ্ধনিপুণতায় ও লোকচরিত্রশিক্ষায় ভারতবিশ্রুত অকবরকেও পরাজয় করিয়াছেন। বীর্য্যবত্তায় ও রাজ্যবৃদ্ধি পক্ষে কোন মোগল সম্রাট্‌ই তাহার সমকক্ষ নহেন। অকবর যেমন বিদেশীয়গণের সংস্রব রাখিতেন, দেশীয় বিদেশীয় সকল পণ্ডিতেরই আদর সম্মান করিতেন, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান পার্শী প্রভৃতি সকল প্রজাকেই যেমন সমভাবে দেখিতেন, অশোক সেইরূপ গ্রীস প্রভৃতি দূরদেশের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ সকল পণ্ডিতকেই যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন; হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি সকলের উপকারের জন্য তিনি সমান যত্ন দেখাইয়াছেন। বুদ্ধদেব যে ধর্ম্মপ্রচার করেন, তাহা ভারতের কতকাংশে মাত্র আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এই অশোকের সময় বুদ্ধের সেই বিমল উপদেশসমূহ সমস্ত এসিয়ায়, এমন কি সুদূর য়ুরোপখণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের সময়ও বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ জটিলতা বা খুঁটিনাটী স্থান পায় নাই, তাঁহার অনুশাসনসমূহে সর্ব্বজীবে দয়া ও সাধারণের প্রতিপাল্য সাম্যনীতিই উপদিষ্ট হইয়াছে।

য়ুরোপীয় পুরাবিদ্‌গণ অশোকের সহিত কন্‌ষ্টানটাইন, সলোমান, লুই দি পায়স্‌ প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ধার্ম্মিকরাজগণের তুলনা করিয়াছেন।

প্রিয়দাস, একজন গ্রন্থকার। ভক্তমোদতরঙ্গিণী, ভক্তিপ্রভা ও তট্টীকা, ভাগবতপুরাণপ্রকাশ ও শ্রুতিসূত্রতাৎপর্য্যামৃত নামে তাঁহার বিরচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

প্রিয়ধাম (ত্রি) প্রিয়ং ধাম যস্ত। প্রিয়স্থান।
"বেদিষদে প্রিয়ধামায়।" (ঋক্‌ ১।১৪০।১)
'প্রিয়ধামায় প্রিয়ধাম্নে প্রিয়স্থানায়' (সায়ণ)

প্রিয়পতি (পুং) প্রিয়স্ত পতিঃ পালকঃ। প্রিয়পালক।
"প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।" (শুক্লযজুঃ ২৩।১৯)
'প্রিয়াণাং বল্লভানাং মধ্যে প্রিয়পতিং প্রিয়স্ত পালকম্‌' (বেদদীপ)

প্রিয়প্রায় (ক্লী) প্রিয়স্ত প্রায়ো যত্র। প্রিয়বাক্য। পর্য্যায়—চটু, চাটু। (হেম)

প্রিয়প্রেপ্সু (ত্রি) প্রিয়ং প্রেপ্সতীতি প্র-আপ-সন্‌-উ। ইষ্টার্থোদ্যুক্ত, উন্মুখ, ইষ্টপ্রাপ্তিবিষয়ে উৎসুক।

প্রিয়ভাষণ (ক্লী) প্রিয়স্ত প্রিয়বাক্যস্ত ভাষণং কথনং। প্রিয়বাক্য কথন, মধুরবাক্যপ্রয়োগ।

প্রিয়ভাষিন্‌ (ত্রি) প্রিয়ং ভাষতে ভাষ-ণিনি। প্রিয়বাক্যকথনশীল, মধুরভাষী, প্রিয়বাদী।

প্রিয়মধু (পুং) প্রিয়ং মধু মদ্যং যস্ত। বলরাম। (হেম)

প্রিয়মাল্যানুলেপন (ত্রি) প্রিয়ং মাল্যমনুলেপনঞ্চ যস্ত। ১ মাল্যানুলেপনপ্রিয়, যাহারা মাল্য ও অনুলেপন অতিশয় ভাল বাসেন। (পুং) ২ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ° ৪৬ অঃ)

প্রিয়মেধ (পুং) ১ অজমীঢ়ের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২১।২১) ২ যজ্ঞোপেত ঋষিভেদ। (ঋক্ ১।৪৫।৪)

প্রিয়ম্ভবিষ্ণু (ত্রি) অপ্রিয়ঃ প্রিয়ো ভবতি ভূ-কর্ত্তরি-খিষ্ণুচ্ (কর্ত্তরি ভুবঃ খিষ্ণুচ্ খুকঞৌ।" পা ৩।২।৫৭) অপ্রিয় প্রিয়-ভবিতা, যাহা প্রিয় ছিল না, তাহা প্রিয় হয়।
"আঢ্যম্ভবিষ্ণুর্যশসা কুমারঃ প্রিয়ম্ভবিষ্ণুর্ন স যস্য নাসীৎ" (ভট্টি৩।১)
খুকঞ্ প্রত্যয় করিলে প্রিয়ম্ভাবুক হইবে।

প্রিয়রথ (ত্রি) প্রীয়মাণ রথযুক্ত। "শ্রুতরথে প্রিয়রথে দধানাঃ।" (ঋক্ ১।১২২।৭) 'প্রিয়রথে প্রীয়মাণরথযুক্তে।' (সায়ণ)

প্রিয়রূপ (ত্রি) প্রিয়ং রূপং যস্য। হৃদ্যরূপ, যাহার রূপ অতিশয় মনোহর। (ক্লী) ২ মনোহর রূপ।

প্রিয়রোজশাহ, দিল্লীশ্বর সুলতান ফিরোজশাহের সংস্কৃত নাম। গয়াধামে এবং অলবারের নিকটবর্ত্তী মাচাড়ীতে প্রাপ্ত, তদ্দেশে উৎকীর্ণ ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপিতে তাঁহার এই নাম পাওয়া যায়। [ফিরোজশাহ দেখ।]

প্রিয়বক্তৃ (ত্রি) প্রিয়ঃ বক্তা। উত্তমবক্তা, প্রিয়বাদী।

প্রিয়বচন (ক্লী) প্রিয়ং বচনং কর্ম্মধা°। প্রিয়বাক্য, মধুরবচন, সুমিষ্টবাক্য। (ত্রি) প্রিয়ং বচনং যস্য। ২ প্রিয়বাদী। বৈদ্য-কোক্ত বাক্য। ৩ ভক্তিমান্ রোগী। (রাজনি°)

প্রিয়বৎ (ত্রি) প্রিয়যুক্ত।

প্রিয়বর্ণী (ত্রি) প্রিয়ঃ বর্ণো যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। প্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়বল্লী (স্ত্রী) প্রিয়া মনোজ্ঞা বল্লী লতা। প্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়বাচ্ (স্ত্রী) প্রিয়া বাক্। প্রিয়বাক্য, প্রিয়বচন।

প্রিয়বাদ (পুং) প্রিয়ঃ বাদঃ। প্রিয়বাক্য।

প্রিয়বাদিকা (স্ত্রী) ১ বাদ্যযন্ত্রভেদ। ২ মধুর ভাষিণী। যে রমণী মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া থাকে।

প্রিয়বাদিন্ (ত্রি) প্রিয়ং মনোজ্ঞং বদতীতি বদ-ণিনি। মনোজ্ঞ বক্তা, যে সুমিষ্টবাক্য বলে।
"কোঽতি ভারঃ সমর্থানাং কিং দূরং ব্যবসায়িনাম্।
কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥" (চাণক্য)
স্ত্রিয়াং ঙীষ্। প্রিয়বাদিনী।
"মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥" (চাণক্য)

প্রিয়ব্রত (পুং) প্রিয়ং ব্রতং যস্য। স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্র। (পুরাণ) (ত্রি) ২ ব্রতপ্রিয়। (ঋক্ ১০।১৫০।৩)

প্রিয়শালক (পুং) শালবৃক্ষ বিশেষ।

প্রিয়শ্রবস্ (পুং) প্রিয়ং শ্রবঃ শ্রবণং যস্য। পরমেশ্বর। (ভাগ° ১।৫।৩৩)

প্রিয়স (ত্রি) অভিলষিত বস্তুপ্রদ। ২ প্রিয়তমা ধারা।
"প্রিয়া চিদ্ যস্য প্রিয়সাসঃ" (ঋক্ ৯।৯৭।৩৮)
'প্রিয়সাসোঽত্যন্তং প্রিয়তমা ধারাঃ' (সায়ণ)

প্রিয়সখ (পুং) প্রিয়ঃ সখা চ হিতকারিত্বাৎ টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্য-ষ্টচ্) ১ খদির। (শব্দচ°) প্রিয়শ্চাসৌ সখা চেতি। ২ প্রিয়বন্ধু।
"আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলম্।" (মেঘদূত)
৩ প্রিয়ের সখা, প্রিয়ের বন্ধু।

প্রিয়সঙ্গমন (ত্রি) প্রিয়য়োঃ সঙ্গমনং যত্র। ১ প্রিয় ও প্রিয়ার মিলনস্থান। ২ কশ্যপ ও অদিতির মিলনস্থানরূপ দেশ, যে স্থানে কশ্যপ ও অদিতির মিলন হইয়াছে।
"যত্রাদিতিঃ কশ্যপশ্চ মহাত্মানৌ দৃঢ়ব্রতৌ।
প্রিয়সঙ্গমনং নাম তং দেশং মুনয়োঽবদন্॥"
(হরিবংশ ১৩৪ অঃ)

প্রিয়সত্য (ক্লী) প্রিয়ং সত্যমিতি কর্ম্মধা°। ১ সুনৃতবাক্য। প্রিয়ং সত্যং যস্য। (ত্রি (২ সত্যপ্রিয়।

প্রিয়সন্দেশ (পুং) প্রিয়ং সন্দিশতি প্রিয়-সম্-দিশ-অণ্। ১ চম্পক বৃক্ষ। (শব্দচ°) প্রিয়ঃ সন্দেশঃ কর্ম্মধা°। ২ প্রিয়সংবাদ।

প্রিয়সালক (পুং) প্রিয়ঃ সালঃ ততঃ স্বার্থে কন্। অসনবৃক্ষ, চলিত পিয়াসাল। (রাজনি°)

প্রিয়স্তোত্র (ত্রি) যাহার স্তোত্র অতিশয় প্রিয়, বহুলোক কর্ত্তৃক স্তোতব্য। "মরামহে প্রিয়স্তোত্রো বনস্পতিঃ।" (ঋক্ ১।৯১।৬) 'প্রিয়স্তোত্রঃ প্রিয়াণি স্তোত্রাণি যস্য, স তথোক্তঃ, বহুভিঃ স্তোতব্য ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

প্রিয়স্বামী, হারিতস্মৃতির টীকাকার। বিবাদরত্নাকরে চণ্ডেশ্বর ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

প্রিয়া (স্ত্রী) প্রিয়-টাপ্। ১ নারী। (শব্দরত্না°) ২ ভার্য্যা। (হেম) ৩ এলা। (শব্দচ°) ৪ মল্লিকা। ৫ মদিরা। (রাজনি°) ৬ বার্ত্তা। (ধরণি) ৭ পঞ্চাক্ষর-ছন্দোবিশেষ। (ছন্দোম°)

প্রিয়া, বারাণসীরাজ রামচন্দ্রের পত্নী। বৌদ্ধগ্রন্থাদিতে কপিল-বস্তুনগরপ্রতিষ্ঠাপ্রসঙ্গে ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। বালিকা-বস্থায় ইনি শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হন। পরে স্বকীয়া আত্মীয়বর্গ কর্ত্তৃক বনে নির্ব্বাসিত হইলে রামচন্দ্র বনমধ্যে তাহার রোগ শান্তি করিয়া তাহাকে বিবাহ করেন।

প্রিয়াখ্য (ত্রি) প্রিয়া আখ্যা যস্য। প্রিয়।

প্রিয়াতিথি (ত্রি) আতিথেয়ী, অতিথিসৎকারপ্রিয়।

প্রিয়াদি (পুং) প্রিয়া-আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ যথা— প্রিয়া, মনোজ্ঞা, কল্যাণী, সুভগা, দুর্ভগা, ভক্তি, সচিবা, স্বসা, কান্তা, সমা, ক্ষান্তা, চপলা, দুহিতা, বাসনা, তনয়া। (পাণিনি)

প্রিয়াত্মন্ (ত্রি) ১ উদারচেতা, সরলপ্রকৃতি। ২ প্রিয়স্বরূপ।
"উপস্পৃশ্য ববৌ যুক্ত্যা সুপ্রিয়াত্মা সুখং শিবঃ।"(রামা°২।৯১।২৪)

প্রিয়াত্মজ (পুং) স্বনামখ্যাত প্রসহজাতীয় পক্ষিভেদ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অঃ)

প্রিয়াম্বু (পুং) প্রিয়ং অম্বু যস্ত। ১ আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ২ তৎফল। ৩ হৃদ্যজল। (ত্রি) ৪ জলপ্রিয়, যিনি জল ভাল বাসেন।

প্রিয়াল (পুং) বৃক্ষভেদ, চলিত পিয়াল (Buchanania Latifolia)। ইহার বীজ 'চিরঞ্জী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চার, অখট্ট, খরস্কন্ধ, ললন, চারক, বহুবল্ক, সন্নক্রু, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ, উপবট, মহ্বীর্য্য, পিয়াল, বহুল-বল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু, ধনুঃপট।

হিমালয়তটে শতদ্রুতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ২ হাজার ফিট উচ্চ স্থানসমূহে, ব্রহ্মে এবং ভারত সাম্রাজ্যের উষ্ণপ্রধান ও শুষ্ক স্থানে এই বৃক্ষসমূহ শাল, মহুয়া ও ডাক প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষের সহিত একত্র দেখা যায়। ভারতের অন্যান্য স্থানেও ইহার স্বতন্ত্র নাম আছে। হিন্দী—পিয়ার, পিয়াল, পিয়ালা, চিরোঞ্জী; পঞ্জাব—চিরৌলী (ফল), চিরোঞ্জী; গড়বাল—পিআল, পিয়ালা, মুরিয়া, কাট্‌ভিলবা; অযোধ্যা—পিআর, পেইরা, পেড়া; কোল—তরুম্; ভূমিজ—পিয়ল; খরবার—পীয়া; সাঁওতাল—তরোপ; উড়িষ্যা—চরু; মধ্যপ্রদেশে—আচার, চার, চিরোঞ্জী; গোন্দ—সারাক, হের্কা; কুকু—তরো; ভীল—শীর; দাক্ষিণাত্য—চার-কি-চারোলী; বোম্বাই—পিয়াল, চারোলী; হায়দরাবাদ—চরবারী; তামিল—মোওদা বা কটি-মঙ্গো, মরুম্, কাটময়া, ঐমা, কাটমা-মরম্ (চারাগাছ), কাটমা-পরম্ বা কটমাপরম্ (ফল); তেলগু—চর, চরুমমুদী, চিন্নমোর, মোর্লি, চারচেট্টু বা সারচেট্টু, চারমামিড়ি, জারুমামিড়ি; কণাড়ী—নুস্কুল, মুর্কলু; মলয়ালম্—কাল-মরম্, গুজরাত ও কচ্ছ—চারোলী; মহারাষ্ট্র—পিয়ালচার; ব্রহ্ম—লোন্‌ভো, লম্বোবেন, লম্বো।

ইহার গাত্রত্বক্ ভেদ করিলে, যে নির্যাস নির্গত হয় তাহা জলে কতকাংশ গুলিয়া যায়। ইহার বর্ণ অস্বচ্ছ, প্রায় শিংএর মত, খাইতে কোনরূপ আস্বাদ নাই। শুকাইলে সহজেই গুঁড়ান যায়। গঁদের (Gum Arabic) ন্যায় ইহারও সংযোজক শক্তি আছে। কার্পাস বা পট্টবস্ত্রাদিতে ইহার আটা মাখাইয়া সূতা শক্ত করা যায়। বৃক্ষত্বক্ ও ফলে একপ্রকার উজ্জ্বল পালিশ (বার্নিস্) প্রস্তুত হয়। চামড়া প্রভৃতি পরিষ্কার কার্য্যে ইহার ছাল ব্যবহারে লাগে।

বীজের শাস হইতে একপ্রকার তৈল উৎপন্ন হয়, উহা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ, মিষ্ট, স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্যজনক। প্রত্যেক বীজ হইতে প্রায় অর্দ্ধভাগ তৈল নিষ্কাসিত হইয়া থাকে। বাদামের তৈলের পরিবর্ত্তে কোথাও কোথাও এই তৈলের ব্যবহার আছে।

ইহার ভৈষজ্যগুণ—উদরাময় রোগে ইহার আটা প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্কন্ধদেশে গ্রন্থি বাতে ইহা মর্দ্দন করিলে উপকার দর্শে। ইহার বীজ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। আগুণে ভাজিয়া ঔষধাদিতে প্রযুক্ত হয়। ভাজা বীজ উষ্ণতাবর্দ্ধক। সুপক্ক ফল খাইতে উত্তম। ইহা মিষ্ট ও মৃদু বিরেচক। দারুণ জ্বরে ও গাত্রদাহে ইহা সেবন করিলে গাত্রদাহ নিবারিত হয়, কোথাও কোথাও অন্যান্য ঔষধির গন্ধ নষ্ট করিতে এই ফল মিশাইয়া দেয়।

দেশীয় লোকেরা বীজের শাঁস বাদামের মত খায়। মিষ্টান্নাদিতে ইহার প্রভূত ব্যবহার হয় বলিয়া কেহ ইহা হইতে তৈল প্রস্তুত করিতে চাহেনা। ইহার গন্ধ বাদাম ও পেস্তার মাঝামাঝি। দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়াও ইহা সেবন করা যাইতে পারে। মধ্যভারতবাসী পার্ব্বতীয়গণ ইহার ফল বীজ সমেত গুঁড়াইয়া শুকাইয়া রাখে, পরে আবশ্যক মতে উহা উত্তপ্ত করিয়া রুটীর মত খায়। বোম্বাই অঞ্চলের বনবাসিগণ ইহার বীজ হইতে দানা বাহির করিয়া গ্রাম বা নগরাদিতে বিক্রয়ার্থ লইয়া আইসে এবং তৎপরিবর্ত্তে ধান্যাদি শস্য, লবণ ও কার্পাস বস্ত্রাদি লইয়া যায়। বোম্বাইনগরে ইহার বাদাম 'চার-ভূর' নামে বিক্রীত হয়।

ইহার কাষ্ঠে বাক্স, শয্যাসন, দরজা, জানালা, মেজ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। এক ঘন ফুট কাষ্ঠের ওজন প্রায় ৩৬ পাউণ্ড। গর্ভকাষ্ঠ দৃঢ় ও কৃষ্ণবর্ণ। বাহিরের কাষ্ঠ ততদুর শক্ত নহে, কিন্তু উত্তমরূপে শুকাইয়া রাখিলে বহুকাল স্থায়ী হয়।

বৈদ্যক মতে—পিয়ালের গুণ পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। ইহার ফলগুণ মধুর, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক, বায়ু, পিত্ত, দাহজ্বর ও তৃষ্ণানাশক। ইহার মজ্জগুণ মধুর, বৃষ্য, পিত্ত ও বায়ুনাশক, হৃদ্য, দুর্জ্জর, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী ও আমবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

প্রিয়ালা (স্ত্রী) প্রিয়াল-টাপ্। দ্রাক্ষা। (রাজনি°)

প্রিয়াবৎ (ত্রি) ১ প্রিয়াযুক্ত, স্ত্রীযুক্ত। ২ কৃত্যাযুক্ত।

"প্রতি স্ম চক্রুষে কৃত্যাং প্রিয়াং প্রিয়াবতে হর।"(অথর্ব্ব ৪।১৮।৪)

'প্রিয়াবতে প্রিয়য়া কৃত্যয়া তদ্বতে' (সায়ণ)

প্রিয়াসাধু, গোবিন্দকৃত সিদ্ধান্তরত্নাখ্যভাষ্যপীঠ নামক গ্রন্থের টীকাকার।

প্রিয়াসুয়মতী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ চিত্ররথের পত্নী।

প্রিয়াহ্বা (স্ত্রী) কঙ্গুনিকা, চলিত কাংনি। (বাভট উ° ৫ অঃ)

প্রিয়ৈষিন্ (ত্রি) প্রিয়াভিলাষী, হিতাভিলাষী।

প্রিয়োদিত (ক্লী) প্রিয়ং উদিতং কর্ম্মধা°। চাটুবাক্য। (শব্দর°)

প্রী, তর্পণ। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক° অনিট্। লট্ প্রয়তি-তে। লোট্ প্রয়তু-তাং। লুঙ্ অপ্রৈষীৎ, অপ্রেষ্ট। লিট্ পিপ্রায়, পিপ্রিয়ে।

প্রী, ১ প্রীতি। ২ কান্তি। ৩ ইচ্ছা। দিবাদি, আত্মনে, সক° অনিট্, লট্ প্রীয়তে। লোট্ প্রীয়তাং। লিট্-পিপ্রিয়ে। লুঙ্-অপ্রেষ্ট।

প্রী, ১ তর্পণ। ২ কান্তি। ৩ তৃপ্তি। তর্পণার্থে সক° কান্তি ও তৃপ্তি অর্থে অক°, ক্র্যাদি, উভয়পদী, অনিট্। লট্ প্রীণাতি, প্রীণীতে। লোট্ প্রীণাতু, প্রীণীতাং। লিট্ পিপ্রায়, পিপ্রিয়ে। লুঙ্ অপ্রৈষীৎ, অপ্রেষ্ট।

প্রী, তর্পণ, চুরাদি, উভয়, সক, অনিট্। প্রায়য়তি-তে। প্রায়য়তু-তাং। লিট্ প্রায়য়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অপিপ্রয়ৎ-ত।

প্রী (স্ত্রী) প্রী-ক্বিপ্। প্রীতি।

প্রীণ (ত্রি) প্র-(নশ্চ পুরাণে প্রাৎ। পা ৫।৪।২৫) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা খ। ১ পুরাতন। (ত্রিকা°) ২ প্রীত। ৩ প্রীণনকারক। ৪ নর্ম্ম। (মেদিনী)

প্রীণন (ক্লী) প্রী-স্বার্থে ণিচ্-ল্যুট্। (ধূঞ্প্রীঞোরিতি নুক্।) তৃপ্তিকারণ। পর্য্যায়—তর্পণ, অবন।

"তস্মিন্ তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।
তদারাধনতো দেবি ! সর্ব্বেষাং প্রীণনং ভবেৎ॥"
(মহানির্ব্বাণ ২।৪৭)

প্রীণস্ (পুং) গণ্ডক। (রাজনি°)

প্রীত (ত্রি) প্রীঞ্ প্রীণনে ক্ত। প্রীতিযুক্ত, পর্য্যায়—হৃষ্ট, মত্ত, তৃপ্ত, প্রহ্লন্ন, প্রমুদিত, তৃষিত।

"প্রীতোঽস্মি পুরুষব্যাঘ্র ! ন ভয়ং বিদ্যতে তব।" (ভারত ৪।৪০২)

প্রীতাত্মন্ (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩৭)

প্রীতি (স্ত্রী) প্রীঞ্-ভাবে ক্তিন্। তৃপ্তি। পর্য্যায়—মুদ্, প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মদ, আনন্দথু, আনন্দ, শর্ম্ম, সাত, সুখ। (অমর) কাহারও কাহার মতে, মুদাদি ৭টী প্রীত্যর্থ এবং আনন্দাদি ৫টী সুখার্থ। ২ কামপত্নী। রতির সপত্নী।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বে অনঙ্গবতী নামে এক বেশ্যা ছিল। এই বেশ্যা বিধিপূর্ব্বক মাঘ মাসে বিভূতিদ্বাদশী-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহার পরে প্রীতি নামে রতির সপত্নী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। (মৎস্যপু° ৮২অঃ)

২ জ্যোতিষোক্ত বিষ্কুম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতিযোগের অন্তর্গত দ্বিতীয় যোগ। এই যোগে সকল প্রকার শুভকর্ম্মাদি করিলে শুভ হয়। ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতব্যক্তি অরোগী, সুখী, বিনোদশীল, পণ্ডিতানুরক্ত ও ধনবান্ হইয়া থাকে।

"প্রসূতিকালে যদি প্রীতিযোগো নরো হ্যরোগঃ সুখবান্ বিনোদী।
রক্তানুরক্তো বিদুষাং প্রপন্নঃ সংপ্রার্থিতো যচ্ছতি বিত্তমেব॥"
(কোষ্ঠীপ্র°) ৩ প্রেম। (মেদিনী)

প্রীতিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট করঃ প্রীত্যাঃ করঃ। প্রীতিজনক, সন্তোষজনক।

"যৎ তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ।" (মনু ১২।২৮)

প্রীতিকর, একজন বিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা ও পণ্ডিত। ইনি সামবেদ-প্রকাশন, উহগানদর্পণ, উহ্যগানদর্পণ ও বেয়দর্পণ নামে কএকখানি বৈদিক গ্রন্থ রচনা করেন।

প্রীতিবার অবসথি, কাব্য-জীবন প্রণেতা।

প্রীতিকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রীতিহেতু কর্ম্ম, সন্তোষের জন্য কার্য্য।

"অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং দত্তঞ্চ প্রীতিকর্ম্মণি।" (মনু ৯।১৯৪)

প্রীতিকূট (ক্লী) গ্রামভেদ। (বাসবদত্তা ১৩)

প্রীতিজুষা (স্ত্রী) প্রীতিং জুষতে সেবতে ইতি জুষ-সেবনে ক টাপ্। অনিরুদ্ধপত্নী উষা। (ত্রি) প্রীতিভাক্‌মাত্র।

প্রীতিতৃষ্ (পুং) প্রীত্যধিষ্ঠাতা দেবতাভেদ। (ত্রিকা° ১।৪০)

প্রীতিদ (পুং) প্রীতিং দদাতীতি দা-(আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ভণ্ড, চলিত ভাঁড়, পর্য্যায়—বাসন্তিক, কেলিকিল, বৈহাসিক, বিদূষক, প্রহাসী। (হেম) (ত্রি) ২ হর্ষ, সুখ ও প্রেমদায়ক।

প্রীতিদত্ত (ক্লী) প্রীত্যা দত্তমিতি। প্রীতিপূর্ব্বক দত্ত বস্তু, প্রীতিপূর্ব্বক যে বস্তু দান করা যায়।

"প্রীত্যাদত্তন্তু যৎ কিঞ্চিৎ শ্বশ্র্বা বা শ্বশুরেণ বা।
পাদবন্দনিকঞ্চৈব প্রীতিদত্তং তদুচ্যতে॥" (মিতাক্ষরা)

শ্বশুর বা শাশুড়ী ভাল বাসিয়া যে সকল বস্তু দান করেন, তাহাকে প্রীতিদত্ত কহে। স্বামী স্ত্রীকে প্রীতিপূর্ব্বক যে বস্তু দান করিবেন, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ঐ বস্তু যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন। ইহাও প্রীতিদত্ত। কাহার কাহারও মতে অস্থাবর সম্পত্তি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন, কেহ বা বলেন, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তিই তুল্যভাগে ব্যবহার করিতে পারিবেন।

"ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতে তু তৎ।
সা যথা কামমশ্নীয়াৎ দদ্যাদ্বা স্থাবরাদৃতে॥" (দায়ভাগ)

ভাবে ক্ত। প্রীতিদান।

প্রীতিদান (ক্লী) প্রীতিপূর্ব্বক দান।

প্রীতিদায় (পুং) প্রীত্যা দীয়তে দা-কর্ম্মণি-ঘঞ্। প্রীতিপূর্ব্বক দত্ত।

"শ্বশুরাৎ প্রীতিদায়ং তু প্রাপ্য সা প্রীতমানসা।"
(ভারত আশ্ব° ৮৯ অ°)

প্রীতিধন (ক্লী) প্রীত্যা দেয়ং ধনং। প্রীতিপূর্ব্বক দেয় ধন।

প্রীতিভোজ্য (ত্রি) প্রীত্যা ভোজ্যম্। প্রীতিপূর্ব্বক ভক্ষণীয়।

"অন্নানি প্রীতিভোজ্যানি আপদ্‌ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ সংপ্রীয়সে রাজন্ ন চৈবাপদ্‌গতা বয়ম্।" (ভারত ৫।৫১।২৫)

প্রীতিমৎ (ত্রি) প্রীতিঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। প্রীতিযুক্ত।

প্রীতিময় (ত্রি) প্রীতিকর, সন্তোষময়।

প্রীতিবচস্ (ক্লী) প্রীতিযুক্তং বচঃ। প্রীতিপূর্ব্বক বাক্য।

প্রীতিবর্দ্ধন (ত্রি) প্রীতিং বর্দ্ধয়তি বৃধ-ণিচ্-ল্যু। ১ সন্তোষবর্দ্ধক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৬)

প্রীতিসঙ্গতি (স্ত্রী) বান্ধব-সমিতি।

প্রু, সর্পণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক° অনিট্। লট্ প্রবতে। লোট্ প্রবতাং। লিট্ পুপ্রুবে। লুঙ্ অপ্রোষ্ট।

প্রুট, মর্দ্দন। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রোটতি। লোট্ প্রোটতু। লিট্ পুপ্রোট। লুঙ্ অপ্রোটীৎ।

প্রুষ, ভস্মীকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রোষতি। লোট্ প্রোষতু। লিট্ পুপ্রোষ। লুঙ্ অপ্রোষীৎ। উদিৎ ক্ত্বা বেট্। প্রষিত্বা, প্রুষ্ট্বা।

প্রুষ্, ১ সেক। ২ পূর্ত্তি। ৩ স্নেহ। স্নেহার্থে অক°। সেক ও পূর্ত্তি অর্থে সক° ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সেট্। লট্ প্রুষ্ণাতি। লোট্ প্রুষ্ণাতু। লট্, লোট্, লঙ ও বিধিলিঙ্ এই চারি লকারে রূপের ব্যতিক্রম হইবে। তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত, 'প্রুষ' ধাতুর মতন রূপ হইবে। যথা লিট্ পুপ্রোষ। লুঙ্ অপ্রোষীৎ।

প্রুষ্ট (ত্রি) প্রুষ-ক্ত। দগ্ধ, পোড়া।

"পূর্ণাহুত্যা সমং সাধ্বী জুহাব সহসা তনুম্।
উপর্য্যস্তা নিরস্তাসোঃ প্রুষ্টাঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ॥" (রাজতর° ৬।১৪৪)

প্রুষ্ব (পুং) প্রুষ্ণাতি স্নিহ্যতি পিপর্ত্তি বেতি প্রুষ (অশূপ্রুষিলটি কণিখটিবিশিভ্যঃ কন্। উণ্ ১।১৫১) ইতি কন্ টাপ্। ১ ঋতু। প্রোষতি দহতীতি। ২ দিবাকর। ৩ জলবিন্দু।

প্রুষ্বা (স্ত্রী) প্রুষ্ব-টাপ্। ১ জলবিন্দু। "অথ প্রুষ্বা গৃহ্লাতি।" (শতপথব্রা° ৫।৩।৪।১৬)

প্রেক্ষক (ত্রি) প্র-ঈক্ষ-ণ্বুল্। দর্শক।

প্রেক্ষণ (ক্লী) প্রেক্ষতে পশ্যত্যনেনেতি প্র-ঈক্ষ-করণে ল্যুট্। ১ চক্ষু। (শব্দরত্না°) ভাবে ল্যুট্। ২ দর্শন।

"সঞ্চারো রতিমন্দিরাবধিপদ-ন্যাসাবধিপ্রেক্ষণম্॥" (রতিমঞ্জরী)

প্রেক্ষা (স্ত্রী) প্রকর্ষেণ ঈক্ষতে যয়েতি প্র-ঈক্ষ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্। ১ প্রজ্ঞা।

"সা তস্মৈ সর্ব্বমাচষ্ট যবক্রীভাষিতং শুভা।
প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীতং প্রেক্ষাপূর্ব্বং তথাত্মনা॥"(ভারত ৩।১৩৬।৭)

২ নৃত্যেক্ষণ। (মনু ৯।৮৪) প্র-ঈক্ষ-ভাবে-অ, টাপ্। ৩ ঈক্ষণ। (ভরত) ৪ শাখা। (শব্দরত্না°) ৫ শোভা।

"প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ।" (ভাগ° ৩।৮।২৫)

'প্রেক্ষাং শোভাং ক্ষিপন্তং।' (স্বামী) ৭ বিষয়শুভাশুভ পর্য্যালোচনা। ৮ বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্মকরণ।

প্রেক্ষাগার (ক্লী) প্রেক্ষায়াঃ আগারং ৬তৎ। রাজাদিগের মন্ত্রণার্থ গৃহ, যে গৃহে মন্ত্রণা করা হয়। (হরিবংশ ৮৫ অঃ)

প্রেক্ষাগৃহ (ক্লী) প্রেক্ষাগার।

প্রেক্ষাদি (পুং) প্রেক্ষা আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা—প্রেক্ষা, হলকা, বন্ধুকা, ধ্রুবকা, ক্ষিপকা, ন্যগ্রোধ, ইক্কট, কঙ্কট, সঙ্কট, কটকূপ, ধুক, পুক, পুট, মহ, পরিবাপ, যবাস, ধ্রুবকা, গর্ত্ত, কূপক, হিরণ্য। (পাণিনি) এই শব্দগণের উত্তর 'ইনি' প্রত্যয় হয়।

প্রেক্ষাবৎ (ত্রি) প্রেক্ষা বিদ্যতেঽস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সমীক্ষ্যকারী, সুবিবেচক।

প্রেক্ষিত (ত্রি) প্র-ঈক্ষ-ক্ত। দৃষ্ট।

প্রেক্ষিতৃ (ত্রি) প্র-ঈক্ষ-তৃচ্। দর্শক, দ্রষ্টা।

প্রেক্ষিন্ (ত্রি) প্রেক্ষা অস্ত্যস্য (প্রেক্ষাদিভ্য ইনি। পা ৪।২।৮০) ইতি ইনি। প্রেক্ষাযুক্ত।

প্রেঙ্খ (ত্রি) ১ কম্পিত, আলোড়িত। ২ নৌকারূপ দোলাবিশেষ। (ঋক্ ৭।৮৮।৩) ৩ সামভেদ।

প্রেঙ্খণ (ক্লী) প্র-ইখ-ল্যুট্ ততোণত্বং। প্রকর্ষরূপে চলন। ২ অষ্টাদশবিধ রূপকের অন্তর্গত রূপক ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"গর্ভাবমর্ষরহিতং প্রেঙ্খণং হীননায়কম্।
অসূত্রধারমেকাঙ্কমবিষ্কম্ভপ্রবেশকম্॥
নিযুদ্ধসম্ফোটযুতং সর্ব্ববৃত্তিসমাশ্রিতম্।
নেপথ্যে গীয়তে নান্দী তথা তত্র প্ররোচনা॥"(সা° দ° ৬।৫৪৭)

ইহাতে নাটকের ন্যায় গর্ভ ও অবমর্ষ থাকিবে না এবং নায়ক নীচজাতীয় হইবে। সূত্রধার, বিষ্কম্ভক ও প্রবেশকের আবশ্যক নাই। একটী অঙ্কে সম্পূর্ণ হইবে। ইহাতে বীররসই প্রধান। নান্দী ও প্ররোচনা নেপথ্যে হইয়া থাকে। [নাটক দেখ।]

প্রেঙ্খৎ (ত্রি) প্র ইখি-গতৌ শতৃ। ১ চলনবিশিষ্ট। ২ সংসক্তিবিশিষ্ট। "জ্যাকৃষ্টিবদ্ধখটকামুখপাণিপৃষ্ঠ-প্রেঙ্খন্নখাংশুচয়সংবলিতোঽম্বিকায়াঃ।" (অমরুশতক ১)

প্রেঙ্খনীয় (ত্রি) প্র-ইখ-অনীয়র। প্রকর্ষরূপে চলনযোগ্য।

প্রেঙ্খা (স্ত্রী) প্রেঙ্খতে গম্যতেঽনয়েতি প্র-ইখি গতৌ করণে ঘঞ্, টাপ্। ১ দোলা। (সুশ্রুত) ২ পর্য্যটন। ৩ অশ্বগতি। ৪ সংবেশনান্তর। (মেদিনী) ৬ নৃত্য। (ধরণি)

প্রেঙ্খিত (ত্রি) প্র-ইখি-ক্ত। কম্পিত। (অমর)

প্রেঙ্খোল, দোলন, চালন। অদন্ত চুরাদি, উভয়° সক° সেট্। লট্ প্রেঙ্খোলয়তি-তে। লোট্ প্রেঙ্খোলয়তু-তাং। লিট্ প্রেঙ্খোলয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ অপিপ্রেঙ্খোলৎ-ত।

প্রেঙ্খোলন (ক্লী) প্রেঙ্খোল্যতে চল্যতেঽনেনেতি প্রেঙ্খোল-করণে ল্যুট্। ১ দোলন। ভাবে ল্যুট্। ২ কম্পন। "বিরেচন-প্রেঙ্খোলনাজীর্ণগর্ভশাতনপ্রভৃতিভির্বিশেষৈর্বন্ধনান্মুচ্যতে।"(সুশ্রুত)

প্রেঙ্খোলিত (ত্রি) প্রেঙ্খোল-ক্ত। দোলিত। পর্য্যায়—

তরলিত, লুলিত, প্রেঙ্খিত, ধুত, চলিত, কম্পিত, ধৃত, বেল্লিত, আন্দোলিত। (হেম)

প্রেণ, ১ গতি। ২ প্রেরণ। ৩ আশ্লেষ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ প্রেণতি। লোট্ প্রেণতু। লুট্ অপ্রেণীৎ। ঋদিৎ অপিপ্রেণৎ-ত।

প্রেণি (ত্রি) প্রেণ-ইনি। প্রেরক। (ঋক্ ১।১১২।১০)

প্রেত (ত্রি) প্র-ই-ক্ত। ১ মৃত। ২ নরকস্থ জীবভেদ। ৩ পিশাচ-ভেদ। ৪ আতিবাহিক দেহোত্তর জায়মান দেহভেদ। মনুষ্যের মৃত্যুর পর আতিবাহিক দেহ হয়, এই আতিবাহিক দেহের অনন্তর প্রেতদেহ হইয়া থাকে। এই প্রেতের উদ্দেশে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি করিতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—মৃত্যুর পরে দাহাদি ক্রিয়ার পর আতিবাহিক দেহ হয়, ইহা কেবল মানবদিগেরই হইয়া থাকে, অপর প্রাণীর হয় না। তৎপরে তাহার উদ্দেশে পিণ্ড দিলে প্রেতদেহ হয়,ইহাকে ভোগ-দেহ ও কহে। শ্রাদ্ধের পর একবৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন এই প্রেতদেহ থাকে। তৎপরে অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণের পর অন্য ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, এই দেহ হইলে তখন স্বীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরক হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিনই প্রেতদেহ থাকে। এই জন্য তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধাদিস্থলে পিত্রাদিপদ উল্লেখ না হইয়া প্রেতপদ উল্লেখ হইয়া থাকে। আদ্যেকোদ্দিষ্ট মাসিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি প্রেতশ্রাদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। এই সকল শ্রাদ্ধে 'পিত্রাদি' পদ উল্লেখ না হইয়া 'প্রেত অমুক তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতেছি' এইরূপ উল্লেখ হইবে। মৃত্যুর পর পূরকপিণ্ড দ্বারা প্রেতদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পূরণ হইয়া থাকে।

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব॥
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ।
প্রেতপিণ্ডৈস্ততো দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব॥
ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ।
প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্॥
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে।
তত্রাস্য যাতনা ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ॥
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ।
পূর্ণে সম্বৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

প্রেতদেহাবস্থায় শীত, বাত ও আতপ জন্য ভয়ানক যাতনা হইয়া থাকে। প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রেতশ্রাদ্ধের অধিকারী কে? তাহার বিষয় যথাক্রমে লিখিত হইতেছে। ঐ সকল অধি-কারীকে অতিক্রম করিয়া যদি কেহ প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে, তাহা হইলে শ্রাদ্ধ পতিত হয় না; কিন্তু প্রত্যবায় হইয়া থাকে। যথার্থ প্রেতশ্রাদ্ধাধিকারী যদি শ্রাদ্ধ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে তাহার অনুমতি লইয়া অপরে করিতে পারে।

প্রেতকার্য্যের অধিকারিগণের ক্রম। পুরুষের পক্ষে—

১ জ্যেষ্ঠপুত্র।	২৫ প্রপৌত্রী।
২ কনিষ্ঠপুত্র।	২৬ দত্তা প্রপৌত্রী।
৩ পৌত্র।	২৭ পিতামহ।
৪ প্রপৌত্র।	২৮ পিতামহী।
৫ অপুত্রপত্নী।	২৯ সপিণ্ড জ্ঞাতি।
৬ কন্যাসমর্থপুত্রযুক্তপত্নী।	৩০ সমানোদক।
৭ কন্যা।	৩১ সগোত্র।
৮ বাগ্‌দত্তাকন্যা।	৩২ মাতামহ।
৯ দত্তাকন্যা।	৩৩ মাতুল।
১০ দৌহিত্র।	৩৪ ভাগিনেয়।
১১ কনিষ্ঠ সহোদর।	৩৫ মাতৃপক্ষ সপিণ্ডজ্ঞাতি।
১২ জ্যেষ্ঠ সহোদর।	৩৬ মাতৃপক্ষ সমানোদকজ্ঞাতি।
১৩ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়।	৩৭ অসবর্ণা ভার্য্যা।
১৪ জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়।	৩৮ অপরিণীতা স্ত্রী।
১৫ কনিষ্ঠ সহোদর-পুত্র।	৩৯ শ্বশুর।
১৬ জ্যেষ্ঠ সহোদর-পুত্র।	৪০ জামাতা।
১৭ কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র।	৪১ পিতামহী ভ্রাতা।
১৮ জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয়-পুত্র।	৪২ শিষ্য।
১৯ পিতা।	৪৩ ঋত্বিক্।
২০ মাতা।	৪৪ আচার্য্য।
২১ পুত্রবধূ।	৪৫ মিত্র।
২২ পৌত্রী।	৪৬ পিতৃমিত্র।
২৩ দত্তাপৌত্রী।	৪৭ একগ্রামবাসী সজাতীয় গৃহীতবেতন।
২৪ পৌত্রবধূ।	৪৮ সজাতীয়।

স্ত্রীলোকের পক্ষে—

১ জ্যেষ্ঠপুত্র।	৭ দত্তাকন্যা।
২ কনিষ্ঠপুত্র।	৮ দৌহিত্র।
৩ পৌত্র।	৯ সপত্নীপুত্র।
৪ প্রপৌত্র।	১০ পতি।
৫ কন্যা।	১১ স্নুষা (পুত্রবধূ)।
৬ বাক্‌দত্তা কন্যা।	১২ সপিণ্ড।

১৩ সমানোদক। ২১ ভর্ত্তৃমাতুল।
১৪ সগোত্র। ২২ ভর্ত্তৃশিষ্য।
১৫ পিতা। ২৩ পিতৃসমানোদক।
১৬ ভ্রাতা। ২৪ পিতৃবংশ।
১৭ ভগিনীপুত্র। ২৫ মাতৃসমানোদক।
১৮ ভর্ত্তৃ-ভাগিনেয়। ২৬ মাতৃবংশ।
১৯ ভাতৃপুত্র। ২৭ দ্বিজোত্তম।
২০ জামাতা।

পুরুষ ও স্ত্রী ইহাদিগের যথাক্রমে প্রেত-শ্রাদ্ধাধিকারীর বিষয় লিখিত হইল। এই সকল ব্যক্তি পর পর অধিকারী অর্থাৎ যদি জ্যেষ্ঠ পুত্র না থাকে, তাহা হইলে কনিষ্ঠ পুত্র অধিকারী এইরূপ বুঝিতে হইবে। এত অধিক অধিকারী নির্দ্দেশ করায় ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রেত শ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য, অর্থাৎ করিতেই হইবে। যাহাদের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাদের প্রেতযোনি হইয়া থাকিতে হয়। এইজন্য ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য।

কোন কোন কর্ম্মে প্রেতযোনি হয় এবং তাহাদের গতি, আহার ও কর্ম্মাদির বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে, যাহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি না হয়, তাহারা প্রেত হইয়া অবস্থান করে। কর্ম্ম বিশেষে কাহারও কাহারও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াদি কৃত হইলেও তাহারা প্রেত হয়। ইহাকে চলিত কথায় 'ভূত' হওয়া বলা যাইতে পারে। বৈদিক বিধানে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অভাব এবং বিষ্ণুর প্রতি দ্বেষ থাকিলে বহুদিন নরকভোগের পর প্রেতশরীর হইয়া থাকে।

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"ততো বহুতিথে কালে স রাজা পঞ্চতাং গতঃ।
বৈদিকেন বিধানেন ন লেভে সৌর্দ্ধদেহিকম্॥
বিষ্ণুপ্রদ্বেষমাত্রেণ যুগানাং সপ্তবিংশতিম্।
ভুক্ত্বা চ যাতনাং যাম্যীং নিস্তীর্ণনরকো নৃপঃ॥
সময়া গিরিরাজস্ত পিশাচোঽভূৎ তদা মহান্॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ১৬ অঃ)

বহুদিন পরে সেই রাজার মৃত্যু হয়, কিন্তু তাহার বৈদিক বিধানে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই এবং তিনি বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন, এইজন্য তিনি বহুদিন নরক ভোগ করিয়া প্রেতদেহ প্রাপ্ত হন। মরিয়া ভূত হইয়াছে, এই যে প্রবাদ চলিত আছে, তাহা আর কিছুই নহে, এই প্রেত দেহ প্রাপ্ত হওয়া জানিতে হইবে। ইহাদের রূপ—

"বিকরালমুখং দীনং পিশঙ্গনয়নং ভৃশং।
ঊর্দ্ধমূর্দ্ধজকৃষ্ণাঙ্গং যমদূতমিবাপরম্॥
অলজ্জিহ্বঞ্চ লম্বোষ্ঠং দীর্ঘজঙ্ঘশিরাকুলম্।
দীর্ঘাঙ্ঘ্রিং শুষ্কতুণ্ডঞ্চ গর্ত্তাক্ষং শুষ্কপঞ্জরম্॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ১৬ অঃ)

ইহাদের বিকরাল বদন অতিশয় দীন, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও কোটরপ্রবিষ্ট, কেশ সকল ঊর্দ্ধ, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ, জিহ্বা অত্যন্ত চঞ্চল, লম্বোষ্ঠ, জঙ্ঘা দীর্ঘ, অতিশয় শিরাল, অঙ্ঘ্রিদেশ দীর্ঘ, শুষ্ক তুণ্ড এবং শুষ্ক পঞ্জর যেন দ্বিতীয় যমদূতের ন্যায়। এইরূপ ভয়ানক আকৃতি প্রেতদেহের হইয়া থাকে।

প্রেতত্বাদিজনক কর্ম্ম।—যাহারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি নিক্ষেপ না করে এবং বিষ্ণুর অর্চ্চনায় পরাঙ্মুখ, কখন সুতীর্থে গমন করে নাই এবং আত্মবিদ্যা লাভ করিতে পারে নাই, তাহারা প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়। যাহারা কখন দুঃখীকে সুবর্ণ, বস্ত্র, তাম্বূল, রত্ন, অন্ন, ফল, জল প্রভৃতি দিতে পারে নাই, যাহারা লোভবশতঃ ব্রহ্মস্ব, বা স্ত্রীধন হরণ করে এবং বঞ্চক, ধূর্ত্ত, নাস্তিক, বকধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী এবং যাহারা বাল, বৃদ্ধ, আতুর ও স্ত্রী বিষয়ে নির্দ্দয়, অগ্নি ও বিষদাতা, যাহারা মিথ্যাসাক্ষী প্রদান করে, অগম্যাগামী, গ্রামযাজক, ব্যাধের আচরণযুক্ত, বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিহীন, সর্ব্বদা মাদক দ্রব্য সেবনে রত, বিষ্ণুদ্বেষী, শ্রাদ্ধান্নভোজী, অসৎকর্ম্মরত, সকল প্রকার পাতক-যুক্ত, পাষণ্ডধর্ম্মচারী, পুরোহিতের বৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, পিতা, মাতা, স্নুষা, অপত্য ও স্বদারত্যাগী, লুব্ধ, নাস্তিক ও ধর্ম্ম-দূষক এবং যুদ্ধস্থলে প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা পলায়ন করে, যাহারা শরণাগতকে রক্ষা না করে, মহাক্ষেত্রে যাহারা দান গ্রহণ করে, ও পরদ্রোহ-রত, প্রাণিহিংসক, দেবতা ও গুরুনিন্দক, কুপ্রতিগ্রাহী এই সকল ব্যক্তি প্রেতাদি শরীর ধারণ করিয়া থাকে। এই সকল কুকর্ম্মশালী ব্যক্তির ইহ ও পরকালে কোন সময়ে কিছুমাত্রও সুখ নাই।*

* "হবির্জুহ্বতি নাগ্নৌ যে গোবিন্দং নার্চ্চয়ন্তি যে।
লভন্তে নাত্মবিদ্যাঞ্চ সুতীর্থবিমুখাশ্চ যে॥
সুবর্ণং বস্ত্রতাম্বূলং রত্নমন্নং ফলং জলম্।
আর্ত্তেভ্যো ন প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বে দুষ্কৃতদারকাঃ॥
ব্রহ্মস্বঞ্চ স্ত্রীধনানি লোভাদেব হরন্তি যে।
বলেন ছদ্মনা বাপি ধূর্ত্তাশ্চ পরবঞ্চকাঃ॥
নাস্তিকাঃ কুহরাশ্চৌরা যে চান্যে বকবৃত্তয়ঃ।
বালবৃদ্ধাতুরস্ত্রীষু নির্দ্দয়াঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ॥
অগ্নিদা গরদা যে চ যে চান্যে কূটসাক্ষিণঃ।
অগম্যাগামিনঃ সর্ব্বে যে চান্যে গ্রামযাজিনঃ॥
ব্যাধাচরণসম্পন্না বর্ণাদিধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ।
দেবোপদেবদস্তুজরক্ষোযক্ষাদিসেবিনঃ॥

প্রেতদিগের আহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"যে জীবা ভুবি তিষ্ঠন্তি সর্ব্বে আহারমূলকাঃ।
যুষ্মাকমপি আহারং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥
প্রেতা উচুঃ—শৃণু আহারমস্মাকং সর্ব্বতত্ত্ববিগর্হিতম্।
শ্লেষ্মমূত্রপুরীষেণ যোষিতাস্ত মলেন চ ॥" ইত্যাদি।
(পদ্মপু° উত্তরখ° ১৮)

প্রেতগণ শ্লেষ্মা, মূত্র, পুরীষ ও স্ত্রীদিগের মল ভোজন করে, অপবিত্র গৃহ তাহাদের বাসস্থান। যে স্থলে পবিত্রতা বা শৌচ থাকে, তথায় প্রেতগণ অবস্থান করে না। ইহারা ভয় ও লজ্জাবিহীন। পতিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক সেবিত বস্তু, বলিমন্ত্র-বিহীন বস্তু, নিয়ম ও ব্রতহীন দ্রব্য প্রেতগণ ভোজন করিয়া থাকে। ফলতঃ অপবিত্র বস্তুমাত্রই ইহাদের ভোজ্য দ্রব্য এবং অপবিত্র গৃহাদিই বাসস্থান জানিতে হইবে।

প্রেতত্বকারণ।—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করে এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করে, দেব ও ব্রাহ্মণের বৃত্তিহারী তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। যে মাতা, পিতা, জ্ঞাতি ও সাধুজনকে পরিত্যাগ করে, তাহারও প্রেতযোনি হয়। অযাজ্য যাজন, যাজ্যের পরিবর্জ্জন, মদ্যপান, স্ত্রীসেবা, বৃথা মাংসভোজন, দ্বিজ ও দেবতানিন্দা, শুল্কগ্রহণ করিয়া কন্যাবিক্রয়, গচ্ছিত বস্তুর অপ-হরণ, মৃতব্যক্তির শয্যা আসনাদি গ্রহণ, কুরুক্ষেত্রে দানগ্রহণ, পতিত ও চণ্ডালের নিকট হইতে দানগ্রহণ, মাসিক নবশ্রাদ্ধে পাত্রীয়ান্ন ভোজন, ব্রাহ্মণহনন, গোবধ, চৌর্য্য, গুরুপত্নীহরণ, ভূমি ও কন্যাপহরণ, বিষ, শস্ত্র, তিল ও লবণবিক্রয়, মদ্য, তক্র, দুগ্ধ ও দধিবিক্রয় এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়াতে অদান প্রভৃতি যাহারা এই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাদের প্রেতযোনি হয়। (অগ্নিপু°)

প্রেতত্বাভাবকরণ অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রেতযোনি হয় না তাহা এই,—যাহারা একরাত্র, ত্রিরাত্র বা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং ব্রতপরায়ণ কখন তাহাদের প্রেতযোনি হয় না। মিষ্ট অন্ন ও পান-দান, দেবদ্বিজে ভক্তি, পূজাদি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, সকল ভূতে দয়া, মান এবং অপমানে তুল্যতা, শত্রু ও মিত্রে সমজ্ঞান, কাঞ্চন ও লোষ্ট্রে তুল্যজ্ঞান, দেবতা ও অতিথিপূজায় রতি, অক্রোধ, মদ, ঐশ্বর্য্য, তৃষ্ণা ও আসঙ্গ ত্যাগ এবং তীর্থে ভ্রমণ ইত্যাদি সৎকার্য্য করিলে কদাচ প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় না। (অগ্নিপুরাণ)

শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে যে ব্যক্তি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান না করে, তাহারই প্রেতদেহ হইয়া থাকে। সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহার নিবৃত্তি হয়। গয়ায় প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিলে ইহাদিগের উদ্ধার হয়।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে পঞ্চপ্রেতোপাখ্যানে প্রেতের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

প্রেতকর্ম্মন্ (ক্লী) প্রেতস্য কর্ম্ম ৬তৎ। প্রেতোদ্দেশে দাহাদি সপিণ্ডীকরণান্ত কর্ম্ম, প্রেতকার্য্য। মৃত্যুর পর দাহ হইতে আরম্ভ করিয়া সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত যে কর্ম্ম, তাহাকে প্রেত-কর্ম্ম কহে।

"অকৃত্বা প্রেতকার্য্যাণি প্রেতস্য ধনহারকঃ।
বর্ণানাং যদ্বধে প্রোক্তং তদ্‌ব্রতং নিয়তশ্চরেৎ ॥" (দায়তত্ত্ব)

যথাবিধানে প্রেতোদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া প্রেতের ধনভাগী হইতে হইবে। যদি কেহ প্রেত কার্য্য না করিয়া প্রেতের ধনগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে ঐ সকল কার্য্যাদি করার জন্যই প্রেতের ধনগ্রহণে অধিকারী হয়।

প্রেতকার্য্য (ক্লী) প্রেতস্য কার্য্যম্। প্রেতোদ্দেশ্যক কার্য্য, প্রেতকর্ম্ম। "ধর্ম্মাত্মা স তু গাঙ্গেয়শ্চিন্তাশোকপরায়ণঃ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তস্য সম্যগকারয়ৎ ॥" (ভারত ১।১০২।৬৫)

প্রেতকৃত্য (ক্লী) প্রেতস্য কৃত্যং। প্রেতকার্য্য। (মনু ৩।১২৭)

প্রেতগত (ত্রি) প্রেতং গতঃ ২তৎ। প্রেতযোনিপ্রাপ্ত।

প্রেতগৃহ (ক্লী) প্রেতস্য গৃহম্। শ্মশান। (হেম)

প্রেতচারিন্ (পুং) মহাদেব, শিব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮)

প্রেততর্পণ (ক্লী) প্রেতস্য তর্পণং। প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ। মৃত্যুর পর হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে সতিল জলদান। প্রতিদিন সকলেরই তর্পণ কর্ত্তব্য। কিন্তু প্রেততর্পণে বিশেষ

সর্ব্বদা মাদকদ্রব্যপানমত্তা হরিদ্বিষঃ।
দেবতোচ্ছিষ্টপতিতনৃপশ্রাদ্ধান্নভোজিনঃ ॥
অসৎকর্ম্মরতা নিত্যং সর্ব্বপাতকপাপিনঃ।
পাষণ্ডধর্ম্মচরণাঃ পুরোধা বৃত্তিজীবিনঃ ॥
পিতৃমাতৃস্নুষাপত্যস্বদারত্যাগিনশ্চ যে।
যে কদর্য্যাশ্চ লুব্ধাশ্চ নাস্তিকা ধর্ম্মদূষকাঃ ॥
ত্যজন্তি স্বামিনং যুদ্ধে ত্যজন্তি শরণাগতম্।
গবাং ভূমেশ্চ হর্ত্তারো যে চান্যে রত্নদূষকাঃ ॥
মহাক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে।
পরদ্রোহরতা যে চ তথা যে প্রাণিহিংসকাঃ ॥
পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতাগুরুনিন্দকাঃ।
কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ ॥
প্রেতরাক্ষসপৈশাচ্যতির্য্যক্‌বৃক্ষকুযোনিষু।
ন তেষাং সুখলেশোঽস্তি ইহলোকে পরত্র চ ॥"
(পদ্মপু° উত্তরখণ্ড ১৮ অ°)

এই যে, মহাগুরুনিপাতে কেবল প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন প্রেতের উদ্দেশে তর্পণ বিধেয়। অন্য কাহারও তর্পণ করিতে নাই। প্রতিদিন কর্ত্তব্য তর্পণে শুক্র ও রবিবার প্রভৃতিতে তিলতর্পণ করিতে নাই, কিন্তু প্রেততর্পণে প্রতিদিনই তিলদ্বারা তর্পণ করিতে হইবে। ইহাতে কোনই নিষেধ নাই। তর্পণের সময় পিত্রাদি উল্লেখ না হইয়া প্রেতপদেরই উল্লেখ হইবে। সামবেদীদিগের প্রেততর্পণে 'অমুক গোত্রং প্রেতং অমুকদেব-শর্ম্মাণং তর্পয়ামি' এইরূপ দ্বিতীয়ান্ত বাক্য হইবে। যজুর্ব্বেদী-দিগের 'অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব' এইরূপ সম্বোধনান্ত বাক্য হইবে। শ্মশানে যে যে ব্যক্তি দাহ করিতে যান, তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রেতের উদ্দেশে সতিল তিলতর্পণ করা কর্ত্তব্য, না করিলে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে।* (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতত্ব (ক্লী) প্রেতস্য ভাবঃ ত্ব। প্রেতের ভাব বা ধর্ম্ম।

প্রেতদেহ (পুং ক্লী) প্রেতস্য দেহঃ। প্রেতশরীর।

"কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মৃত্যুর একবৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ করা হইলে নর সকল প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়, মৃত্যুর পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতশরীর থাকে। দশপিণ্ড দ্বারা এই প্রেতদেহের উৎপত্তি হয়। এইজন্য দশপিণ্ডের নাম পূরকপিণ্ড।

"শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসতঃ ॥
গলাংসভুজবক্ষাংসি তৃতীয়েন যথাক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্ব্বদা।
সর্ব্বমর্ম্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়ঃ ॥
দন্তলোমাদ্যষ্টমেন বীর্য্যঞ্চ নবমেন তু।
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

---

* "অত্র প্রেততর্পণে তিলাংস্থিতি বিশেষোপাদানাৎ সূর্য্যাদিবারেণাপি তিলৈরেব তর্পণং প্রতীয়তে। তদনুষ্ঠানং যথা—অপঃ সর্ব্বে শবস্পর্শিনো গত্বা পিতৃপদস্থানে প্রেতপদোহেন দ্বিতীয়ান্তঃ তর্পয়েযুঃ। পিতৃপদোচ্চারণেন পিতৃহা ভবতি। শাতাতপঃ—'প্রেতান্তনামগোত্রাভ্যামুৎসৃজেদুপতিষ্ঠতাম্।' ইতি প্রেতান্তেতি তৎপুরুষঃ ন বহুব্রীহিঃ সর্ব্বজঘন্যত্বাৎ তেন প্রেতান্ত-নামগোত্রকেতি সমাসঃ এতদ্বচনাৎ চিতাপিণ্ডদানে উপতিষ্ঠতামিতি পিতৃদয়িতায়ামপ্যুক্তং।

এতেন অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি। ইতি সামগানাং প্রয়োগঃ। যজুর্ব্বেদিনান্তু অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্ব। ইতি সম্বোধনান্তবাক্যং।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মৃত্যুর পর দেহ ভস্মীভূত হইলে প্রেতের উদ্দেশে প্রথম যে পিণ্ড দেওয়া হয়, তাহাতে প্রেতের শিরঃ পূরণ হয়, এইরূপ দ্বিতীয় পিণ্ডদ্বারা কর্ণ, চক্ষু ও নাসিকা, তৃতীয় পিণ্ডদ্বারা গল, স্কন্ধ, ভুজ ও বক্ষ, চতুর্থপিণ্ডদ্বারা নাভি, লিঙ্গ ও গুদ, পঞ্চম পিণ্ডে জানু, জঙ্ঘা ও পাদ, ষষ্ঠপিণ্ডে মর্ম্ম সকল, সপ্তমপিণ্ডে নাড়ীসমূহ, অষ্টমপিণ্ডে দন্ত ও লোম, নবমে বীর্য্য এবং দশমে সকলাঙ্গের পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়। এইরূপে দশপিণ্ডদ্বারা প্রেত শরীরের পূরণ হইয়া থাকে। মৃতব্যক্তির যিনি মুখানল করেন, তাহারই এই পিণ্ড দিতে হয়। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতধূম (পুং) প্রেতস্য ধূমঃ ৬তৎ। চিতাধূম।

প্রেতনদী (স্ত্রী) প্রেততরণীয়া নদী। বৈতরণী নদী। (শব্দর°) প্রেতদিগের এই বৈতরণী নদী পার হইয়া যমভবনে যাইতে হয়।

"যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্ ॥" (শ্রাদ্ধপর্ব্ব)

প্রেত যাহাতে এই নদী সুখে সন্তরণ করিয়া পার হইতে পারে, এজন্য শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে বৈতরণী করিতে হয়। [বৈতরণী দেখ।]

প্রেতনির্হারক (পুং) প্রেতং নির্হরতি গৃহাৎ শ্মশানভূমিং নির-হৃ-ণ্বুল্। শবহারক, যাহারা মৃতব্যক্তিকে গৃহ হইতে শ্মশানে লইয়া যায়। যাহারা অর্থ গ্রহণ করিয়া শববহন করে, তাহারা পতিত, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে ভোজন করিতে নাই। ধর্ম্মার্থে শব বহন করিলে তাহাতে বরং পুণ্য হইয়া থাকে।

"প্রেতনির্হারকাশ্চৈব বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ।" (মনু)
'প্রেতনির্হারকো ধনগ্রহণেন নতু ধর্ম্মার্থং।' (কুল্লূক)

প্রেতপক্ষ (পুং) প্রেতপ্রিয়ঃ পক্ষঃ। গৌণ চান্দ্র আশ্বিন কৃষ্ণ-পক্ষ। এই পক্ষ পিতৃলোকের অতিশয় প্রিয়, এই জন্য ইহার নাম প্রেতপক্ষ। এই পক্ষে মৃতব্যক্তির সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্ব্বণ বিধি দ্বারা করিতে হইবে।

"সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে।
তত্র তত্র ত্রয়ং কুর্য্যাৎ বর্জ্জয়িত্বা মৃতাহনি ॥
অমাবস্যাং ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা পুনঃ।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্ব্বণো বিধিঃ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্বে শঙ্খ)

মৃত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর প্রত্যেক বৎসরে তদুদ্দেশে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু প্রেতপক্ষে মৃতব্যক্তির একোদ্দিষ্ট না করিয়া পার্ব্বণবিধি দ্বারা ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। প্রেতপক্ষে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত প্রতিদিন পিতৃদিগের উদ্দেশে তিলতর্পণ করিতে হয় এবং অমাবস্যার দিন পার্ব্বণ-বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ বিধেয়। রবি শুক্র প্রভৃতি বার তিলতর্পণে নিষিদ্ধ নহে। প্রেতপক্ষে প্রতিদিনই তিলতর্পণ করিতে হইবে।

"তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

এই প্রেতপক্ষের অপর নাম অপরপক্ষ।

প্রেতপটহ (পুং) প্রেতস্য পটহঃ। মরণকালে বাদনীয় বাদ্য বিশেষ, পর্য্যায়—ভবরুৎ, মৃত্যুভম্বুরক। (ত্রিকাণ্ড)

প্রেতপতি (পুং) প্রেতানাং পতিঃ ৬তৎ। যম।

"দণ্ডঃ প্রেতপতেঃ শক্তির্দেবসেনাপতেস্তথা।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানামায়ুধানি স বিশ্বকৃৎ ॥" (মার্ক'পু'১০৮।৪)

প্রেতপর্ব্বত (পুং) প্রেতোদ্ধারণার্থঃ পর্ব্বতঃ। গয়াতীর্থস্থ স্বনামখ্যাত পর্ব্বত। (বায়ুপু')

প্রেতপিণ্ড (পুং) প্রেতায় দেয়ঃ পিণ্ডঃ। মরণাবধি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতসম্প্রদানক পিণ্ডাকার অন্ন। মরণের পর সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে যে পিণ্ড দেওয়া যায়, তাহাকে প্রেতপিণ্ড কহে। পূরকপিণ্ডকেও প্রেতপিণ্ড কহে। এই পিণ্ডদ্বারা প্রেতদেহ গঠিত হয়, এই জন্য ইহার নাম প্রেতপিণ্ড। দশাহিক প্রেতপিণ্ডে স্বধা শব্দের প্রয়োগ করিতে নাই।

"ন স্বধাঞ্চ প্রযুঞ্জীত প্রেতপিণ্ডে দশাহিকে।
ভাবেনৈতচ্চ বৈ পিণ্ডং যজ্ঞদত্তস্য পূরকম্ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দশপিণ্ডে সমস্ত দেহের পূরণ হয়। [কোন্ পিণ্ডে কোন্ অঙ্গের পূরণ হয়, তাহা প্রেতদেহ শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই প্রেতপিণ্ড অবশ্য দাতব্য। যিনি এই প্রেত পিণ্ডদান না করেন, তাহার নরক হইয়া থাকে।

"প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণম্।
শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতপিণ্ড দানের পর প্রেতোদ্দেশে স্নানের জল নীর এবং পানের জন্য ক্ষীর (দুগ্ধ) দিতে হয়। 'প্রেতাত্র স্নাহি পিব চেদং ক্ষীরং' এই বলিয়া প্রেতের নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া দিতে হয়। পরে এই মন্ত্রটী পড়িতে হয়। মন্ত্র যথা—

"শ্মশানানলদগ্ধোঽসি পরিত্যক্তোঽসি বান্ধবৈঃ।
ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

প্রেতপুর (ক্লী) প্রেতানাং পুরম্। যমালয়।

"যাবচ্চ কন্যাতুলয়োঃ ক্রমাদাস্তে দিবাকরঃ।
তাবৎ শ্রাদ্ধস্য কালঃ স্যাৎ শূন্যং প্রেতপুরং সদা ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

প্রেতভাব (পুং) প্রেতস্য ভাবঃ। প্রেতরূপ, প্রেতত্ব।

প্রেতমেধ (পুং) প্রেতস্য মেধঃ ৬তৎ। প্রেতোদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধ রূপ যজ্ঞ, প্রেতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকার্য্যাদির যে অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাই প্রেতমেধ।

প্রেতরাক্ষসী (স্ত্রী) প্রেতানাং পিশাচভেদানাং রাক্ষসীব অপসর্পণকারিত্বাৎ। তুলসী। (রত্নমালা) তুলসীপত্র পরম পবিত্র, যে স্থলে তুলসী থাকে, তথায় প্রেত যাইতে পারে না।

প্রেতরাজ (পুং) প্রেতানাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। যম, যম প্রেতদিগের শুভাশুভ ফল বিচার করিয়া যাহার যেরূপ গতি হয়, তদনুসারে সেই সেই গতি প্রদান করিয়া থাকেন।

(ভারত ৩।১১৮।৩২)

প্রেতলোক (পুং) প্রেতানাং লোকঃ ৬তৎ। যমলোক।

"প্রেতলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মহালয়ে।" (তিথিতত্ত্ব)

প্রেতবন (ক্লী) প্রেতানাং মৃতানাং বনমিবাধারত্বাৎ। শ্মশান।

প্রেতবাহিত (ত্রি) প্রেতেন বাহিতঃ। ভূতাবিষ্ট, যাহাদিগকে ভূতে পাইয়াছে। (ত্রিকাণ্ড)

প্রেতশিলা (স্ত্রী) প্রেতানাং প্রেতেভ্যো বা যা শিলা। পিণ্ডদানার্থ গয়াস্থিত প্রস্তরবিশেষ। গয়ায় যে শিলাতে প্রেতদিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা হয়। গরুড়পুরাণে গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, গয়ায় যাহা প্রেতশিলা নামে বিখ্যাত, তাহা তিন স্থানে অবস্থিত,—প্রভাসে, প্রেতকুণ্ডে, এবং গয়াসুরের মস্তকে। এই প্রেতশিলা সকল দেবস্বরূপিণী এবং ধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধারিত। পিতৃ প্রভৃতি এবং বান্ধবাদি যদি কেহ প্রেতভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে গয়াসুরের মস্তকে এই প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিলে তাহাদের প্রেতযোনি নষ্ট হয়। প্রেতত্ব দূরের জন্য প্রেতশিলাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এই প্রেতশিলায় যে কেহ পিণ্ডদান করিলে প্রেতত্ব বিদূরিত হয় ও শ্রাদ্ধাদি করিলে তাহার ব্রহ্মলোকে গতি হয়। গয়াসুরের যে মুণ্ড, তাহার পৃষ্ঠে এই শিলা, এই শিলায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিতে হয়।* [গয়া দেখ।] হিন্দু মাত্রেরই গয়াশ্রাদ্ধ অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া গণ্য। গয়াক্ষেত্রে প্রেতশিলায় নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিণ্ডদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"স্নাত্বা প্রেতশিলাদৌ তু চরণাম্বুস্থতেন চ।
পিণ্ডং দদ্যাদিমৈর্ম্মন্ত্রৈরাবাহ্য চ পিতৄন্ পরান্ ॥

---

* "যেয়ং প্রেতশিলা খ্যাতা গয়ায়াং যা ত্রিধা স্থিতা।
প্রভাসে প্রেতকুণ্ডে চ গয়াসুরশিরস্যপি ॥
ধর্ম্মেণ ধারিতা ভূত্যৈ সর্ব্বদেবময়ী শিলা।
প্রেতত্বং যে গতা নৃণাং পিত্রাদ্যা বান্ধবাদয়ঃ ॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় যতঃ প্রেতশিলা ততঃ।
অতোঽত্র মুনয়ো ভূপা রাজপত্ন্যাদয়ঃ সদা ॥
তস্যাং শিলায়াং শ্রাদ্ধাদি কর্ত্তারো ব্রহ্মলোকগাঃ।
গয়াসুরস্য যন্মুণ্ডং তস্য পৃষ্ঠে শিলা যতঃ ॥
মুণ্ডপৃষ্ঠে গিরিস্তস্মাৎ সর্ব্বদেবময়ো হ্যহম্।
মুণ্ডপৃষ্ঠস্য পাদেষু যতো ব্রহ্মসরো মুখাঃ ॥" ইত্যাদি।

(গরুড়পু' গয়ামা' ৮৫ অঃ)

অস্মৎকুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
তেষামাবাহয়িষ্যামি দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন জায়তে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভেষু পীড়িতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
উদ্বন্ধনে মৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে।
আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
বন্ধুবর্গাশ্চ যে কেচিৎ নামগোত্রবিবর্জ্জিতাঃ।
স্বগোত্রে পরগোত্রে বা গতির্যেষাং ন বিদ্যতে॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অগ্নিদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে।
দংষ্ট্রীভিঃ শৃঙ্গিভির্ব্বাপি তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে কেচিৎ নাগ্নিদগ্ধাস্তথা পরে।
বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেষাং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
রৌরবে চান্ধতামিস্রে কালসূত্রে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অসিপত্রবনে ঘোরে কুম্ভীপাকে চ যে গতাঃ।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অন্যেষাং যাতনাস্থানাং প্রেতলোকনিবাসিনাম্।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
পশুযোনিগতা যে চ পক্ষিকীটসরীসৃপাঃ।
অথবা বৃক্ষযোনিস্থাস্তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
অসংখ্যযাতনাসংস্থা যে নীতা যমশাসনে।
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
জাত্যন্তরসহস্রাণি ভ্রমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা।
মানুষ্যং দুর্লভং যেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥
যে বান্ধবাবান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥
যে কেচিৎ প্রেতরূপেণ বর্ত্তন্তে পিতরো মম।
তে সর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥
যে মে পিতৃকুলে জাতাঃ কুলে মাতুস্তথৈব চ।
গুরুঃ শ্বশুরবন্ধূনাং যে চান্যে বান্ধবা মৃতাঃ॥
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
ক্রিয়ালোপগতা যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা॥
বিরূপাস্ত্বামগর্ভা যে জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম।
তেষাং পিণ্ডং ময়া দত্তমক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥
সাক্ষিণঃ সন্তু মে দেবাঃ ব্রহ্মেশানাদয়স্তথা।
ময়া গয়াং সমাসাদ্য পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥
আগতোঽহং গয়াং দেব পিতৃকার্য্যে গদাধর।
তন্মে সাক্ষী ভবত্বাদ্য অনৃণোঽহমৃণত্রয়াৎ॥" (গয়ামা° ৮৬ অ°)

এই মন্ত্রে প্রেতশিলায় বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান করিবে। এইরূপে গয়ায় পিণ্ড দিলে সকল পাপ ও তিনপ্রকার ঋণ অপনোদিত হয়। যতদিন পিত্রাদির উদ্দেশে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান না করা হয়, ততদিন পিতৃঋণ হইতে মুক্তি লাভ হয় না। এই জন্য প্রত্যেকেরই সর্ব্বাগ্রে পিত্রাদি উদ্দেশে প্রেতশিলায় শ্রাদ্ধ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

প্রেতশৌচ (ক্লী) প্রেতে সতি প্রেতস্য বা শৌচং। মৃত সংস্কারাদি, প্রেত হইলে তন্নিমিত্ত অশৌচাপগম। দুই বৎসরের কমবয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে মাটিতে পুতিয়া ফেলিতে হয়, তদূর্দ্ধবয়স্ক ব্যক্তিকে পোড়াইতে হয়। এইরূপে প্রেতসংস্কার করিয়া যাহাতে শুদ্ধি বিধান হয়, তাহার অনুষ্ঠান করার নাম প্রেতশৌচ। জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিয়া জলে স্নান করিয়া যমসূক্ত জপ এবং তদুদ্দেশে তর্পণাদি করিতে হয়। সংসার অনিত্য, সময়ে সকলেরই মৃত্যু হইবে, ইত্যাদি রূপ চিন্তা করিয়া মৃতব্যক্তির জন্য রোদন করিতে নাই। পরে গৃহে যাইয়া দ্বারদেশে নিম্বপত্র দন্তে কাটিয়া জলে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন ও অগ্নিস্পর্শ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। গৃহের সকল দিকে গোময় লেপন করা আবশ্যক। গৃহাদি যাহাতে পবিত্র হয়, তদনুষ্ঠান বিধেয়।

"প্রেতশৌচং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব যতব্রতাঃ।
ঊনদ্বিবর্ষং নিখনের কুর্য্যাচ্ছদকং ততঃ॥" ইত্যাদি।
(গরুড়পু° ১০৬ অ°)

জ্ঞাতি ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি প্রেতের অগ্নিকার্য্যের জন্য শ্মশানে গমন করিয়াছিলেন, তাহাদের তজ্জন্য একদিন অশৌচ হয়, এই একদিনের পর তাহাদের শুদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞাতিদিগের অশৌচ হয়। যাহার যেরূপ অশৌচ হয়, সেই অশৌচের অপগমে বিশুদ্ধি হয়। [এই অশৌচের বিষয় প্রেতাশৌচ দেখ।]

প্রেতশ্রাদ্ধ (ক্লী) প্রেতায় প্রেতোদ্দেশ্যকং বা শ্রাদ্ধং। প্রেতোদ্দেশ্যক শ্রাদ্ধ, প্রেতের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা যায়। আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিমাসে মাসিক শ্রাদ্ধ, এইরূপ দ্বাদশমাসিক শ্রাদ্ধ, প্রথম ষাণ্মাসিক ও দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ এই ষোড়শশ্রাদ্ধ প্রেতশ্রাদ্ধ। প্রেতের উদ্দেশে এই ষোড়শ শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

"দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধ ষোড়শম্ ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

আদ্য প্রেতশ্রাদ্ধের দিন অর্থাৎ আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দিন প্রেতের প্রেতত্ব বিমুক্তি হইয়া স্বর্গলোক গমন কামনা করিয়া বৃষোৎসর্গ করিতে হয়। যদি কোন কার্য্যগতিকে আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করা হয়, তাহা হইলে কৃষ্ণা একাদশীর দিন ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। মতান্তরে অমাবস্যার দিনও ঐ পতিত শ্রাদ্ধ করা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের অভিপ্রায় এই যে, কৃষ্ণা একাদশী ও অমাবস্যা এই দুইদিনই পতিত শ্রাদ্ধের কাল। প্রেতশ্রাদ্ধই হউক আর সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধই হউক, ঐ দুইদিনেই করা যাইতে পারে। প্রেতের উদ্দেশে নবশ্রাদ্ধ, উহা সাগ্নিকদিগের কর্ত্তব্য। ইহা চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা একাদশদিনে করিতে হয়। যথা—

"চতুর্থে পঞ্চমে চৈব নবমৈকাদশে তথা।
তদত্র দীয়তে জন্তোস্তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥" (শ্রাদ্ধবিবেকে যম)

পূর্ব্বে যে ষোড়শ শ্রাদ্ধের কথা বলিয়াছি, তাহা সাগ্নিক ও নিরগ্নিক সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রেতের উদ্দেশে অম্বুঘট শ্রাদ্ধকেও প্রেতশ্রাদ্ধ কহে। সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রেতের উদ্দেশে প্রতিদিন অন্ন জলদানরূপ শ্রাদ্ধের নাম অম্বুঘটশ্রাদ্ধ।

"অম্বুঘটশ্রাদ্ধং, তত্ত্ব সংবৎসরং যাবৎ প্রত্যহং প্রেতোদ্দেশ্যকান্নজলদানরূপং, যথা—পারস্করঃ অহরহরন্নমস্মৈ ব্রাহ্মণায়োদকুম্ভঞ্চ দত্তাৎ পিণ্ডমপ্যেকে নিগৃণন্তি, দদতীত্যর্থঃ।" (শ্রাদ্ধবিবেক)

প্রেতাধিপ (পুং) প্রেতানাং অধিপঃ। যম, প্রেতাধিপতি।

প্রেতান্ন (ক্লী) প্রেতায় দেয়ং অন্নং। প্রেতোদ্দেশ্যক দেয় অন্ন।

"মৃষ্যন্তি যে চোপপতিং স্ত্রীজিতানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
অনির্দশঞ্চ প্রেতান্নমতুষ্টিকরমেব চ ॥" (মনু ৪।২১৭)

প্রেতাশৌচ (ক্লী) প্রেতে সতি অশৌচং। প্রেতনিমিত্ত অশৌচ, মৃত্যুর পর যে অশৌচ হয়, তাহার নাম প্রেতাশৌচ বা মরণাশৌচ। শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে,—

সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে মৃত্যুদিনাবধি ব্রাহ্মণদিগের দশদিন, ক্ষত্রিয়দিগের ১২ দিন, বৈশ্যদিগের ১৫ দিন এবং শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হয়, ইহাই পূর্ণাশৌচ। ইহার ন্যূনকালব্যাপক অশৌচকে খণ্ডাশৌচ কহে। জননাশৌচেই এইরূপ হইয়া থাকে। দূরস্থ জ্ঞাতির মরণে তিনদিন এবং সমানোদক জ্ঞাতির মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। আগামী ও বর্ত্তমান দিবা এবং তন্মধ্য রাত্রিকে পক্ষিণী কহে, ঐ পক্ষিণী অশৌচ দিবাতে বা রাত্রিতে হউক, তদবধি পরদিন সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত থাকে। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণের পূর্ব্বপুরুষের জন্ম নাম স্মরণ পর্য্যন্ত একদিন অশৌচ। তৎপরে সগোত্রের জননে বা মরণে স্নানমাত্রেই শুদ্ধি হয়।

পূর্ব্বে যে সমানোদকাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ এইরূপ—সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি সপিণ্ড, দশমপুরুষ পর্য্যন্ত সাকুল্য, তৎপরে চতুর্দ্দশপুরুষ সমানোদক নামে অভিহিত।

অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য থাকে। অবিবাহিতা কন্যার ত্রৈপুরুষিক জ্ঞাতির জনন বা মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। তৎপরে সাকুল্য পর্য্যন্ত তিনদিন অশৌচ হয়। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের স্ব স্ব জাত্যুক্তাশৌচকালমধ্যে ঐ অশৌচ শ্রবণ হইলে পূর্ব্বোক্ত দশাহাদি অশৌচ হয়। কিন্তু ঐ অশৌচ কাল অতীত হইয়া একবৎসরের মধ্যে শুনিলে সপিণ্ডজ্ঞাতিদিগের তিনদিন অশৌচ হয়। তৎপরে শ্রবণ করিলে স্নানে শুদ্ধি হয়। কিন্তু মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পুত্রের পিতৃমাতৃমরণ ও স্ত্রীর স্বামীমরণ একবৎসরের পর শ্রবণ হইলে একদিন অশৌচ ও দুই বর্ষের পর শুনিলে স্নানে শুদ্ধি হয়। খণ্ডাশৌচের পর বহুকাল পরে শুনিলেও অশৌচ হয় না।

গর্ভস্রাবাশৌচ।—৬ মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে ঐ স্ত্রীর মাসসমসংখ্যক দিন অশৌচ হয়, অর্থাৎ একমাসের গর্ভস্রাব হইলে একদিন, দুই মাসের দুই দিন এইরূপ ছয়মাস পর্য্যন্ত জানিতে হইবে। কিন্তু দৈবকার্য্যে দ্বিতীয়মাসাবধি ব্রাহ্মণীর পক্ষে এক একদিন অধিক হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয়মাসে তিন দিন, তৃতীয়মাসে চারিদিন, চতুর্থ মাসে পাঁচদিন, পঞ্চমমাসে ৬ দিন এবং ৬ষ্ঠ মাসে ৭ দিন অশৌচ হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ার দ্বিতীয় মাসাবধি পূর্ব্বোক্তরূপে দুইদিন করিয়া এবং বৈশ্যার তিনদিন করিয়া এবং শূদ্রার ৬দিন করিয়া ঐ অশৌচ বৃদ্ধি হইবে। ঐ বর্দ্ধিত অশৌচে কেবল দৈব বা পৈত্রকার্য্য করিতে পারিবে না, কিন্তু লৌকিক সকল কার্য্যই করিতে পারিবে। কিন্তু মাসসংখ্যকদিনে লৌকিক বা দৈবিক কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। সপ্তম বা অষ্টমমাসে গর্ভস্রাব হইলে স্বজাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ হয় এবং নির্গুণ সপিণ্ডের একদিন অশৌচ হয়। ঐ বালক জীবিত প্রসূত হইয়া তদ্দিনে মরিলেও ঐরূপ অশৌচ হয়। দ্বিতীয়দিনে মরিলে সপিণ্ডের অশৌচ থাকে না, কেবলমাত্র পিতামাতার অশৌচ হয়।

বালাদ্যশৌচব্যবস্থা।—নবম ও দশমমাসজাত বালকের অশৌচকাল মধ্যে মৃত্যু হইলে ঐ জননাশৌচ অস্পৃশ্যত্বযুক্ত হইয়া কেবল পিতামাতার থাকিবে, অন্য সপিণ্ডাদির থাকিবে না। ইহা সকল বর্ণেরই একরূপ। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে জাত বালক ৬মাসের মধ্যে অজাতদন্তাবস্থায় মরিলে পিতামাতার ও নির্গুণসহোদরের একদিন অশৌচ এবং সপিণ্ডের সদ্যশৌচ হয়। ছয় মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরিলে পিতামাতার তিনদিন এবং সপিণ্ডদিগের একদিন অশৌচ হয়। ছয় মাসের পর দুই

বৎসরের মধ্যে অকৃতচূড় হইয়া মরিলে পিতামাতার তিনদিন এবং সপিণ্ডের একদিন, এই দুই বৎসরের মধ্যে কৃতচূড় হইয়া মরিলে সপিণ্ডদিগেরও তিন দিন অশৌচ হইবে। দুই বর্ষের পর ৬বৎসর তিন মাস মধ্যে মরিলে পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের তিন দিন, তৎপরে পূর্ণাশৌচ হয়। ৬বৎসর তিনমাসের মধ্যে উপনীত হইয়া মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়।

ক্ষত্রিয়জাতির জননাশৌচকালের পর ৬মাসের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, তৎপরে দুইবর্ষ মধ্যে মরিলে তিন দিন, তৎপরে ৬বর্ষ মধ্যে মরিলে ৬দিন অশৌচ হয়। বৎসরের পর মৃত্যু হইলে পূর্ণাশৌচ হয়।

বৈশ্যজাতির জননাশৌচকালের পর ৬মাসের মধ্যে মরিলে সদ্যঃশৌচ, তৎপরে ২ বর্ষ মধ্যে ৫দিন, দুই বর্ষের পর ৬ বর্ষের মধ্যে ৯দিন, তৎপরে পূর্ণাশৌচ হয়।

শূদ্রদিগের জননাশৌচের পর ৬মাসের মধ্যে অজাতদন্ত বালকের মৃত্যু হইলে পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের তিন দিন অশৌচ এবং ৬মাসের মধ্যে জাতদন্ত হইয়া মরিলে ও ছয় মাসের পর ২ বর্ষমধ্যে মৃত্যু হইলে সপিণ্ডদিগের ৫দিন অশৌচ, দুইবর্ষ মধ্যে কৃতচূড় হইয়া মরিলে এবং দুইবর্ষের পর ৬বর্ষের মধ্যে মরিলে পিত্রাদি সপিণ্ডের ১২ দিন অশৌচ হয়। ৬ বর্ষের মধ্যে কৃতবিবাহ হইয়া মরিলে বা ৬ বর্ষের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়।

সর্ব্বজাতীয় স্ত্র্যশৌচ-ব্যবস্থা।—জন্মাবধি দুই বর্ষ মধ্যে কন্যা মরিলে পিতা, মাতা ও সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ, দুই বর্ষের পর বাগ্দান পর্য্যন্ত একদিন, বাগ্দানের পর বিবাহ পর্য্যন্ত ভর্ত্তৃকুলে এবং পিতৃকুলে তিনদিন, কিন্তু এখন বাগ্দান না থাকায় বিবাহ পর্য্যন্ত কন্যা মরণে সকলেরই একদিন অশৌচ হয়। বিবাহের পর ভর্ত্তৃকুলে পূর্ণাশৌচ হয়, পিতৃকুলে অশৌচ থাকে না। এ স্থলে সহোদর-ভ্রাতার পক্ষে বিশেষ এই যে, অজাতদন্তা মরিলে সদ্যঃশৌচ, জাতদন্তা হইয়া চূড়া পর্য্যন্ত মরিলে একদিন, চূড়ার পর বিবাহ পর্য্যন্ত মরিলে তিনদিন অশৌচ হয়। বিবাহিতা কন্যা পিতার বাটীতে যদি সন্তান প্রসব করে, বা মরে, তাহা হইলে পিতা মাতার তিনদিন, ও অসোদর জ্ঞাত্যাদি বন্ধুবর্গের একদিন অশৌচ হয়। ঐ কন্যার পিতার বাটীতে বা অন্যস্থলে প্রসব বা মৃত্যু হইলে সহোদর ভ্রাতার ও তৎপুত্রের পক্ষিণী অশৌচ হয় এবং ঐ কন্যার শ্রাদ্ধাধিকারী যদি পিতামাতা হন, তাহা হইলে ঐ কন্যা যে কোন স্থানে মরিলে পিতামাতার তিন দিন অশৌচ হয়।

অসপিণ্ডাশৌচ-ব্যবস্থা।—গায়ত্রীদাতা ও মন্ত্রদাতা গুরু ও মাতামহ-মরণে তিন দিন অশৌচ হয়। ভগিনী, মাতুলানী, মাতুল, পিতৃষসা, মাতৃষসা, গুরুপত্নী, মাতামহী, মাতৃষস্রীয়, পিতৃষস্রীয়, পিতামহী, ভগিনীপুত্র, পিতার মাতুলপুত্র, পিতামহের ভগিনীপুত্র, মাতুলপুত্র, ভাগিনেয় ও দৌহিত্র এই সকলের মৃত্যু হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। শ্বশ্রূ ও শ্বশুর ভিন্ন গ্রামে মরিলে একদিন, একগ্রামে মরিলে, পক্ষিণী এবং তাঁহার গৃহে মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। আচার্য্যপত্নী, আচার্য্যপুত্র, অধ্যাপক, মাতার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শ্যালক, সহাধ্যায়ী, শিষ্য, মাতামহীর ভগিনীপুত্র, মাতামহের ভগিনীপুত্র, মাতামহীর ভ্রাতৃপুত্র এবং একগ্রামবাসী সগোত্রজ ব্যক্তির মরণে একদিন অশৌচ হয়। মাতৃষসা, পিতৃষসা, মাতুল ও ভাগিনেয় ইহারা এক গৃহে থাকিয়া মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। বিবাহিতা কন্যার পিতৃমরণে তিন দিন অশৌচ। অশৌচ সম্বন্ধি ভিন্নকুলজ অর্থাৎ মৃত মাতুলাদিদিগকে দহন বহন করিলে তিন দিন অশৌচ হয়।

মৃত্যুবিশেষাশৌচ-ব্যবস্থা।—অবৈধ আত্মঘাতীর অশৌচ হয় না, শাস্ত্রীয় অনশনাদি দ্বারা মৃত হইলে এবং জলে মজ্জন, উচ্চদেশ হইতে পতন, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী ও নখী দ্বারা হত, সর্পদংশন, বিষপ্রয়োগ ও চণ্ডাল চৌরদ্বারা হত ও বজ্রাহত ও অগ্নিতে পতিত হইয়া মরিলে তিন দিন অশৌচ হয়। পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, ব্যাধ, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী ও নখী দ্বারা হত হইলে, উচ্চদেশ হইতে পতনে, অনশন ও প্রায়োপবেশনে, বজ্র, অগ্নি, বিষ, বন্ধন ও জলপ্রবেশে, ক্ষতব্যতিরিক্ত শস্ত্রাঘাতে যদি তিনদিনের মধ্যে মরে, তবে তিন দিন অশৌচ হয়; আর তিন দিনের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। যে কোনপ্রকার ক্ষত দ্বারা ৭ দিনের মধ্যে মরিলে তিন দিন অশৌচ এবং ৭ দিনের পর মরিলে সম্পূর্ণাশৌচ হয়। অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত মহাপাতকী ও অতিপাতকীদিগের মরণে অশৌচ হয় না।

দত্তকপুত্র সম্বন্ধীয় অশৌচব্যবস্থা।—সপিণ্ডজ্ঞাতি দত্তকপুত্র হইলে তাহার মরণে দত্তকগ্রহণকারী পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের পূর্ণাশৌচ হয়, এবং সপিণ্ডজনন-মরণেও ঐ দত্তকের পূর্ণাশৌচ হয়। এতদ্ভিন্ন দত্তকপুত্র মরণে অর্থাৎ সপিণ্ড জ্ঞাতি ভিন্ন যদি দত্তক হয়, তাহার মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের তিন দিন অশৌচ হয় এবং ঐ দত্তকের পিত্রাদি সপিণ্ডমরণে তিন দিন অশৌচ হয়। কিন্তু দত্তকের পুত্র প্রভৃতির পূর্ণাশৌচ। দত্তকের স্ত্রীর অশৌচ সম্বন্ধে মত ভেদ লক্ষিত হয়, কাহারও কাহার মতে দত্তকের স্ত্রীর পূর্ণাশৌচ হইবে, আবার বা কেহ বলেন, দত্তকের স্ত্রীরও দত্তকের ন্যায় তিনদিন অশৌচ হয়।

অশৌচ-সঙ্করের ব্যবস্থা।—তুল্য মরণাশৌচ মধ্যে অপর তুল্য মরণাশৌচ হইলে ঐ পূর্ব্বাশৌচ কালেই জ্ঞাতিদিগের শুদ্ধি হয়। কিন্তু যদি পূর্ণমরণাশৌচের শেষ দিনে অপর পূর্ণমরণাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচের আর দুই দিন বৃদ্ধি হয় এবং ঐ শেষ

দিনের প্রভাতে অরুণোদয় কালাবধি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বকালে অপর পূর্ণ সমানাশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশৌচ আর তিন দিন বৃদ্ধি হয়। ঐ বর্দ্ধিত দুই বা তিনদিনের মধ্যে অপর জ্ঞাতি, পিতা, মাতা, কিংবা ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে ঐ বর্দ্ধিত পূর্ব্বাশৌচ কালদ্বারা শুদ্ধি হয়, আর বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু ঐ অশৌচের শেষদিনে বা পূর্ব্বোক্ত প্রভাতে পিতা, মাতা কিংবা ভর্ত্তার মৃত্যু হইলে তদবধি পূর্ণাশৌচ হয়, দুই দিন বা তিন দিন বৃদ্ধি হয় না। জ্ঞাতি-মরণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে পিতা, মাতা কিংবা ভর্ত্তা মরিলে পূর্ব্বাশৌচ কালদ্বারাই শুদ্ধি হয়। অপরার্দ্ধে মরিলে পূর্ণাশৌচ হয়, কিন্তু জ্ঞাতিদিগের ঐ পূর্ব্বাশৌচ কালদ্বারাই শুদ্ধি হয়।

স্বপুত্র-জননাশৌচের শেষ দিনে বা পূর্ব্বোক্ত প্রভাতে জ্ঞাতি জন্মিলে এবং পিতা মাতা বা ভর্ত্তার মরণাশৌচের শেষ দিনে বা তৎপ্রভাতে জ্ঞাতির মরণ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় দুই দিন বা তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু স্বপুত্র-জননাশৌচের শেষ দিনে বা তৎপ্রভাতে স্বপুত্র জন্মিলে পিতার তিন দিন অশৌচ বৃদ্ধি হয়, এবং পিতৃমরণাশৌচের শেষ দিনে বা পূর্ব্বোক্তপ্রভাতে মাতৃ মরণ হইলে অথবা মাতৃমরণাশৌচের শেষদিনে বা তৎ-প্রভাতে পিতৃমরণ হইলে পূর্ব্বের ন্যায় দুই বা তিন দিন অশৌচ-বৃদ্ধি হয়।

জননাশৌচ মধ্যে অপর জননাশৌচ হইলে যদি পূর্ব্বজাত বালক অশৌচ কাল মধ্যে মরে, তবে ঐ মৃত বালকের পিতা-মাতার সম্পূর্ণাশৌচ এবং সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হয় এবং ঐ সদ্যঃশৌচদ্বারা পরজাত বালকের অশৌচও নিবৃত্তি হয়, কেবল পরজাতের পিতামাতার পূর্ণাশৌচ থাকে, আর ঐরূপ স্থলে পরজাতবালকের মৃত্যু হইলে সেরূপ হয় না, যে হেতু তাহার অশৌচ পূর্ব্বজাত অশৌচকালাবধি থাকে, সুতরাং সে স্থলে সকলেরই পূর্ব্বজাতের অশৌচ ভোগ করিতে হয়। এস্থলে বিশেষ এই যে, ঐ পরজাত বালক যদি পূর্ব্বজাতাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে জন্মিয়া মরে, তাহা হইলে উহার পিতামাতার ঐ পূর্ব্বা-শৌচকাল পর্য্যন্ত অঙ্গাস্পৃশ্যত্বযুক্ত অশৌচ থাকে। তুল্যকাল-ব্যাপক—সামান্য জননাশৌচ কিংবা মরণাশৌচ মিলিত হইলে মরণাশৌচকাল দ্বারাই শুদ্ধি হয়। আর যদি ঐ দুইপ্রকার অশৌচ মধ্যে একটা অল্পকাল ব্যাপক, অপরটা দীর্ঘকাল ব্যাপক হয়, তাহা হইলে ঐ দীর্ঘকালব্যাপক অশৌচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়।

একাহে জ্ঞাতিদ্বয়ের মৃত্যু হইলে সর্ব্বগোত্রের অশৌচ কালাবধি অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব থাকে, সুতরাং ঐ অশৌচের শেষদিনে বা তৎপ্রভাতে অন্য জ্ঞাতি মরিলে পূর্ব্বোক্ত দুইদিন বা তিনদিন বৃদ্ধি হয় না, কেবল মহাগুরুনিপাতে বৃদ্ধি হয়। উভয়বিধ অশৌচ মিলিত হইলে গুরু অশৌচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। বিদেশমৃত জ্ঞাতির ত্রিরাত্রাশৌচ অপেক্ষা বিদেশমৃত মাতাপিতা এবং ভর্ত্তার ত্রিরাত্রাশৌচ গুরু, সুতরাং এস্থলে গুরু অশৌচই বলবৎ। তুল্য ত্রিরাত্রাশৌচ মিলিত হইলে পূর্ব্বাশৌচ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। জনন বা মরণ ত্রিরাত্রাশৌচ মিলিত হইলে মরণাশৌচ দ্বারা শুদ্ধি হয়। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল অশৌচই প্রেতাশৌচ। এই সকল অশৌচের অপগমে দেহের বিশুদ্ধি লাভ হয়, তখন দৈব বা পৈত্র সকল প্রকার কর্ম্মে অধিকার জন্মে। অশৌচ থাকিলে তাহাদের দেহ অপবিত্র থাকে, এজন্য অশৌচযুক্ত ব্যক্তির সহিত একত্র উপবেশন, বা তাহার সহিত ভোজন প্রভৃতি নিন্দনীয়।

প্রেতাস্থি (স্ত্রী) মৃতব্যক্তির অস্থি।

প্রেতাস্থিধারী (পুং) ১ হাড়মালাধারী মাত্র। ২ রুদ্রের নামান্তর।

প্রেতি (পুং) প্রকর্ষেণ ইতির্গমনং দেহোহস্য। ১ অন্ন। 'প্রকর্ষেণ দেহে ইতি গতির্যস্যেতি প্রেতিরন্নম্' (শুক্লযজু' বেদদীপ ১৫।৬) প্র-ই-ভাবে-ক্তিন্। ২ মরণ। (ঋক্ ১।৩৩।৪) ৩ প্রগমন। (শুক্লযজুঃ ২৭।৪৫)

প্রেতিক (পুং) মৃতব্যক্তি বা প্রেতমূর্ত্তি। (রত্নাবদান ৪৮।১৫১)

প্রেতিবৎ (ত্রি) প্রেতি শব্দার্থযুক্ত। (তৈত্তি° স° ৩।১।৭।২)

প্রেতীষণি (ত্রি) প্রাপ্তগমন। (ঋক্ ৬।১।৮) অগ্নির নামান্তর।

প্রেতেশ (পুং) প্রেতানামীশঃ ৬তৎ। যম, প্রেতপতি।

প্রেত্য (অব্য) প্র-ই-ল্যপ্। লোকান্তর, পর্য্যায় অমুত্র।

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহকীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখম্॥" (মনু ২।৯)

প্রেত্যজাতি (স্ত্রী) প্রেত্য মৃত্বা জাতি জন্ম। মরিয়া জন্ম।

প্রেত্যভাজ্ (ত্রি) মৃত্যুর পর পরলোকে ফলভাগী।
(হরিবংশ ১৯৭৬)

প্রেত্যভাব (পুং) প্রেত্য মৃত্বা ভাবঃ। মরণোত্তর পুনর্জ্জন্ম। একবার মৃত্যু, আবার জন্ম, ইহার নামই প্রেত্যভাব। দর্শন-শাস্ত্রে ইহার বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা যতপ্রকার দুঃখভোগ করি, তাহার মধ্যে জন্মমৃত্যুই প্রধান। যাহাতে এই জন্মমৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি হয়, তাহার জন্যই মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ। মহর্ষি গৌতম প্রেত্য-ভাবের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" (গৌতমসূ° ১।১।১৯) 'প্রেত্যমৃত্বা ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ। মরণোত্তরজন্ম ইত্যর্থঃ, ইতি ভাষ্যং, দীধিতি-কারস্ত প্রেত্যস্য মৃতস্য ভাবো জননং প্রেত্যভাবঃ ইত্যাহ। মরণস্ত আদৌ জন্ম বিনা ন সম্ভবতি, অতো মরণস্য জন্মোত্তরত্বং অর্থতোলভ্যতে, এতেন জন্মমরণয়োর্ধারাবাহিকত্বং লভ্যতে

তথাচ যাবদপবর্গো ন ভবেৎ তাবৎকালঃ জন্মমরণধারা ভবত্যেব। তাদৃশধারা তু বীজাঙ্কুরবৎ অনাদিরেব' (টীকা)

প্রেত্যভাব শব্দে জন্ম হইয়া মরণ ও মরণ হইয়া জন্ম, এইরূপ জীবের ধারাবাহিক জন্ম-মরণ বুঝায়। যে পর্য্যন্ত জীবাত্মার মুক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্তই জীবাত্মার ধারাবাহিক জন্ম ও মরণ হইয়া থাকে। মুক্তি হইলে জন্ম ও মরণ প্রভৃতি কিছুই হইবে না। জন্ম শব্দটী শরীরের আত্মার সহিত প্রথম সম্বন্ধকে বুঝায়। আত্মার সহিত শরীরের প্রথম সম্বন্ধ যখন হয়, তৎকালে দেবদত্ত জন্মাইতেছে, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। মরণ শব্দেও যে সম্বন্ধ হইলে আত্মা শরীরী এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ঐ সম্বন্ধের নাশক বুঝায়। এই জন্ম ও মৃত্যুই জীবের অশেষ দুঃখভোগের মূলকারণ। এই মূল কারণের নাশ না হইলে কদাচ অশেষ দুঃখের সমূলে উচ্ছেদ হইতে পারে না। যতদিন তাহা না হইবে, ততদিন জন্ম ও মরণ ধারাবাহিকরূপে হইবে, একবার জন্ম আবার জন্মোত্তর মৃত্যু হইবেই হইবে। কিছুতেই ইহার নিবৃত্তি হইবে না। যখন জীবের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইবে, তখন এই জন্মমরণধারা সমূলে বিনষ্ট হইবে। যত দিন না এই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়, ততদিনই জন্মমৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

মরণের পর জন্ম, জন্মের পর মরণ, এতদ্রূপ জন্মমরণপ্রবাহের নাম প্রেত্যভাব। প্রেত্যভাব ও জন্মান্তর তুল্য কথা। শাস্ত্রে কিন্তু অভিহিত হইয়াছে, আত্মা অজর ও অমর, আত্মার জরা মৃত্যু বা জন্ম কিছুই নাই, তবে এই জন্মমৃত্যু কাহার? মনুষ্য মরিল, শরীর পড়িয়া রহিল, অশরীর আত্মা থাকিল বা চলিয়া গেল। কোথায় গেল? কোথায় থাকিল? তাহা লইয়া বিবাদে নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র অন্বেষণ করিতে হইবে যে, শরীরপরিচ্যুত আত্মা আকাশের ন্যায় সুখদুঃখবর্জ্জিত হইলেন? কি ইহলোকের ন্যায় অথবা ইহলোক অপেক্ষা অধিকতর ভোগভাগী হইলেন? ভোগভাগী হইলেন, একথা বলিতে পারিবে না। তর্কচ্ছলে বলিলেও তাহা প্রমাণিত হইবে না, কারণ শরীর ব্যতীত যে সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে, কস্মিন্‌কালেও তাহার উদাহরণ দেখাইতে পারিবে না। শরীরোৎপত্তি হয় না অথচ আত্মার অনন্ত সুখ ও অনন্ত উন্নতি হয়, একথার প্রমাণ নাই। আত্মা অজর ও অমর ইহা বিশ্বাস করিলে অমরতার অনুরূপ সুখদুঃখভোগভাগিতাও বিশ্বাস করিতে হইবে। রূপ দেখিতে চাহি, অথচ চক্ষু চাহি না, একথা সিদ্ধ হইবার নহে।

সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—

"সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গং।"

ভোগস্থান স্থূল শরীর না থাকিলে সূক্ষ্মশরীরেও পরিস্ফুট ভোগ সম্ভবে না। অতএব আত্মা লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট থাকিয়া পুনঃ পুনঃ স্থূল শরীর পরিগ্রহ করে ও পুনঃ পুনঃ তাহা পরিত্যাগ করে। যদিও সুখ দুঃখ আত্মার নহে, তথাচ অমুক্ত আত্মার সুখদুঃখবিহীন হইবার সম্ভাবনা নাই। (কিন্তু কেবল নৈয়ায়িকদিগের মতে সুখ দুঃখ জীবাত্মার।) সেই কারণে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আত্মার কখন তির্য্যক্‌শরীর, কখন মনুষ্যশরীর, কখন দেবশরীর, কখনও বা পশুশরীর হয়।

মনুষ্য ইহশরীরে যেরূপ কর্ম্মে ও জ্ঞানে নিমগ্ন থাকে, দেহান্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই সকলের অনুরূপ দেহধারণ ঘটনা হয়। কর্ম্মবিশেষে স্থাবর শরীর, কর্ম্মবিশেষে পশ্বাদি শরীর এবং কর্ম্ম বিশেষে দেবশরীর হইয়া থাকে। এবিষয়ে জন্মান্তর অস্বীকারকারী নাস্তিক ও জন্মান্তরবাদী আস্তিক এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়।

আত্মা অজর, অমর। সুতরাং এই আত্মা পূর্ব্বে এইরূপ একটা দেহ পাইয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে সে কথা স্মরণ হয় না কেন? যখন জন্মান্তরীয় কোন বিষয়ই স্মরণ হয় না, তখন কিসে বিশ্বাস হইবে যে, আমি ছিলাম ও আমার পূর্ব্বজন্ম ছিল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শৈশবকালের ঘটনা যখন যৌবনে স্মরণ হয় না, শৈশবের কথা দূরে থাক, কালিকার সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া বলা সুকঠিন, তখন জন্মান্তরের কথা মনে পড়ে না কেন? এরূপ আপত্তি সুসঙ্গত নহে। স্মরণ না হইবার বহুবিধ কারণ লক্ষিত হয়। অনেকদিন অমনোযোগী থাকিলে ভুলিতে হয়। ভয়, ত্রাস ও যন্ত্রণাদির দ্বারা অভিভূত হইলেও পূর্ব্বানুভূত বিষয় ভুলিতে হয়। রোগবিশেষের আক্রমণে মনুষ্যের পূর্ব্বাভ্যস্ত জ্ঞানের বিলোপ হইতে দেখা যায়। মনুষ্য যখন ইহশরীরেই সামান্য সামান্য কারণে পূর্ব্বানুভূতবিস্মৃত হয় ও অত্যল্প যাতনায় অভিভূত হইয়া উপার্জ্জিত জ্ঞানরাশি বিস্মৃতিসাগরে বিসর্জ্জন দেয়, তখন যে সে উৎকটতর মরণযন্ত্রণা, তৎপরে সে দেহের পরিত্যাগ, তৎপরে অন্য এক নূতন শরীরগ্রহণ ইত্যাদি কারণসমূহে পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বিস্মৃত হইবে, ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

জীব ইহদেহে যদি মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্মজ্ঞানাদি সমানরূপে অটল ও অব্যাহত রাখিতে পারে, তাহা হইলে তৎসমুদায় কর্ম্ম ও জ্ঞান জন্মান্তরেও অনুবৃত্ত হয়, লোপ হয় না। তাদৃশ জীব জাতিস্মর নামে প্রসিদ্ধ।

জন্মান্তরবাদীদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, মানুষ মরিয়া অশ্ব হইতে পারে, এ কথা বিশ্বসনীয় নহে। অশ্ব হইতে অশ্বই হয়, মানুষ হয় না। মানব চিরকালই মানব থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, শরীরোৎপত্তির বীজ আত্মা নহে। শরীরোৎপত্তির বীজ কর্ম্মাশয় অর্থাৎ অনুষ্ঠিত জ্ঞানের ও কর্ম্মের

পুঞ্জীভূত সংস্কার। সেই কারণে মানবদেহ পাইয়া জীব যদি নিরন্তর অশ্বধ্যান করে, কিংবা অশ্বশরীর জন্মিবার অন্যবিধ কারণ-কূট সংগ্রহ করে, তাহা হইলে ভাবী জন্মে তাহার অশ্বশরীর না হইবে কেন? ইহাতে আপত্তি এই, মানিলাম পূর্ব্বজন্মে মানুষ ছিল, কর্ম্মবলে ইহজন্মে অশ্ব হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বাভ্যস্ত মনুষ্যোচিত জ্ঞান কোথায় গেল, আর অশ্বশরীরোচিত জ্ঞানই বা কোথা হইতে আসিল। ইহার উত্তর এই যে,—

"কারণানুবিধায়িত্বাৎ কার্য্যাণাং তৎস্বভাবতা।
নানাযোন্যাকৃতীঃ সত্ত্বো ধত্তেঽতো দ্রুতলোহবৎ॥" (বেদান্ত ভা°)

যাহা যাহা হইতে জন্মে, তাহা তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়, এই নিয়মের অনুগুণে নানা যোনি হইতে নানা আকারের জীব জন্মিতেছে। দ্রবীকৃত লৌহ ছাঁচের আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অন্যাকার হয় না। জীব যখন যে যোনিতে উৎপন্ন হয়, তখন সেই যোনির অনুরূপ আকার ও স্বভাব প্রাপ্ত হয়। প্রাক্তন সংস্কার অধিক পরিমাণে অভিভূত হইয়া থাকে। সেই কারণে মানবীয় জ্ঞান লুপ্ত থাকে ও অশ্বের আকার ও স্বভাব ব্যতীত মানবের আকার ও স্বভাব হয় না।

সংসারী আত্মা (জীব) স্বোপার্জ্জিত জ্ঞান ও কর্ম্মানুসারে কখন উন্নত হয়, কখন বা অবনত হয়, কখন উৎকৃষ্ট দেহ পায়, কখন বা নিকৃষ্ট দেহ পায়। জন্মান্তর নাই, যাহারা বলেন, তাহাদের পক্ষে কোন সত্যপূর্ণ সদ্যুক্তি নাই। বরং জন্মান্তরের অস্তিত্ব পক্ষে কোন সদ্যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

"সর্ব্বস্য প্রাণিনামিয়মাত্মাশীর্নিত্যা ভবতি মানভুবম্ ভূয়াসমেবেতি। ন চাননুভূতমরণধর্ম্মকস্যৈষা ভবত্যাশীঃ। এতয়া চ পূর্ব্বজন্মানুভবঃ প্রতীয়তে।" (ব্যাস)

১। প্রাণিমাত্রেরই একটী নিত্য ও নিয়মিত অভিনিবেশ অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রার্থনা আছে। তাহার আকার আমি যেন না মরি। জীবমাত্রেই মরিতে চায় না। মরণের প্রতি তাহাদের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। যতপ্রকার ভয় বা ত্রাস আছে, সর্ব্বাপেক্ষা মরণত্রাস অধিক বলবান্ ও অনিবার্য্য। মরণত্রাস সদ্যোজাত শিশুতেও দৃষ্ট হয়। যে কখন মরণ-যাতনা অনুভব করে নাই, তাদৃশ ব্যক্তির অন্তরেও মারক বস্তু-দর্শনে ত্রাস জন্মে। মরণে যদি ক্লেশ থাকে এবং যদি তাহা আর কখনও অনুভব হইয়া থাকে, তবেই মারকবস্তুদর্শনে ত্রাস-কম্পাদি উপস্থিত হইতে পারে, নচেৎ পারে না। সুতরাং বিশ্বাস করা উচিত যে, জন্মান্তরীয় মরণদুঃখ ভোগের বা অনুভবের সংস্কার তাহার অন্তরিন্দ্রিয়ে লুক্কায়িত ছিল, অদ্য তাহা অজ্ঞাতসারে উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভীত ও কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। বিশেষতঃ সদ্যোজাত বালকের মরণত্রাসের সঙ্গে ইহজন্মের সম্বন্ধ দেখা যায় না। তাহাতেও জন্মান্তর অনুমিত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে ত্রিকালদর্শী ঋষিমাত্রেই অনুভব করেন ও বলেন, জীবের জীবস্বভাবের অন্তর্গত মরণ-ত্রাসই পূর্ব্বজন্ম থাকার চিহ্ন।

২। ইচ্ছা। ইচ্ছা একটী আত্মগুণ বা আত্মলগ্ন শক্তি-বিশেষ। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ কারণে তাহা উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছার জনক সৌন্দর্য্যজ্ঞান। ভাল বলিয়া অনুভব না হইলে এবং ইহা আমার অনুকূল বা উপকারক এ বোধ না হইলে কোন ক্রমে তদ্বিষয়ে ইচ্ছোদ্রেক হইবে না। ইচ্ছার ন্যায় ভয়, ত্রাস, প্রবৃত্তি, সমুদয় অন্তঃপ্রবৃত্তির প্রতি ঐ নিয়ম চিরপ্রতিষ্ঠিত; অতএব সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ত্রাস প্রভৃতির সহিত যখন ইহজন্মের সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তখন অবাধে বলিতে ও মানিতে পারা যায় যে, সে সকলের সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সেই সেই সংস্কার তাহাকে সেই সেই বিষয়ে রুচি, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি প্রভৃতি জন্মাইয়া চরিতার্থ হয়। অতএব সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান প্রবৃত্তিও জন্মান্তর থাকার দ্বিতীয় চিহ্ন।

৩। শতবর্ষ বয়সের বৃদ্ধও শরীরনিরপেক্ষ জ্ঞানে আপনার বৃদ্ধত্ব অনুভব করে না। সে যখন নিজ শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের প্রতি লক্ষ্য করে, তখনই সে বুঝে, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। এ নিয়ম বালকেও বিদ্যমান আছে। আত্মা অজর অমর বলিয়াই ঐরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আত্মা বৃদ্ধ হয় না, মরেও না, তদাশ্রিত দেহই বৃদ্ধ হয় ও মরে। সুতরাং আত্মার অমরত্ব ও দেহের পরিবর্ত্তন এই দুয়ের দ্বারাও জন্মান্তর থাকা অনুমিত হয়।

৪। বিদ্যাবুদ্ধি সকলের সমান না হওয়াও জন্মান্তর থাকার অন্যতম চিহ্ন। এমন অনেক লোক আছে যে, তাহারা অল্প বয়সেই বেদবেদাঙ্গপারগ হয়, আবার কেহ বা যাবজ্জীবন ব্যয় করিয়াও তাহার কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

৫। আগ্রহ, অর্থাৎ ঝোঁক। ইহার অন্য নাম প্রবৃত্তি-নির্বন্ধ। এই আগ্রহও জন্মান্তর থাকার অনুমাপক। এক এক বিষয়ে এক এক জনের এমন এক অনিবার্য্য ঝোঁক থাকে যে, যষ্টির আঘাত করিলেও সে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। তাদৃশ আগ্রহ বা ঝোঁক পূর্ব্বজন্মের সংস্কার বা অভ্যাস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৬। জীব বিশেষের স্বভাব ও কর্ম্মবিশেষ পূর্ব্বজন্ম থাকা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ। সদ্যঃপ্রসূত শাখামৃগের শাখা আক্রমণ ও সদ্যঃপ্রসূত গণ্ডার-শিশুর পলায়নবৃত্তান্ত অভি-নিবেশ সহকারে দেখিলে পূর্ব্বজন্ম আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইত্যাদি।

যাহারা বলেন পূর্ব্বজন্ম নাই, তাহাদের মত নিতান্তই অশ্রেদ্ধেয় ও যুক্তিবিগর্হিত।

জন্ম, মরণ, জীবন।—আত্মা যদি অজর অমর হইল, তবে মরে কে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে এক সঙ্গে জন্ম, মরণ ও জীবন তিনেরই বর্ণন বা মীমাংসা হইয়া আইসে। ঋষিমাত্রেই বলেন, 'নায়ং হন্তি ন হন্যতে' আত্মা কাহাকে মারেনও না, নিজেও মরেন না। কারণ মরণ নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। যে ঘটনা মরণ নামে অভিহিত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপ বিবেকবুদ্ধি পরিচালন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মরে কে। মরণ কি, তাহার বিষয় বিবেচনা কর, কতকগুলি তৃণ, কাষ্ঠ ও রজ্জু প্রভৃতি অবয়ব একত্র করিয়া একটী অবয়বী (গৃহাদি) নির্ম্মাণ করিল। জল, বায়ু ও মৃত্তিকা আহরণ করিয়া অন্য একটী অবয়বী (ঘটাদি) প্রস্তুত করিল। ক্ষিতি, জল, ও বীজ একত্র হইল, তাহাতে অঙ্কুর জন্মিল, তাহা হইতে শাখাপল্লবাদি উৎপন্ন হইল। বলিল বৃক্ষ জন্মিয়াছে। কিছুদিন পরে সে সকলের সেই পূর্ব্ব অবয়ব বিশ্লিষ্ট হইল, অথবা সে সকল অবয়বের সংযোগ বিধ্বস্ত হইল। বলিল কিনা, গৃহ ভগ্ন হইয়াছে, ঘট ধ্বস্ত হইয়াছে, এবং বৃক্ষ মরিয়া গিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, কিরূপ ঘটনার উপর ভগ্ন, ধ্বস্ত ও মরণ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। বলিতে কি, অবয়বের শৈথিল্য বিকার অথবা সংযোগ ধ্বংস এই অন্যতমের উপরেই মরণাদিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল। উহা নির্জীব পদার্থ হইতে সজীব পদার্থে উঠাইয়া আনিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, জীবন্ত পদার্থের মরণ কি? জন্ম মরণ আর কিছুই নহে, অবয়বের অপূর্ব্ব সংযোগভাব জন্ম এবং তাহার বিয়োগভাব মরণ। —'মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ' মরণ ও আত্যন্তিক বিস্মরণ তুল্য কথা। যে কারণকূট জীবকে দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়াছিল, সেই কারণকূট বা সংযোগবিশেষ বিনষ্ট হইলে অত্যন্ত বিস্মরণ বা মহাবিস্মরণ নামক মরণ হয়। মরণ হইলে দেহাদির অন্যপ্রকার বিকার উপস্থিত হয়। অতএব অবয়ব সকলের অপূর্ব্ব সংযোগের নাম জন্ম এবং বিয়োগ বিশেষের নাম মরণ। এইজন্য সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

"অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবিশেষেণ সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ।"

(সাংখ্যদ°)

ইহাতে অবধারণ হইতেছে যে, সাবয়ব বস্তুরই মরণ হয়, নিরবয়ব বস্তুর মরণ হয় না। আত্মা নিরবয়ব, এইজন্য আত্মার মরণ নাই। নিতান্ত সূক্ষ্ম ও নিরবয়ব ইন্দ্রিয়গণেরও মৃত্যু নাই। আত্মা মরে না, ইন্দ্রিয় মরে না, এই সিদ্ধান্তই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে, আমি মরিব, আমি মরিলাম, এরূপ না বলিয়া দেহ মরিয়াছে, দেহ মরিবে, এইরূপ বলাই সঙ্গত, কিন্তু কৈ কেহই ত তাহা বলে না। না বলিবার কারণ কি? কারণ আছে। লোকে এই দৃশ্যমান সংঘাতের অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এই সকল সম্মিলন ভাবের বিনাশ লক্ষ্য করিয়াই 'মরণ' শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। বাস্তবিক প্রাণ সংযোগের ধ্বংসই উক্ত শব্দের প্রধান লক্ষ্য। প্রাণব্যাপার নিবৃত্ত না হইলে, অঙ্গগুলির সম্বন্ধ নিবৃত্তি হয় না। 'জীবন' 'মরণ' এই শব্দদ্বয়ের ধাতব অর্থ অন্বেষণ করিলেও কথিত অর্থ প্রতীত হয়। জীব ধাতু হইতে জীবন এবং মৃধাতু হইতে মরণ, জীবধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ এবং মৃধাতুর অর্থ প্রাণ পরিত্যাগ। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রাণ যতক্ষণ দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে মিলিত থাকে, ততক্ষণই তাহার জীবন, এবং তাহার বিচ্ছেদ হইলেই মরণ। কাজেই বলিতে হইবে, মরণে আত্মার বিনাশ হয় না, দেহের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয় মাত্র। আমি মরিলাম ও অমুক মরিল, এ সকল শব্দের অর্থ ঔপচারিক। আত্মার অধ্যাস থাকাতেই দেহাদি সংঘাত অহংপ্রত্যয়গম্য হয় এবং সেই কারণে সেই সেই প্রকারের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু প্রাণসংযোগের ধ্বংসই যথার্থ মরণ।

তৃণকাষ্ঠাদি সংহত করিয়া তাহার যে দৃঢ়তা ও ব্যবহারোপযোগিতা সম্পাদন করা যায়, তাহার নাম গৃহের জীবন। সেই দৃঢ়তার এবং ব্যবহারোপযোগিতার যে অবস্থান কাল, তাহা তাহার আয়ু, জীবদেহের জীবন বা আয়ু তাহারই অনুরূপ। শ্বাসপ্রশ্বাস যাহার কার্য্য, তাহা প্রাণ শব্দের বাচ্য। বাস্তবিক প্রাণ যে কি পদার্থ, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ জন্মিয়াছে। কেহ বলেন, উহা বাহ্য বায়ু, কেহ বলেন, উহা ইন্দ্রিয়সমষ্টির ব্যাপারবিশেষ। কেহ বলেন, উহা একপ্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রথম মতের সিদ্ধান্ত এইরূপ, শরীরে যে তেজ, উষ্মা, জল বা আকাশ আছে, নিশ্বাসপ্রশ্বাস তত্তিতয়ের সাংযোগিক কার্য্য। দৈহিক উষ্মা বা তাপ রসরক্তাদিরূপ জলকে উত্তেজিত করে। তদুভয়ের সংঘর্ষজনিত ক্রিয়াবিশেষ উদরকন্দরস্থ আকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়। ঐ পরিপুষ্ট সাংযোগিক ক্রিয়া ফুস্‌ফুস্ নামক সংকোচবিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত ও বিকশিত করে। বিকাশ-ক্রিয়ায় বাহ্যবায়ুর পরিগ্রহ বা পূরণ হয়, পরে সঙ্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ বা বহির্গতি জন্মে। প্রাণ যন্ত্রের ঐরূপ ক্রিয়ায় ভক্ষদ্রব্য সকল পরিপাক প্রাপ্ত ও তৎপ্রভব রসরক্তাদি দেহের সর্ব্বত্র প্রেরিত হয়। দেহের হ্রাস, বৃদ্ধি, জন্ম ও মরণাদি যে কিছু ঘটনা সমস্তই ঐ প্রাণযন্ত্রের অধীন। ইন্দ্রিয়ের কার্য্যশক্তি প্রাণের দ্বারা উৎপন্ন ও সংরক্ষিত হয়। প্রাণ যতক্ষণ সতেজ থাকিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য-

করিতে পারিবে। প্রাণই উৎক্রান্তির কারণ, অর্থাৎ মনুষ্য যখন মরে, তখন প্রাণ ইন্দ্রিয়গণকে লইয়া উৎক্রান্তি অর্থাৎ শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়। [বিশেষ বিবরণ প্রাণ শব্দে দেখ।]

সূক্ষ্ম শরীর ও পরলোকগতি।—যাহা সর্ব্বব্যাপী বা পূর্ণ, তাহার আবার গতি কি? পূর্ণের গতি অর্থাৎ যাতায়াত করিবার স্থান কৈ? যাহার যাতায়াত করিবার স্থান থাকে, তাহা পূর্ণ নহে। যে বস্তু পূর্ণস্বভাব, তাহার গমনাগমন অসম্ভব। পরিচ্ছিন্ন বা খণ্ড পদার্থেরই যাতায়াত, পরিপূর্ণ পদার্থের নহে। আত্মা পূর্ণস্বভাব, সেজন্য গত্যাগতি নাই।

তবে যাতায়াত করে কে? কেইবা জন্মমরণপ্রবাহ ভোগ করে? স্থূল শরীর পড়িয়া থাকে, আত্মার যাওয়া আসা নাই। তবে যায় কে? আসেই বা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে সাংখ্য-বেদান্তাদি সকলেই একবাক্যে বলেন, দৃশ্যমান স্থূল দেহের অভ্যন্তরে সূক্ষ্মশরীর আছে, সেই সূক্ষ্মশরীরই বারবার যাতায়াত করে। যাবৎ না মুক্তি হয় বা প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হয়, তাবৎ তাহা থাকে ও ইহলোক ও পরলোকে গমনাগমন করে।

"উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং হায়হায়ঞ্চোপাদত্তে।"

(তত্ত্বকৌমুদী)

জীব যে বারবার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে, বারবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের যাতায়াত ও ইহ-পরলোক-সঞ্চরণ। দৃশ্যমান স্থূলশরীর শাস্ত্রে ষাট্‌কৌষিক শরীর নামে খ্যাত। ত্বক্, রক্ত, মাংস, স্নায়ু, অস্থি ও মজ্জা এই ৬টী কোষ অর্থাৎ আত্মার আবরণ, এইজন্য ষট্‌কোষাত্মক স্থূল দেহকে ষাট্‌কৌষিক কহে। এই ষাট্‌কৌষিক শরীর শুক্রশোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। সূক্ষ্ম শরীর সেরূপ নহে। সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিয়নিচয়ের সমষ্টি বা তদ্দ্বারা রচিত। ইহা অতিশয় সূক্ষ্ম, এইজন্য অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অদৃশ্য। যাহার মূর্ত্তি নাই, অবয়ব নাই, কেবল জ্ঞানময় পদার্থ; কে তাহাকে দেখিতে পায়, কেই তাহাকে ছেদ, ভেদ বা দাহ করিতে পারে? সাংখ্যমতে আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি হইতে প্রত্যেক আত্মার নিমিত্ত এক একটী সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল, প্রকৃতির পুনঃ সাম্যাবস্থা বা জীবের মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই সকল সূক্ষ্ম শরীর থাকিবেক এবং বারংবার ষাট্‌কৌষিক শরীর জন্মিবে।

সূক্ষ্ম শরীরের নামান্তর লিঙ্গশরীর, কোন মতে ইহার অবয়ব সপ্তদশ, বা মতবিশেষে ষোড়শাবয়ব, অথবা মতান্তরে পঞ্চদশাবয়ব। সকল মতেই ইহা প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রচিত। বেদান্ত চৈতন্যাধিষ্ঠিত সূক্ষ্ম শরীরকেই জীব বলেন।

দৃশ্যমান দেহের অভ্যন্তরে যে একটী সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাহার প্রমাণ কি? ইহাতে সাংখ্য বলেন, যোগীদিগের অনুভব ও যোগিগণের অদ্ভুত কার্য্যকলাপ তাহার প্রমাণ। কিরূপ কার্য্যকলাপ সূক্ষ্মশরীরের অস্তিত্ব সাধক, তাহা যোগী না হইলে বুঝিতে পারা যায় না। যোগীরা যোগ সাধন করিয়া সূক্ষ্ম শরীরকে এরূপ আয়ত্ত করিতে পারেন যে, তাহারা মাংসপিণ্ড অস্থিপিঞ্জর দৃশ্যশরীর হইতে বহির্গত হইয়া স্বেচ্ছামত বিচরণ ও পরশরীরে প্রবেশ করিতে পারেন। এক্ষণে কেবল যুক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরসদ্ভাব বোধগম্য করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহার যুক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যাবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্যানৈশ্বর্য্য ও লজ্জা ভয় প্রভৃতি যে সকল গুণ মানবীয় আত্মাকে বস্ত্রকুসুমন্যায়ে (বস্ত্রে পুষ্প স্পর্শ হইতে থাকিলে যেমন বস্ত্রখানি সুবাসিত হয় তাহার ন্যায়) নিরন্তর অধিবাসিত করিতেছে, সে সমস্তই বুদ্ধিপদার্থ মধ্যে গণনীয়। কারণ এই যে, বুদ্ধিরই বিশেষ বিশেষ অবস্থা ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বিবিধ নামের নামী। বুদ্ধি নিরাশ্রয়ে থাকিবার নহে, অবশ্য তাহার আশ্রয় আছে। অভিনিবেশপূর্ব্বক চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে, বুদ্ধি মাংসলিপ্ত অস্থিপিঞ্জরে অবস্থিত নহে, নিরুপাধিক আত্মাতেও অবস্থিত নহে। নিরুপাধিক আত্মা, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ও নির্ধর্ম্মক। সুতরাং বুদ্ধির পৃথক্ আশ্রয় কল্পনীয় বা অনুমেয়। যাহা বুদ্ধির আশ্রয়, তাহাই সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীরেই বুদ্ধির স্থিতি ও উৎপত্তি।

সাংখ্যকার বলেন, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত স্থিতি লাভ করে না, ছায়া যেরূপ মূর্ত্তি পদার্থ ব্যতীত থাকিতে পারে না, সেইরূপ লিঙ্গ অর্থাৎ নানাপ্রভেদবতী বুদ্ধিও কোন এক উপযুক্ত আশ্রয় বা আধার ব্যতীত থাকিতে পারে না।

"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।
তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥" (সাংখ্যকা° ৪১)

এই জন্য মাংসলিপ্ত অস্থিরচিত দৃশ্যদেহের অন্তরালে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত শরীর থাকা অনুমিত হয়। স্থূলশরীরাবস্থায় কর্ম্মজ্ঞান সমস্তই সেই শরীর-সহায়ে উৎপন্ন হয় এবং তদুভয়ের সংস্কার তাহাতেই স্থিতি লাভ করে। জন্মমরণের অন্তরাল অবস্থায় অর্থাৎ স্থূল শরীর বিযুক্ত হইয়াছে, অথচ অভিনব স্থূল শরীর উৎপন্ন হয় নাই, সে অবস্থাতেও ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার তাহাতে আবদ্ধ থাকে। ইহজন্মে যে সকল বুদ্ধিবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তত্তাবতের সংস্কার লিঙ্গশরীরে আবদ্ধ হইতেছে ও থাকিয়া যাইতেছে। বুদ্ধির আবির্ভাবপ্রভাবে দৃশ্য দেহটী স্পন্দিত হয় মাত্র এবং তাহার সংস্কার ব্যতীত অন্য সংস্কার ইহাতে আবদ্ধ হয় না। সেই কারণে স্থূলদেহের ধ্বংসে ধর্ম্মাধর্ম্মাদির সংস্কার বিলুপ্ত হয় না এবং ইহজন্মের কার্য্যরুচি পূর্ব্ব জন্মের সংস্কারানুরূপ হইয়া থাকে।

"সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা মাতাপিতৃজা নিবর্ত্তন্তে।" (সাংখ্যকা° ৩৯)

মাতাপিতৃজাত অর্থাৎ শুক্রশোণিত দ্বারা উৎপন্ন এই ষাট্‌কৌশিক স্থূলদেহ 'বিড়ন্তা ভস্মান্তা রসান্তা বা' অর্থাৎ পড়িয়া থাকে, পচিয়া যায়, মৃত্তিকা হয়, ভস্ম হয়, শৃগালকুক্কুরাদির ভক্ষ্য এবং বিষ্ঠাও হয়। কিন্তু 'সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তাঃ' তন্মধ্যে সূক্ষ্মশরীর নিয়তকালবর্ত্তী। তাহা মোক্ষ অথবা প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত থাকে। "উপাত্তমুপাত্তং ষাট্‌কৌষিকং শরীরং জহাতি হায়ং হায়ঞ্চোপাদত্তে।" (তত্ত্বকৌ°) সূক্ষ্মশরীর বার বার ষাট্‌কৌষিক শরীর গ্রহণ করে ও বার বার তাহা হইতে বিমুক্ত হয়। ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হওয়া জন্ম এবং তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়াই মরণ।

জন্মমরণের অন্তরাল।—অন্তরাল শব্দে মধ্যকাল। মরণ হইয়াছে, অথচ শরীরোৎপত্তি হয় নাই। এই মধ্যবর্ত্তী অবস্থা বিষয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

অভিনিবেশ, ধ্যান, ও অধ্যান এ সকলের ফলাফল অনুসন্ধান করিলে অন্তরালে অবস্থার সুস্পষ্টচিত্র অনুভূত হইতে পারে। ভাবিয়া দেখ, কোন এক ব্যক্তির ৬ দণ্ডবেলা হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়, সে সেইরূপ অভ্যাস করিয়াছে। অভ্যাসের বলে তাহার প্রতিনিয়তই ছয়দণ্ডবেলার সময় নিদ্রাত্যাগ হয়। অথচ সে ব্যক্তি যদি মনে করে যে, আমি কল্য ঠিক ৬ দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিব, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঠিক ছয়দণ্ডরাত্রি থাকিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবেক। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ধ্যান বা অভিনিবেশ অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া প্রভুত্ব করিতে সমর্থ। আহার, বিহার, বিসর্গ (মলমূত্রত্যাগ) ও অন্যান্য দৈহিক ক্রিয়া সমস্তই অভ্যাস, ধ্যান ও অভিনিবেশের প্রভাবে নিয়মিতরূপে নির্ব্বাহিত হয়। শরীরসত্ত্বে যে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস উপার্জ্জন করা যায়, শরীরপাত হইলে সে সকল ধ্যান, অভিনিবেশ ও অভ্যাস সংস্কারীভাব প্রাপ্ত হইয়া জীবকে অনুরূপ নিয়মের অধীনে রাখে ও পরিবর্ত্তিত করে। ইহশরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলেও তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে উদয়ের বীজ অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্মের সংস্কার। যে সংস্কার সূক্ষ্মশরীরে থাকে এবং পরে তাহারই বলে তাহা উদবুদ্ধ হয়। স্থিত সংস্কার উদবুদ্ধ হইলে স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞা নামে জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। ইহজন্মে যে জন্মান্তরীয় সংস্কার উদবুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে পরিচিত। মরণকালে স্থূলদেহ পতিত থাকে; কিন্তু তদ্দেহের অর্জ্জিত সংস্কার সূক্ষ্মশরীর অবলম্বনে বিদ্যমান থাকে, বৃথা বিনষ্ট হয় না। সেই জন্যই মরণের পর তদ্দেহের অর্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। মৃত্যুযন্ত্রণা তদ্দেহের পরিচিত সমুদায় বস্তু ভুলাইয়া দেয় এবং ভবিষ্যৎ দেহ ও ভবিষ্যৎ দেহের ভোগ্য ও ভোগসম্বন্ধীয় ভাবনা-বিজ্ঞানে পর্য্যবসিত করে।

যত প্রকার যাতনা থাকুক, মরণ যাতনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট। কোন প্রকার উৎকটরোগ হইলে কি মূর্চ্ছাদি দুরন্ত অবস্থা ভোগ হইলে তদ্দ্বারা যেমন পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানের অন্যথা হয়, পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয় ভুলিয়া যায়, সেইরূপ মৃত্যুযন্ত্রণাও মুমূর্ষুর বিদ্যমান সমুদায়ভাব বিস্মৃতিসাগরে নিমগ্ন ও অভিনব ভাবনার উত্থাপন করিয়া থাকে। জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম্ম ধ্যান বা অভিনিবেশ করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নূতন এক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ নূতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রে ইহাই ভাবনাময় শরীর নামে অভিহিত। মৃত্যুকালে ভাবনাময় শরীর হয়, এ কথার অর্থ এই যে, ভবিষ্যতে যাহার ব্যাঘ্রদেহ উৎপন্ন হইবে, মরণকালে তাহার 'ব্যাঘ্রোহহং' এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হয়। উৎকট মরণযন্ত্রণা তাহার তদ্দেহের সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করিয়া ভাবনাময় বিজ্ঞান উৎপাদন করে, এই ভাবনা-বিজ্ঞান বা ভাবশরীর স্বাপ্নশরীরের অনুরূপ। আমরা যেমন স্বপ্ন দেখি, তেমনি স্থূল দেহচ্যুত ভাবদেহীরা প্রথমতঃ অস্পষ্ট পরজন্মের স্ফুরণ সন্দর্শন করে। অনন্তর যথাকালে তাহাদের ষাট্‌কৌষিক শরীর উৎপন্ন হয়। শাস্ত্রে যে জন্ম ও মরণ তৃণজলোকার ন্যায় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা ভাবনাময় শরীরবিষয়ক অর্থাৎ জলোকা যেরূপ এক তৃণ ছাড়িয়া অন্য তৃণ ধারণ করে, অথবা অন্য তৃণ না ধরিয়া গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে না, তেমনি জীবও অন্য শরীর গ্রহণ না করিয়া এ শরীর ত্যাগ করে না। সে অন্য ষাট্‌কৌষিক শরীর নহে, পরন্তু তাহা ভাবনাময় শরীর। ষাট্‌কৌষিক শরীর লাভ সকলের ভাগ্যে হয় না।

"যোনিমধ্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥" (স্মৃতি)

ভাবনাময় দেহের অন্য নাম আতিবাহিক দেহ। আতিবাহিক দেহ অল্পকাল থাকে। তৎপরে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা অনুসারে ষাট্‌কৌশিক ভোগদেহ উৎপন্ন হয়।

কেহ বা মানবদেহ, কেহ বা তির্য্যক্‌দেহ, অথবা কেহ দেবদেহ পায়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দেবাদি শরীর, পাপাধিক্য থাকিলে তির্য্যক্‌শরীর, পাপপুণ্যের বল সমান থাকিলে মানব শরীর উৎপন্ন হয়। যতকাল না স্থূলশরীর উৎপন্ন হইবে, ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে সুখদুঃখভোগ করিতে হইবে। সে ভোগ স্বপ্নভোগের ন্যায় অস্পষ্ট। স্বপ্ন ও ভাবনাময়। মৃত্যুকালে যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হইবে, সেই

ভাব প্রবল হইয়া তাহাকে তদনুরূপ গতি প্রদান করে। জীব মুমূর্ষু হইলে তাহাকে যে নাম শুনান হয়, তাহা আর কিছুই নহে, যদি ঐ সময় উহার মনের ভাব ঈশ্বরদিকে যায়, এই জন্য মুমূর্ষুর আত্মীয় স্বজন তাহার কর্ণের নিকট বিষ্ণুর নাম শ্রবণ করাইতে থাকে। কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ফল হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ পূর্ব্বের ধ্যান, পূর্ব্বের অভিনিবেশ এবং পূর্ব্বের অভ্যাস না থাকিলে তৎকালে ঈশ্বরবিষয়ক ভাবশরীর ও আশানুরূপ প্রাণবিনির্গম হওয়ার সম্ভাবনা নাই। চৈতন্যপ্রতিবিম্বিত সূক্ষ্মদেহ কথিত প্রকারে ষাট্‌কৌষিক শরীর হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে—

"আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ।"

আকাশস্থিত, আলম্বনহীন, বায়ুভূত ও আশ্রয়শূন্য অবস্থা হইয়া থাকে। পরে যথাকালে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতাদি জড় শরীর গ্রহণ করে। যাহারা ঋষি, তপস্বী ও জ্ঞানী তাহারা দেবযানপথে ঊর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্মলোকে গিয়া উৎপন্ন হয়। যাহারা সৎকর্ম্মনিষ্ঠ, তাহারা পিতৃযানপথে ঊর্দ্ধগামী হইয়া পিতৃলোকে গিয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর সুখভোগান্তে তাহারা পুনর্ব্বার পিতৃযানপথের ব্যুৎক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমানুসারে মানবশরীর প্রাপ্ত হয়। যাহারা মানব কি পশুশরীর প্রাপ্ত হয়, তাহারা আকাশে, পৃথিবীতে, পরে পার্থিবরসের সঙ্গে শস্যাদি মধ্যে, তৎপরে খাদ্যরূপে মনুষ্যের কি অন্য কোন জীবের শরীরে কিছুদিন অবস্থান করে। পুংশরীরে প্রবেশ করিলে রসরক্তাদিক্রমে শুক্রধাতুতে এবং স্ত্রীশরীরে প্রবেশ করিলে আর্ত্তব রক্তে অবস্থান করে। পরে স্ত্রীপুরুষসংযোগ উপলক্ষ্যে গর্ভযন্ত্রে প্রবিষ্ট হইয়া ষাট্‌কৌষিক দেহ প্রাপ্ত হয়।

জীব খাদ্যের সঙ্গে যে শরীরে প্রবেশ করে, সেই শরীরের অনুরূপ সংস্কার তখন হইতে থাকে। যে পূর্ব্বে মানবদেহে ছিল, কর্ম্মের প্রেরণায় সে যদি বানরশরীরে গিয়া নিপতিত হয়, তবে বানরশরীরে প্রবেশ মাত্রেই তাহার মানবোচিত সংস্কারের অভিভব, এবং বানরোচিত সংস্কারের সঞ্চার হইতে থাকে। তাহাতেই জন্মিবামাত্র তজ্জাতীয় সংস্কার প্রবুদ্ধ হয়।

পুংস্ত্রীসংযোগে জীব গর্ভ মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পরে গর্ভস্থ দেহী নবম কিংবা দশম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি ভাব লাভ করিয়া প্রবল প্রসববায়ু দ্বারা ধনুর্ম্মুক্ত বাণের ন্যায় যোনিছিদ্র দিয়া নির্গত হয়।

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে,—অষ্টম মাসে মন প্রাদুর্ভাব হওয়ার পর অবধি যতদিন না ভূমিষ্ঠ হয়, ততদিন জীব পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ ও গর্ভবাসের কঠোর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া ক্লেশ পাইতে থাকে। কি করে, মুখ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন, কণ্ঠ কফপূর্ণ, বায়ুর পথ নিরুদ্ধ, ইত্যাদি নানা কারণে রোদনাদি করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বানুভূত নানাজন্মের নানাপ্রকার যন্ত্রণা মনে করিয়া অতি উদ্বেগের সহিত বাস করিতে থাকে।

"জাতঃ স বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি
পূর্ব্বং জন্মমরণং কর্ম্ম চ শুভাশুভম্।"

যেই ভূমিষ্ঠ হয়, অমনি সে সমস্ত ভুলিয়া যায়। বাহ্য বায়ুই তাহার পুরাতন স্মৃতি বিনাশ করিয়া দেয়। এইরূপ নিয়মে জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

দর্শনশাস্ত্রে জীবের জন্ম ও মৃত্যু বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জন্ম, ও জন্মের পর মৃত্যু, হইতেই হইবে। এইরূপ জন্ম ও মৃত্যুই জীবের প্রেত্যভাব। যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জন্ম ও মরণ-ক্লেশ ভোগ করিতেই হইবে। মুক্তি হইলে আর প্রেত্যভাব হইবে না। সকল দর্শনশাস্ত্রেই যাহাতে এই প্রেত্যভাব অর্থাৎ জন্মমৃত্যু না হয়, তাহার বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে।

প্রেত্যভাবিক (ত্রি) প্রেত্যভাব সম্বন্ধীয়, ঐহলৌকিক।

প্রেত্বন্ (পুং) প্র-ই-ক্বনিপ্। ১ ইন্দ্র। ২ বাত। (মেদিনী)

প্রেপ্সু (ত্রি) প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ প্র-আপ্-সন্-উ। পাইতে ইচ্ছুক।

প্রেম (প্রেমন্) (পুং ক্লী) প্রিয়স্য ভাবঃ প্রিয় (পৃথ্বাদিভ্য ইমনিজ্বা।পা ৫।১।১২২) ইতি ইমনিচ্ (প্রিয়স্থিরেতি। পা৬।৪।১৫৩) ইতি প্রাদেশঃ, বা প্রী-তর্পণে-মনিন্। ১ সৌহার্দ্দ, পর্য্যায়— প্রেমা, প্রিয়তা, হার্দ্দ, স্নেহ।

"দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্ণোত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
আলিলিঙ্গ মুহুর্ব্বাণং মূর্দ্ধ্নি তস্য চকার হ॥" (দেবীভা° ১।১৪।২৪)

২ ভাববন্ধভেদ।

"যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ।" (উজ্জ্বলনীল°)

যুবকদিগের যে ভাববন্ধন, তাহার নাম প্রেম। ৩ হর্ষ। ৪ নর্ম্ম।

।*। প্রেমের প্রিয়তা, হার্দ্দ, স্নেহ প্রভৃতি কতকগুলি পর্য্যায় থাকিলেও ইহার স্বরূপনির্ণয় করা অসাধ্য, তাই নারদীয় ভক্তিসূত্রে উক্ত হইয়াছে—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্"।

অতএব প্রেম যে কি পদার্থ তাহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে বাক্য দ্বারা বুঝান যাইতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্তও ঐ নারদসূত্রে লেখা আছে "মূকাস্বাদনবৎ" অর্থাৎ যেমন কোন মূক ব্যক্তি কোন দ্রব্যের আস্বাদন করিলে তাহা কটু, তিক্ত বা কষায় কাহারও কাছে ব্যক্ত করিতে পারে না, সে-ই তাহার আস্বাদন অনুভব করে, প্রেমও তদ্রূপ প্রেমী ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহই তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না। এই জন্য ঐ সূত্রে কথিত

হইয়াছে, "যথা গোপরামাণাম্" গোপিকাদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভালবাসা, তাহাকেই প্রেম বলে। ঐ প্রেমের বিষয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রথমতঃ সংক্ষেপে সাধারণ প্রেমের বিষয় আলোচনা করিব।

সাধারণ প্রেমের একটী ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে লিখিত হইয়াছে—

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥"

ইহাতে বুঝা যায়, প্রথমে সৎপক্ষ, তৎপরে তত্ত্বজ্ঞান, তৎপরে ভগবৎকথায় প্রবৃত্তি, তৎপরে শ্রদ্ধা, তৎপরে রতি অর্থাৎ ভাব-ভক্তি এবং তৎপরে ভক্তি অর্থাৎ প্রেম হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগে এই ক্রমবিকাশের কথা আরও একটু বিশদ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

উক্ত শ্লোকদ্বারা বুঝা যায়—প্রেম-প্রাদুর্ভাবের প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, সেই ভজনক্রিয়া হেতু অনর্থনিবৃত্তি, জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে ভাবের উদয় হয়, ভাবোদয়ের পর প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। সাধকদিগের প্রেম প্রাদুর্ভাবের এইরূপই ক্রম জানিতে হইবে। এইরূপে জীবে ভাবের গাঢ়তা উৎপন্ন হইলে তাহাকেই প্রেম বলা যায়। শ্রীরূপও লিখিয়াছেন—

"সম্যঙ্ মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আছে—

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥"

ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ প্রভৃতি অনন্যমনস্করহিত ভগবানে যে মমতা তাহাকেই প্রেম বলিয়াছেন। এই প্রেম ভাবোত্থ ও অতিপ্রসাদোত্থ ভেদে দুই প্রকার। নিরন্তর অন্তরঙ্গ ভক্ত্যঙ্গের সেবনদ্বারা ভাব পরমোৎকর্ষকে প্রাপ্ত হইলেই ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া কথিত হয়। হরির স্বীয় সঙ্গদানাদিকেই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেম কহে।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিয়াছিলেন—

"তেনাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসো মৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥" (ভাগ° ১১ স্কন্ধ)

সেই গোপীগণ আমাকে পাইবার জন্য বেদাধ্যয়নও করে নাই, সৎসঙ্গও করে নাই এবং ব্রত বা কোন তপস্যাও করে নাই; কেবল আমার সঙ্গপ্রভাবেই আমার প্রেমলাভপূর্ব্বক আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই অতিপ্রসাদোত্থ প্রেমও আবার দুই প্রকার—মাহাত্ম্য জ্ঞানযুক্ত এবং কেবল (মাধুর্য্য) জ্ঞানযুক্ত। বিধিমার্গে ভজনকারীদিগের প্রেম মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত এবং রাগানুগাশ্রিত ভক্তমার্গের প্রেমকে কেবল (মাধুর্য্য) জ্ঞানযুক্ত বলে।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—

"ধন্যস্যায়ং নবঃ প্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্বাণিভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা॥"

যে ধন্যব্যক্তির চিত্তে এই নবীন প্রেমের উদয় হয়, শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও তাঁহারা সহসা সেই প্রেমের পরিপাটী বুঝিতে পারেন না। এই প্রেম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভেদে পঞ্চবিধ।

শান্ত প্রেম।

শান্তরসের বিষয় আলম্বন চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও আশ্রয়ালম্বন সনকাদি শান্তগণ।

মহোপনিষদের শ্রবণ, নির্জ্জনস্থান-সেবন, শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানের স্ফূর্ত্তি, তত্ত্ববিচার, জ্ঞানশক্তির প্রাধান্য, বিশ্বরূপদর্শন, জ্ঞানিভক্তের সংসর্গ এবং সমবিদ্যগণের সহিত উপনিষদ্বিচার শান্তরসের উদ্দীপন। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অবধূতের ন্যায় চেষ্টা, চারিহস্ত পরিমাণ স্থান অবলোকন করিয়া পরে পাদনিক্ষেপ, জ্ঞানমুদ্রাধারণ, হরিদ্বেষীর প্রতি দ্বেষরাহিত্য, ভগবানের প্রিয়ভক্তে ভক্তির অল্পতা, সংসারক্ষয় ও জীবন্মুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষ, নির্ম্মমতা, নিরহঙ্কারিতা এবং মৌন ইত্যাদি অনুভাব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য ও অশ্রু এই সাতটী সাত্ত্বিক ভাব। নির্ব্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি এই শান্তরসে সঞ্চারী ভাব। শান্তিরতি স্থায়ীভাব।

দাস্য প্রেম।

ইহাকে শাস্ত্রকারগণ প্রীতভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রসে দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ উভয়রূপই বিষয়ালম্বন এবং হরিদাসগণ আশ্রয়ালম্বন।

বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের দ্বিভুজ, অন্যত্র দ্বিভুজ এবং চতুর্ভুজভেদে ত্রিবিধ। আশ্রয়ালম্বন হরিদাসও প্রশ্রিত (সর্ব্বদা নতদৃষ্টিতে অবস্থিত), আজ্ঞাবর্ত্তী, বিশ্বস্ত এবং নম্রবুদ্ধি ভেদে চতুর্ব্বিধ। এই চারিপ্রকার দাসের নাম অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ অধিকৃত দাস। আশ্রিতদাস শরণাগত, জ্ঞানী ও সেবানিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ।

'শরণ্যাঃ—কালিয়জরাসন্ধ-বদ্ধনৃপাদয়ঃ'।

কালিয়-নাগ এবং জরাসন্ধকারাবদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগত।

"যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।

শৌনকপ্রমুখাস্তে তু প্রোক্তাজ্ঞানিচরা বুধৈঃ॥"

যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই (শৌনকাদি ঋষি) জ্ঞানী দাস।

"মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।

চন্দ্রধ্বজো হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নৃপঃ।

ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে॥"

যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাহাদিগকে সেবানিষ্ঠ বলে—চন্দ্রধ্বজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব ও পুণ্ডরীকাদি ইহারাই সেবানিষ্ঠ দাস।

পারিষদ দাস—

"উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শত্রুজিৎ।

নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদা যদুপত্তনে॥"

উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শত্রুজিৎ, নন্দ, উপনন্দ এবং ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ। ইহারা মন্ত্রকার্য্যে ও সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন সময়ে অবসর প্রাপ্ত হইলে পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত হন।

"কৌরবেষু তথা ভীষ্ম-পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ।"

কৌরবদিগের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ ও বিদুরাদিও ঐ পার্ষদের মধ্যে পরিগণিত। পারিষদের মধ্যে উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ। উদ্ধবের প্রেম—

"শংসন্ ধূর্জ্জটিনির্জয়াদিবিরুদং বাষ্পাবরুদ্ধাক্ষরং

শঙ্কা-পঙ্ক-লবং মদাদগণয়ন্ কালাগ্নিরুদ্রাদপি।

ত্বয্যেবার্পিতবুদ্ধিরুদ্ধবমুখস্বং পার্ষদানাং গণো

দ্বারি দ্বারবতীপুরস্য পুরতঃ সেবোৎসুকস্তিষ্ঠতি॥"

ইন্দ্রপ্রস্থগত কৃষ্ণকে কেহ কহিল,—হে প্রভো! উদ্ধবাদি ত্বদীয় পার্ষদগণ বাষ্পরুদ্ধ গদ্গদবাক্যে তোমার রুদ্রজয়াদি কার্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে মত্ততাপ্রযুক্ত কালাগ্নিরুদ্র হইতে শঙ্কারূপ পঙ্কের লেশকেও গণ্য না করিয়া কেবল তোমাতে চিত্তসমর্পণপূর্ব্বক সেবাবিষয়ে উৎসুক হইয়া দ্বারবতীপুরীর অগ্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

অনুগদাস—পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে অনুগ দুই প্রকার। তন্মধ্যে পুরস্থদাস—

"সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্বঃ সুস্তম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ।"

সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ব ও সুস্তম্বাদি পুরস্থ অনুগদাস।

ব্রজস্থ অনুগদাস—"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।

রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ॥

আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।

রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥"

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ ইহারা ব্রজস্থ অনুগদাস।

"ব্রজানুগেষু সর্ব্বেষু বরীয়ান্ রক্তকো মতঃ।"

ব্রজানুগ দাসদিগের মধ্যে রক্তক সর্ব্বপ্রধান।

এই রসে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গরব, হাস্যযুক্তাবলোকন, গুণোৎকর্ষশ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ এবং অঙ্গসৌরভ উদ্দীপন।

সর্ব্বতোভাবে ভগবদাজ্ঞার প্রতিপালন, ভগবৎপরিচর্য্যায় ঈর্ষাশূন্যতা, কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা ও প্রীতমাত্র নিষ্ঠতা দাস্য প্রেমরসের অনুভাব।

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রু এবং প্রলয় এই অষ্টসাত্ত্বিকভাবই ইহাতে সাত্ত্বিক।

হর্ষ, গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষন্নতা, দৈন্য, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চপলতা, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি এই গুলি ব্যভিচারী ভাব। সম্ভ্রম প্রীতিকে ইহার স্থায়ীভাব কহে। এই সম্ভ্রমপ্রীতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রথমে প্রেম, পরে স্নেহ, তাহার পরে রাগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শান্তপ্রেমে স্নেহ ও রাগ হয় না বলিয়া শান্ত হইতে দাস্যপ্রেম শ্রেষ্ঠ।

এই দাস্যপ্রেম পুনর্ব্বার অযোগ ও যোগভেদে দুইপ্রকার।

"সঙ্গাভাবো হরের্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে।"

হরির সঙ্গাভাবকে অযোগ বলে। ইহাতে হরির প্রতি মন সমর্পণ এবং তাঁহার গুণাদি অনুসন্ধান করা হয়। এই অযোগও আবার উৎকণ্ঠতা ও বিয়োগতা ভেদে দুই প্রকার।

"অদৃষ্টপূর্ব্বস্য হরের্দিদৃক্ষোৎকণ্ঠিতং মতং।"

অদৃষ্টপূর্ব্ব হরির দর্শনেচ্ছাকে উৎকণ্ঠিত বলে। ইহাতে সমুদায় ব্যভিচারী সম্ভব হইলেও ঔৎসুক্য, দৈন্য, নির্ব্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহ এই সকল ব্যভিচারিভাবের আধিক্য হইয়া থাকে। ঔৎসুক্যের উদাহরণ কর্ণামৃতে—

"অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।

অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥"

বিল্বমঙ্গল কহিলেন, হায়! হায়! হে হরে! হে অনাথবন্ধো! হে করুণাসিন্ধো! তোমার দর্শন ব্যতিরেকে এই অধন্য দিন সকল কিরূপে যাপন করিব? এই প্রকার অন্যান্য ব্যভিচারিভাবেরও দৃষ্টান্ত অনুসন্ধিতব্য।

"বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা।"